কবিরাজি-শিক্ষা।

অর্থাৎ

চরক, সুশ্রুত, বাভট, হারীত, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত,
শার্ঙ্গধর, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসেন্দ্রচিন্তামণি
ও ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ সমূহ অবলম্বনে
লিখিত

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের যাবতীয়-জ্ঞাতব্যবিষয়বিজ্ঞাপক
পুস্তক।

দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আর্য্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের
রহস্যবিদ্‌ভিষক্‌, ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ এবং
মেডিকেল সোসাইটির মেম্বর

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা।

১৮৯৫

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কলিকাতা

৭নং কৃষ্ণসিংহের লেন,

বেঙ্গল প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

ও

৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ফৌজদারীবালাখানায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অতি অল্পদিন মধ্যেই প্রথম সংস্করণের এক সহস্র "কবিরাজি-শিক্ষা" নিঃশেষিত হওয়ায়, এখনও পাশ্চাত্য চিকিৎসাপক্ষপাতী ভারতবাসিগণের হৃদয় হইতে অতুলনীয় আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসা-চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হয় নাই ভাবিয়া নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। "কবিরাজি শিক্ষা" প্রথম প্রকাশ করিবার সময়ে আশা করিতে পারি নাই যে পুস্তকখানি সাধারণের এরূপ উপযোগী হইবে। সাধারণের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে এই পুস্তকের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদের সহিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইলাম। এবারে ইহাতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত এবং কতিপয় ঔষধ, পরিভাষা ও কতকগুলি নূতন রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া, যাহাতে একমাত্র এই পুস্তক দ্বারাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারাযায়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকের প্রথমাংশেই "উপক্রমণিকা" শীর্ষক একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়া কতকগুলি পুস্তকের অনালোচিত বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। ভরসা করি এই সকল নূতন বিষয়দ্বারা অধিকতর উপকার দর্শিবে।

পূর্ব্ববার অপেক্ষা এবারে পুস্তকের কলেবরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, তথাপি দরিদ্র ভারতবাসীর সুবিধার জন্য ইহার মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পূর্ব্বের মূল্যই স্থির রাখা হইল।

বলাবাহুল্য যে এবারেও আমার প্রিয়সুহৃদ্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়া, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

কবিরাজ।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।

রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী, রোগবিশেষে ঔষধ প্রয়োগ ও পথ্যাপথ্য, পাচন, ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক ও মকরধ্বজ প্রভৃতির প্রস্তুত নিয়ম এবং ধাত্বাদির শোধন মারণ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই সবিশেষরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এক একটী রোগের বহুসংখ্যক ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ প্রায় সকল চিকিৎসকই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যে সকল ঔষধ আমরা পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিয়া, লক্ষ লক্ষ স্থলে তাহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধই সন্নিবেশিত করা হইল। অব্যবহৃত বা কদাচিৎ ব্যবহৃত ঔষধগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করিলাম। অধিক কি যেরূপ ভাবে সঙ্কলিত হইলে, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই কেবল মাত্র এই পুস্তকের সাহায্যে কাহারও কোন উপদেশ না লইয়াও চিকিৎসা করিতে পারেন, এই পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে তদুপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা পাইয়াছি। বলিতে পারি না চেষ্টিত বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। এক্ষণে ইহাদ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থই যদি চিকিৎসাকার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গের এবং নিজের শরীর নীরোগ রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে নিতান্ত কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার প্রিয়সুহৃদ্ আয়ুর্ব্বেদাদিবিবিধশাস্ত্রবিশারদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকের সঙ্কলন ও সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি আমার যেরূপ অনবকাশ, তাহাতে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির এরূপ সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক প্রকাশিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। এই নিঃস্বার্থ উপকারের জন্য আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
কবিরাজ।

বিজ্ঞাপন

আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার প্রতি দিনে দিনে যে পুনর্ব্বার সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে সকল অসাধারণ গুণবলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমুদায় চিকিৎসার শীর্ষস্থানীয়, সেই সমস্ত রহস্য অবগত হইবার জন্য সম্প্রতি সকলেই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, দরিদ্র ভারত-বাসীর পক্ষে অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত অধ্যয়নের অবকাশ ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং কেহই তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যদিও কতিপয় মহাত্মা কতকগুলি সানুবাদ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রচার করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের আয়ুর্ব্বেদশিক্ষাসম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তথাপি কাহারও বর্ত্তমান সময়ে বহুসংখ্যক বিবিধ গ্রন্থ অনুশীলনের উপযুক্ত অবকাশ না থাকায়, সেই সকল পুস্তকদ্বারা তাঁহারা উপযুক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এখন প্রায় অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালাভাষায় লিখিত একখানি মাত্র গ্রন্থের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে একান্ত অভিলাষী। কিন্তু তাদৃশ পুস্তকের অভাববশতঃই তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছাসত্বেও চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বস্তুতঃ এই রোগপ্রবণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই চিকিৎসাবিষয়ে বুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, যেহেতু প্রায়শঃ চিকিৎসকশূন্য স্থানবাসিদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসক অভাবে এবং দরিদ্রদিগকে চিকিৎসোপযোগী অর্থের অভাববশতঃ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা যায়।

আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় বিধান জন্য "কবিরাজিশিক্ষা" নামক এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত করিলাম। ইহাতে যথাক্রমে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগপরীক্ষা, যাবতীয়

—:o:—

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

উপক্রমণিকা।

আর্য্যশাস্ত্র মাত্রেই বেদ অনাদি ও নিত্য বলিয়া অভিহিত। আয়ুর্ব্বেদ সেই বেদচতুষ্টয়ান্তর্গত অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ, ঋগ্‌বেদেও ইহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদকেও অনাদি বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে স্বীকার করা যায়। আয়ুর্ব্বেদ প্রথমতঃ ব্রহ্মার স্মরণপথে আবির্ভূত হয়, তৎপরে তিনি তাহা প্রজাপতিকে উপদেশ দেন, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উপদেশ প্রদান করেন, অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ইহা অধ্যয়ন করেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি প্রভৃতি ঋষিগণ অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে শিষ্যপরম্পরাকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইতেই ক্রমশঃ ইহা প্রচারিত হইয়া জরাব্যাধি-প্রপীড়িত মানবগণের অসীম উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে।

যে শাস্ত্রদ্বারা আয়ুর স্বরূপ, পরিমাণ, হিতাহিত ও সুখদুঃখ প্রভৃতি আয়ুঃসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে।

আয়ুর্ব্বেদ সংক্ষেপতঃ আটটি অঙ্গে বিভক্ত,—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র। শল্যতন্ত্র ও শালাক্য তন্ত্রে যাবতীয় অস্ত্র ও শস্ত্র চিকিৎসা, কায়চিকিৎসায় জ্বরাদি পীড়ার বিবরণ, ভূতবিদ্যায় বিবিধ গ্রহাবেশ জনিত পীড়ার চিকিৎসা, কৌমারভৃত্যে শিশুপালন, শিশুচিকিৎসা, ধাত্রী পরীক্ষা ও স্তন্যদুষ্টি চিকিৎসা; অগদতন্ত্রে বিষচিকিৎসা, রসায়ন তন্ত্রে জরা ও ব্যাধির আক্রমণনিবারক উপায় এবং বাজীকরণ তন্ত্রে ক্ষীণশুক্রের চিকিৎসা ও শুক্রবর্দ্ধক উপায় সমূহ বর্ণিত আছে। তদ্ভিন্ন দ্রব্যগুণ, শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি অন্যান্য বিবরণও ঐ সমস্ত অঙ্গ মধ্যেই বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সমুদায় আয়ুর্ব্বেদাঙ্গের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত করা অসম্ভব, এই জন্য সাধারণের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র কায়চিকিৎসার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত করিয়া, প্রসঙ্গতঃ তৎসহ স্বাস্থ্যবিধি, কৌমার ভৃত্য, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্রের সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। চিকিৎসা-কার্য্যের প্রধান অঙ্গ শরীর, শারীরতত্ত্ব না জানিলে, প্রকৃত চিকিৎসা হইতে পারে না; সুতরাং এই অধ্যায়ে শারীরতত্ত্ব এবং তদানুষঙ্গিক কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, গুহ্য, উপস্থ ও বাগিন্দ্রিয় এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীবাত্মা এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টীভূত স্থূল পুরুষ চিকিৎসা কার্য্যের অধিষ্ঠান, সুতরাং সেই স্থূল পুরুষের উৎপত্তিবিবরণ ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবরণাদি বিষয় যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

অব্যাপন্নশুক্র পুরুষ যে স্ত্রীর শোণিত* ও গর্ভাশয় অব্যাপন্ন তাহার সহিত ঋতুকালে সহবাস করিলে সহবাসজনিত হর্ষবেগে পুরুষের শুক্র স্খলিত হইয়া স্ত্রীর গর্ভাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং উভয়ের শুক্রশোণিত একত্র সংমিশ্রিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশৎবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের যোনিদ্বার দিয়া প্রতিমাসে যে রজঃ নির্গত হয়, সেই রজঃস্রুতিকালকে ঋতুকাল কহে। ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন সহবাস করা কদাচ উচিত নহে, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বিবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা এবং যদি দৈবাৎ তাহাতে গর্ভ উৎপন্ন হয় তবে তাহাও নষ্ট বা বিকৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় রাত্রির পর চতুর্থ প্রভৃতি যুগ্ম রাত্রিতে সহবাস করিলে পুত্র এবং পঞ্চমাদি অযুগ্ম রাত্রিতে সহবাস করিলে কন্যা উৎপন্ন হয়। শুক্রভাগের আধিক্যে পুত্র এবং শোণিত ভাগের আধিক্যে কন্যা জন্মে, ইহাই

* যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর রস, মধুগন্ধি ও মধুবৎ তাহাকেই অব্যাপন্ন শুদ্ধ শুক্র কহে। আর যে আর্ত্তব শোণিত শশরক্তের ন্যায় কিম্বা লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং বস্ত্রে লাগার পর ধৌত করিলেই যদি তাহা উঠিয়া গিয়া বস্ত্রে দাগ না থাকে তবে তাহাকে অব্যাপন্ন শুদ্ধশোণিত কহে।

পুত্র কন্যার উৎপত্তি বিষয়ে প্রশস্ত কারণ। শুক্রশোণিত উভয়ের অংশ সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের বিপরীতসহবাস-জনিত গর্ভ হইলে, সেই গর্ভে যদি পুত্র হয় তবে সে স্ত্রীপ্রকৃতি এবং কন্যা হইলে সে পুরুষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। শুক্র, শোণিত ও গর্ভাশয়ের ব্যাপত্তি থাকিলে, অথবা গর্ভিণীর গর্ভকালীন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে কিম্বা গর্ভ কোন কারণে আহত হইলে, পুত্র কন্যা বিকৃতাঙ্গ হইয়া থাকে।

সহবাসের পর যদি স্ত্রীর যোনিদ্বার দিয়া শুক্রাদি নিঃসৃত না হয়, এবং তাহার শ্রান্তিবোধ, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনিস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তবে সেই স্ত্রী গর্ভ গ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। গর্ভোৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ ঋতুরোধ, মুখস্রাব, অরুচি, সর্ব্বদা অকারণে বমনবেগ, অম্লভোজনে অভিলাষ, নানা বিষয়ে অভিলাষ, রোমরাজির ঈষৎ উদ্গম অক্ষিপক্ষের সম্মীলন, শরীরের অবসন্নতা, মুখের পাণ্ডুবর্ণতা, স্তনাগ্র ও ওষ্ঠ দ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্বয়ে শোথ এবং যোনিদ্বারের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসে মিশ্রিত শুক্রশোণিত কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া, পিণ্ডাকার, পেশীর ন্যায়, অথবা অর্ব্বুদাকৃতি হয়। পিণ্ডাকার হইলে পুরুষ, পেশী হইলে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদাকার হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে অতিসূক্ষ্মরূপে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হইয়া হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বের পাঁচটি পিণ্ড উৎপন্ন হয়। চতুর্থমাসে ঐ সমস্ত অবয়ব অনেকটা পরিস্ফুট হয় এবং গর্ভও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া থাকে এজন্য গর্ভিণী অধিকতর শরীরের ভারবোধ করে। পঞ্চম মাসে গর্ভের মনঃ মাংস ও রক্ত জন্মে, তজ্জন্য গর্ভিণী কৃশ হইতে থাকে। ষষ্ঠ মাসে গর্ভের বুদ্ধি, বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইজন্য গর্ভিণীর বলবর্ণ ক্ষয় হইতে থাকে। সপ্তম মাসে গর্ভের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, গর্ভিণীও তৎকালে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যায়। অষ্টম মাসে গর্ভশরীর হইতে গর্ভিণীশরীরে এবং গর্ভিণীশরীর হইতে গর্ভশরীরে ওজঃপদার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে থাকে, গর্ভিণীও সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হইয়া উঠে। এই অষ্টম মাসে গর্ভ প্রসব হইলে, গর্ভ বা গর্ভিণী একের মৃত্যু ঘটিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। গর্ভিণীর ওজঃ গর্ভশরীরে প্রবিষ্ট হইলে যদি প্রসব হয়, তাহা হইলে গর্ভিণীর এবং গর্ভের

শুক্র গর্ভিণীশরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রসব হইলে গর্ভের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। গর্ভ গর্ভাশয়মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ এক প্রকার পাতলা আবরক চর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়া গর্ভিণীর পৃষ্ঠের দিকে সম্মুখ করিয়া, ঊর্দ্ধশিরাঃ ও সঙ্কুচিত-অবয়ব হইয়া অবস্থিত থাকে। অমরা নামক গর্ভের নাভিনাড়ী গর্ভিণীর হৃদয়স্থ রসবাহ নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকায় গর্ভিণীর আহারজ রস ঐ নাড়ীদ্বারা গর্ভশরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহাতেই গর্ভের জীবন রক্ষা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ুর আচ্ছাদনে গর্ভের মুখ আচ্ছন্ন থাকায় এবং কফদ্বারা তাহার কণ্ঠ লিপ্ত থাকায় গর্ভস্থ শিশু হাস্য রোদনাদি করিতে পারে না। গর্ভস্থ শিশুর মলমূত্রাদি ও পক্বাশয়স্থ বায়ু অল্প থাকে বলিয়া তাহার মল, মূত্র এবং অধোবায়ু প্রভৃতি নির্গত হয় না। গর্ভিণীর নিশ্বাস, প্রশ্বাস এবং নিদ্রা ও জাগরণাদিকার্য্য তাহারও ঐ সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। প্রসবের পূর্ব্বে যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে গর্ভস্থ শিশু উল্টাইয়া যায়, সুতরাং তাহার মস্তক যোনিদ্বারে উপনীত হয়। ঐরূপ না হইলে প্রসবে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-পরিপূর্ণ চেতনাযুক্ত দেহকেই আমরা শরীর নামে অভিহিত করিয়াছি। শরীর-রক্ষণোপযোগী দ্রব্য আহার করিলে ক্রমশঃ তাহা পরিপাক পাইয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুরূপে পরিণত হয় সুতরাং তাহা হইতেই শরীরের রক্ষণ, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্থায়িত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্তপদার্থের প্রথম পরিণতি রস, তাহা হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত এক একটি ধাতু পরবর্ত্তী অপর ধাতুরূপে পরিণত হইতে সাত দিন সময় আবশ্যক হয়। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব রক্ত ধাতুরক্ত হইতে পৃথক্, তাহা রসেরই বিকৃতি মাত্র। এক মাসে এই রক্ত সঞ্চিত হইয়া মাসান্তে যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হয়। গর্ভসময়ে এই রক্ত সংরুদ্ধ থাকিয়া স্তনদ্বয়ে উপনীত হয় এবং তথায় দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্যই গর্ভকালে স্তনদ্বয় পীন ও দুগ্ধযুক্ত হয়।

গর্ভাশয়প্রবিষ্ট শুক্রশোণিত যখন ক্রমশঃ পরিপক্ব হইতে থাকে, সেই সময়ে দুগ্ধের সর উৎপত্তির ন্যায় শরীরস্থ ত্বকের উৎপত্তি হয়। বহির্দেশ

হইতে মাংসের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সাতখানি ত্বক্ আছে। বাহিরের প্রথম ত্বক্ একটি ধান্যের অষ্টাদশ ভাগের একভাগের স্থায় পাতলা, তাহাই শরীরবর্ণের আশ্রয় এবং সেই ত্বকে সিধ্ম ও পদ্মিনীকণ্টক প্রভৃতি রোগ জন্মে। দ্বিতীয় ত্বকের পরিমাণ ধান্যের ষোড়শাংশের একাংশ, তাহা তিলকালক, ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি পীড়ার অধিষ্ঠান। তৃতীয় ত্বক্ ধান্যের দ্বাদশাংশের একাংশ; চর্ম্মদল, অজগল্লিকা ও মশক প্রভৃতি রোগ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। চতুর্থ ত্বক্ ধান্যের অষ্টমাংশের একাংশ, কিলাস কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়ার তাহাই অধিষ্ঠান। পঞ্চম ত্বকের পরিমাণ ধান্যের পাঁচভাগের এক ভাগ, তাহাতেও কুষ্ঠ এবং বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ ত্বক্ একটি ধান্যের স্থায় স্থূল; গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড পীড়া তাহাকেই আশ্রয় করে। সপ্তম ত্বক্ দুইটি ধান্যের স্থায় স্থূল; ভগন্দর, বিদ্রধি ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া এই ত্বককে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ত্বকের পরিমাণ এইরূপ হইলেও, ললাট ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের ত্বক্ ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

একটি ধাতুর পর অপর ধাতু যেখানে আরম্ভ হয়, সেই উভয় ধাতুর সন্ধি-স্থলে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার আবরণ থাকে, আয়ুর্ব্বেদে তাহাকে কলা এবং সাধারণ্যে তাহাকে ঝিল্লি কহে।

ত্বক্, রক্ত ও মাংস শরীরের সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকে। তথাপি যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটি রক্তের প্রধান স্থান। মেদোধাতু অন্যান্য স্থানে থাকিলেও উদরে এবং সূক্ষ্ম অস্থিমধ্যেই কেবল তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। মজ্জা স্থূল অস্থির মধ্যে অবস্থিত থাকে। শুক্রও সর্ব্বশরীর ব্যাপী, কোন স্থানেই তাহার সত্তা উপলব্ধি করা যায় না। কামবেগে যখন সর্ব্বশরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া লিঙ্গদ্বার দিয়া ক্ষরিত হয়, তখনই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্র প্রথমতঃ সর্ব্বশরীর হইতে নিঃসৃত হইয়াই বস্তিদ্বারের নিম্নভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে দক্ষিণভাগে অবস্থিত হইয়া পরে নির্গত হইয়া থাকে।

শরীরস্থ অস্থিসংখ্যা চরক ঋষির মতে ৩৬০, সুশ্রুত মতে ৩০০ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে ২৪০। সুশ্রুতাচার্য্যের মতে প্রত্যেক হস্ত-পদাঙ্গুলিতে তিন তিন খানি, পদতল বা হস্ত তল, কূর্চ্চ, গুল্ফ বা মণিবন্ধ,

প্রত্যেক হস্ত ও পদের এই কয়েকটি স্থানে দশ দশ খানি, পাদশাকি ও হস্ত পৃষ্ঠে এক এক খানি, জানুতে ২ খানি, জঙ্ঘায় ২ খানি, উরুদেশে এক এক খানি, কনুয়ের নিম্ন হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তে ২ খানি, কনুয়ে ১ খানি, বাহুতে ১ খানি, গুহ্যদেশে ১ খানি, যোনি বা লিঙ্গদেশে ১ খানি, নিতম্বে ২ খানি, ত্রিক প্রদেশে ১ খানি, প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬ খানি করিয়া ৭২ খানি, পৃষ্ঠে ৩০, বক্ষঃস্থলে ৮, উভয় চক্ষুগোলকে এক খানি করিয়া ২ খানি, গ্রীবায় ৯, কণ্ঠদেশে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসিকায় ৩, তালুদেশে ১, ললাট, কর্ণ ও শঙ্খ প্রত্যেকে এক এক খানি এবং মস্তকে ৬ খানি অস্থি আছে। অবয়ব ও অবস্থান বিশেষানুসারে অস্থির নানাপ্রকার বিভিন্নতা আছে, তাহা ভগ্নচিকিৎসাধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু, কূর্পর, কক্ষ, বঙ্ক্ষণ, দন্ত, স্কন্ধ, গুহ্য, যোনি, নিতম্ব, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মস্তক, ললাট, হনু, উরু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাসা ও কর্ণ প্রভৃতি যে সকল স্থানে অস্থি পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত মিলনকে অস্থিসন্ধি কহে। সন্ধিস্থলে পিচ্ছিল পদার্থ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে বলিয়া, তাহা ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারা যায়।

অস্থিসন্ধি সমুদায়ে ২১০টি; তন্মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি, অন্যান্য প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ৩টি করিয়া ৪৮টি, গুল্ফে ১টি, জানুতে ১টি, বঙ্ক্ষণে ১টি, মণিবন্ধে ১টি, কনুয়ে ১টি, স্কন্ধদেশে ১টি, কটীদেশে ৩টি, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪টি, পার্শ্বদ্বয়ে ২৪টি, বক্ষস্থলে ৮টি, গ্রীবায় ৮টি, গলনালীতে ৩টি, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও ক্লোমস্থানে নিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮টি, দন্তমূলে ৩২টি, কণ্ঠদেশে ১টি, নাসিকায় ১টি, নেত্রবর্ত্মদ্বয়ে ২টি, প্রত্যেক গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খদেশে এক একটি করিয়া ৬টি, হনুদ্বয়ে ২টি, ভ্রূর উপরিভাগে ২টি, শঙ্খের উপরিভাগে ২টি, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫টি এবং মধ্যস্থলে ১টি অস্থিসন্ধি আছে।

সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে সকল পদার্থ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত আছে, তাহার নাম স্নায়ু, তদপেক্ষা স্থূল লতাবৎ পদার্থের নাম শিরা। ইহার মধ্য দিয়া রসরক্তাদি ধাতু প্রবাহিত হয়। এই সমস্ত স্নায়ু ও শিরা মূল শিরার শাখা প্রশাখা। এতদ্ভিন্ন ৪০টি মূল শিরা আছে। তন্মধ্যে দশটি শিরা বায়ু বহন করে এবং দশটি পিত্ত, দশটি কফ ও দশটি রক্ত বহন করিয়া থাকে।

সমুদায় শিরারই মূলস্থান নাভি। শিরার ন্যায় আর কতকগুলি স্রোতঃ আছে, তাহাদিগের নাম ধমনী। এই সমস্ত ধমনীমধ্যে প্রাণবহ ধমনী ২টি, বাতবহ ২টি, পিত্তবহ ২, শ্লেষ্মবহ ২, রক্তবহ ২, রসবহ ২, শব্দজ্ঞানবহ ২, দর্শনজ্ঞানবহ ২, রসাস্বাদবহ ২, গন্ধজ্ঞানবহ ২, নিদ্রাকারক ২, জাগরণকারক ২, অশ্রুবহ ২, স্ত্রীদিগের আর্ত্তববহ ২, স্তন্যবহ ২, পুরুষের শুক্রবহ ২, অন্নবহ, জলবহ ২, মূত্রবহ ২, মলবহ ২, এবং কতকগুলি অপরিসংখ্যেয় ধমনী স্বেদ বহন করিয়া থাকে। শরীরের যাবতীয় লোমকূপ সেই সমস্ত স্বেদবহ ধমনীর বহির্মুখ। প্রাণবহ ও রসবহ ধমনীর মূলভাগ হৃদয়, অন্নবহের মূলভাগ আমাশয়. জলবহের মূলভাগ তালু ও ক্লোম,. রক্তবহের মূলভাগ যকৃৎ ও প্লীহা, মূত্রবহের মূলভাগ বস্তি ও লিঙ্গ, মলবহের মূলভাগ পক্বাশয় ও গুহ্য, শুক্রবহের মূলভাগ স্তন ও অণ্ডকোষ এবং আর্ত্তববহের মূলভাগ গর্ভাশয়।

স্নায়ু, শিরা ও ধমনীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়না; কার্য্যানুসারে যে কয়েকটির সংখ্যা উপলব্ধি করা যায়, কেবলমাত্র তাহারই সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল। ক্ষিতার ন্যায় যে একরূপ পদার্থদ্বারা অস্থি, সন্ধি, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকে, তাহাকে পেশী কহে। স্থান ভেদানুসারে ঘন, পাতলা, সূক্ষ্ম, বিস্তৃত, ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, কঠিন, কোমল, মৃদু ও কর্কশ প্রভৃতি নানা প্রকার হইয়া থাকে। ইহাও অপরিসংখ্যেয়।

স্থূল স্নায়ুসমূহের নাম কণ্ডরা, ইহারই দ্বারা আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। এই কণ্ডরা সমুদায়ে ১৬টি, তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ৪, পদদ্বয়ে ৪, গ্রীবায় ৪, এবং পৃষ্ঠে ৪টি।

শিরা, স্নায়ু, মাংস ও অস্থি এই চারিটি পদার্থের একজাতীয় পদার্থ কতকগুলি একত্র জালের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকিলে তাহাকে জাল কহে। প্রত্যেক মণিবন্ধ ও গুল্ফ দেশে ঐরূপ প্রত্যেকের জাল অর্থাৎ শিরাজাল, স্নায়ুজাল, মাংস জাল ও অস্থিজাল অবস্থিত আছে।

মেরুদণ্ডের উভয়দিকে দুই দুইটি করিয়া যে চারিটি মাংসময় রজ্জুবৎ পদার্থদ্বারা মেরুদণ্ড আবদ্ধ আছে তাহাকে রজ্জু কহে।

মস্তকে পাঁচটি, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে ১টি এবং জিহ্বায় একটি সেলাই করা স্থানের ন্যায় যাহা অনুভূত হয়, তাহার নাম সেবনী।

শিরা, স্নায়ু, মাংস, অস্থি ও সন্ধি ইহারা যে স্থানে পরস্পর মিলিত হয়, তাহাকে মর্ম্মস্থান কহে। মর্ম্মস্থান সমুদায়ে ১০৭টি; তন্মধ্যে শিরামর্ম্ম ৪১টি, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭টি, মাংসমর্ম্ম ১১টি, অস্থিমর্ম্ম ৮টি, ও সন্ধিমর্ম্ম ২০টি।

যে সমস্ত শিরাদ্বারা নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও জিহ্বা আপ্যায়িত হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে যেখানে সেই সকল শিরামুখ মিলিত হইয়াছে, তথায় একটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহার পরিমাণ ৪ অঙ্গুলি। মস্তকের মধ্যভাগে যেখানে কেশের আবর্ত্ত আছে, তাহারই অভ্যন্তরে শিরা ও সন্ধির সংযোগ স্থলে একটি সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল। ভ্রূদ্বয়ের প্রান্তভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত একটি অস্থিমর্ম্ম আছে। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে গুহ্যনাড়ীর চারি অঙ্গুলি স্থানে একটি মর্ম্মস্থান, ইহা মাংসমর্ম্ম। স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে হৃদয়ে চারি অঙ্গুল পরিমিত একটি শিরামর্ম্ম। নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুহ্য, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গ এই কয়েকটি অঙ্গের মধ্যস্থলে বস্তি অবস্থিত, তাহাতে একটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। নাভির চতুর্দ্দিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত একটি শিরামর্ম্ম। এই কয়েকটি মর্ম্ম বিদ্ধ বা বিশেষরূপে আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম, স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি মাংসমর্ম্ম, স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে ও পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম, বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বস্থ বাতবহ নাড়ীদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে দুইটি শিরামর্ম্ম; এই কয়েকটিকে বক্ষোমর্ম্ম কহে! এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত মর্ম্ম আহত হইলে, কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায় শ্বাস কাস রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মস্তকে যে পাঁচটি অস্থিসন্ধি আছে, তাহার প্রত্যেকটীই এক একটি সন্ধিমর্ম্ম, ঐ সকল সন্ধিমর্ম্ম আহত হইলে, উন্মাদ, ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে। মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রে হস্ততল ও পদতলের মধ্যস্থলে এক একটি মর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশের পার্শ্বে যেখানে তন্নিকটবর্ত্তী অপর অঙ্গুলিরও মূলভাগ, সেই স্থানে এক একটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে কালা-

ত্বরে আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে, অনেক স্থলে ইহাতে সদ্যঃ প্রাণনাশ হইতেও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ও জঙ্ঘার মধ্যস্থলে দুই অঙ্গুলি পরিমিত এক একটি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে শোণিত ক্ষয় হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়। স্তনমূল হইতে সমসূত্রে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে, অত্যন্ত রক্তস্রাব হওয়ায় কালান্তরে মৃত্যু ঘটে। উভয় জঘন ও উদরের পার্শ্বের সন্ধিস্থলে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়। মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে নিতম্বের সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া রোগীকে পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ করে এবং কালান্তরে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। নিতম্বের উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত আর দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে কটী হইতে পদতল পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধাঙ্গের শোষ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

বক্ষণ ও স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে এক একটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। জানুদ্বয়ের তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে অত্যন্ত শোথ ও পদদ্বয়ের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে মনুষ্য খঞ্জ হইয়া থাকে। উরুদ্বয়ের মধ্যে এবং কণুই হইতে বগল পর্য্যন্ত বাহুর মধ্য-ভাগে এক অঙ্গুলি পরিমিত এক একটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া পদদ্বয় বা বাহুদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়। পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকট-বর্ত্তী অঙ্গুলির মূলভাগের মধ্যদেশে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিরা মর্ম্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটি এবং তাহারই নিম্নবর্ত্তী স্থানে পদতলের দিকে এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে পা ঘুরিয়া যায় এবং পা কাঁপিতে থাকে। বক্ষণ ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়পার্শ্বে এক অঙ্গুলি পরিমিত এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে মনুষ্য ক্লীব হইয়া যায় অথবা তাহার শুক্রক্ষীণ হইয়া থাকে। দুই কক্ষে দুইটি দুই অঙ্গুলি পরিমিত

সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে বাহু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কুকুন্দরে অর্থাৎ নিতম্বকূপে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে স্পর্শশক্তির নাশ এবং অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ঘটিয়া থাকে। বক্ষঃ ও কক্ষ (বগল) এই উভয়ের মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলি পরিমিত এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম, তাহাতে আঘাত পাইলে পক্ষাঘাত জন্মে। কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকে নিম্নদিকে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম, তাহা আহত হইলে মনুষ্য বধির হয়। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি সন্ধি-মর্ম্ম, তাহা আহত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়। স্কন্ধদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম, তাহা আহত হইলে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ হইয়া যায়। পৃষ্ঠের উপরিভাগে যেখানে গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের সন্ধি, তাহার উভয় পার্শ্বে এক একটি অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অস্থিমর্ম্ম, তাহা আহত হইলে বাহুদ্বয়ের শূন্যতা ও শোষ হইয়া থাকে। নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগে অপাঙ্গে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম, তাহা আঘাত পাইলে মনুষ্য ক্ষীণদৃষ্টি বা অন্ধ হইয়া যায়। কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটি ধমনী থাকে, তাহার দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা, কণ্ঠনালীর দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি নীলা এবং গ্রীবার দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি মন্যা অবস্থিত। এই চারিটি ধমনীতে চারিটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহার প্রত্যেকের পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে মনুষ্য বোবা ও বিকৃতস্বর হয় এবং তাহার রসাস্বাদনের শক্তি থাকে না।

নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আঘাত পাইলে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভ্রূর উপরে ও নিম্নে অর্দ্ধা-ঙ্গুল পরিমিত দুইটি সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে দৃষ্টিক্ষীণতা বা আন্ধ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুল্ফদ্বয়ে দুই অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে অতিশয় যন্ত্রণা ও খঞ্জতা জন্মে। মণিবন্ধেও ঐরূপ এক একটি সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়। গুল্ফ সন্ধির নীচে উভয়পার্শ্বে এক একটি অঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ হইয়া থাকে।

শঙ্খদ্বয়ের উপরে কেশস্থান পর্য্যন্ত স্থানে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি স্নায়ু-মর্ম্ম এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত এক একটি শিরামর্ম্ম এই মর্ম্ম

কয়েকটিতে কোনরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, যতক্ষণ সেই শল্য উদ্ধৃত করা না হয়, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, উদ্ধৃত করিলেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

এই সমস্ত মর্ম্মমধ্যে যেগুলি আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইয়া প্রান্তভাগে আহত হয়, তবে তাহাতে কালান্তরেও প্রাণনাশ হইতে পারে। আর যে মর্ম্মগুলি আঘাত পাইলে কালান্তরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, তাহারাও ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইলে, হয়ত প্রাণনাশক না হইয়া কেবল যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া থাকে। মর্ম্মস্থানজ যাবতীয় পীড়াই কষ্টসাধ্য, এজন্য মর্ম্মস্থান গুলি বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

সংক্ষেপতঃ শরীর ৬ ভাগে বিভক্ত ;—মস্তক, মধ্যশরীর, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়। বক্ষঃ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত অবয়বকে মধ্য শরীর কহে। এই অবয়বের মধ্যেই শারীরিক প্রধান যন্ত্রসমূহ অবস্থিত। স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিন অঙ্গুলি পরিমিত হৃদয় নামক চেতনাস্থান। হৃদয়ের বামপার্শ্বে ফুপ্ফুস্ (শ্বাসযন্ত্র), দক্ষিণপার্শ্বে ক্লোম (পিপাসাস্থান), হৃদয়ের নিম্নদেশে বুক্ক (এই স্থানে অগ্রমাংস পীড়া জন্মে)। কণ্ঠ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সাড়ে তিন ব্যাম দীর্ঘ একটি অন্ত্রনাড়ী কোথায়ও বিস্তৃত কোথায়ও বা সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থিত আছে। স্ত্রীলোকদিগের অন্ত্র তিনব্যাম পরিমিত। তাহারই কণ্ঠের দিক্ হইতে প্রথমভাগ আমাশয়, তৎপরভাগ পিত্তাশয় বা গ্রহণী, তৎপরভাগ পক্বাশয়, ইহার অপরনাম মলাশয় বা উণ্ডুক। তাহার নিম্নভাগে গুহ্যনাড়ী। উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ ও প্লীহা, এই দুইটি রক্তাশয়। লিঙ্গের উপরিভাগে বস্তি বা মূত্রাশয়। স্ত্রীদিগের যোনিতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটি আবর্ত্ত আছে, তাহারই তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিত মৎস্যের মুখের ন্যায়, অর্থাৎ দ্বারদেশ সূক্ষ্ম কিন্তু অভ্যন্তরে বিস্তৃত।

এই সমস্ত আশয়ের মধ্যে আমাশয় শ্লেষ্মার, পিত্তাশয় পিত্তের ও পক্বাশয় বায়ুর অবস্থিতিস্থান। তথাপি এই তিন দোষ শরীরের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। এই ত্রিদোষমধ্যে বায়ু শরীরস্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি পদার্থকে চালিত করে এবং বায়ুদ্বারাই উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগ-প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। বায়ু ব্যক্ত-

বস্তুত রুক্ষ, সূক্ষ্ম, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, খর, মৃদু ও যোগবাহী। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, মুদ্গরাদির আঘাতের ন্যায় বা শূল বিধাতের ন্যায় অথবা সূচীবেধের ন্যায় কিম্বা বিদারণের ন্যায় অথবা রজ্জুদ্বারা বন্ধনের ন্যায় বেদনা, স্পর্শাজ্ঞতা অঙ্গের অবসন্নতা, মলমূত্রাদির অনির্গম ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতা, অস্থিরতা, সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন, স্তম্ভ, কষায়াস্বাদ এবং শ্যাব বা অরুণ বর্ণতা বায়ুর কার্য্য। বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

পিত্ত স্বভাবতঃ দ্রব, তীক্ষ্ণ, পূতি, অপক্কাবস্থায় নীলবর্ণ, পক্কাবস্থায় পীতবর্ণ, উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ হইলে অম্লরস। সন্তাপ, দাহ, রক্ত পাণ্ডু বা পীত-বর্ণতা, উষ্ণতা, পাক, স্বেদ, ক্লেদ, পচন, স্রাব, অবসাদ, মূর্চ্ছা ও মদরোগ প্রভৃতি পিত্তের কার্য্য। ইহা প্রকুপিত হইয়া রোগবিশেষানুসারে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, বিলম্বে কার্য্যকারী ও মধুর রস কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। স্নিগ্ধতা, কঠিনতা, শৈত্য, শ্বেতবর্ণতা, গৌরব, কণ্ডু, স্রোতঃ সমূহের নীরোধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য, শোথ, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য ও অতিনিদ্রা, প্রভৃতি শ্লেষ্মার কার্য্য। প্রকুপিত হইয়া রোগবিশেষানুসারে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বলবান জীবের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন বা আঘাত প্রাপ্তি, লঙ্ঘন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন বা অশ্বাদিযানে অতিরিক্ত গমন; মল, মূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বমি, উদ্গার, হাঁচি ও অশ্রুর বেগধারণ; কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বোরো, কোদ্র, উদ্দালক, শ্যামাক ও নীবার ধান্য, মুগ, মসুর, অড়হর, হরেণু, মটর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন এবং বর্ষাঋতু, মেঘাগম কাল, ভুক্তান্নের পরিপাককাল, অপরাহ্নকাল ও বায়ুপ্রবাহের সময়; এই সমস্ত বায়ু প্রকোপের কারণ। ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, অল্প বমন বিরেচন, অনুবাসন (স্নেহ পিচকারী); মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদিদ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল কাথাদির প্রসেক,

শৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান, পরিপুষ্ট মাংসের রস ভোজন এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রমজনক কার্য্য, উপবাস, মৈথুন; কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ, লঘু ও বিদাহী দ্রব্য, তিলতৈল, তিলকল্ক, কুলথ কলাই, সর্ষপ, মসিনা, শাক, মৎস্য, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি, দধির মাত, তক্রকূর্চ্চিকা, সৌবীর, সুরা, অম্লফল ও মাখনযুক্ত দধির ঘোল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং শরৎকাল, মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্রি ও ভুক্তপদার্থের পরিপাক সময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়। ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন; মধুর, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ভোজ্য ও ঔষধ সেবন; সুগন্ধ, সুশীতল ও মনোহরগন্ধ আঘ্রাণ; কর্পূর, চন্দন ও বেণামূলের অনুলেপ, চন্দ্রকিরণ সেবন, সুধাধবলিত গৃহে বাস, শীতল বায়ু সেবন, মধুর গীতবাদ্য ও বাক্যশ্রবণ, প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রের সহিত কথোপকথন ও তাহাদের আলিঙ্গন, উপবন ও পদ্ম কুমুদাদি শোভিত সরোবরতীরে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা পিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণেই রক্তেরও প্রকোপ এবং প্রশমন হইয়া থাকে।

দিবানিদ্রা, পরিশ্রমশূন্যতা, আলস্য, অধিক ভোজন অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন; মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, যব, গোধূম, হায়ন ও নৈষধ ধান্য, ওকড়া, মাষকলাই, বরবটী, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, পায়স, খিচুড়ি, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস, বসা, মৃণাল, শৃঙ্গমূল, পাণিফল, তাল, মধুরফল, লাউ, অপক্ক কুমড়া, ও পক্ক কদলী প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং শীতল দ্রব্য সেবন, শীতকাল, বসন্তকাল, পূর্ব্বাহ্ণ, প্রদোষ ও আহারের অব্যবহিত পরক্ষণ প্রভৃতি শ্লেষ্ম প্রকোপের কারণ। তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ, চিন্তা, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পুরাতনমদ্যপান এবং রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, কটু, তিক্ত ও কষায়রস যুক্ত দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণদ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হইয়া থাকে।

জন্মকালে পিতামাতার শুক্র শোণিত প্রভৃতি জন্ম কারণে বায়ু প্রভৃতি তিনদোষের মধ্যে যে দোষের অনুবন্ধ অধিক থাকে, মনুষ্য স্বভাবতঃ সেই প্রকৃতি হইয়া থাকে। তিন দোষ সমান থাকিলে সমপ্রকৃতি হয়। বাত-প্রকৃতি মনুষ্যগণ রুক্ষ, কৃশ, তন্বাবয়ব, অব্যক্তাবয়ব, অসম্ভীরস্বর, জাগরুক,

চঞ্চলগতি, শীঘ্র কার্য্যকারী, বহুপ্রলাপী, বহুশিরাবৃত, শীঘ্রই অল্পকারণে ক্রুদ্ধ, ভীত, অনুরাগী বা বিরাগী, শীত সহনে অসমর্থ, রুক্ষ, কর্কশকেশ, কর্কশশ্মশ্রু, কর্কশলোমা, কর্কশনখ, কর্কশদন্ত ও কর্কশাঙ্গ হয় এবং গমন কালে তাহাদের সন্ধিসমূহে মট্‌মট্‌ করিয়া শব্দ হয় ও শীঘ্র শীঘ্র তাহারা চক্ষুর নিমেষ ফেলে। পিত্তপ্রকৃতিগণ উষ্ণ সহ্য করিতে অসমর্থ; শুষ্ক ও সুকুমার গাত্র, গৌরবর্ণ, মৃদু ও কপিলবর্ণ কেশ শ্মশ্রু লোমযুক্ত তাম্রনখ, রক্তনেত্র, তীক্ষ্ণপরাক্রম, তীক্ষ্ণাগ্নি, অধিক ভোজনশীল, ক্লেশসহনে অক্ষম, দ্বেষী, অল্প শুক্র, অল্প মৈথুন ও অল্প সন্তানজনক হয় এবং তাহাদের মুখ, কক্ষ, মস্তক ও অন্যান্য অবয়বে গন্ধ হয়; সর্ব্বগাত্রে সর্ব্বদাই তাহাদের তিল, মেচেতা, চুলকানি প্রভৃতি জন্মে; বলি, পালিত্য ও টাক প্রভৃতি দোষও তাহাদের শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। শ্লেষ্ম প্রকৃতিগণ স্নিগ্ধাঙ্গ, সুকুমারশরীর, উজ্জ্বল শ্যাম বা গৌরবর্ণ, স্থিরশরীর, পুষ্টাঙ্গ, বিলম্বে কার্য্যকারক, প্রসন্নমুখ, প্রসন্নদৃষ্টি, স্নিগ্ধস্বর, বলবান্, ওজস্বী, দীর্ঘজীবী ও অল্প ক্ষুধাতৃষ্ণা যুক্ত হয় এবং অল্প কারণে তাহারা ক্ষুভিত হয় না, শুক্র, মৈথুনশক্তি ও সন্ততি তাহাদের অধিক জন্মিয়া থাকে। সমধাতু ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত মিলিত লক্ষণ যুক্ত হয়। এই সমস্ত মনুষ্য মধ্যে সমধাতু মনুষ্যই প্রশংসিত।

এই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শারীরিক যাবতীয় সুখ দুঃখের কারণ বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ এই ত্রিদোষের অচিন্তনীয় কার্য্যের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্মিত হইতে হয়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ক্ষুদ্রতম উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বহুবিস্তৃত শরীরতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি সাধারণ জ্ঞানের জন্য যে সকল বিষয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার সমুদায় গুলিরই আলোচনা করিয়াছি। শারীরবিজ্ঞানে জ্ঞানবান্ না হইলে, প্রকৃত চিকিৎসক হইতে পারাযায় না; সুতরাং চিকিৎসক নামাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শারীরতত্ত্বের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

কবিরাজি-শিক্ষা।

প্রথম খণ্ড।

স্বাস্থ্য-বিধি।

"স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে॥"

চরকসংহিতা।

স্বাস্থ্যসম্পাদনই চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রোগ উৎপন্ন হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহা নিবারণ করা যে রূপ আবশ্যক, রোগাক্রমণের পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, তাহার প্রতিপালন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষাই রোগোৎপত্তি নিবারণের একমাত্র উপায়। যথোপযুক্ত বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগ-শরীরে নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য। যেরূপ আহারবিহারাদির বিধান-দ্বারা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করিতে পারা যায়, তাহাকেই স্বাস্থ্যবিধি কহে। শরীরি-মাত্রেরই স্বাস্থ্য একান্ত প্রার্থনীয়, যেহেতু ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় অনুষ্ঠানই স্বাস্থ্যসাপেক্ষ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ঐহিকসুখজনক বিদ্যা, ধন, যশঃ প্রভৃতি অভীষ্টলাভ, অথবা ব্রতযজ্ঞাদি পারলৌকিক ধর্ম্মমূলক কার্য্য সম্পাদন, এতদুভয়ের কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ একজন সমুদায়সদ্গুণসমন্বিত অনুকূলপুত্রকলত্রাদি-পরিবারপরিবৃত ব্যক্তি নষ্টস্বাস্থ্য হইলে যে পরিমাণে অসুখ ভোগ করেন, অপর একজন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি ঐ সকল সুখের উপাদানে একবারে বঞ্চিত হইলেও কখনই তাঁহাকে তাদৃশ

অসুখ ভোগ করিতে হয় না। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়াই আর্য্য-মনীষিগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, মানবগণ জরাব্যাধি প্রভৃতি অসুখ-নিচয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সেই সমস্ত উপদেশই চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তদনুসারে এই পুস্তকের প্রথমেই স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কতকগুলি সংক্ষিপ্ত নিয়ম সন্নিবেশিত করিতেছি।

স্বস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাদের শরীরে বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ; রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ এই অষ্ট ধাতু এবং মূত্র, পুরীষ, স্বেদাদি-মলসমূহ উপযুক্ত মাত্রায় অবস্থিত, সেই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ এবং দন্তধাবনাদিদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবেন। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্ব্বক করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন, পীতসাল, খদির, অথবা কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত যে কোন কাষ্ঠ (কাটী) চর্ব্বিত করিয়া, তাহাদ্বারা দন্ত-মাংসে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে এরূপ ভাবে দন্তধাবন; এবং স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, সীসা বা পিত্তলনির্ম্মিত সরল ও ধারশূন্য "জীবছোলা" দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা আবশ্যক। এইরূপ মুখপ্রক্ষালন দ্বারা জিহ্বা ও দন্ত প্রভৃতি পরিষ্কৃত এবং মুখের দুর্গন্ধ নাশ হওয়ায় অন্নাদিতে সম্যক্ রুচি হইয়া থাকে। অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, মুখপাক এবং হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরো রোগ ও কর্ণরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত নহে। চাখড়ি, কয়লাচূর্ণ, ঘুঁটের ছাই প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা তাঁহারা দন্তমার্জ্জন করিবেন। প্রাতঃকালের ন্যায় বৈকালেও একবার দন্তধাবনাদি দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা আবশ্যক।

ইহার পর যথামাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত, অর্দ্ধশ্রান্তিবোধ ব্যায়ামের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা; অর্থাৎ ললাটের ঘর্ম্ম নির্গমন এবং ঈষৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি লক্ষণ দ্বারা অর্দ্ধশ্রান্তি অনুভব করিয়া ব্যায়াম করা বন্ধ করিতে হয়। শীত ও বসন্ত ব্যতীত অন্য ঋতুতে ইহা অপেক্ষাও অল্পমাত্রায় ব্যায়াম করা বিধেয়। যেহেতু অধিক মাত্রায় ব্যায়াম করিলে, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক (শ্বাসবিশেষ), রক্ত-পিত্ত, কাস, জ্বর ও বমন প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতে পারে। যথামাত্রায় ব্যায়াম করিলে, শরীরের লঘুতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অগ্নির দীপ্তি, মেদঃক্ষয় ও অঙ্গের

সুগঠন প্রভৃতি উপকার হইয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ এবং বাতপিত্ত ও অজীর্ণ রোগীর ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে।

ব্যায়ামের পর সমুদায় শরীর কিছুক্ষণ মর্দ্দন করা আবশ্যক, তাহাতে ব্যায়াম জন্য শ্রান্তি দূরীভূত হইয়া শরীর সুস্থ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিশূন্য হওয়ার পর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে, পদতলে ও কর্ণরন্ধ্রে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, সুখস্পর্শ ও সুন্দর-ত্বক্‌যুক্ত হয়; আরও ইহা দ্বারা জরা, শ্রান্তি ও বায়ুবিকৃতি নিবারিত এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে, খালিত্য (টাক্), কেশের অকালপক্কতা ও কেশপতন (চুল উঠিয়া যাওয়া) প্রভৃতি পীড়াসমূহ দূরীভূত হইয়া, মস্তক ও কপালের বলবৃদ্ধি, কেশের দৃঢ়মূলতা, দীর্ঘত্ব ও কৃষ্ণত্ব, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে। পদতলে তৈলমর্দ্দনদ্বারা পদদ্বয়ের কর্কশতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা ও স্পর্শানভিজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্থৈর্য্য ও বলবৃদ্ধি, সুকুমারতা এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা সম্পাদিত হয়; আরও পদস্ফুটন (পা ফাটা), গৃধ্রসীবাত ও স্নায়ু-সঙ্কোচের আশঙ্কা থাকে না। কর্ণরন্ধ্রে তৈল নিষেক করিলে উচ্চৈঃশ্রুতি ও বাধির্য্য প্রভৃতি বায়ুজনিত কর্ণরোগ এবং মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতজ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ তৈলাভ্যঙ্গ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; চর্ম্ম, কলস ও গাড়ীর অক্ষ যেমন তৈলনিষেকদ্বারা বহুকাল স্থায়ী হয়, মনুষ্যশরীরও সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ জন্য বহুদিন সবল ও কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারে। বমন বিরেচনাদি শুদ্ধিকর্ম্মের পর এবং কফরোগী ও অজীর্ণরোগীর তৈলাভ্যঙ্গ কর্ত্তব্য নহে।

তৈলমর্দ্দনের পর নির্ম্মল স্রোতোজলে স্নান করা বিধেয়, তদভাবে পরিষ্কৃত উষ্ণজল শীতল করিয়া স্নান করা উচিত। উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলে, মস্তকে সেই জল না দিয়া শীতল জল দেওয়া আবশ্যক, যেহেতু উষ্ণজলে স্নান শারীরিক বলপ্রদ হইলেও তাহা মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর বল নষ্ট হইয়া যায়। স্নান করিলে শরীরের দুর্গন্ধ, ময়লা, দাহ, স্বেদ, বীভৎসতা, গুরুত্ব, তন্দ্রা ও কণ্ডু প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। স্নানের পর প্রথমতঃ ভিজাগামছা দ্বারা গাত্র মার্জ্জন, পরে শুষ্ক বস্ত্র বা শুষ্ক "তোয়ালে" দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিয়া, নির্ম্মল শুষ্ক বস্ত্র পরিধান এবং

চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন করা আবশ্যক। অর্দ্দিতরোগে, নেত্র কর্ণ ও মুখ রোগে, অতিসাররোগে, পীনসরোগে, অজীর্ণরোগে, এবং আহারের পর স্নান করা অনিষ্টজনক।

স্নানের পর পরিষ্কৃত স্থানে ঋজুভাবে উপবেশন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঈষ-দুষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুরাদি ৬ ছয়রস সম্পন্ন, বলকর, রুচিজনক ও বিশ্বস্ত প্রিয়জনপ্রদত্ত ভোজ্য নাতিদ্রুত নাতিবিলম্বিত ভাবে নীরবে মনোযোগপূর্ব্বক ভোজন করিবে। যে পরিমাণে ভোজন করিলে কুক্ষি, হৃদয় বা পার্শ্বদ্বয়ে যাতনাবোধ এবং শরীরের গুরুত্ব বোধ হয় না, অথচ উদর ও ইন্দ্রিয়সমুদায় প্রসন্নতা লাভ করে, ক্ষুধা পিপাসার শান্তি হয় এবং শয়ন, উপবেশন, গমন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও কথোপকথনে কষ্টবোধ হয় না, তাহাই আহারের মাত্রা। কিন্তু ভোজ্য-দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে অন্যবিধ মাত্রাও বিবেচনা করা আব-শ্যক ;—গুরুপাক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধতৃপ্তি অর্থাৎ "আধপেটা" পর্য্যন্ত এবং লঘু-পাক দ্রব্যের মাত্রা অনতিতৃপ্তি। উপযুক্ত মাত্রায় আহার না করিয়া অল্প মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় আহার করিলে তাহা হইতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অল্পাহার দ্বারা তৃপ্তিলাভ হয় না, উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে, বল, বর্ণ, আয়ুঃ, রসরক্তাদি ধাতুসমূহ এবং ওজঃ ক্ষীণ হয় ; মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমুদায় উপতপ্ত হয় এবং যাবতীয় বায়ুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অধিক মাত্রায় আহার করিলে যুগপৎ সমুদায় দোষ কুপিত হইয়া অজীর্ণ, অগ্নি-মান্দ্য, বিসূচিকা, অলসক প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। অপরিষ্কৃত স্থানে, শক্রগৃহে, নীচজাতির গৃহে, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যা প্রভৃতি অসময়ে, উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া, পূর্ব্বের আহার সম্যক্ জীর্ণ না হইলে, অন্যমনস্ক ভাবে অথবা জ্বরাদি আহারনিষিদ্ধ রোগে পীড়িত হইলে আহার করা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন শীতল দ্রব্য, পর্য্যুষিত ও শুষ্ক দ্রব্য বিরুদ্ধবীর্য্য এবং ক্ষীরমৎস্যাদির ন্যায় সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যও আহার করা অনুচিত।

আহারের পর জাতীফল, লতাকস্তুরীর ফল, কক্কোলফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাচ, কর্পূর ও সুপারি প্রভৃতি মশলা সংযুক্ত পান খাওয়া উচিত, তাহাতে ভুক্ত-দ্রব্যসমূহ উপযুক্ত লালা প্রাপ্ত হইয়া সুখে পরিপাক পায় ; এবং মুখের

বিরসতা বিনষ্ট হইয়া, মুখ সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর কিঞ্চিৎ কাল বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। দিবাভাগে আহারের পর নিদ্রা যাওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু দিবানিদ্রা দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া হলীমক, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রগৌরব, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের উপলেপ, শোথ, অরোচক, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠ, ব্রণ, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধিনাশ, স্রোতোরোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয়সমূহের বলহানি প্রভৃতি অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। তবে যাঁহারা সঙ্গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, ভারবহন, পথপর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ক্লান্ত, যাঁহারা অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, শ্বাস, হিক্কা, উন্মাদ, পতন বা আঘাতাদি দ্বারা পীড়িত এবং যাঁহারা ক্রোধী, শোকার্ত্ত, ভীরু, বৃদ্ধ, বালক, কৃশ বা দুর্ব্বল, তাঁহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও, গ্রীষ্মকালে অল্প-পরিমাণে দিবানিদ্রা করিতে পারা যায়, যেহেতু গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ রুক্ষ এবং ঐ কালে সূর্য্যকিরণ প্রখরতর ও রাত্রিমাণ অতি অল্পপরিমিত হওয়ায় অল্প দিবানিদ্রা অনিষ্টজনক নহে। কিন্তু যাঁহারা মেদস্বী, যাঁহারা শ্লেষ্মপ্রকৃতি বা শ্লেষ্মরোগপীড়িত, এবং যাঁহারা দূষিবিষাদি দ্বারা পীড়িত, তাঁহাদের গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক।

আহারের অব্যবহিত পরে শারীরিক-পরিশ্রমজনক কার্য্য, দ্রুতযানাদিতে গমন এবং অগ্নিসন্তাপ বা আতপ সেবন করিবে না। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বা তাহার অধিককাল পরে আহার করা অনুচিত।

বৈকালে সূর্য্যকিরণ প্রশান্ত হইলে কিছুক্ষণ উদ্যানাদি স্থানে ভ্রমণ করা উচিত, তাহাদ্বারা অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক স্ফূর্ত্তি এবং মনঃ প্রফুল্ল হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে জুতা পায়ে দেওয়া আবশ্যক, তাহাতে পদদ্বয়ে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পায় না এবং চক্ষুর উপকার হইয়া থাকে। রৌদ্র, বৃষ্টি বা শিশির পতনসময়ে কোথাও যাইতে হইলে মস্তকে ছত্র দিয়া গমন করিবে।

রাত্রি একপ্রহরের মধ্যে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য আহার করা বিধেয়। রাত্রিকালে দধি ভোজন করা কদাচ উচিত নহে। আহারের

পর শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু আসিতে পারে, এইরূপ গৃহে অবস্থানুসারে পালঙ্ক, চৌকী বা মাচার উপর সুকোমল, ঋতুভেদানুসারে সুখস্পর্শ শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করা উচিত। রাত্রিকালে ৬ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক, তাহার ন্যূন বা অধিক কাল নিদ্রা যাওয়া অনিষ্টকর। উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রা হইলে শারীরিক পুষ্টি, বল, জ্ঞান, সুখ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। আর অল্প বা অধিক পরিমাণে নিদ্রা সেবিত হইলে শারীরিক কৃশতা দৌর্ব্বল্য এবং অসুখ, অজ্ঞান ও মৃত্যু পর্য্যন্তও অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব শরীরিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে আহারাদির ন্যায় উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রাসেবাও একান্ত আবশ্যক।

শরীর-রক্ষাবিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণে মৈথুনাচরণও নিতান্ত উপযোগী। ঋতুভেদে উপযুক্ত কাল বিবেচনা করিয়া, অনুরাগিণী অভিলষিতা, এবং অনুকূলা স্ত্রীতে উপগত হইবে। রজঃস্বলা, কুষ্ঠাদি-রোগপীড়িতা, স্বকীয় অনভিমত রূপ বা আচার বিশিষ্টা,অনাসক্তা বা অন্যাসক্তা স্ত্রী, পরস্ত্রী,দুষ্টযোনি, পশ্বাদিযোনি, যোনিভিন্ন গুহ্যদ্বারাদি অন্যছিদ্রে, অথবা হস্তাদি দ্বারা মৈথুন করিবে না। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যাকালে; পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে; দেবালয় চতুষ্পথ, শ্মশান, জলাশয়তীর, গুরুব্রাহ্মণাদির আলয়, মদ্যবিপণি প্রভৃতি স্থানে, অথবা লোকসমাগমযুক্তস্থানে মৈথুন করা উচিত নহে। জ্বরাদি যাবতীয়রোগ-পীড়িত ব্যক্তিই মৈথুন হইতে সতত বিরত থাকিবেন। অতি-মৈথুন সকল সময়ে সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ।

এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত ঋতুভেদানুসারে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে শীতল বায়ুস্পর্শাদি বশতঃ অন্তরগ্নি রুদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অগ্নিবলও তখন বৃদ্ধি পাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে আহার না পাইলে রসাদি ধাতুসমূহও পরিপাক করিয়া ফেলে। এজন্য এই দুই ঋতুতে অধিক পরিমাণে গোধূমাদি নির্ম্মিত, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত, স্নিগ্ধপিষ্টকাদিভোজ্য, জলজ ও আনূপ প্রভৃতি মেদুর মাংস, অভ্যাস থাকিলে মদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যাবতীয় দ্রব্য এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভক্ষণ করা উচিত। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে উষ্ণজল

ব্যবহার করিবে। রেশম, তুলা ও পশুলোমাদি দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রে গাত্র আবরণ করিয়া রাখিবে। উষ্ণগৃহে এবং উষ্ণ শয্যায় শয়ন করিবে। এই সময়ে প্রত্যহ মৈথুন করিলেও শরীরের কোন হানি হয়না। কটু তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, লঘুদ্রব্য ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, বায়ুসেবন এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি হেমন্ত ও শীতকালে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। হেমন্ত ও শীতকালের আচরণীয় প্রায়ই একরূপ ; এজন্য উভয় ঋতুচর্য্যা একত্র লিখিত হইল। তবে শীতের ন্যূনাধিক্য বশতঃ পূর্ব্বোক্ত আচরণ সমূহও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক করিয়া লওয়া আবশ্যক।

হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণস্পর্শে কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করে, তজ্জন্য বহুবিধ রোগ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। অতএব এই সময়ে বমনাদি দ্বারা শ্লেষ্মার নির্হরণ করা উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য এবং কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণরস যুক্ত অন্নাদি ; হরিণ, শশ, লাব ও চটক প্রভৃতি লঘু মাংস ; অভ্যস্ত হইলে দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মদ্য প্রভৃতি আহার এবং স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে জীবচ্ছক জল ব্যবহার করিবে। পরিচ্ছদ ও শয্যাদি হেমন্ত কালের ন্যায় ব্যবহার্য্য। যুবতী-স্ত্রীসঙ্গম এইকালে প্রশস্ত। গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং অম্ল ও মধুর রস ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক।

গ্রীষ্মকালে মধুর রসযুক্ত, শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার এবং পান করিবে। এই কালে জাঙ্গল-পশুপক্ষীর মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন প্রভৃতি ভোজন, শীতল গৃহে অল্প দিবানিদ্রা, রাত্রিকালে সুশীতল গৃহে ও শীতলশয্যায় শয়ন, এবং সুশীতল উপবন ও জলাশয়ের তীর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ এই কালে হিতকর। কার্পাসনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির পরিচ্ছদ এই সময়ে ব্যবহার করিবে। লবণ, অম্ল ও কটু রস যুক্ত দ্রব্য এবং উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, মৈথুন ও মদ্যপান গ্রীষ্মকালে নিষিদ্ধ। মদ্যপান করা নিতান্ত অভ্যস্ত হইলে, অধিক জল মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে পান করা উচিত।

বর্ষাকালে গ্রীষ্মসঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া উঠে, এজন্য অনুবাসন কর্ম্ম (স্নেহ পিচকারী) দ্বারা বায়ু প্রশমিত করিবে। এই কালে অগ্নিবল ক্ষীণ হওয়ায় জন্য নিতান্ত লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। বর্ষাকালে যূষাদি

দ্বারা কোন সময় শীতকালের ন্যায়, কোন সময় বা বৃষ্ট্যাদি না হওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এজন্য এইকালে পান, আহার, শয্যা ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই বিবেচনা করিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত প্রভৃতির ন্যায় সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সমুদায় পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করা উচিত। জাঙ্গল মাংস, পুরাতন যব, গোধূম বা ধান্যাদির অন্ন, এবং অধিক পরিমাণে অম্ল লবণ ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে। বৃষ্টির জল বা কূপ ও সরোবরের জল উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে তাহাই পান এবং তাহাদ্বারা স্নান করিবে। মদ্যপান করিতে হইলে গ্রীষ্মকালের ন্যায় পুরাতন মদ্য অধিকপরিমিত জল ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এসময়ে নির্ম্মল কার্পাস বস্ত্রই পরিধানাদি করা উচিত। বৃষ্টি ও বৃষ্টিজাত ভূবাষ্প (মাটী হইতে যে এক প্রকার গ্যাস উত্থিত হয়) কদাচ গায়ে লাগাইবে না। দিবানিদ্রা, শিশির, রৌদ্রাদিআতপ, নদীজলে স্নানাদি, ব্যায়াম ও মৈথুন এইকালে নিতান্ত অনিষ্টজনক।

শরৎকালে বর্ষাকালসঞ্চিত পিত্ত সহসা অধিকতর সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া কুপিত হইয়া উঠে, এজন্য এই সময়ে বিরেচন দ্বারা পিত্তনির্হরণ এবং জলোকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। লঘুপাক, শীতল, মধুর ও তিক্তরসযুক্ত অন্নপান এইকালে হিতকর। যব গোধূম ও ধান্যাদির অন্ন; লাব, চটক, হরিণ, শশ ও মেষ প্রভৃতির মাংস; নদীজলে স্নান ও সেই জল পান; নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান; সুকোমল ও স্পর্শসুখকর শয্যা এবং চন্দ্রকিরণ সেবা করা উচিত। ক্ষারদ্রব্য, দধি, জলজ ও আনূপ মাংস ভোজন; তৈলমর্দ্দন, শিশির ও পূর্ব্বদিকের বায়ুস্পর্শ শরৎকালে অনিষ্টজনক।

সাধারণতঃ বসন্তকালে বমন, শরৎকালে বিরেচন এবং বর্ষাকালে অনুবাসনের বিধি কথিত হইলেও, মাসভেদে ইহার বিশেষ বিধি বিহিত আছে; যথা চৈত্রমাসে বমন, শ্রাবণ মাসে অনুবাসন এবং অগ্রহায়ণ মাসে বিরেচন করা উচিত।

ঋতুভেদে যে সকল স্বাস্থ্যবিধি কথিত হইল, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কতিপয়াংশ তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বায়ুপ্রকৃতি ব্যক্তি যাহাতে তাঁহার বায়ু প্রশমিত থাকে, সকল ঋতুতেই তদুপযুক্ত আহার বিহারাদির আচরণ

করিবেন। এইরূপ পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি পিত্তনাশক ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি শ্লেষ্মনাশক আহার বিহারাদি বিষয়ে সতত যত্নবান থাকিবেন। স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, শীতল জলে অবগাহন, শীতল জল সেচন, সম্বাহন (হস্ত পদাদি টেপন), সর্ব্বদা সুখজনক কার্য্যাদি, ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্রব্য ব্যবহার, অনুবাসন (স্নেহপিচকারী) এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধাদি সেবন দ্বারা বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির বায়ু প্রশমিত হয়। মধুর, তিক্ত ও কষায় রস সংযুক্ত শীতল দ্রব্য পান ভোজন, ঘৃত পান, সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ ; মুক্তা, মণি ও পুষ্পাদি মাল্য ধারণ, গীত বাদ্যাদির শ্রুতিসুখকর শব্দ শ্রবণ, প্রিয়জনের সহিত কথোপকথন, শীতল বায়ু ও চন্দ্রকিরণ স্পর্শ ; মনোরম উপবন, নদীতীর বা পর্ব্বতশিখর প্রভৃতি মনোহর স্থানে বিচরণ এবং বিরেচন ও তিক্ত ঘৃতাদি ঔষধ সেবনদ্বারা পিত্তপ্রকৃতির পিত্ত প্রশান্ত থাকে। কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য পান ভোজন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, রুক্ষ দ্রব্য সমূহ দ্বারা গাত্রমর্দ্দন, ধূমপান, উপবাস, উষ্ণবস্ত্র পরিধান এবং বমনাদি কার্য্য দ্বারা শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, এই সকল কার্য্যের মধ্যে যথাসাধ্য সম্পাদন করা বিধেয়।

এই সমস্ত প্রাত্যহিক কার্য্য ও ঋতুচর্য্যা ব্যতীত আরও কতকগুলি সদাচার স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত। এজন্য সংক্ষেপে তাহাও এস্থানে সন্নিবেশিত করা হইতেছে। প্রাতঃকালে, স্নানের পর ও সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পূজ্য ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা ভক্তি করিবে। যথাসাধ্য বিপন্নের সাহায্য এবং অতিথিসৎকার করিবে। জিতেন্দ্রিয়, নিশ্চিন্ত, অনুদ্ধত, নির্ভীক, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, অধ্যবসায়ী ও বিনয়ী হইবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান এবং ভদ্রজনোচিত বেশভূষা করিবে। সমুদয় জীবের প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করিবে। পরস্ত্রী বা পরসম্পত্তিতে লোভ করিবে না। কখনও কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপীর সংস্রব করিবে না। অন্যের দোষ বা অন্যের গোপনীয় কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বড় লোক বা ভাল লোকের সহিত বিরোধ

করিবে না। কোনরূপ দুষ্টযান, বৃক্ষ বা পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, উৎকটভাবে উপবেশন, অসমস্থানে বা সঙ্কীর্ণ শয্যায় শয়ন; মুখ আবরিত না করিয়া জৃম্ভা, হাস্য বা হাঁচি; অকারণ নাসিকামর্দ্দন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নখে নখে বাদ্য, অস্থিতে অস্থিতে আঘাত, জ্যোতিষ্কপদার্থ দর্শন, একাকী শূন্য গৃহে বাস; বনমধ্যে প্রবেশ, স্নানকালে পরিধান-বস্ত্রদ্বারা মস্তকমার্জ্জন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সন্ধ্যাকালে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন; রাত্রিকালে অপরিচিত স্থানে গমন প্রভৃতি কার্য্যসমুদায় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবে। রাত্রিকালে কোন স্থানে যাইবার আবশ্যক হইলে মস্তকে উষ্ণীষ, পায়ে জুতা, হাতে যষ্টি এবং সঙ্গে লোক ও আলোক লইয়া যাওয়া আবশ্যক। রাত্রিকালে কোনও অপরিচিত স্থানে গমন করা উচিত নহে। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এই এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে,—যে সমস্ত কার্য্য দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা, কদাচ সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

যথাযথরূপে এই সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করিলে নিয়ত নীরোগী থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল উপভোগ করিতে পারা যায়, সুতরাং ঐহিক বা পারত্রিক কার্য্য সমুদায়ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া, ইহকালে সুখী এবং পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব মানবমাত্রই সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যত্নবান থাকিবেন।

স্বাস্থ্যবিধি সম্যক্ প্রতিপালিত না হইলেই শরীরে বিবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াও অভিঘাতাদি আকস্মিক কারণদ্বারা পীড়িত হইতে হয়। যে কারণেই হউক, রোগ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার উপশম বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইবে। কোন রোগই সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে, যেহেতু সামান্য রোগও প্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ক্রমে তাহাই দুঃসাধ্য হইয়া জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে। অতএব রোগ হইবামাত্রই চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ লইয়া তাহার প্রতীকার করিবে। কোন রোগ অসাধ্য হইলেও, তাহা 'ভাল হইবে না' ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত হইবে না, কারণ অনেক অসাধ্য রোগও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। রোগ হইলে ভয় না পাইয়া তাহার

আমূল বৃত্তান্ত চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করিবে, এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে। রোগ অসাধ্য বা উৎকট হইলে, চিকিৎসক বা আত্মীয়গণ রোগীর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া, রোগীকে সর্ব্বদা সামান্য রোগ বলিয়া আশ্বস্ত রাখিবেন; যেহেতু রোগী হতাশ বা অসন্তুষ্ট হইলে অনেক সাধ্য রোগও অসাধ্য হইয়া উঠে। রোগীর অনুগত, বিশ্বস্ত ও প্রিয় ব্যক্তি ২।১ জন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আশ্বাসপূর্ণ প্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। রোগীর নিকট অধিক লোক থাকাও উচিত নহে, তাহাতে বহু লোকের নিশ্বাসাদি দ্বারা গৃহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া রোগীর অনিষ্ট করিতে পারে। যে গৃহ শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং প্রবাত অর্থাৎ যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দর গৃহে রোগীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। রোগীর পরিধান বস্ত্র শুষ্ক এবং নির্ম্মল হওয়া উচিত, দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার পরিধান বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। তাহার শয্যাও শুষ্ক, সুকোমল এবং নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। কোন কারণে শয্যা দূষিত হইলেই অথবা সাধারণতঃ দুই তিন দিন পরে শয্যা পরিবর্ত্তন করা উচিত। শুশ্রূষাকারিগণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিয়া, চিকিৎসকের আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন, এবং আহার বিহারাদি কার্য্যে রোগী কোন রূপে যাহাতে কুনিয়ম করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা ও কৃতকর্ম্মা, ঔষধাদি সমস্ত উপকরণবিশিষ্ট এবং রোগীর প্রতি দয়াবান্, সেই সকল চিকিৎসকই চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। অজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কদাচ চিকিৎসিত হইবে না। উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় মৃত্যু হইলে তাহাও বরং প্রার্থনীয়, তথাপি অজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নহে। আয়ুর্ব্বেদের প্রধান গ্রন্থ চরকসংহিতায় এই বিষয়ের বহুবিধ দোষ উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে ;—

"কুর্য্যাগ্নিপতিতো মূর্দ্ধি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্।"

মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও কদাচিৎ জীবনের আশা করা যায়, তথাপি অজ্ঞ-চিকিৎসকপ্রদত্ত ঔষধদ্বারা জীবন রক্ষার আশা করিতে পারা যায় না।

যে সকল স্বাস্থ্যবিধি নিয়ত আবশ্যক, তাহাই এ স্থলে কথিত হইল। অতঃপর রোগপরীক্ষাবিষয়ক কতিপয় নিয়ম বলিবার আবশ্যক হইতেছে।

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥"
চরকসংহিতা।

প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে তাহার ঔষধ কল্পনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে ; ইহাই সমুদায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ।

বস্তুতঃ চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ রোগ-পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগ নিশ্চয় না হইলে তাহার ঔষধ নিশ্চয় করাও হইয়া উঠে না। যাহার যে নাম তাহার সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন তাহার উত্তর পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সময়ে সেই অযথা আহূত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ অনিশ্চিত রোগের কোন রূপ ঔষধ দ্বারা প্রতীকারের আশা করা যায় না, পরন্তু তাহা-দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রোগ বৃদ্ধি বা জীবননাশরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

সংক্ষেপতঃ রোগপরীক্ষার তিনটি উপায় ;—শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে ; তাহার পর অনুমান দ্বারা রোগের আরম্ভক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুষ্টি) ও কান্তি, এবং মল, মূত্র, নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা ; রোগিমুখ হইতে তাহার সমস্ত

অবস্থা শ্রবণ, অন্ত্রকূজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলীপর্ব্বসমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সমস্ত লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা শ্রবণ দ্বারা; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে তাহা পরীক্ষার জন্য সর্ব্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বান্ত পদার্থ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা এবং সন্তাপ ও নাড়ীগতি প্রভৃতি স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কেবল স্বকীয় রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব; এজন্য মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগবিশেষে সর্ব্ব শরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আস্বাদ জানিবার আবশ্যক হইলে তাহা অন্য প্রাণিদ্বারা পরীক্ষা করিবে। শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্ব্বশরীরের বিরসতা এবং বহুল পরিমাণে মক্ষিকা উপবেশন দ্বারা সর্ব্বশরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয়। মূত্র মিষ্টাস্বাদ হইলে, তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়া থাকে। রক্তপিত্তে প্রাণরক্ত বমন হইয়াছে কিনা সন্দেহ হইলে, কাককুকুরাদি জন্তুকে খাইতে দিবে, তাহারা তাহা খাইলে প্রাণরক্ত এবং না খাইলে রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান ও স্বভাব প্রভৃতি বিষয় গুলি কার্য্যবিশেষ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি, অরুচি, সুখ, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অতি সামান্য বিভিন্ন দুই তিনটি রোগের মধ্যে কোন্ রোগ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে, সামান্য ঔষধ প্রয়োগে উপকার বা অনুপকার দ্বারা তাহা নিশ্চয় করিয়া লইতে হয়। লক্ষণবিশেষ দ্বারা রোগের সাধ্যতা, যাপ্যতা এবং অসাধ্যতা নিশ্চয় করিবে। অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু বিষয় অবগত হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাড়ীপরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা, নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বাপরীক্ষা প্রভৃতি এবং অরিষ্ট লক্ষণ সহজে নিশ্চয় করা যায় না, এজন্য যথাক্রমে ইহার প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইতেছে।

নাড়ী-পরীক্ষা।

হস্তের মণিবন্ধস্থলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলভাগে যে একটি গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলী-স্পর্শদ্বারা নাড়ীর স্পন্দন-বিশেষ বিবেচনা করিয়া, রোগ পরীক্ষা করার নাম নাড়ীপরীক্ষা। নাড়ীপরীক্ষাকালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়; যেহেতু স্ত্রী-পুরুষ-শরীরভেদে নাড়ীসমূহের মূলভাগ বিপরীতভাবে বিন্যস্ত, সুতরাং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের বাম হস্তে অনুভূত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের গুল্‌ফগ্রন্থির নিম্নভাগে এবং কণ্ঠ, নাসিকা ও উপস্থদেশে নাড়ীস্পন্দন অনুভব করা যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় যখন হস্তনাড়ী স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়না, তখনই ঐ সকল স্থানে নাড়ীপরীক্ষা করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে।

রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় স্থাপন পূর্ব্বক, বাম হস্ত দ্বারা রোগীর সেই হস্তটী ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কণুয়ের (কূর্পর) মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় সেই নাড়ীটি অল্প পীড়িত করিয়া তাহার পরক্ষণে রোগীর মণিবন্ধস্থানে তর্জ্জনী অঙ্গুলির নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহা দ্বারা বায়ু, দ্বিতীয় স্পন্দন দ্বারা পিত্ত এবং তৃতীয় স্পন্দন দ্বারা শ্লেষ্মার গতিভেদ প্রভৃতি নিশ্চয় করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, তর্জ্জনীর নীচে যে স্পন্দন হয় তাহা দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দন দ্বারা পিত্ত এবং অনামিকার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দন দ্বারা কফ অনুমান করিবে।

তৈল মর্দ্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজনসময়ে বা ভোজন করার পরেই, ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে, অগ্নি বা রৌদ্র সন্তাপে সন্তপ্ত হইলে এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্যের পর নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে; যেহেতু ঐ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এজন্য পরীক্ষণীয় বিষয় সম্যক্ অনুভব করা যায় না।

স্বস্থব্যক্তির নাড়ী কেঁচোর গতির ন্যায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সময়বিশেষে স্বস্থ ব্যক্তির নাড়ীও অন্যরূপ হইয়া থাকে, যথা;—প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্ন-কালে উষ্ণ এবং অপরাহ্ণ সময়ে দ্রুতগতি অনুভূত হয়।

অসুস্থ অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চঞ্চলভাবে এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতেই, আরও কয়েক প্রকার বিশেষ গতি কল্পনা করা আবশ্যক। যথা;—বায়ুজন্য বক্রগতি হইতে সর্প জলৌকা প্রভৃতির গতির ন্যায় গতি; পিত্তজন্য চঞ্চলগতি হইতে কাক, লাবপক্ষী ও ভেকগতির ন্যায় গতি এবং কফজন্য স্থিরগতি হইতে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুক্কুট প্রভৃতির ন্যায় গতি অনুমান করিতে হয়। দুইটি দোষের আধিক্য অবস্থায়, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের ন্যায় কখন বা ভেকের ন্যায় লক্ষিত হয়; বায়ু ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের ন্যায় কখন বা রাজহংস প্রভৃতির ন্যায় অনুমিত হয় এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে নাড়ীর গতি কখন ভেক প্রভৃতির ন্যায়, কখন বা ময়ূর প্রভৃতির ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে সর্প, লাব, হংস প্রভৃতি যে সকল জীবের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহা-দেরই অন্যতর জীবের গতির ন্যায় নাড়ীগতি লক্ষিত হয়। এই ত্রিবিধ গতি অনুভব বিষয়ে যদি প্রথমেই বায়ুলক্ষণ সর্পাদি গতি, তৎপরে পিত্তলক্ষণ লাব প্রভৃতির গতি এবং তাহার পর কফলক্ষণ হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। আর তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ সর্পগতির পরে হংসগতি অথবা হংসগতির পর লাবগতি, এইরূপ অনুভব হইলে রোগ অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়।

সাধারণ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ জ্বরবেগ হইবার পূর্ব্বসময়ে নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেকাদি জীবের গতির ন্যায় মন্থর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ গতি ধারাবাহিক রূপে অবস্থিত থাকিলে, দাহজ্বর প্রকাশ পায়। সন্নিপাত-জ্বরের পূর্ব্ব অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাব পক্ষীর ন্যায় বক্রভাবে, তৎপরে

তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধভাবে এবং অবশেষে বার্ত্তাক পক্ষীর ন্যায় মন্থরভাবে স্পন্দিত হয়।

জ্বরবেগ হইলে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং অধিক বেগগামী হয়। অতিশয় অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে, মৈথুনের পর অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যায় সেই রাত্রিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বেগগামী হয় না; এই লক্ষণ দ্বারাই জ্বরকালীন নাড়ী-গতির সহিত ইহার বিভিন্নতা অনুমান করিতে হয়।

সাধারণতঃ বাতজজ্বরে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় যে সকল নাড়ীগতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাই প্রাকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়ে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে, আহার-পরিপাককালে এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রি সময়ে বাতজ জ্বর হইলে নাড়ীর মৃদুগমন, কৃশতা ও বিলম্বে স্পন্দন হয়। বায়ুর প্রকোপকালে অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে, আহার পরিপাকের পর এবং অপরাহ্ণ ও শেষরাত্রি সময়ে বাতজ জ্বর হইলে, নাড়ীর স্থূলতা, কঠিনতা এবং শীঘ্রগতি হইয়া থাকে।

পিত্তজ জ্বরে নাড়ীর গ্রন্থিলতা (গাঁট্ গাঁট্ বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না, অথচ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলির নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হইয়া থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে, আহারের পরেই এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিত্তজ্বর হইলেও ঐ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ অনুভব হয় না। পিত্তের প্রকোপকালে অর্থাৎ শরৎঋতুতে, আহারের পরিপাক অবস্থায় এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রি সময়ে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া এত অধিক দ্রুতবেগে গমন করে যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে।

শ্লেষ্মার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ নাড়ীগতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ শ্লেষ্মজ্বরেও ঐরূপ গতি ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ অনুভব করা যায় না। শ্লেষ্মার সঞ্চয়কালে অর্থাৎ হেমন্ত ও শীত ঋতুতে, আহার কালে এবং সন্ধ্যা-সময়ে ও শেষ রাত্রিতে; অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপকালে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে, আহারের পরে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর শ্লেষ্মজ্বর হইলে, নাড়ী

তন্তুর ন্যায় কৃশ এবং তণ্ডুলজল-সিক্ত রজ্জুতে যেরূপ শীতলতা অনুভূত হয়, সেইরূপ শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপ-কালভেদে শ্লেষ্মজন্য-নাড়ীগতির কোনই বিভিন্নতা অনুমান করা যায় না।

বায়ু ও পিত্ত এই দ্বিদোষজন্য জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও কঠিন হয় এবং যেন দুলিতে দুলিতে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী মন্দ মন্দ গমন করে এবং ঈষৎ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই জ্বরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু অধিক থাকিলে নাড়ী রুক্ষ হয় এবং ধারাবাহিকরূপে প্রখরভাবে গমন করিয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী কৃশ, কখন অধিক শীতল, কখন বা অল্প মাত্র শীতল এবং মৃদুগামী হইয়া থাকে।

ত্রিদোষের আধিক্য অবস্থায় নাড়ীগতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, ত্রিদোষ-সন্নিপাত জ্বরেও সাধারণতঃ সেইরূপ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহার আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল নিয়ম অনুসারে এই জ্বরের সাধ্যতা ও অসাধ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়।

ত্রিদোষজন্য প্রায় সমুদায় রোগই ভয়ানক, বিশেষতঃ জ্বর রোগ ত্রিদোষজন্য হইলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে অরিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এইজন্যই সন্নিপাতজ্বরে আরও অনেক প্রকার নাড়ীপরীক্ষা-বিষয়ক উপদেশ জানা আবশ্যক। ত্রিদোষজ জ্বরে নাড়ীতে তিনদোষের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ পাইলেও, যদি অপরাহ্নকালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক বক্রগতি, তৎপরে পিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলগতি এবং তাহার পর শ্লেষ্মার স্বাভাবিক স্থিরগতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই রোগ সুখসাধ্য; ইহার বিপরীতভাবে অনুভূত হইলে রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করিবে। এতদ্ভিন্ন সন্নিপাতজ্বরের অসাধ্যতা অনুভব জন্য আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা,—নাড়ীর গতি কখন ধীর, কখন শিথিল, কখন স্খলিত, কখন ব্যাকুল অর্থাৎ ভ্রান্তব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত, কখন সূক্ষ্ম, কখন বা একেবারেই বিলীন হইলে, অথবা কখন অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত না হইলে, আবার পরক্ষণেই স্পন্দন অনুভূত হইলে অসাধ্যলক্ষণ

বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারবহন, মূর্চ্ছা, ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণে নাড়ীগতির এইরূপ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্য-লক্ষণ নহে। ফলতঃ যাবতীয় অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা একবারে অসাধ্য বলিবে না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় দুষ্টরক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাঙ্গুলি-নিবেশস্থলে নাড়ীর সন্তাপ অনুভব হইয়া থাকে।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলের পার্শ্ববর্ত্তী, আবার কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয় এবং ঘূর্ণিত জলের ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। অন্যান্য পীড়ার অসাধ্য অবস্থাতেও নাড়ীর গতি এইরূপ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তাপ থাকে না।

ভূতজ জ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগগামী ও উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত জড়িত হইয়া গমন করে; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

লোকে অভিলষিত বিষয় না পাইলে, যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে; জ্বরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীগতিও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জ্বর থাকিতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে, নাড়ী ক্ষীণ এবং মৃদুগামী হয়। জ্বরকালে দধি ভোজন করিলে, জ্বরের বেগ অপেক্ষা নাড়ীর বেগ অধিক হয় এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে।

অতিশয় অম্লভোজন দ্বারা জ্বর কিম্বা অন্য রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নাড়ী অধিকতর সন্তপ্ত হয়। কাঁজি ভোজন জন্য জ্বরাদি পীড়ায় নাড়ীগতি মৃদু হইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন হয় এবং উভয় পার্শ্বে জড়িতভাবে মন্দ মন্দ গমন করে। তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থূল, ভার ও অল্প কঠিন; পক্বা-

জীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীন ও মন্দগামী এবং বাতাজীর্ণে নাড়ী অধিক কঠিন হইয়া থাকে।

বিসূচিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকগতির ন্যায় হয়, এবং অনেক সময়ে এই রোগে নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায় না, তথাপি অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না। বিলম্বিকা রোগেও নাড়ীগতি ভেকগতির ন্যায় হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষীণ রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতিশয় মৃদুগতি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে, নাড়ী লঘু ও বলবতী হয়।

অতিসাররোগে ভেদের পর নাড়ী নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। আমাতিসারে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে হস্তস্থিতনাড়ীর গতি ভেকের গতির ন্যায় এবং পদস্থিত নাড়ী হংসগতির ন্যায় স্পন্দিত হয়।

মল মূত্র উভয়ের একসঙ্গে নীরোধ অথবা মল ও মূত্র উভয়ের পৃথক্ ভাবে নীরোধ হইলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে এবং বিসূচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রভৃতি রোগে মল মূত্র বন্ধ হইয়া গেলে নাড়ী সূক্ষ্ম ও ভেকগতির ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আনাহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে নাড়ী কঠিন ও গুরু হইয়া থাকে।

শূলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজন্য শূলরোগে নাড়ী সর্ব্বদা বক্রগতি, পিত্তজন্য শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ এবং আমশূলে অথবা ক্রিমিশূলে নাড়ী পুষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রমেহরোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে যেন গ্রন্থি বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত থাকিলে নাড়ী ঈষৎ উষ্ণও হইয়া থাকে।

বিষ্টম্ভ ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়। কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে নাড়ী লতার ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল এবং পারাবতের ন্যায় প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও নাড়ীর গতি ঐরূপ হইয়া থাকে।

ব্রণাদি রোগে ব্রণের অপক্ব অবস্থায় নাড়ীগতি পিত্তপ্রকোপজন্য নাড়ী-

গতির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ী বায়ুপ্রকোপ-জন্য নাড়াগতির ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট এবং অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বিষ ভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি-বিষাক্তপ্রাণিকর্তৃক দষ্ট হইলে, শরীর-মধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে প্রচলিত হয়।

অপরাপর রোগসমূহে নাড়ীগতির ভেদজ্ঞান তাদৃশ অনুভব করা যায় না, এজন্য অনর্থক তাহা লিখিয়াগ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমুদায় অংশ পরিত্যক্ত হইল।

রোগপরীক্ষা ব্যতীত নাড়ীর গতিবিশেষ দ্বারা রোগীর মৃত্যুকালও অনুমান করা যায়; তাহাও নাড়ীপরীক্ষার অন্তর্গত, সুতরাং সেই সমস্ত উপদেশও এইস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে।

যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে গমন করিয়া, পুনর্ব্বার শান্ত হইয়া যায়, অথচ তাহার শরীরে শোথ না থাকে, তবে সেই রোগীর সপ্তম বা অষ্টম দিনে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাহার নাড়ী কখন কেঁচোর ন্যায় কৃশ ও মসৃণ হয় এবং কেঁচোর মত বক্রভাবে গমন করে; কখন সর্পের ন্যায় পুষ্ট হইয়া প্রবলভাবে বক্রগতি অবলম্বন করে; কখন বা অতিকৃশ কিম্বা একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়; অথবা শারীরিক কৃশতা ও শোথাদি জন্য স্থূলতা অনুসারে নাড়ীও কৃশ কিম্বা স্থূল অনুভূত হয়, তাহার একমাস পরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে অর্দ্ধযব-পরিমিত স্থান স্খলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়।

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির নীচে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত না হইয়া, কেবল তর্জ্জনীর নীচে অনুভূত হয়, তবে তাহার চারি দিন মাত্র আয়ুঃকাল বুঝিতে হইবে।

সন্নিপাতজ্বরে যাহার শারীরিক সন্তাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত শীতল থাকে, তাহার তিন দিন পরে মৃত্যু হয়।

ভ্রমরের ন্যায় নাড়ীগতি হইলে অর্থাৎ অতিদ্রুতগতিতে দুই এক বার মাত্র স্পন্দিত হইয়া কিছুক্ষণ একবারে অদৃশ্য এবং পরক্ষণে পুনর্ব্বার ঐরূপ-

ভাবে স্পন্দন করিয়া আবার অদৃশ্য, ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ স্পন্দন অনুভূত হইলে, এক দিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিবে। কাহারও যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলীর নীচে নাড়ীস্পন্দন প্রায়ই অনুভূত না হয়, অথচ কখন কখন অনুভব করা যায়, তবে তাহার দ্বাদশ প্রহর মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী তর্জ্জনীনিবেশস্থলের উর্দ্ধভাগে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র অবস্থিত থাকে; অর্থাৎ সেই রূপ স্ফুরণের আরম্ভ কাল হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে স্খলিত হইয়া, এক একবার স্পন্দিত হয়, অথচ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বালার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জীবন অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ জ্বালা-শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা র প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার ভেদজ্ঞান করা, অথবা তাহাদ্বারা রোগ নিশ্চয় করা এবং রোগের সাধ্যাসাধ্য-অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা তাহা কোনক্রমেই অনুভব করা যায় না; প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ীস্পন্দন বিশেষবিবেচনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ঘড়ীর মিনিটের সহিত মিলাইয়া একরূপ সাধারণ নাড়ী-জ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি বা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায়, এ গ্রন্থে তাহাও সন্নি বেশিত করা হইল।

অধিকাংশ স্বস্থব্যক্তির নাড়ী প্রতিমিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন স্বস্থ ব্যক্তির নাড়ী ন্যূনসংখ্যায় মিনিটে ৫০ বার এবং উর্দ্ধ সংখ্যায় ৯০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারেও নাড়ীগতি বিভিন্ন হয়। জরায়ুস্থ ভ্রূণের নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৬০ বার, ভূমিষ্ঠ হইলে ১৪০ হইতে ১৩০ বার, এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ১৩০ হইতে ১১৫ বার, দুই বৎসর বয়সের সময় ১১৫ হইতে ১০০ বার, তিন বৎসর বয়সে ১০০ হইতে ৯০ বার, তাহার পর সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ৮৫ বার, সাত বৎসরের পর চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, যৌবনে ৮

প্রৌঢ়কালে ৮৫ বার এবং বৃদ্ধ বয়সে ৬৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে।

পানাহারকালে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের বৃদ্ধি হয়, এজন্য নাড়ীস্পন্দনও ঐ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির নাড়ী পুরুষের অপেক্ষা ১০। ১৫ বার অধিক স্পন্দিত হয়। নাড়ী স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা মন্দগতি হইলে, দুর্ব্বলতা বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জ্বরকালে নাড়ী স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি এবং উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইলে, নাড়ী মৃদুগতি ও পুষ্ট বোধ হয়। জ্বর-সংযুক্ত সমুদায় রোগেই নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ীগতিরও ন্যুনাধিক্য হইয়া থাকে। পূর্ণবয়সে এবং প্রদাহজনিত রোগে মিনিটে ১২০ বারের অধিক নাড়ী স্পন্দিত হয় না। তাহার অধিক হইলেই ক্রমশঃ রোগের কঠিনতা এবং ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে, সেই রোগে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

পাশ্চাত্যচিকিৎসা-শাস্ত্রে নাড়ীপরীক্ষা বিষয়ক এইরূপ সংক্ষিপ্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উপদেশ জানিতে পারা যায় না।

তাপমান যন্ত্র।

(থার্ম্মোমিটার)।

নাড়ীজ্ঞান দ্বারা রোগপরীক্ষা সাধারণ চিকিৎসকগণের নিতান্ত দুঃসাধ্য; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিবার উপযোগী একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের ইংরাজি নাম "থার্ম্মোমিটার"। ইহা দ্বারা শারীরিক তাপের পরিমাণ স্থির করা যায় বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "তাপমান যন্ত্র" কহে। এই যন্ত্র দ্বারা সন্তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে "কাইত" ভাবে শয়ন করাইতে হয়, এবং যে পার্শ্ব তাহার নিম্ন দিকে থাকে সেই পার্শ্বের কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমানযন্ত্রের মূলভাগ অর্থাৎ যে ভাগে পারদ থাকে সেই ভাগটি চাপিয়া

ধরিতে হয়। কক্ষদেশ ঘর্ম্মাক্ত থাকিলে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা তাহা মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চাপিয়া ধরিবার সময় ঐ যন্ত্রটি যেন উত্তমরূপে আবৃত হয়। শারীরিক সন্তাপস্পর্শে ঐ যন্ত্রের পারদ ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিতে থাকে। এই উচ্চাংশে কতকগুলি অঙ্ক ও দাগ চিহ্ন আছে; সেই সমস্ত দাগ ও অঙ্ক-চিহ্নের প্রত্যেকটিকে এক এক "ডিগ্রি" কহে। পারদ যত ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, শরীরের সন্তাপও সেই পরিমিত বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। তাপমানযন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম। তদ্ভিন্ন উরু, মুখমধ্যে ও সরল অন্ত্রের মধ্যেও তাপমান যন্ত্র দিয়া সন্তাপ পরীক্ষার নিয়ম আছে। সরলান্ত্র মধ্যে তাপ নির্ণয় করিতে হইলে রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিবে এবং মুখমধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে জিহ্বার নীচে ঐ যন্ত্র দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। অত্যন্ত শীর্ণ, অচৈতন্য বা অস্থির-শিশু রোগিগণের তাপনির্ণয় কালে সুবিধা মত এই সকল স্থানে তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে ব্যবহার কালে ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ঐরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। পারদ উত্থিত হইবার সময়ে কিরূপভাবে অর্থাৎ দ্রুতগতি বা মৃদুগতিতে উত্থিত হইতেছে, তাহাও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অধিকাংশ রোগেই প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে তাপ নির্ণয় করিতে হয়। তাপনির্ণয়কালের ১ ঘণ্টা কাল পূর্ব্ব হইতে রোগীর সুস্থির ভাবে থাকা উচিত। কঠিন রোগসমূহে সর্ব্বদাই দুই এক ঘণ্টা অন্তরে তাপ নির্ণয় করা আবশ্যক।

সুস্থশরীরে স্বাভাবিক সন্তাপ ৯৮ ডিগ্রি দশমিক ৪ ফারন্ হিট্, ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ ৯৯ ডিগ্রি দশমিক ৪ ফারন্ হিট্ এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ ৯৮ ডিগ্রি দশমিক ৮ ফারন্ হিট্ হইয়া থাকে। ব্যায়ামাদি কার্য্যদ্বারা অঙ্গচালনা করিলে, অগ্নি বা রৌদ্রের বাহ্যিক উত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে এবং আহারের পরে সন্তাপপরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকও হইয়া থাকে। দিবানিদ্রার পর, বিশ্রামসময়ে, কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া ঠাণ্ডা লাগাইলে, উপবাস করিলে এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা দেড় ফারন্ ডিগ্রি কম সন্তাপ হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে

স্বাভাবিক সন্তাপ রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং প্রাতঃকাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া দিবা দ্বি-প্রহরের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

সামান্যরূপ জ্বরে শরীরের সন্তাপ ১০১॥ ডিগ্রি ফারন্ হিটের অধিক হয় না। প্রবল জ্বরে ১০৪ ডিগ্রির অধিক সন্তাপ হয় না। ১০৬॥ ডিগ্রি সন্তাপ হইলে, সেই জ্বর সাংঘাতিক এবং ১০৮॥ ডিগ্রি হইলে সেই জ্বরে নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্বর বা অন্য কোন প্রদাহযুক্ত পীড়ার কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট উত্তাপপরিমাণ অপেক্ষা উত্তাপ অধিক হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের বিসর্প, মস্তিষ্কআবরক ঝিল্লির প্রখর প্রদাহ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, অভিন্যাস জ্বর এবং বসন্ত রোগের সন্তাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রি ফারন্ হিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপরাপর জ্বরযুক্ত রোগ কদাচিৎ ১০৪ ডিগ্রির অধিক সন্তাপ দেখা যায়। অভিন্যাস জ্বর, সন্নিপাত জ্বর, বসন্ত, নূতন বাতরোগ, দুষ্টব্রণ ও ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ প্রভৃতি রোগে শরীরের সন্তাপ ১০০ বা ১০১ ডিগ্রি হইলে রোগ সামান্য বলিয়া বুঝিবে, কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রি হয় এবং সেইরূপ সন্তাপ সর্ব্বদা থাকে, তবে রোগ কষ্ট সাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত সন্তাপ ভয়জনক; ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রি সন্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। উরঃক্ষত বা রাজযক্ষ্মা রোগে ফুস্‌ফুস্ বা শরীরের অভ্যন্তরস্থ অন্য কোন যন্ত্রে স্ফোটক হইলে, শরীরের সন্তাপ ১০২। ১০৩ ডিগ্রি এবং কখন কখন ইহার অধিক হইয়া থাকে। যে পরিমাণে স্ফোটকের বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্ফোটক পাকিয়া তাহাতে সামান্যরূপ পূয হইলে, শারীরিক সন্তাপ ১০১ ডিগ্রি হয়। আভ্যন্তরিক স্ফোটকের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অত্যন্ত রক্তস্রাব, অনাহার, পুরাতন রোগ, মস্তিষ্ক ও মজ্জায় আঘাত অথবা যকৃতে, ফুস্‌ফুসে বা মূত্রযন্ত্রে কোন পুরাতন রোগ থাকিলে শারীরিক সন্তাপ দিবাভাগে যে পরিমাণে থাকে, রাত্রিকালে তাহা অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায়।

যাবতীয় রোগেই শারীরিক সন্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রি হইয়া ক্রমা-

গত এক অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ উপশম হইবার সময়ে শরীরের সন্তাপ যথাক্রমে অল্প হইয়া আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বিষমজ্বর, পুরাতন ক্ষয়কারক রোগ এবং তরুণ জ্বরে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে, শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। বিসূচিকা রোগে মৃত্যু উপস্থিত হইলে সন্তাপ ৭৭ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফারন্ হিট্ পর্য্যন্ত কম হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

মূত্র-পরীক্ষা।

রোগসমূহের বা বাতাদি-দোষের নিরূপণবিষয়ে মূত্র পরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী। নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে মূত্রের বর্ণ ও অন্যান্য বিকৃতিবিশেষ দ্বারা দোষভেদ নিশ্চয় করাকে মূত্র-পরীক্ষা কহে। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মূত্রত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রধারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যে মূত্রধারা একটি কাচ পাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়, এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত। মূত্র পরীক্ষাকালে, বারম্বার তাহা আলোড়ন করিয়া, তাহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক।

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র শ্বেতবর্ণ, পিত্তপ্রকৃতি ও পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতির তৈলের ন্যায়, কফপ্রকৃতির আবিল অর্থাৎ "ঘোলা", বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতির ঘন ও শ্বেতবর্ণ, রক্তবাতপ্রকৃতির রক্তবর্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রকৃতির মূত্র কুসুমফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগবিশেষের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, কেবল এইরূপ মূত্রপরীক্ষা দ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে।

বাতদুষ্ট মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুরবর্ণ, কিম্বা শ্যাববর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়; এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তৈলমিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্রবিম্ব উপরে উঠিতে থাকে। পিত্তদুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ; তাহাতে তৈল-বিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মদুষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত

এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ের (ডোবার) জলের ন্যায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। আমপিত্তদূষিত মূত্র শ্বেত সর্ষপতৈলের ন্যায় বোধ হয়। বাতপিত্ত দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিঃক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে শ্যাববর্ণ বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়। বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয়দোষ দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, ঐ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ন্যায় লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয়দোষ দ্বারা দূষিত মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ হয়। সান্নিপাতিক দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষ দ্বারা মূত্র দূষিত হইলে, তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান-সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে, তাহার ঊর্দ্ধভাগ পীতবর্ণ এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়। এইরূপ বাতপ্রধান-সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক-সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে।

প্রায় সমুদায় রোগেই এইরূপ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যক। কয়েকটিমাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, —জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় হয়। জীর্ণ জ্বরে মূত্র ছাগমূত্রের ন্যায় হয়। জলোদর রোগে মূত্রে ঘৃতকণার ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রাতিসার রোগে মূত্র অধিকপরিমি তহয় এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে তাহার নিম্নভাগ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধহয়। আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়, সুতরাং অজীর্ণরোগে মূত্র ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষয় রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় ; এবং এই রোগে মূত্র শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন প্রমেহ রোগে যেরূপ মূত্রভেদ হইয়া থাকে, তাহা প্রমেহ রোগে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে।

নেত্র-পরীক্ষা।

বায়ু কুপিত থাকিলে চক্ষুর্দ্বয় তীব্র, রুক্ষ, ধোঁয়ার ন্যায় আভাযুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অরুণবর্ণ এবং চঞ্চলতারকাযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকাদ্বয় সর্ব্বদাই যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্তপ্রকোপে চক্ষুঃ উষ্ণ এবং পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা হরিৎবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর্দ্বয়ে দাহ হয় এবং রোগী প্রদীপের আলো সহ্য করিতে পারে না। কফপ্রকোপে নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ শ্বেতবর্ণ, জ্যোতিঃশূন্য, শুক্ল ও স্থিরদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। কোনও দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিতলক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষ-প্রকোপে অর্থাৎ সন্নিপাত রোগে চক্ষুর্দ্বয় কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি, কোটরগত (বসিয়া যাওয়া,) বিকৃত ও তীব্র তারকাযুক্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত ও নিমীলিত হইতে থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকাদ্বয় কখন অদৃশ্য হইয়া যায়, কখন বা চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়।

রোগ নিবারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, প্রসন্নতা ও শান্তদৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

জিহ্বা-পরীক্ষা।

বায়ুর আধিক্য থাকিলে জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ, রুক্ষ, গোজিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ এবং স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হইয়া থাকে। পিত্তা-ধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা শ্যাববর্ণ; শ্লেষ্মাধিক্যে শুক্লবর্ণ, স্রাবযুক্ত, ঘন ও লিপ্ত; দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দুই দোষের মিশ্রলক্ষণযুক্ত এবং সন্নিপাতে অর্থাৎ তিন দোষের আধিক্য অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশস্পর্শ, শুষ্ক, স্ফোটকযুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে।

রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, জিহ্বা উষ্ণস্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয়। জ্বর ও দাহ রোগে জিহ্বা নীরস হয়। নবজ্বরে, প্রবল দাহরোগে, আমাজীর্ণে এবং

আমবাতের প্রথমাবস্থায় জিহ্বা যেন শুক্লবর্ণলেপ দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা স্থূল, শুষ্ক লেপদ্বারা আবৃত, রুক্ষ এবং নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যকৃৎ ক্রিয়ার বৈষম্য হইলে এবং মল বা পিত্ত অবরুদ্ধ হইলে, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ মল দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি পীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের পর জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে। বিসূচিকা, মূর্চ্ছা ও শ্বাস রোগে জিহ্বা শীতলস্পর্শ হয়। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বা দাহ হইলে, জিহ্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তির জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মদ্যপায়িগণের জিহ্বা বিদীর্ণ অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইয়া যায়।

মুখরস-পরীক্ষা।

বায়ুপ্রকোপে মুখ লবণ রসযুক্ত, পিত্তপ্রকোপে তিক্ত, কফপ্রকোপে মধুর, কোনও দুই দোষপ্রকোপে ঐরূপ দুই রসযুক্ত এবং সন্নিপাত দোষে অর্থাৎ ত্রিদোষপ্রকোপে ঐরূপ তিন রসযুক্ত হইয়া থাকে।

অরিষ্ট-লক্ষণ।

"ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
দোষা যৎ কুর্ব্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিরুচ্যতে॥"

চরকসংহিতা।

রোগোৎপাদক দোষ সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সমস্ত মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাকে অরিষ্টলক্ষণ কহে। বস্তুতঃ যে কোন লক্ষণ দ্বারা ভাবী মৃত্যু অনুভব করিতে পারা যায়, তাহারই নাম "অরিষ্ট চিহ্ন"। চিকিৎসাকার্য্যে অরিষ্টলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা হয় ত কোন অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয়, অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যু জন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যে কোন কারণেই মৃত্যু হউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে

অরিষ্টলক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে কোন কোন স্থলে সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারায়, অরিষ্টলক্ষণ স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। পৃথক্ পৃথক্ রোগভেদে যে সমস্ত অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রত্যেক রোগনির্দ্দেশ সময়ে লিখিত হইবে। এই স্থলে কেবল কতকগুলি সাধারণ অরিষ্টলক্ষণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

যে কোন স্বাভাবিক বিষয়ের সহসা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে সাধারণ অরিষ্টলক্ষণ বলা যায়; যেমন শারীরিক কোন শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্তবর্ণের অন্যবর্ণতা, কঠিনাবয়বের কোমলত্ব, কোমল স্থানের মৃদুতা, চঞ্চল স্থানের নিশ্চলতা, অচঞ্চল স্থানের চঞ্চলতা, বিস্তৃত স্থানের সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণ স্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মের দীর্ঘত্ব, পতনশীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উষ্ণের শীতলত্ব, শীতলের উষ্ণতা এবং স্নিগ্ধের রুক্ষতা ও রুক্ষের স্নিগ্ধত্ব প্রভৃতি। এইরূপ ভ্রূ প্রভৃতি স্থান ঝুলিয়া পড়া বা উপর দিকে উত্থিত হওয়া, চক্ষুঃ প্রভৃতির ঘূর্ণন, মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গের ধারণাসামর্থ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, স্বরপরিবর্ত্তন, মস্তক হইতে গোময়চূর্ণের ন্যায় চূর্ণপতন, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম, ললাটে শিরাপ্রকাশ, নাসাবংশে রক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি অথবা সর্ব্বশরীরে পিড়কা ও তিলকালক প্রভৃতির উৎপত্তি সহসা প্রকাশ পাইলে তাহাও অরিষ্টলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যাহার সর্ব্বশরীরের অর্দ্ধভাগে অথবা কেবল মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে একরূপ বর্ণ এবং অপরার্দ্ধ ভাগে অন্যবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাহার অরিষ্টলক্ষণ। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহা তাহার মৃত্যুজ্ঞাপক। দন্ত সকল কৃষ্ণ, রক্ত বা শ্যাববর্ণ হইলে, অথবা মললিপ্ত হইলে সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ হওয়া অরিষ্টলক্ষণ। চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত, পরস্পর অসমান, স্তব্ধ, শিথিল, রক্তবর্ণ ও অনবরত স্রাবযুক্ত হওয়া মৃত্যুলক্ষণ; তবে কোন নেত্ররোগ জন্য স্রাব হইলে তাহাকে অরিষ্টলক্ষণ বলিবে না। কেশ সমূহ বা ভ্রু আপনা আপনি সীমন্তযুক্ত হইলে, অর্থাৎ সিঁথি কাটার ন্যায় হইলে, অথবা তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়াও কেশসকল তৈলযুক্তের ন্যায় চক্‌চকে বোধ হইলে; চক্ষুর্দ্বয়ের পক্ষ্মসমূহ ঝরিয়া পড়িলে, অথবা জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা

বাঙ্কিয়া গেলে; নাসাবংশ স্থূল, শোথ রোগ ব্যতীত শোথযুক্তের ন্যায়, ম্লান, বক্র, শুষ্ক, ফাটাফাটা এবং বিস্তৃত ছিদ্রযুক্ত হইলে, তাহাও অরিষ্টলক্ষণ বুঝিবে। যে রোগীর হস্ত পদ ও নিশ্বাস শীতল হয় এবং যে রোগী মুখ ব্যাদন করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, অথবা ছিন্নশ্বাস ত্যাগ করে, কোন কথা বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং অধিকাংশসময়ে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিত হইয়া শয়ন করিয়া পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তাহার সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক অরিষ্টলক্ষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কথিত আছে, এই গ্রন্থে তাহার সকল গুলির উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

রোগ-বিজ্ঞান।

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥"

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটি রোগজ্ঞানের উপায়। যাহাদ্বারা দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে তাহাকে নিদান কহে। বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট ভেদে নিদান দুই প্রকার; বিরুদ্ধ আহার বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী নিদান, এবং কুপিত বাতাদি দোষকে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী নিদান বলা যায়। রোগবিশেষ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা ভাবী রোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ। পূর্ব্বরূপও দুই ভাগে বিভক্ত, সামান্য ও বিশেষ। যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা এই তিন দোষের কোনও বিশেষলক্ষণ প্রকাশ না হইয়া, কেবল ভাবী রোগমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহে; আর যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা ভাবী রোগের দোষভেদ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায়। এই বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে রূপ কহে, বস্তুতঃ যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা উৎপন্ন রোগ অবগত হইতে পারা যায় তাহার নাম রূপ। নিদানবিপরীত বা রোগবিপরীত অথবা এতদুভয়ের বিপরীত-কার্য্যকারক ঔষধবিশেষ সেবন

এবং তদ্রূপ আহারবিহারাদি দ্বারা রোগের উপশম হইলে, তাহাকে উপশয় কহে; ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা গূঢ়লক্ষণ রোগের নিশ্চয় করিতে হয়। দোষসমূহ যেরূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ববিশেষে অবস্থান বা বিচরণপূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি বলা যায়। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল, অবল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আট প্রকার জ্বর, পাঁচপ্রকার গুল্ম এবং আঠার প্রকার কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা। দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষসমূহ মধ্যে কোন্ দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে জানিবার জন্য প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক যে অংশাংশে বিভাগ করা হয়, তাহার নাম বিকল্প। ঐরূপ রোগে মিলিতদোষসমূহ মধ্যে যে দোষ স্বকীয় নিদান দ্বারা দূষিত হয় তাহাই প্রধান এবং ঐ কুপিত দোষ-সংসর্গে অন্য দোষদ্বয় কুপিত হইলে তাহা অপ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ সমুদায়নিদানদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহার পূর্ব্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হয়, সেই রোগ বলবান্; আর যাহা অল্পনিদান দ্বারা উৎপন্ন হইয়া, অল্পমাত্র পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহা হীনবল বলিয়া বুঝিতে হইবে। নাড়ীপরীক্ষা প্রসঙ্গে কফাদি দোষত্রয়ের প্রাতঃকালাদি যে সকল প্রকোপকাল কথিত হইয়াছে; সেই সেই প্রকোপকালে সেই সেই দোষজন্য রোগের আক্রমণ বা প্রকোপ হইয়া থাকে।

সমুদায় রোগই সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; দোষজ ও আগন্তু। যে সকল রোগ বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের মধ্যে পৃথক্ এক একটি বা মিলিত দুইটি অথবা তিনটি দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে দোষজ কহে। একটি দোষ কুপিত হইলেই অপর দুই দোষকেও কুপিত করিয়া তুলে, এজন্য কোন রোগই একদোষজ হয় না, ইহা সাধারণ নিয়ম। তবে যে একটি, দুইটী বা তিনটি দোষ রোগের প্রথম উৎপাদক হয়, তদনুসারে রোগও একদোষজ, দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ নাম পাইয়া থাকে। যে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার অভিশাপ ও ভূতাবেশ প্রভৃতি কারণবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তু। স্ব স্ব নিদানানুসারে দোষবিশেষ কুপিত না হইলে দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু আগন্তু রোগেরপ্রথ-

সেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া, পরে দোষবিশেষকে কুপিত করে; ইহাই উভয় রোগের বিভিন্নতা।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ দোষজরোগোৎপত্তি বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট নিদান; বিবিধ অহিতজনক আহারবিহারাদি-রূপ নিদান দ্বারা ঐ তিন দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কতিপয় উৎপন্ন রোগও রোগবিশেষের নিদান হয়। যেমন জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই উভয় রোগ হইতে রাজযক্ষ্মা, প্লীহবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, অর্শঃ হইতে উদররোগ বা গুল্ম, প্রতীশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয় রোগ এবং ক্ষয়রোগ হইতে ধাতুশোষ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ অন্যরোগ উৎপাদন করিয়াও স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে।

এই নিদানাদি পাঁচটি বিষয়ই সমুদায় রোগজ্ঞানের উপায়স্বরূপ। এস্থলে কেবল তাহার সাধারণ লক্ষণমাত্র কথিত হইল। অতঃপর এক একটি রোগ পৃথক্‌ভাবে অবলম্বন করিয়া তাহাদের নিদানাদির বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

জ্বর।

জীবগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে জ্বরসংস্পৃষ্ট হওয়া নিয়ত নিয়ম। শরীরের প্রথম উৎপত্তিকালেই জ্বর তাহাকে আক্রমণ করে বলিয়া সমুদায় রোগ-মধ্যে জ্বরেরই প্রথম উল্লেখ করা উচিত। আরও অন্যান্য রোগ অপেক্ষা জ্বরই অধিক ভয়ঙ্কর এবং জ্বর হইতে যাবতীয় রোগেরই উৎপত্তিসম্ভা-বনা প্রভৃতি বিবেচনা করিলেও সমুদায় রোগমধ্যে জ্বরেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই রোগাধ্যায়ের প্রথমে জ্বররোগের বিষয় উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। আমরাও তদনুসারে জ্বর-রোগের বিষয় প্রথমে সন্নিবেশিত করিলাম।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ; যেহেতু সন্তাপ-লক্ষণশূন্য জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন একবারে ঘর্ম্ম-নিরোধ এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি আরও কয়েকটি জ্বরের সাধারণ লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ যে রোগে সন্তাপ, ঘর্ম্মনিরোধ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এক সময়ে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম জ্বর। ইহার মধ্যে ঘর্ম্মনিরোধটি নিয়ত লক্ষণ নহে, পিত্তজ্বরে কখন কখন ঘর্ম্ম হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও লক্ষণভেদে জ্বর অপরি-সংখ্যেয় ভাগে বিভক্ত, তথাপি চিকিৎসাকার্য্যের সুবিধাজন্য শাস্ত্রবিশেষে কতকগুলি পরিমিতিসংখ্যামধ্যে জ্বরের যে আট প্রকার বিভাগ কথিত হই-য়াছে, আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। সেই আট প্রকার যথা:বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তু। যথাক্রমে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সমুদায় জ্বরেরই সাধারণ পূর্ব্বরূপ এক প্রকার; যথা,—মুখের বিরসতা, শরীরের ভারবোধ, পানভোজনে অনিচ্ছা, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা ও অশ্রুপূর্ণতা, অধিক নিদ্রা, অনবস্থিতচিত্ততা, জৃম্ভা অর্থাৎ ঘন ঘন হাঁই উঠা, শরীর সঙ্কুচিত করিবার ইচ্ছা, কম্প, শ্রান্তিবোধ, ভ্রান্তি, প্রলাপ, রাত্রে অনিদ্রা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ অর্থাৎ দাঁত শির্ শির্ করা, বায়ু প্রভৃতি শীতল দ্রব্যে ও আতপাদি উষ্ণদ্রব্যে ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা ও দ্বেষ, অরুচি, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, শরী-রের বেদনা, শারীরিক অবসন্নতা, দীর্ঘসূত্রতা অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যেই বিলম্ব করা, আলস্য, হিতবাক্যেও বিরক্তিবোধ এবং উষ্ণ, লবণ কটু ও অম্ল বস্তুতে অভিলাষ। এই সমস্ত পূর্ব্বরূপের নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। এতদ্ভিন্ন বাতাদি দোষভেদে আরও কতকগুলি বিশেষ পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে; যথা—বাতজ জ্বরের পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে জৃম্ভা, পিত্তজ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দ্বয়ের অত্যন্ত দাহ এবং কফজজ্বরের পূর্ব্বে অতিশয় অরুচি হইয়া থাকে। দ্বিদোষজ-জ্বরে পূর্ব্বোক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত কোনও দুইটি দোষের বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ এবং ত্রিদোষজ জ্বরে ঐরূপ তিনটি দোষের বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ সমুদায়জ্বরেই যে প্রকাশিত হইবে এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নহে। দোষপ্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পূর্ব্বরূপলক্ষণও কখন অল্প, কখন বা অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অনিয়মিত আহারবিহারাদি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমরসকে দূষিত করে এবং তৎপরে কোষ্ঠস্থ সন্তাপ বাহিরে আনিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে সন্তাপ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই সমুদায় জ্বরে ত্বক্ উষ্ণ হয়। ইহাই জ্বর রোগের সাধারণ সম্প্রাপ্তি।

বাতজ জ্বর,—এই জ্বরে কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরাগমন বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা, ঔষ্ণ্যাদির বৈষম্য অর্থাৎ ত্বগাদির কখন অধিক উষ্ণতা, কখন বা অল্প উষ্ণতা প্রভৃতি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচি না হওয়া), শরীরের রুক্ষতা, মলের কঠিনতা, সমুদায় অঙ্গেই বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখের বিরসতা, উদরে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা, আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা, এবং জৃম্ভণ অর্থাৎ হাঁই উঠা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ জ্বর,—ইহাতে জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ, অতিসার রোগের ন্যায় তরল মলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমন, ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপবাক্য, মুখের তিক্ততা, মূর্চ্ছার ন্যায় জ্ঞানশূন্যতা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, গাত্রঘূর্ণন; কণ্ঠ, ওষ্ঠ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানের পাক অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে ঘা হওয়া এবং মল, মূত্র ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফজ জ্বর;—ইহাতে জ্বরের মন্দবেগ, আলস্য, মুখের মধুরতা, শরীরের স্তব্ধতা ও ভারবোধ, পান ভোজনে অনিচ্ছা, শীতবোধ, হৃল্লাস অর্থাৎ গা বমি বমি করা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি, কাস; মল, মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা এবং স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতপিত্ত জ্বর;—এই জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, অনিদ্রা, মস্তকে বেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন, অরুচি, রোমাঞ্চ, জৃম্ভা, সন্ধিস্থলে বেদনা এবং অন্ধকার দর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

বাতশ্লেষ্মজ্বর,—এই জ্বরে স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, সন্ধিস্থলে বেদনা, অধিক নিদ্রা, মস্তকে বেদনা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, কাস, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম এবং সন্তাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়; ইহাতে জ্বরবেগ অধিক তীক্ষ্ণ বা অধিক মৃদু হয় না।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর ;—এই জ্বরে মুখমধ্য শ্লেষ্মদ্বারা লিপ্ত ও পিত্তদ্বারা তিক্ত হইয়া থাকে ; আরও ইহাতে তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা এবং বারম্বার দাহ ও বারম্বার শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ বা সন্নিপাত জ্বর ;—চলিত কথায় ইহাকে জ্বরবিকার কহে। এই জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, আবার পরক্ষণেই শীত ; অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মস্তকে বেদনা ; চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ (ছলছল), আবিল (ঘোলাটে), রক্তবর্ণ, বিস্তারিত বা অতি কুটিল ; কর্ণরন্ধ্র মধ্যে নানা প্রকার শব্দের অনুভব ; কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শুঁয়া) দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ শুঙ্ শুঙ্গে ; তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপবাক্য, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং গরুর জিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ, সর্ব্বাঙ্গের শিথিল ভাব, কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের নিষ্ঠীবন, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন (মাথা লুঠান) ; মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের কদাচিৎ নির্গমন, দোষপূর্ণত্ব জন্য শরীরের অনতিকৃশতা, কণ্ঠ হইতে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ নির্গম ; মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষত, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণতা জন্য বাতাদি দোষসমূহের বিলম্বে পরিপাক এবং শরীরে শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠ অর্থাৎ বোলতাদষ্টস্থানের ন্যায় শোথের উৎপত্তি ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই সন্নিপাত জ্বরের অবস্থাবিশেষকে ডাক্তারগণ "নিউমোনিয়া" বলেন। সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধামান্দ্য অনুভব হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় কম্পজ্বর, বমন, বক্ষোবেদনা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, অস্থিরতা ও আক্ষেপ অর্থাৎ হাত পা ছোড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশ পাওয়ার পরেও ঐ সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং আরও কতকগুলি অধিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা,—বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতেও বেদনাবোধ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, অত্যন্ত কাস, লোহার মরিচার ন্যায় মলিন এবং গাঢ় আটা-আটা শ্লেষ্মনির্গম, ঐ শ্লেষ্মা কোন পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে ছাড়ান যায় না। কখন কখন সেই শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিতভাবে অল্প রক্তনির্গম। সপ্তম বা অষ্টম দিবসে মূত্র ও ঘর্ম্ম নির্গমের আধিক্য, প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১২০ বার

পর্য্যন্ত নাড়ীস্পন্দন; শারীরিক উত্তাপ থার্ম্মোমিটারের ১০৩ হইতে ১০৪ ডিগ্রী; (কাহারও কাহারও ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইলেও তাহাকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।) মুখমণ্ডল মলিন ও চিন্তাযুক্ত; গণ্ডস্থল লাল ও কৃষ্ণবর্ণ, ওষ্ঠ ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও মলাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে কষ্ট, উদরাময়, অনিদ্রা, আলো দেখিতে কষ্টবোধ এবং পীড়াপ্রকাশের দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে মুখমণ্ডলে পিড়কার উৎপত্তি। ফুস্‌ফুস্‌ দূষিত হওয়া এই পীড়ার একটি প্রধান লক্ষণ, অনেক স্থলে তাহা পচিয়াও গিয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্‌ দূষিত হইলে, শুষ্ক কুলগোলার জলের ন্যায় একপ্রকার তরল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। পচিয়া গেলে দুর্গন্ধযুক্ত, দুগ্ধের সরের ন্যায় অথবা পূয়ের ন্যায় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। এইরূপ ফুস্‌ফুস্‌ দূষিত হইলে, পীড়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ফুস্‌ফুসে দাহ থাকিলে, তাহাও একটি কষ্টসাধ্যের লক্ষণ। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণী এবং মদ্যপায়িব্যক্তিগণের এই পীড়া হইলে সাধারণতঃই তাহা দুঃসাধ্য।

সন্নিপাত জ্বর কখনই সুখসাধ্য হয় না। যদি মুল ও বাতাদি দোষ বিবদ্ধ থাকে, অগ্নি নষ্ট হইয়া যায় এবং সমুদায় লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য হয়। ইহার বিপরীত হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ৭ দিন, ৯ দিন, ১০ দিন, ১১ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন, ২২ দিন, বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর হইতে মুক্তিলাভ বা মৃত্যুলাভের সীমাকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; অর্থাৎ এই জ্বরে যদি ক্রমশঃ জ্বরের ও বাতাদি দোষত্রয়ের লঘুতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা, হৃদয় পরিষ্কার, উদরের ও শরীরের লঘুতা, মনের স্থিরতা ও বললাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট সীমাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়; তাহা হইলে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। আর যদি দিন দিন নিদ্রানাশ, হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কর্ণমূলে কষ্টদায়ক শোথ হইলে রোগী কদাচিৎ রক্ষা পায়; কিন্তু ঐ শোথ প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য এবং মধ্য অবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

অভিন্যাস জ্বর ;—বাতাদি দোষত্রয় অতিমাত্র কুপিত হইয়া, যদি বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং আমরসের সহিত মিলিত হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করিয়া তুলে, তাহা হইলে অতি ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য অভিন্যাস নামক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন, তাহার স্পর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি রহিত হয় ; পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না, কাহারও কোন কথা বা শব্দাদি বুঝিতে পারে না ; কিছুই খাইতে চাহে না ; নিরন্তর সূচিকাবিদ্ধবৎ (ছুঁচ ফোটার মত) যাতনা অনুভব করে ; প্রায়ই কোন কথা কহে না ; আরও সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। এই জ্বর সর্ব্বথা অসাধ্য, তবে কদাচিৎ কেহ দৈবানুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ; ইহাও সন্নিপাতজ্বরের ভেদ মাত্র।

আগন্তু জ্বর ;—শস্ত্র, লোষ্ট্র, মুষ্টি বা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, অভিচার অর্থাৎ নিরপরাধ ব্যক্তিকে মারিবার জন্য মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রিয়া বিশেষ, অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহাদি বা কামাদি রিপুর সম্বন্ধ এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ এই সকল কারণে আগন্তু জ্বর হইয়া থাকে। অভিঘাতাদি কারণ বিশেষে বাতাদি যে দোষের প্রকোপ সম্ভাবনা, সেই কারণ হইতে আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সেই দোষ অনুবন্ধ থাকে।

বিষজ জ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা, অতিসার, অরুচি, পিপাসা, সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ঔষধি বিশেষের আঘ্রাণজন্য জ্বর হইলে, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অভিলষিত রমণীর অপ্রাপ্তি বশতঃ কামজ জ্বর হইয়া থাকে, তাহাতে মনের অস্থিরতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভয়, শোক বা ক্রোধ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপ জনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, রোদন ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কামজ, শোকজ, ও ভয়জ জ্বরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে বাত পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আরও এই জ্বর যে ভূতবিশেষের সংসর্গ অনুসারে

উৎপন্ন হয়, সেই ভূতবিশেষের হাস্য রোদনাদি অনুসারে রোগীরও হাস্য রোদনাদি বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

বিষমজ্বর,—যে জ্বরের আগমন বা বৃদ্ধির সময়ের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই এবং যে জ্বরে উষ্ণতা বা জ্বরবেগেরও সমতা নাই, তাহার নাম বিষমজ্বর। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ মুক্তানুবন্ধিত্ব অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বরাগমন হওয়া।

নবজ্বরের যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া, যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি দ্বারা সহসা তাহা নিবৃত্ত করা হয়; তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদি দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া হীনবল হইয়া থাকে, পরে আহার-বিহারাদির অনিয়ম বশতঃ সেই হীনবল দোষ পুনর্ব্বার বলবান হয় এবং রসরক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন একবারে প্রথম হইতেও বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই বিষমজ্বরে লক্ষণানুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকাদি নামে অভিহিত হয়। দোষ রসস্থ হইলে সন্তত, রক্তস্থ হইলে সতত, মাংসাশ্রিত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক এবং অস্থি-মজ্জগত হইলে চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই কয়েক প্রকার জ্বরের মধ্যে চতুর্থক জ্বরই অধিক ভয়ঙ্কর।

সন্তত জ্বর একাধিক্রমে সাতদিন, দশদিন বা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত নিয়ত ভোগ করিয়া ছাড়িয়া যায়।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার, অথবা দিনের মধ্যেই দুইবার কিম্বা রাত্রির মধ্যেই দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক বা দ্বৈকালীন জ্বর।

দিবারাত্রের মধ্যে একবার মাত্র যে জ্বর হয়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক কহে। যে জ্বর প্রতি তৃতীয়দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয় তাহার নাম তৃতীয়ক এবং যাহা প্রতি চতুর্থদিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর। তৃতীয়ক জ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, এই জ্বর আরম্ভ হইবার সময়ে ত্রিকস্থানে অর্থাৎ কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধিদেশে বেদনা; বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে পৃষ্ঠে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। চাতুর্থক জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে

প্রথমে জন্মান্বয়ে এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রথমে মস্তকে বেদনা হয়; তৎপরে সমুদায় শরীরে জ্বর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। যে জ্বর মধ্যে দুই দিন নিয়ত ভোগ করিয়া, আদি ও অন্ত এই দুই দিন বিরত থাকে, তাহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় কহে। ইহাও এক প্রকার বিষমজ্বর। কেহ কেহ ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরকেও বিষমজ্বর কহিয়া থাকেন।

যে জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; রোগী রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট, অবসন্ন ও জড়পদার্থের মত হয়; এবং যে জ্বর নিত্যই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে, তাহাকে বাতবলাসক জ্বর কহে। আর যে জ্বরে শরীরে ভারবোধ, এবং সর্ব্বদা ঘর্ম্ম জন্য শরীর লিপ্তবৎ বোধ হয়, তাহার নাম প্রলেপক জ্বর; এই জ্বরও মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে। যক্ষ্মরোগে প্রায়ই এইরূপ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি আহার রস পরিপাক না পাইয়া দূষিত হয় এবং যদি দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা শরীরের ঊর্দ্ধ অধঃ অথবা বাম দক্ষিণবিভাগানুসারে অর্দ্ধার্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়; তাহা হইলে শরীরের যে ভাগে পিত্ত, সেই ভাগ উষ্ণ ও যে ভাগে শ্লেষ্মা অবস্থিত থাকে, সেই ভাগ শীতল হইয়া থাকে। আর যদি কোষ্ঠে দুষ্ট পিত্ত ও হস্ত পদে দুষ্ট শ্লেষ্মা অবস্থিত হয়; তাহা হইলে রোগীর শরীর উষ্ণ এবং হস্ত পদ শীতল হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ কোষ্ঠে শ্লেষ্মা ও হস্ত পদে পিত্ত অবস্থিত হইলে, শরীর শীতল এবং হস্ত পদ উষ্ণ হইয়া থাকে।

যদি দুষ্ট শ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বকে অথবা ত্বক্‌গত রসে অবস্থান করে, তাহা হইলে প্রথমে শীত জন্মাইয়া জ্বর হয়; তৎপরে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ কমিয়া আসিলে পিত্ত দাহ উৎপাদন করে। ইহার নাম শীতপূর্ব্ব জ্বর; আর যদি দুষ্ট পিত্ত ত্বক্‌গত হয়, তাহা হইলে প্রথমে দাহ হইয়া জ্বরাগম হয়; পরে পিত্তবেগ কমিয়া আসিলে শ্লেষ্মা ও বায়ু শীত উৎপাদন করে, ইহাকে দাহপূর্ব্ব জ্বর কহে। এই উভয় জ্বরই বাতাদি দুই দোষের বা তিন দোষের সংসর্গে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ।

জ্বর বিশেষরূপে রসাদি সপ্তধাতু মধ্যে যে কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, তাহাকে ধাতুগত জ্বর কহে।

রসধাতুগত জ্বরে শরীরে ভারবোধ, বমনেচ্ছা, বমন, শারীরিক অবসন্নতা, অরুচি ও চিত্তের ক্লান্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তগত জ্বরে অন্ন রক্তবমন, দাহ, মোহ, বমন, ভ্রান্তি, প্রলাপ, পিড়কা অর্থাৎ ব্রণবিশেষের উৎপত্তি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাংসগত জ্বরে জঙ্ঘামাংস-পিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে মলমূত্র নির্গম, বাহিরে সন্তাপ অভ্যন্তরে দাহ, হস্ত পদাদির সঞ্চালন ও শারীরিক গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মেদোগতজ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। অস্থিগত জ্বরে অাস্থসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, অধিক পরিমাণে মলপ্রবৃত্তি, বমন ও হস্তপদের বিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মজ্জগত জ্বরে অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অভ্যন্তরে দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্রগত জ্বরে লিঙ্গ জড়বৎ শুব্ধ হইয়া থাকে তথাচ তাহা হইতে নিরন্তর শুক্র ক্ষরিত হয়; এই জ্বরে রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত।

যে জ্বরে অধিক অন্তর্দাহ, অধিক তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধিস্থানে ও অস্থিসমূহে শূলবৎ বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদি দোষের ও মলের বদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অন্তর্বেগ জ্বর। আর যে জ্বরে বাহিরের সন্তাপ অধিক, কিন্তু তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমূহ অল্প হয়, তাহাকে বহির্বেগ জ্বর কহে।

বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে, ক্রমান্বয়ে বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে; অর্থাৎ বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক, ও বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে তাহার নাম প্রাকৃত জ্বর। ইহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক, শরৎকালে বাতিক বা শ্লৈষ্মিক, বসন্তকালে বাতিক বা পৈত্তিক জ্বর হইলে তাহার নাম বৈকৃত জ্বর। প্রাকৃত জ্বরের মধ্যে বাতিক জ্বর ব্যতীত অন্যান্য জ্বর সুখসাধ্য। বৈকৃত জ্বর সকলগুলিই দুঃসাধ্য। প্রাকৃত জ্বরে ঋতুবিশেষানুসারে এক একটি দোষ জ্বরের আরম্ভক হইলেও অপর দুই দোষ তাহাতে অনুবদ্ধ থাকে।

অপক্ক বা তরুণ জ্বর,—যে জ্বরে লালাস্রাব, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অশুদ্ধি,

অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, স্তব্ধতা, ক্ষুধানাশ, অধিক প্রস্রাব ও জ্বরের প্রবলতা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে অপক্ক বা আমজ্বর কহে।

পচ্যমান জ্বর ;—জ্বরবেগের আধিক্য, তৃষ্ণা প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মল-প্রবৃত্তি ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ পচ্যমান জ্বরে অর্থাৎ জ্বরের পরিপাক অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

পক্কজ্বর ;—ক্ষুধাবোধ, দেহের লঘুতা, জ্বরের ন্যূনতা, বায়ু, পিত্ত কফ ও মলের নিঃসরণ, এবং আটদিন অতিবাহিত হওয়া, এই কয়েকটি পক্কজ্বরের লক্ষণ।

জ্বরের উপদ্রব,—কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, শ্বাস ও অঙ্গবেদনা ; এই দশটি জ্বরের উপদ্রব।

সাধ্যজ্বর,—যে জ্বর অল্পদোষজাত, উপদ্রবশূন্য এবং সেই জ্বরে যদি বলের হানি না হয়, তবে তাহা সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

অসাধ্যজ্বর,—যে জ্বর অন্তর্ধাতুস্থ, দীর্ঘকালস্থায়ী, অথবা অতি বলবান ; এবং যে জ্বরে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায় ও শোথযুক্ত হয় ; আর যে জ্বরে রোগীর কেশ সীমন্তযুক্তের ন্যায় হয় অর্থাৎ আপনা আপনি চুলে সিঁথি কাটার ন্যায় হয় ; তাহা অসাধ্য জ্বর। বহুবিধ প্রবল কারণে যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া বহু লক্ষণযুক্ত হয় এবং যে জ্বরে ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, সে জ্বর মারাত্মক। অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মলবদ্ধতা, কাস ও শ্বাসযুক্ত প্রবল জ্বরকে গম্ভীরজ্বর কহে। এই জ্বরও অসাধ্য ; বিশেষতঃ গম্ভীরজ্বর হইয়া রোগী ক্ষীণ বা রুক্ষদেহ হইলে, তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম বা অতি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহাও অসাধ্য। যে জ্বরে রোগী একবারে শয্যাশায়ী, অথবা বিহ্বল ও মূর্চ্ছাপন্ন হয় তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীত এবং অন্তরে দাহ-যুক্ত জ্বর মারাত্মক। যে জ্বরে শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ বা চঞ্চল, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, হিক্কা, শ্বাস, হৃদয়ে সাঙ্ঘাতিক শূলনিখাতবৎ বেদনা এবং কেবল মুখ দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়, তাহাতেও রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে জ্বরে রোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, বল ও মাংস ক্ষীণ হয় এবং অরুচি ও জ্বরবেগের গাম্ভীর্য্য অথবা তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয় তাহাও অসাধ্য।

সান্নিপাতিক জর, অন্তর্বেগজ্বর ও ধাতুগত জ্বর পরিত্যাগ হইবার পূর্ব্বে দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞানাশ, কুন্থন ও মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জ্বর সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইলে, ঘর্ম্ম, শরীরের লঘুতা, মস্তক চুলকান, মুখে ক্ষত, হাঁচি ও অন্ন ভোজনে অভিলাষ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—নবজ্বরে প্রথমতঃ লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়া আবশ্যক, তাহাদ্বারা বাত-পিত্ত-কফের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বাতজ জ্বরে ; ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রম জনিত জ্বরে ; ধাতুক্ষয়জন্য জ্বরে এবং রাজযক্ষ্মকৃত জ্বরে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আরও যে সকল ব্যক্তি বায়ুপ্রধান, যাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত, বা ভ্রমযুক্ত এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল, তাহাদেরও উপবাস বিহিত নহে। উপবাসবিহিত জ্বরেও অধিক উপবাস দিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করা অনুচিত। অধিক উপবাসদ্বারা আরও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ; যথা,—সমুদায় অস্থিসন্ধিতে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উদ্গার, মোহ ও অগ্নিমান্দ্য। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলে, সম্যক্‌রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা,ঘর্ম্মনির্গম, মুখ ও কণ্ঠ পরিষ্কার, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, এক সময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, এবং বিশুদ্ধ উদ্গার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ্বর হওয়ার প্রথম দিন হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত অপক্কাবস্থা, এই সময়ে জ্বর-নাশক কোন পাচন বা ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে ষড়ঙ্গপানীয় বা দোষপরিপাকের জন্ত ধনে ১ তোলা ও পটোলপত্র ১ তোলার কাথ, অথবা শুঁট, দেবদারু, ধনে, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের কাথ দেওয়া যাইতে পারে। ৮ দিনের পর জ্বরনাশক পাচন ও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানসময়ে যেরূপ জ্বর হইয়া হঠাৎ ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহাতে ঐরূপ ৮ দিন সময় প্রতীক্ষা না করিয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সময়ের মধ্যেই পাচনাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অবিচ্ছেদজ্বরে ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে ২।৩ বার ভেদ হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে ইন্দ্রযবের পরিবর্ত্তে ধনে বা ক্ষেৎপাপড়া দেওয়া উচিত। রোগী দুর্ব্বল হইলে এই ভেদক পাচন না দেওয়াই ভাল। এতদ্ভিন্ন জ্বরাঙ্কুশ, স্বচ্ছন্দভৈরব, হিঙ্গুলেশ্বর, অগ্নিকুমার ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় (লাল) প্রভৃতি ঔষধ মধুতে মাড়িয়া তুলসীপত্রের রস অথবা পানের রসসহ প্রয়োগ করিবে। জ্বর বিচ্ছেদের পরেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতজ জ্বরে শতমূলী ও গুলঞ্চের রস একত্র গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হয় এবং পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁট, এই তিন দ্রব্যের কাথ, অথবা বিল্বাদিপঞ্চমূল, কিরাতাদি, রাস্নাদি, পিপ্পল্যাদি, গুড়ূচ্যাদি ও দ্রাক্ষাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ জ্বরে ক্ষেৎপাপড়ার অথবা ক্ষেৎপাপড়া, বালা ও রক্তচন্দন এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। তদ্ভিন্ন কলিঙ্গাদি, লোধ্রাদি, পটোলাদি, দুরালভাদি, ও ত্রায়মাণাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শ্লেষ্মজ জ্বরে নিসিন্দাপত্রের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। দশমূল এবং বাসকমূলের কাথও এই জ্বরে বিশেষ উপকারী। অথবা পিপ্পল্যাদি গণের কাথ, কটুকাদি পাচন ও নিম্বাদি পাচন প্রয়োগ করিবে।

দ্বিদোষজ জ্বরে যে দুইটি দোষ জ্বরের আরম্ভক, তাহাদের উপশমকারক দ্রব্য বিবেচনা করিয়া পাচন কল্পনা করা উচিত। তদ্ভিন্ন বাতপিত্তজ্বরে নবাঙ্গ, পঞ্চভদ্র, ত্রিফলাদি, নিদিগ্ধিকাদি ও মধুকাদি পাচন প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বাসকের পত্র ও পুষ্পের স্বরস মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; রক্তপিত্তজ্বরে এবং কামলা জ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী। গুড়ূচ্যাদি, মুস্তাদি, দার্ব্বাদি, চাতুর্ভদ্রক, পাঠাসপ্তক ও কণ্টকার্য্যাদি পাচন বাতশ্লেষ্মজ্বরে ব্যবস্থেয়। এই জ্বরে বালুকাস্বেদ বিশেষ উপকারী। একখানি মাটির খোলায় বালুকা উত্তপ্ত করিবে; পরে একখণ্ড বস্ত্রে [illegible] পত্র, আকন্দপত্র বা পান পাতিয়া তাহার উপরে ঐ উত্তপ্ত বালুকা ঢালিবে; তৎপরে তাহাতে অম্ল কাঁজি সেচন করিয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্যের একটি পুঁটলি বান্ধিবে; ঐ পুঁটলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে (বক্ষঃস্থল বাদ দিয়া) স্বেদ দিবে।

ইহাকেই বালুকাস্বেদ কহে। এই বালুকাস্বেদদ্বারা বাতশ্লেষ্ম জ্বর এবং তজ্জন্য শিরঃশূল ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে পটোলাদি, অমৃতাষ্টক ও পঞ্চতিক্ত প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিতে হয়।

এই সমস্ত নবজ্বরে, জ্বরের মধ্যাবস্থায় সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ বটী, চণ্ডেশ্বর, চন্দ্রশেখর রস, বৈদ্যনাথ বটী, নবজ্বরেভসিংহ, মৃত্যুঞ্জয় রস (কাল), প্রচণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরভৈরব রস, শীতারি রস, কফকেতু ও প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস প্রভৃতি ঔষধ দোষানুসারে অনুপান বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত প্রয়োগ করিবে। আতইচ চূর্ণ ৬ রতি মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তরে ৩।৪ বার সেবন করাইলে, অথবা ২ রতি পিপুল চূর্ণের সহিত ৪ রতি নাটার বীজের শস্যচূর্ণ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ আমদোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যক, তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয়। আমদোষশান্তির জন্য পঞ্চকোল ও আরগ্বধাদি পাচন সেবন করাইবে। শ্লেষ্মশান্তির জন্য সৈন্ধবলবণ, শুঁট, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিবে। সমস্ত দিবসের মধ্যে এইরূপ ৩।৪ বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করাইলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া যায়। টাবা নেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারম্বার নস্য দিলেও শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মউল ফুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সমষ্টির সমভাগ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে; এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নস্য দিলে রোগীর চেতনা লাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তকভার প্রভৃতিও নিবারিত হয়। তন্দ্রানিবারণ জন্য সৈন্ধব লবণ, সজিনার বীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়; সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য দিবে। শিরীষের বীজ, পিপুল, মরীচ, সৈন্ধব, রশুন, মনঃশিলা ও বচ; সম পরিমিত এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চেতনা হইয়া থাকে। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও প্রবল শিরোবেদনা হইলে, অর্দ্ধতোলা

সোরা ও অর্দ্ধতোলা নিষাদল /১ সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে ; গলিয়া গেলে সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া রগে ও ব্রহ্মতালুতে পটি বসাইয়া দিবে ; শিরোবেদনাদি শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জল দ্বারাই বস্ত্রখণ্ড বারম্বার ভিজাইতে হইবে। পরে তাহার শান্তি হইলে বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া ফেলিবে। এই জ্বরে ক্ষুদ্রাদি, চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চমূল, দশমূল, নাগরাদি, চতুর্দ্দশাঙ্গ, ত্রিবিধ অষ্টাদশাঙ্গ, ভার্গ্যাদি, শট্যাদি, বৃহত্যাদি, ব্যোষাদি ও ত্রিবৃতাদি প্রভৃতি পাচন এবং স্বল্প ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, শ্লেষ্মকালানল রস, কালানল রস, সন্নিপাত-ভৈরব ও বেতাল রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

সন্নিপাত জ্বরে দেহ শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিলে মকরধ্বজ ১ রতি মৃগনাভি ১ রতি ও কর্পূর ১ রতি একত্র কিঞ্চিৎ মধুতে মাড়িয়া ২ তোলা পানের রস বা আদার রস সহ মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার সেবন করাইবে। মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও আমাদের "কস্তুরীকল্প রসায়ন" এই অবস্থায় বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আর যখন দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, নাড়ী বসিয়া যায় এবং সংজ্ঞা নাশ হইতে থাকে ; সেই সময়ে সূচিকাভরণ, ঘোরনৃসিংহ, চক্রী (চাকী) এবং ব্রহ্মরন্ধ্র রস প্রভৃতি উৎকট ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

সন্নিপাত জ্বরের যে অবস্থাকে ডাক্তারগণ "নিমোনিয়া" বলেন, তাহাতে সন্নিপাত জ্বরোক্ত পাচন, লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরীভৈরব, কফকেতু এবং কাসরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ দোষাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

অভিন্যাস জ্বরে কারব্যাদি ও শৃঙ্গাদি পাচন এবং স্বচ্ছন্দনায়ক ও পূর্ব্বোক্ত সন্নিপাত জ্বরের ঔষধসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

নবজ্বরে বিশেষতঃ সন্নিপাতজ্বরে দোষসমূহের আধিক্য ও হঠকারিতার জন্য প্রায়ই নানা প্রকার উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূলরোগ অপেক্ষা ঐ সমস্ত উপদ্রব অধিক ভয়ঙ্কর, যেহেতু তাহাতে হঠাৎ প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এজন্য সেই সময়ে উপদ্রবের চিকিৎসাবিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

সান্নিপাতিক জ্বরের পর কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই শোথ অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশক হইতে দেখা যায়। তবে

সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঐ শোথ হইলে তাহা সাধ্য এবং মধ্য অবস্থায় হইলে তাহা কষ্টে নিবারিত হইয়া থাকে। এই শোথের প্রথম অবস্থায় জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণ; গিরিমাটী, পাঙ্গালবণ, শুঁট, বচ ও রাইসর্ষপ সমপরিমাণে কাঁজির সহিত বাঁটিয়া; অথবা কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুঁট ও কৃষ্ণজীরা সমপরিমাণে জলের সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হইয়া থাকে। আর যদি উপশান্ত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা পাকানই উচিত। জলের সহিত মসিনা বাঁটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে; সেই উত্তপ্ত মসিনার পুলটিস্ বারম্বার দিলেই ঐ শোথ পাকিয়া উঠিবে, তাহার পর শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্ষতস্থান শুষ্কের জন্য লসুন তৈল বা আমাদের "ক্ষতারি তৈল" ব্যবহার করা আবশ্যক।

জ্বরের উপদ্রব চিকিৎসা,—শ্লেষ্মযুক্ত জ্বরে অতিরিক্ত পিপাসা থাকিলে, বারম্বার জলপান করিতে দেওয়া উচিত নহে। উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহার সহিত ষথা শ্বেতচন্দন মিশ্রিত করিবে এবং সেই জলে একটি মৌরীর পুঁটুলি ভিজাইয়া সেই পুঁটুলিটি মধ্যে মধ্যে চুষিতে দিবে। তাহাতে ক্রমশঃ পিপাসার শান্তি হইয়া যায়। অথবা মধ্যে মধ্যে বরফ জলও দেওয়া যাইতে পারে। ষড়ঙ্গপানীয় পান করানই এই অবস্থায় সদ্‌ব্যবস্থা।

অত্যন্ত দাহ হইলে কুক্‌সিমার রস গাত্রে মাখাইবে, অথবা মনসা সিজের পাতার রসের সহিত যমানী বাঁটিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহা মর্দ্দন করাইবে। কাঁজিতে বস্ত্র ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া সেই বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ কিছুক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। কুলের পল্লব অল্প কাঁজির সহিত বাঁটিয়া পরে অধিক কাঁজির সহিত মিশাইয়া কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা ঘুলাইবে; ঘুলাইতে ঘুলাইতে যে ফেন উত্থিত হইবে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। এইরূপ নিয়মে নিমের পল্লব হইতে ফেন তুলিয়া, তাহাও মর্দ্দন করান যাইতে পারে। কালিয়াকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও কুলের আঁটির শাঁস; সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মস্তকের তালুতে প্রলেপ দিলেও দাহ তৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হয়।

অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে কুলথ কলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ, অথবা আবীর

সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে। চুল্লী অর্থাৎ উনুনের ভিতরের পোড়া মাটী চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিলেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

জ্বরের বমন উপদ্রব নিবারণ জন্য গুলঞ্চের কাথ সুশীতল করিয়া, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বেণামূল ১ তোলা উত্তমরূপে বাঁটিয়া এবং শ্বেতচন্দন অর্দ্ধতোলা ঘষিয়া, একত্র /৵০ অর্দ্ধপোয়া বাতাসার সরবতের সহিত মিশাইয়া, ১ তোলা মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইবে। অথবা ক্ষেৎপাপড়া ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া ২।৩ বার অল্প অল্প করিয়া সেই কাথ সেবন করাইবে। মধু, চন্দন, অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিলে, কিম্বা আর্শুলা অর্থাৎ তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা শীতল জলে ভিজাইয়া সেই জল সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়। বরফের টুক্‌রা মুখে রাখিলেও বমন হিক্কা উভয়ই নিবারিত হইয়া থাকে। ছর্দ্দি-রোগোক্ত এলাদি চূর্ণও এই বমনে প্রয়োগ করা যায়। অতিসার উপদ্রব থাকিলে জ্বরাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

মলবদ্ধ হইলে এরণ্ডতৈল ২ তোলা বা ২॥ আড়াই তোলা মাত্রায় গরমজল বা গরমদুগ্ধ সহ সেবন করাইবে; অথবা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। তদ্ভিন্ন জ্বরকেশরী, জ্বর-মুরারি, ইচ্ছাভেদী রসও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের নবাবিষ্কৃত "সরলভেদী বটিকা" সেবন করাইলে সুন্দররূপে মৃদুবিরেচন হইয়া থাকে।

মূত্ররোধ হইলে বজ্রক্ষার ২ রতি হইতে ৬ রতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত ২ ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইবে। বজ্রক্ষারের অভাবে ঐ পরিমাণে সোরাচূর্ণ সেবন করাইলেও চলিতে পারে। বেণার মূল, গোক্ষুরবীজ, দুরালভা, সসার বীজ, কাঁকুড়বীজ, কাবাবচিনি ও বরুণছাল; প্রত্যেক চারি-আনা ওজনে অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত ২ দুই ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তরে পান করিতে দিবে, ইহাদ্বারা মূত্ররোধ এবং মূত্রকালীন জ্বালা নিবারিত হয়। অর্দ্ধতোলা সোরা একপোয়া জলে ভিজাইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিলেও ক্রমশঃ প্রস্রাব পরিষ্কার এবং নাড়ীর বেগ ও গাত্রের উষ্ণতার হ্রাস হইয়া জ্বর মগ্ন হইয়া যায়।

হিক্কা উপদ্রব শান্তির জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্গু, গোলমরিচ, মাষকলাই, বা শুষ্ক অশ্বপুরীষ (ঘোড়ার নাদ) পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। রাইসর্ষপচূর্ণ অর্দ্ধতোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে; স্থির হইলে সেইজলের স্বচ্ছাংশ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ২।৩ ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইবে। উপর পেটে তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহাতে জলের স্বেদ দিবে। জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা চিনির সহিত শুঁটচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইবে। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবে, পরে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে হিক্কা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়। তেলাপোকা বা আর্শুলার অন্ত্রভাগ তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমিত গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া সিকি রতি পরিমাণে শীতল জলের সহিত ২।৩ বার সেবন করাইলে, অতি প্রবল হিক্কাও আশু নিবারিত হয়।

শ্বাস উপদ্রব নিবারণ জন্য বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটি, কুড়, কট্‌কী ও শটী ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে ; অথবা পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ; ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইবে। অন্তর্ধূমে ভস্ম ময়ূরপুচ্ছ ২ রতি ও পিপুলচূর্ণ ২ রতি ; অথবা বহেড়ার শাঁস কিম্বা কুলআঁটীর শাঁস ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইবে। বন ঘুঁটের অগ্নিতে দা গরম করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরার দাগ দিলে অতি উগ্র শ্বাসও প্রশমিত হয়।

কাস উপদ্রব থাকিলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তরে পিপুলমূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁট ; ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। বাসকের রস মধুর সহিত পান করাইবে। বহেড়ার ঘৃত মাখাইয়া সেই বহেড়া গোবরের ঠুলির মধ্যে পুরিবে, পরে তাহা অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া মুখে ধারণ করিলেও আশু কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

অরুচি হইলে সৈন্ধবলবণের সহিত আদার রস ; সৈন্ধবলবণের সহিত টাবা লেবুর কেশর ; ঘৃত ও সৈন্ধব লবণের সহিত টাবা লেবুর রস ; অথবা আমলকী ও দ্রাক্ষার কল্ক মুখে ধারণ করিবে।

সাধারণ জীর্ণজ্বরে ও বিষমজ্বরে সেফালিকা পত্রের রস মধুর সহিত পান

করিতে দিবে। ক্ষেৎপাপড়া, সেফালিকা পত্র ও শুলঞ্চ, এই তিন দ্রব্যের অথবা শুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, থানকুনী, হিলিঞ্চা ও পটোলপত্র ; এই ৫ দ্রব্যের "খুসড়া" প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত দ্রব্য একত্র থেঁতো করিয়া, কলার পত্রে জড়াইয়া তাহার উপর অল্প মাটির লেপ দিয়া অগ্নিতে পুট-দগ্ধ করিতে হয়, পরে তাহার রস গ্রহণ করাকেই "খুসড়া" কহে। হাড়্-কাঁকড়ার মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল কুট্টিত করিয়া, ঐ রূপ পুট দগ্ধ করিতে হইবে; তাহার রস ২ তোলা, দুই আনা শুঁটচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। ভৃঙ্গরাজের মূল ৭টি খণ্ড করিয়া একএকটী খণ্ড এক এক খণ্ড আদার সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ-জ্বর প্রশমিত হয়। গুগ্গুলু, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, শ্বেতসর্ষপ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই সকল দ্রব্যের ধূপ রোগিশরীরে লাগা-ইলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়; ইহার নাম অষ্টাঙ্গধূপ। বিড়ালের বিষ্ঠার ধূপ প্রয়োগ করিলে কম্পজ্বর নিবারিত হয়। গুগ্গুলু, গন্ধতৃণ অভাবে বেণা-মূল, বচ, ধুনা, নিমপাতা, আকন্দমূল, অগুরু, চন্দন ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে সকল প্রকার জ্বরই নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাকে অপরাজিত ধূপ কহে। নিদিগ্ধিকাদি, গুড়্চ্যাদি, দ্রাক্ষাদি, মহৌষধাদি, পটোলাদি, বিষমজ্বরঘ্ন ভার্গ্যাদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, মধুকাদি, দাস্তাদি ও দার্ব্ব্যাদি প্রভৃতি পাচন সর্ব্ববিধ জীর্ণ ও বিষমজ্বরে দোষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বিষম জ্বরে তিন দোষই আরম্ভক ; তন্মধ্যে দোষবিশেষের আধিক্য ও ন্যূনতা বিবেচনা করিয়া ঔষধ কল্পনা করা আবশ্যক।

তৃতীয়কজ্বরে মহৌষধাদি, উশীরাদি ও পটোলাদি এবং চাতুর্থকজ্বরে বাসাদি, মুস্তাদি ও পথ্যাদি পাচন প্রয়োগ করা উচিত। কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামা-লতা, বামুনহাটি, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাং বা ভৃঙ্গরাজ ; ইহাদের মধ্যে কোন একটী গাছের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লালসূতায় বাঁধিয়া, হস্তে ধারণ করিলে ; কিম্বা পেচকের দক্ষিণদিকের পক্ষ সাদা সূতায় বাঁধিয়া বাম কর্ণে ধারণ করিলে, তৃতীয়ক অর্থাৎ ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়। শিরীষ ফুলের রস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাঁটিয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে ; অথবা বকফুলের পাতার রসের নস্য লইলে চাতুর্থক

(দ্ব্যাহিক) জ্বর বিনষ্ট হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের কিম্বা করবীরের মূল উদ্ধৃত করিয়া ৬ রত্তি মাত্রায়, আতপচাউলধৌত জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে, অথবা আমরুলের এক হাজার পাতার সহিত চাউলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে চাতুর্থকজ্বর প্রশমিত হয়।

কাকমাচীর মূল কর্ণে বাঁধিলে রাত্রিজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। নিদিগ্ধিকাদি পাচন সায়ংকালে সেবন করাইলে রাত্রিজ্বরের বিশেষ উপকার হয়।

শীতপূর্ব্ব জ্বরে ভদ্রাদি ও ঘনাদি পাচন এবং দাহপূর্ব্বজ্বরে বিভীতকাদি ও মহাবলাদি কষায় প্রয়োগ করিতে হয়।

এই সমস্ত জীর্ণ ও বিষম জ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, অনুপান বিশেষের সহিত সুদর্শন চূর্ণ, জ্বরভৈরব চূর্ণ, চন্দনাদিলৌহ, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, পঞ্চানন রস, জ্বরাশনিরস, জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস, জয়মঙ্গল রস, বিষমজ্বরান্তকলৌহ, পুটপাকের বিষমজ্বরান্তক লৌহ, কল্পতরুরস, ত্র্যাহিকারি-রস, চতুর্থকারি রস, মকরধ্বজ ও অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

আমাদিগের নবাবিষ্কৃত "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সর্ব্ববিধ নূতন ও পুরাতন জ্বরের অমোঘ মহৌষধ।

জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মার সংযোগ না থাকিলে, অঙ্গারক তৈল, বৃহৎ অঙ্গারক তৈল, লাক্ষাদি তৈল, মহালাক্ষাদি তৈল, কিরাতাদি তৈল ও বৃহৎ কিরাতাদি তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবে। ঐরূপ জ্বরে দশমূলষট্‌পলক ঘৃত, বাসাদ্য ঘৃত ও পিপ্পল্যাদি ঘৃত প্রভৃতি ঘৃত সেবন করান যাইতে পারে।

এইরূপ জ্বরে কয়েকপ্রকার সংস্কৃত দুগ্ধ ও অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু তরুণজ্বরে সেই সকল দুগ্ধ বিষের ন্যায় অনিষ্টকারক।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বল্প পঞ্চমূল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল ও পীনস সংযুক্ত জীর্ণ জ্বর নিবারিত হয়। গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলছাল ও শুঁট; এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি ও মূত্র পরিষ্কার হয় এবং শোথসংযুক্ত জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। শ্বেতপুনর্নবা, বেলছাল ও রক্তপুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলেও সর্ব্বপ্রকার

জীর্ণজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। জ্বররোগীর গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে, এরণ্ডমূলের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া পান করিতে দিবে।

এই সমস্ত দুগ্ধ পাক করিবার নিয়ম,—যে কয়েকটি দ্রব্যের সহিত, দুগ্ধ পাক করিতে হইবে; তাহার প্রত্যেকগুলি সমভাগে লইয়া মিলিত ২ তোলা হওয়া আবশ্যক, দুগ্ধ তাহার ৮ গুণ অর্থাৎ ১৬ তোলা এবং জল দুগ্ধের চারিগুণ অর্থাৎ ৬৪ তোলা লইতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র অগ্নিতে জাল দিয়া, যখন সমুদায় জল মরিয়া দুগ্ধভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সময়ে ছাঁকিয়া লইয়া, ঈষদুষ্ণ সেবন করিতে হয়।

আধুনিক প্রায় সকল রোগীরই নবজ্বর অপক্ব অবস্থায় কুইনাইনদ্বারা আবদ্ধ করা হয়, এজন্য জীর্ণজ্বরকালেও কফের সংস্রব থাকিয়া যায়; সুতরাং ঘৃত বা তৈল প্রয়োগের উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায় না।

আগন্তুজ্বরে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে; যথা,—অভিঘাতজ আগন্তু জ্বরে উষ্ণবর্জ্জিত ক্রিয়া এবং কষায়, মধুর রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের পান ভোজনাদি করিবে। অভিচার ও অভিশাপ জন্য আগন্তুজ্বরে হোম, পূজা ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য। উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্য জন্য আগন্তুজ্বরে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথিসৎকার করা আবশ্যক। ওষধিগন্ধ ও বিষজনিত আগন্তুজ্বরে, বিষ ও পিত্তের দোষনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, ইহাদিগের কাথ সেবন করাইবে; এই সমস্ত দ্রব্যকে সর্ব্বগন্ধ কহে। ক্রোধজজ্বরে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান ও হিতবাক্য কথন; এবং কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বরে আশ্বাস বাক্য, অভীষ্ট বস্তু প্রদান, হর্ষোৎপাদন ও বায়ুর প্রশমন করা আবশ্যক। আরও ক্রোধের উদয় হইলে কামজ জ্বর; এবং কাম ও ক্রোধের উদয় হইলে, ভয়জ ও শোকজ জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ভূতাবেশজনিত জ্বরে বন্ধন তাড়নাদি এবং মানসিক জ্বরে মনের প্রসন্নতা যাহাতে হয় তদুপযুক্ত কার্য্যাদি করিতে হয়।

এইরূপ বিবিধ চিকিৎসাদ্বারা জ্বর নিবারিত হওয়ার পর ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত জারিত লৌহ ২ রতি ও হরীতকী চূর্ণ ২ রতি ও শুণ্ঠচূর্ণ ২ রতি, একত্র

চিরাতাভিজা জল সহ সেবন করাইলে শরীর সবল ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিরাতা ভিজা জল সহ মকরধ্বজ সেবন করাইলেও, ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য,—নূতন জ্বরে দোষের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস, তৎপরে দোষের পরিপাক ও ক্ষুধাদির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, মিছরি, বাতাসা, দাড়িম্ব, কেশুর, দ্রাক্ষা, পানিফল, ইক্ষু, খই, খইএর মণ্ড, জলসাগু, এরারুট ও বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করিবে। পানের জন্য গরম জল বা গরম জল শীতল করিয়া ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মজ জ্বরে, বাতশ্লেষ্মজ জ্বরে ও সন্নিপাত জ্বরে জল শীতল না করিয়াই পান করিতে দিবে। জ্বরত্যাগের পর দুই তিন দিন অতিবাহিত করিয়া, যদি সে সময়ে শারীরিক কোন গ্লানি না থাকে, তাহা হইলে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন মুগ বা মসূরের দাইল, কটু-তিক্ত রস বিশিষ্ট তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্য প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবে। নবজ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

সন্নিপাত জ্বরের পথ্যাদিও ঐরূপ; তবে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এক বল্কা দুগ্ধ এবং মুগ, মসূর বা লঘুপাক মাংসরসের সহিত মৃত-সঞ্জীবনী সুরা অল্প করিয়া বারম্বার পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

এই সমস্ত জ্বরে জ্বরত্যাগের পূর্ব্বে অন্ন ভোজন, জ্বরত্যাগের পরেও সর্ব্বপ্রকার গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈলমর্দ্দন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, মৈথুন, স্নান, দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, শীতল জল পান ও গাত্রে হাওয়া লাগান প্রভৃতি অনিষ্টজনক; অতএব এই সমস্ত কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবে।

জীর্ণ ও বিষম জ্বরে জ্বর অধিক থাকিলে খইএর মণ্ড, সাগু, বার্লি, এরারুট ও রুটী প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, ভোজন করিবে। জ্বরের আধিক্য না থাকিলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; মুগ ও মসূরের দাইল; পটোল, বেগুন, ডুমুর, মানকচু, কচিমূলা, ঠোটেকলা, ও শজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী; কই, মাগুর, শিঙ্গী ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল এবং অল্প বল্কা দুগ্ধ আহার করিবে। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে হইবে। রোগী অধিক দুর্ব্বল থাকিলে কপোত, কুক্কুট ও ছাগমাংসের

রস (জুষ্) খাইতে দেওয়া আবশ্যক। রাত্রিকালে, অধিক রাত্রি না করিয়া ক্ষুধার অবস্থানুসারে সাগু প্রভৃতি বা রুটী খাওয়া উচিত। অম্লের মধ্যে পাতি বা কাগজি নেবুর রস অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে।

ঘৃতপক্ক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, শীতল হাওয়া লাগান, মৈথুন ও স্নান প্রভৃতি অনিষ্টকারক। তবে যে সকল রোগীর বাতাধিক্য বা পিত্তাধিক্য জ্বর, অথচ স্নান না করিলে তাঁহাদের যদি কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গরমজল শীতল করিয়া, অল্প পরিমিত জলে মধ্যে মধ্যে স্নান করিতে পারেন; অন্যান্য দিন ঐ রূপ জলে গামছা ভিজাইয়া গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন।

প্লীহা।

জ্বররোগ অধিকদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে পাইলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়াদুষিত স্থানে বাস করিলে, কিম্বা মধুরস্নিগ্ধাদি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর কোন দ্রুতযানাদিতে গমন বা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিলেও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। উদরের বামপার্শ্বে ঊর্দ্ধদিকে প্লীহা অবস্থিত থাকে, অবিকৃত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা অনুভব করা যায় না; কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কুক্ষির বামপার্শ্বে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। এই রোগে সর্ব্বদাই মৃদুজ্বর এবং প্রত্যহ কোনও সময়ে সেই জ্বরের বৃদ্ধি, অথবা একদিন অন্তরে কম্পদিয়া অধিক জ্বর প্রকাশিত হয়। আরও প্লীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি বা জ্বালা; কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্প মূত্র বা রক্তবর্ণ মূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বিবর্ণতা, পিপাসা, বমন, মুখের বিরসতা; চক্ষু, হস্তাঙ্গুলি ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের রক্তহীনতা; অন্ধকার দর্শন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহা অধিক বর্দ্ধিত হইয়া রোগ কষ্টসাধ্য হইলে, নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব অথবা রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দন্তবেষ্টে ক্ষত, পদদ্বয়ে ও চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।" এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আরোগ্যের আশা করা যায় না।

প্লীহা রোগে মলবদ্ধতা, বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে, তাহাতে বায়ুর আধিক্য; পিপাসা, জ্বর ও মূর্চ্ছা থাকিলে পিত্তের আধিক্য এবং প্লীহার অধিক কঠিনতা, শরীরের গুরুতা ও অরুচি থাকিলে শ্লেষ্মার আধিক্য বুঝিতে হইবে। রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণসমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তিন দোষেরই আধিক্য থাকিলে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা,—প্লীহারোগে যাহাতে রোগীর প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, প্রথমেই তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। পুরাতন গুড় ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে অথবা বিট্ লবণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা করিয়া, গরম জলের সহিত সেবন করাইলে প্লীহা ও যকৃৎ উভয় রোগেরই শান্তি হয়। পিপুল প্লীহরোগের একটি উত্তম ঔষধ; ২।৩টি পিপুল জল সহ বাঁটিয়া তাহাই সেবন করিলে, অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। তালফুল (তালজটা) একটি হাঁড়ীতে রাখিয়া, তাহার উপর শরা আচ্ছাদন দিয়া অগ্নিত্তাপে দগ্ধ করিতে হইবে, সেই ভস্ম পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলেও প্লীহা প্রশমিত হয়। হিঙ্গু, শুঁট, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ; ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া ৵০ দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে। যমানী, চিতামূল, যব-ক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল ও দন্তী; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব অনুপানের সহিত সেবন করা-ইবে। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ঐ বটিকা ৩টি পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দ পাতা অথবা আইমূল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। রসুন,

পিপুলমূল ও হরিতকী ভক্ষণ এবং গোমূত্র পান করিলে প্লীহরোগ প্রশমিত হয়। শরপুঙ্খ বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলসহ সেবন করিলে প্লীহার উপশম হয়। শঙ্খনাভি চূর্ণ ।।০ অর্দ্ধতোলা গোঁড়া নেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে কুর্ম্ম-সমান প্লীহাও প্রশমিত হয়। সমুদ্রজাত ঝিনুক ভস্ম প্লীহরোগ-নাশক। দেবদারু, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক সমুদায় সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস রোগ বিনষ্ট হয়। রোহিতক (রয়না) ও হরীতকীর কাথসহ পিপুলচূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক (রয়না) ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। নিদিগ্ধিকাদি পাচনও এই অবস্থায় ব্যবস্থেয়। এতদ্ভিন্ন মাণকাদি গুড়িকা, বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা, গুড়পিপ্পলী, অভয়ালবণ, মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ, বৃহল্লোকনাথরস, প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহার সহিত শ্লেষ্মসংসৃষ্ট জ্বর না থাকিলে চিত্রক ঘৃত প্রভৃতি ঘৃত সেবন করান যায়। রোহিতকারিষ্টও প্লীহাদি রোগে বিশেষ উপকারী।

জ্বর প্রবল থাকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিলে, এই সমস্ত ঔষধ মধ্যে যে সকল ঔষধ জ্বরেরও উপকারক, সেই ঔষধ ও জ্বরের ঔষধ মিলিত ভাবে প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে প্লীহার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া কেবল জ্বরের চিকিৎসাই সেই সময়ে করা যাইতে পারে। আমাদের "পঞ্চতিক্ত বটিকা" প্লীহজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরচিকিৎসায় জ্বর কম হইলে পুনর্ব্বার প্লীহার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

জীর্ণ প্লীহরোগে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে, তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন, উদরাময় থাকিলে পুটপাকের বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি গ্রাহী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তাশয় শোথ, বা পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি পীড়া ইহার সহিত মিলিত হইলে সেই সেই রোগনাশক ঔষধও মিশ্রিত ভাবে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহরোগ গ্রহণীরোগের সহিত মিলিত হইলে, দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। সেই অবস্থায় চিত্রকাদি-ঘৃত এবং গ্রহণীরোগোক্ত কনকারিষ্ট ও অভয়ারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক।

মুখে ক্ষত হইলে খদিরাদি বটিকা জলের সহিত গুলিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাবলাছাল, বকুল ছাল, জামছাল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ফটকিরি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলদ্বারা কবল করিলে মুখক্ষতের বিশেষ উপকার হয়।

প্লীহস্থানে বেদনা থাকিলে বন আদা বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ অথবা গরম জলের স্বেদ দিবে। অল্প চাপ দিয়া ফ্লানেল উদরে বাঁধিলেও উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য.—জীর্ণ জ্বরে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, প্লীহরোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন কর্ত্তব্য। ইহাতে সাধারণ দুগ্ধ না দিয়া, তাহার সহিত ২।৪টি পিপুল সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে; তাহাতে প্লীহারও শান্তি হইয়া থাকে। সকল প্রকার ভাজা পোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্য ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি নিষিদ্ধ।

যকৃৎ।

প্লীহরোগের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে যকৃৎ-রোগও উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত মদ্যপান বা শূন্যোদরে মদ্যপান এবং অর্শঃ প্রভৃতি রোগে হঠাৎ রক্তস্রাবরুদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণেও যকৃৎ বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হইলে যকৃতের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্জরের অভ্যন্তরে যকৃৎ অবস্থিত থাকে, অবিকৃত অবস্থায় হস্তস্পর্শে তাহা অনুভব করা যায় না, কিন্তু বর্দ্ধিত হইলে তাহা টিপিয়া স্পর্শ করিতে পারা-যায়। যকৃতের বিকৃতি অবস্থায় ঐ স্থানে বেদনা, মলরোধ বা কর্দ্দমবৎ অল্প মলস্রাব, সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বয়ের পীতবর্ণ, কাস, দক্ষিণদিকের পঞ্জরের নিম্নভাগ কষিয়া ধরা, ঐ স্থানে সূচীবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ স্কন্ধে বা সমুদায় দক্ষিণ অবয়বে বেদনা, মুখে তিক্তস্বাদ, বমির বেগ বা বমি, নাড়ীর কঠিনতা,

সর্ব্বদা জ্বরবোধ এবং প্লীহরোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণ সমূহও লক্ষিত হয়। এই রোগে রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। প্লীহরোগোক্ত লক্ষণ অনুসারেই ইহাতেও বাতাদি দোষের আধিক্য অনুভব করিতে হয়। যকৃৎ-রোগও অধিক দিন অচিকিৎস্য অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে পাণ্ডু, কামলা, শোথ প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যকৃৎ অধিক বর্দ্ধিত হইয়া উদর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে তাহাকে যকৃদুদর কহে। উদর রোগে তাহার বিস্তৃত লক্ষণাদি লিখিত হইবে।

চিকিৎসা,—যকৃত রোগের সমুদায় চিকিৎসাই প্লীহরোগের ন্যায়। ইহাতেও সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। প্লীহরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। তদ্ভিন্ন যকৃদরিলৌহ, যকৃৎপ্লীহারি লৌহ, যকৃৎ-*প্লীহোদরহরলৌহ, বজ্রক্ষার, মহাদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবক* ও *মহাশঙ্খদ্রাবক* প্রভৃতি ঔষধও অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যকৃতের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিন তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলের স্বেদ, অথবা গোমূত্র গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া কিম্বা তাহাদ্বারা ফ্লানেল ভিজাইয়া যকৃৎস্থানে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাইসর্ষপের প্রলেপ যকৃতের বিশেষ উপকারী।

পথ্যাপথ্য সমস্তই প্লীহরোগের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হয়।

জ্বরাতিসার।

জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগ এক সময়ে উপস্থিত হইলে, তাহাকেই জ্বরাতিসার কহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে, কিন্তু ইহার চিকিৎসাবিধি স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসারের যে সকল উৎপত্তিকারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে সম্মিলিত হইলেই জ্বরাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়। আরও জ্বরকালে অপথ্য সেবা,

পিত্তকারক দ্রব্য ভোজন, দূষিত জল পান, দূষিত বায়ু সেবন এবং তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রভৃতি কারণেও জ্বরাতিসার উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকল জ্বরে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকে, তাহাতেও জ্বরাতিসার হওয়ার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা—জ্বরও অতিসার এই উভয় রোগের মিলিত চিকিৎসা ইহাতে হইবার উপায় নাই, যেহেতু জ্বরের প্রায় সকল ঔষধই বিরেচক এবং অতিসারের সকল ঔষধই মলরোধক; সুতরাং জ্বরনাশক ঔষধ অতিসারের বিরোধী ও অতিসারনিবারক ঔষধ জ্বরের বিরুদ্ধ। এই জন্যই ইহার চিকিৎসা-বিধি স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই রোগে প্রথমতঃ মলরোধের চেষ্টা করা উচিত নহে, তাহাতে কোষ্ঠসঞ্চিত মল রুদ্ধ হইয়া, অন্যান্য উৎকট রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থলে অতিরিক্ত অতিসার-জন্য রোগীর অন্য অনিষ্টের আশঙ্কা বোধ হইবে, সেই সকল স্থলে মলরোধক ঔষধপ্রয়োগই সৎপরামর্শ। সাধারণতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাচক ও অগ্নিদীপক ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। ধনে ১ তোলা ও শুট ১তোলা; একত্র ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাই দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। অথবা হ্রীবেরাদি, পাঠাদি, নাগরাদি, গুড়ূচ্যাদি, উশীরাদি, পঞ্চমূল্যাদি, কলিঙ্গাদি, মুস্তকাদি, ঘনাদি, বিল্বপঞ্চক ও কুটজাদি কাথ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও পীড়ার উপশম না হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপানবিশেষের সহিত ব্যোষাদি চূর্ণ, কলিঙ্গাদি গুড়িকা, মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ, বৃহৎ কুটজাবলেহ; এবং মৃতসঞ্জীবনী বটী, সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস, কনক সুন্দর রস, গগন সুন্দর রস, আনন্দভৈরব ও মৃত সঞ্জীবন রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—রোগী সবল থাকিলে প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে উৎপল-ষট্কের সহিত যবাগূ পাক করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া, পান করিতে দিবে। অথবা খইএর মণ্ড, যবের মণ্ড, পানিফলের পালো, এরারুট ও বার্লি খাইতে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" অতিশয় উপকারক পথ্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে উপবাস না দিয়া প্রথম হইতেই ঐরূপ লঘু পথ্য দেওয়া আবশ্যক। পীড়ার হ্রাস

ও রোগীর পরিপাক-শক্তির আধিক্যানুসারে, ক্রমশঃ পুরাতন সূক্ষ্মশালি-তণ্ডুলের অন্ন; মসূর দাইলের যূষ; বেগুন, ডুমুর ও ঠোঁটেকলা প্রভৃতির তরকারী; মাগুর, শিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল; অবস্থা বিশেষে কোমল মাংসের রস ও ছাগ দুগ্ধ এবং দাড়িম ও কাঁচা বেল পোড়া প্রভৃতি এই পীড়ায় পথ্য প্রদান করিবে। পানের জন্য গরম জল শীতল করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, গোধূম, যব, মাষকলাই, বুট, অড়হর, মুগ, শাক, ইক্ষু, গুড়, দ্রাক্ষা, সারকদ্রব্যমাত্র, অধিক লবণ, লঙ্কার ঝাল; অধিক পরিমাণে জল বা অন্যান্য তরল দ্রব্য পান; হিম, রৌদ্র, বা অগ্নি-সন্তাপ; তৈল মর্দ্দন, স্নান, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ ও মৈথুন প্রভৃতি এই পীড়ায় অনিষ্টকারক।

অতিসার।

যে রোগে শরীরস্থ দূষিত রস, রক্ত, জল, স্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি ধাতুসমূহ অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে প্রেরিত হইয়া অতিমাত্র নিঃসৃত হয়, তাহাকে অতিসার কহে।

গুরুপাক, অতি স্নিগ্ধ, অতি রুক্ষ, অতি উষ্ণ, অতি শীতল, অতি তরল ও অতি কঠিন দ্রব্য ভোজন, ক্ষীরমৎস্যাদির ন্যায় সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্বের আহর জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, অপক্ব অন্ন ভোজন; কোন দিন বহু, কোন দিন অল্প, বা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, যে কোন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন এবং বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ বা স্নেহাদি ক্রিয়ার অতিযোগ, অল্প যোগ, অথবা মিথ্যাযোগ; স্থাবর বিষ ভক্ষণ; দুষ্ট মদ্য বা দুষ্ট জলের অতিপান; অনভ্যস্ত ও অনিষ্টকারক আহার বিহারাদি; ঋতুব্যতিক্রম, ভয়, শোক, অধিক জলক্রীড়া, মলমূত্রাদির

বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ; এই সমস্ত কারণে অতিসাররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ ৬ ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ ও অপক্ব রসজাত; দ্বিদোষ জন্য অতিসারে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ ব্যতীত অপর কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

সমুদায় অতিসারেরই বিশেষ লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে হৃদয়ে, নাভিস্থলে, গুহ্যদেশে, উদরে ও কুক্ষিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, শারীরিক অবসন্নতা, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান এবং অপরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতজ অতিসারে রক্ত বা শ্যাববর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষ ও অপক্ব মল বারম্বার অল্প অল্প পরিমাণে শব্দের সহিত নির্গত হয়; এবং গুহ্যদ্বারে বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ অতিসারে মল পীত, বা হরিত, বা লোহিত বর্ণ হয়; আরও ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

কফজ অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত, আমগন্ধযুক্ত এবং শীতল মল নিঃসৃত হয়। এই অতিসারে রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অতিসারে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়; বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বি অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার নিতান্ত কষ্টসাধ্য।

কোন দুর্ঘটনাবশতঃ অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়া অল্পাহারী হইলে শোকজ বাষ্প ও উষ্মা কোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত এবং রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে; তাহা হইতেই শোকজ অতিসার উৎপন্ন হয়। এই অতিসারে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ রক্ত মলমিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়। মলমিশ্রিত থাকিলে ঐ রক্ত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলশূন্য হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে। শোক ত্যাগ করিতে না পারিলে, এই অতিসারও দুঃসাধ্য এবং কষ্টপ্রদ হইতে দেখা যায়।

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ বাতাদি দোষত্রয় বিপথগামী হইয়া, মল ও রক্তাদি ধাতুসমূহ দূষিত করে এবং নানা বর্ণযুক্ত মল বারম্বার নিঃসারিত করিয়া থাকে। ইহাকেই আমাতিসার অর্থাৎ অপকরসজাত অতিসার কহে; এই অতিসারে উদরের অত্যন্ত কামড়ানি হয়।

সকল প্রকার অতিসারেই যে পর্য্যন্ত মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে এবং জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়; তত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপক্ব অতিসার কহে। আর যখন মল দুর্গন্ধশূন্য ও অপিচ্ছিল হয় এবং জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে ভাসিয়া বেড়ায়; তখন তাহাকে পক্কাতিসার কহে। এই অবস্থায় কোষ্ঠের ও দেহের লঘুতা জন্মিয়া থাকে।

যে কোন অতিসাররোগে মল যদি স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা যকৃৎ খণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, নিরস্থিপিষ্ট মাংস, দুগ্ধ, দধি, অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায়, চাস নামক পক্ষির পাখার ন্যায় নীলারুণবর্ণ, অথবা ঈষৎ কৃষ্ণরুক্ষবর্ণ, চিক্কণ, নানা বর্ণ, কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিবিধ বর্ণের চন্দ্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তিষ্কের ন্যায়, সুগন্ধ অথবা পচাগন্ধ বিশিষ্ট, অথবা পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে অতিসাররোগে তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারদর্শন, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল, অস্থিশূল, মূর্চ্ছা, চিত্তের অস্থিরতা, গুহ্যমধ্যে বলির পাক ও প্রলাপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য। অথবা যে অতিসার রোগের গুহ্যদ্বার সংবৃত হয় না, যাহার বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায় এবং যাহার গুহ্যদেশ পাকিলেও শরীর শীতল থাকে, তাহাদের সেই অতিসার রোগও অসাধ্য। এই সমস্ত লক্ষন প্রকাশিত হইলে বালক, বৃদ্ধ, বা যুবা কাহারও জীবনের আশা করা যায় না।

এই সমস্ত অতিসার ব্যতীত "রক্তাতিসার" নামক আরও এক প্রকার অতিসার আছে। পিত্তজ অতিসার উৎপন্ন হইলে অথবা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অধিক পিত্তকর দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এই রক্তাতিসার জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মলের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত অথবা কেবল রক্তই নিঃসৃত হয়। অন্যান্য অতিসারের প্রাচীন অবস্থাতেও কখন কখন মলের সহিত অল্প রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়।

অতিসার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে মূত্রত্যাগ বা অধোবায়ু নিঃসরণকালে মলভেদ হয় না, এবং অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠের লঘুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা,—কোন অতিসারেরই অপক্কাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অপক্কাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দোষে সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্য আমাতিসারের চিকিৎসা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে সকল স্থলে দোষ অতিমাত্র প্রবল হইয়া, অতিরিক্ত মলস্রাব করে, এবং তজ্জন্য রোগীর ধাতু ও বলাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে দেখা যায়; তাহা হইলে সেই অপক্কাবস্থাতেও ধারক-ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। নিতান্ত শিশু, বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেরও অপক্কাতিসারেই ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

আমাতিসারে অর্থাৎ অতিসারের অপক্ক অবস্থায়, আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা নিবারণ এবং দোষপরিপাক ও অগ্নিদীপ্তির জন্য ধনে, শুঁট, মুথা, বালা ও বেলশুঁট; এই ধান্যপঞ্চকের কাথ সেবন করাইবে; কিন্তু পিত্তজ অতিসারে ঐ পাঁচটি দ্রব্য মধ্যে শুঁট বাদ দিয়া অপর চারিটি দ্রব্যের কাথ প্রয়োগ করিতে হয়। উদরে বেদনা ও তৃষ্ণা থাকিলে, শুঁট, আতইচ ও মুথা; এই তিন দ্রব্যের অথবা ধনে ও শুঁট, এই দুই দ্রব্যের কাথ প্রয়োগ করিবে; ইহাদ্বারা অপক্ক দোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অল্প অল্প শুট্‌লে মল নির্গত হইলে এবং উদরে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপুল জলের সহিত বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া কোষ্ঠানুসারে মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে; ইহা বিরেচক ঔষধ। আকনাদি, হিঙ্গু, বনযমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা ঐরূপ মাত্রায় শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ ও হরীতক্যাদি চূর্ণ প্রয়োগ করিলেও আমাতিসারের উপশম হয়। ২০কুড়িটি মুথা ওজনে যত হইবে, তাহার ৮গুণ ছাগদুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধের ৪গুণ জল, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া

সেই দুগ্ধ পান করিলে, আমদোষ ও তজ্জন্য উদরের বেদনাদি বিনষ্ট হয়। পিপ্পল্যাদি, বৎসকাদি, পথ্যাদি, যমান্যাদি, কলিঙ্গাদি ও ত্র্যূষণাদি প্রভৃতি পাচনও এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

অতিসারের আমদোষ নিবৃত্ত হওয়ার পর প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পক্বাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্বাতিসারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলেই বাতাদি দোষানুসারে অতিসারের ভেদ কল্পনা করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিবে।

বাতজ অতিসারে পূতিকাদি, পথ্যাদি ও বচাদি কষায় প্রযোজ্য। পিত্তজ অতিসারে মধুকাদি, বিল্বাদি, কট্‌ফলাদি, কঞ্চটাদি, কিরাততিক্তাদি ও অতিবিষাদি পাচন প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজ অতিসারে পথ্যাদি, কৃমিশত্র্বাদি ও চব্যাদি পাচন এবং পাঠাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, বব্বূলাদি যোগ ও পথ্যাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ত্রিদোষজ অতিসারে সমঙ্গাদি ও পঞ্চমূলীবলাদি কষায় ব্যবস্থেয়। শোকজ ও ভয়জনিত অতিসারে বাতজ অতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়; তদ্ভিন্ন পৃশ্নিপর্ণ্যাদি কষায় শোকজ অতিসারে প্রয়োগ করা উচিত। পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে মুস্তাদি, সমঙ্গাদি ও কুটজাদি পাচন; বাতশ্লেষ্মাতিসারে চিত্রকাদি পাচন এবং বাতপিত্তাতিসারে কলিঙ্গাদি কল্ক প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

রক্তাতিসারে আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা থাকিলে, কাঁচা বেলপোড়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা আন্দাজ মাত্রায় খাইতে দিবে। শল্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জাম ছাল, পিয়ালছাল, আমছাল অথবা অর্জ্জুন ছাল বাঁটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। কচি দাড়িমফলের ছাল ও কুড়চি ছাল প্রত্যেক ১ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ৵৹ আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আম, জাম ও আমলকীর কচি পাতা একত্র থেঁতো করিয়া তাহার রস ২ তোলা মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। কাঁটানটের মূল ২ মাষা চাউলধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কৃষ্ণ তিল বাঁটিয়া, তাহার সহিত তাহার চারি ভাগের ১ ভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে। বটের

ঝুরি চাউলধোত জলের সহিত পেষণ করিয়া, ঘোলের সহিত পান করাইবে।

তিন চারিটি আয়াপানার বা কুকসিমার পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। কুড়চি ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে; ঘনীভূত হইলে তাহাতে আতইচ চূর্ণ ৵০ আনা প্রলেপ দিয়া সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার এবং অন্যান্য অতিসারও নিবারিত হয়। কুড়চি ছাল ৮ তোলা, ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে দাড়িম ফলের ছালেরও ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে উভয় ক্বাথ একত্র পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে তাহাই ১ তোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত প্রয়োগ করিবে। মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে অহিফেন ৪রতি, খদির ৪রতি ও ময়দা ৮রতি একত্র ঘৃতদ্বারা বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, এক একটি ২ ঘণ্টা অন্তরে গুহ্যদ্বারে অঙ্গুলিদ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। গেঁরি অর্থাৎ গুগ্‌লি ঘৃতে ভাজিয়া স্বেদ দিলেও বেদনার আশু শান্তি হইয়া থাকে।

সমুদায় অতীসারের জীর্ণাবস্থায় অর্থাৎ যে সময়ে আমদোষ পরিপাক হইয়া যায়, বেদনার শান্তি হয়, জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়, অথচ নানাবর্ণের মল নিঃসৃত হইতে থাকে; সেই সময়ে বৎসকাদি পাচন, কুটজপুটপাক, কুটজলেহ, কুটজাষ্টক ও ষড়ঙ্গঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় কুড়চির ছাল, মুথা, শুঁট, বেলশুঁট, গঁদ, সোহাগার খৈ, খদির ও মোচরস, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, অহিফেন ॥০ অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায় আয়াপানার কাথ বা শীতল জল সহ দিবসে ৩ বার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

প্রবল অতিসারে মলভেদ রোধ করিবার জন্য জলের সহিত আমলকী বাটিয়া তাহাদ্বারা নাভির চারি পার্শ্বে আলবাল করিয়া অর্থাৎ আল্ দিয়া মধ্যস্থল নির্জ্জল আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহাদ্বারা প্রবল অতিসারবেগ উপশমিত হয় এবং বেদনারও শান্তি হইয়া থাকে। জায়ফল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা আমের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। মাজুফল চূর্ণ ৫ রত্তি, অহিফেন সিকি রত্তি

শুঁ গঁদ চূর্ণ ৫ রত্তি একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেক দাস্তের পর এক একবার জলসহ সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে দিবসে একমাত্রা মাত্র সেবন করিতে দিবে। অতিসারের সহিত বমন উপদ্রব থাকিলে বিল্বাদি ও পটোলাদি পাচন প্রয়োগ করিবে। বমন, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব থাকিলে, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, অম্ব্বাদি, হ্রীবেরাদি ও দশমূলশুণ্ঠী প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। গুহ্যদ্বারে দাহ থাকিলে অথবা পাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া, সেই জল দ্বারা অথবা উষ্ণ ছাগদুগ্ধ দ্বারা গুহ্যদ্বারে সেক করিবে। এবং পটোল পত্র ও যষ্টিমধু ছাগদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া গুহ্যদ্বারে প্রলেপ দিবে।

কথিত সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই দোষের ও রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান বিশেষের সহিত নারায়ণ চূর্ণ, অতিসারবারণ রস, জাতীফলাদি বটিকা, প্রাণেশ্বর রস, অমৃতার্ণব, ভুবনেশ্বর, জাতীফল রস, অভয় নৃসিংহ, আনন্দ ভৈরব, কর্পূরবরস, কুটজারিষ্ট ও অহিফেনাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রহণীরোগোক্ত কতিপয় ঔষধও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—অপক্ক অতিসারে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই প্রশস্ত। দুর্ব্বল অতিসাররোগীকে উপবাস না দিয়া লঘু পথ্য দেওয়া আবশ্যক। খইএর ছাতু জলদ্বারা দ্রব করিয়া, অথবা জলসহ সাগু, এরারুট, বার্লি, পানিফলের পালো কিম্বা ভাতের মণ্ড ও যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহা বিশেষ লঘু পথ্য হয়। এই সমস্ত পথ্য অপেক্ষা ঔষধবিশেষের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে তাহাতে অধিক উপকার হয়। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁট, আকনাদি, শুট ও ধনে; এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, সকল অতিসার রোগেই পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুট ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের কাথ; বাতশ্লেষ্মাতিসারে ধনে, শুঁট, মুথা, বালা ও বেলশুঁট, এই সকল দ্রব্যের কাথ, অথবা কেবল ধনে ও শুঁট, এই উভয় দ্রব্যের কাথ; বাতপিত্তাতিসারে বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি, ইহাদের মূলের কাথ; এবং কফাতিসারে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁট, এই সকল দ্রব্যের কাথসহ যবাগূ

প্রস্তুত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। গরম জল শীতল করিয়া সেই জল পান করাই উচিত। অত্যন্ত পিপাসাজন্য বারম্বার জল পান করিতে হইলে, ধনে ও বালা এই উভয় দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে; তাহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও অতিসারের শান্তি হয়। পক্কাতিসারে পুরাতন সূক্ষ্ম শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসূরদাইলের যূষ; পটোল, বেগুন, ডুমুর ঠটেকলা ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী; কৈ, মাগুর, শিঙ্গি ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল; চূনের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা অতিসার নাশক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া উচিত। অতি জীর্ণ অতিসারে কেবল দুগ্ধও উপকারী। রক্তাতিসারে গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কাঁচা বেলপোড়া বা বেলের মোরব্বা, দাড়িম, কেশুর ও পানিফল প্রভৃতি জীর্ণাতিসারে দেওয়া যায়।

জ্বরাতিসারের পথ্যাপথ্যে যে সমস্ত আহার বিহারাদি নিষেধ করা হইয়াছে, অতিসার রোগেও সেই সমস্ত নিষিদ্ধ। তবে রোগী বলবান্ থাকিলে ২।৩ দিন অন্তরে গরম জল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান করান যাইতে পারে।

প্রবাহিকা আমাশয় রোগ।

দূষিত, শীতল ও আর্দ্র বায়ু সেবন, আর্দ্রস্থানে বাস, অপরিষ্কৃত জলপান; গুরুপাক, উগ্রবীর্য্য ও বায়ুজনক দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অধিক মদ্যপান প্রভৃতি কারণে প্রবাহিকা রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে কুপিত বায়ু বারম্বার অল্প অল্প পরিমাণে মলের সহিত সঞ্চিত কফ নিঃসারিত করে। প্রথমতঃ ইহাতে শ্লেষ্মজড়িত অত্যন্ত দুর্গন্ধময় আঠাল মল নিঃসৃত হইতে থাকে, পরে তাহার সহিত রক্তও নিঃসৃত হয়। তদ্ভিন্ন জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসাধিক্য, উদরে চর্ব্বণবৎ

বেদনা, জিহ্বা মলাবৃত, বমন বা বমনেচ্ছা, মূত্র অল্প ও লালবর্ণ, মূত্রত্যাগ-কালে যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল ম্লান ও চিন্তাযুক্ত, জিহ্বা শুষ্ক এবং লাল, পাটল, বা কৃষ্ণবর্ণ; নাড়ীগতি দ্রুত ও নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণও কখন কখন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। মলনিঃসরণকালে অতিমাত্র প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন করিতে হয় বলিয়া, এই রোগের নাম প্রবাহিকা। চলিত কথায় ইহাকে "আমাশয়" এবং রক্ত মিশ্রিত হইলে "আমরক্ত" কহে।

বিরুদ্ধ আহারবিহারাদির পার্থক্য অনুসারে বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্ত কুপিত হইয়া, এই রোগ উৎপাদন করে। স্নেহ পদার্থ সেবনে কফজ, রুক্ষ দ্রব্য সেবনে বাতজ এবং উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য সেবনে পিত্তজ ও রক্তজ প্রবাহিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুজনিত প্রবাহিকায় উদরে অত্যন্ত কামড়ানি, পিত্তজনিত হইলে গাত্রে ও গুহ্যদেশে অতিশয় জ্বালা, কফজনিত হইলে অধিক কফমিশ্রিত মলনিঃসরণ এবং রক্তজনিত হইলে রক্তমিশ্রিত মলনির্গম লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়ার প্রবল অবস্থায় অতিসারের লক্ষণ সমূহ ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার অপক ও পকাবস্থা অতিসারোক্ত লক্ষণানুসারে নিশ্চয় করিবে।

চিকিৎসা,—সাধারণতঃ এই রোগের চিকিৎসাবিধি প্রায়ই অতিসার রোগের ন্যায়। বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সমস্ত পাচন ও ঔষধাদি এই রোগেও ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ ঔষধ ইহাতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক তেঁতুলচারার মূল ৵০ আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় ঘোলের সহিত বাঁটিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইবে। আমরুলের রস ২ তোলা মাত্রায়, অথবা কচি তেঁতুলের চারার পাতা ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথ পান করাইবে। কচি দাড়িম বা দাড়িমপাতার রস, আয়াপানার রস, কাঁচড়া দামের রস, কালাকপূরের রস এবং কুড়চি ছালের রস বা কাথ এই রোগে বিশেষ উপকারী। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় কুড়চি ছাল দেওয়া উচিত নহে। পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা অথবা মরিচ চূর্ণ চারি আনা অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা রোগও বিনষ্ট হয়। কচি পোড়াবেলের শস্য ও খোবাতোলা তিল সমভাগে দধির সহিত সেবন করাইবে।

কাঁচা পোড়াবেলের শস্য ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, পিপুল ও শুটের চূর্ণ চারি আনা এবং অল্প তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আকন্দমূলের ছাল, চূর্ণ ৫।৬ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কুড়চি ছাল, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা, মোচরস, বেলশুট, আতইচ ও দাড়িমফলের ছাল, প্রত্যেক চারি আনা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় এরণ্ড তৈল অর্দ্ধ ছটাক, অহিফেনাসব ১০ ফোটা ও জল ১ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করাইয়া, পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত শুট চূর্ণ ২ রতি কুড়চি ছাল চূর্ণ ৮ রতি, গঁদ চূর্ণ ৪ রতি ও আফিং অর্দ্ধ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, দিবসে ৩ বার সেবন করাইলে, আমাশয়রোগ নিবারিত হয়। শ্বেত ধুনা চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে সত্বর আমাশয়রোগ প্রশমিত হইযা থাকে। উদরের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিণ তৈল উদরের উপর মালিশ করিবে। অথবা সেওড়াপাতা ২ তোলা, কচি কাঁঠালেকলা ২টী (খণ্ড খণ্ড করিয়া), আতপ চাউল ২ তোলা ও জল এক পোয়া একত্র একটি প্রস্তর পাত্রে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই জলের সিকি অংশ একটি পিত্তলপাত্রে অগ্নির উত্তাপে জাল দিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে তাহাই সেবন করাইবে। এইরূপে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৪ বার সেবন করিলে উদরের বেদনা উপশমিত হয়। রোগ ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া অতিসার ও গ্রহণী রোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও এই রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য অতিসার রোগের ন্যায়ই সমস্ত প্রতিপালন করিতে হয়। প্রাচীন রক্তামাশয়ে জরাদির সংশ্রব না থাকিলে মহিষের দধি বা ঐ দধির ঘোল খাওয়ান যাইতে পারে, তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

গ্রহণী-রোগ।

অতিসার রোগ নিবৃত্ত হওয়ার পরে অগ্নিবল ভালরূপে বৃদ্ধি না পাইতেই যদি কোনরূপ কুপথ্য সেবন করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল

হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দুষিত করে। তৎপরে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি কারণ বশতঃ বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া ঐ দূষিত গ্রহণীনাড়ীকে অধিকতর দূষিত করিয়া তুলে। এই অবস্থায় কথন অপক্ক ভুক্তদ্রব্য মলদ্বারদিয়া বারম্বার নিঃসৃত হয়, কখন বা পক্ক হইয়াও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল বারম্বার নিঃসৃত হয়, আবার কখন একবারে মল বদ্ধ হইয়া যায়। সকল অবস্থাতেই উদরে বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগকেই গ্রহণীরোগ কহে। গ্রহণীনাড়ী অর্থাৎ পক্কাশয় দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গ্রহণীরোগ হইয়াছে। অতিসার রোগ থাকিতে থাকিতে অথবা অতিসার রোগ না হইয়াও একবারে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পরে।

গ্রহণীরোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা, আলস্য, দুর্ব্বলতা, শরীরে ভারবোধ এবং অগ্নিমান্দ্য জন্য আহারের অম্লপাক অথবা বিলম্বে পরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায় ও রুক্ষদ্রব্যের ভোজন, সংযোগাদি দ্বারা বিরুদ্ধ দ্রব্যের ভোজন, অথবা অল্প ভোজন, উপবাস, অধিক পথ পর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করে; তাহা হইতেই বাতজ গ্রহণী উৎপন্ন হয়। এই বাতজ গ্রহণীতে ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক পাইয়া অম্লরসে পরিণত হয় এবং শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দবোধ; পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্কি) ও গ্রীবাদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ যুগপৎ ভেদ বমন, অথবা কখন তরল কখন বা শুষ্ক অল্প অল্প ফেনযুক্ত অপক্ক মল শব্দের সহিত অতি কষ্টে বারম্বার বা বিলম্বে বিলম্বে নির্গমন, হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক কৃশতা ও দুর্ব্বলতা, মুখের বিরসতা গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি সকল রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে অভিলাষ, মনের অবসন্নতা ও কাস শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালে অথবা পরিপাক হইলে পেট ফাঁপে; কিন্তু আহার করিবামাত্র শান্তিবোধ হইয়া থাকে। আরও এই রোগে সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ, অথবা প্লীহারোগ হইয়াছে বলিয়া রোগীর মনে আশঙ্কা জন্মে।

অম্ল, লবণ ও কটু রসযুক্ত, অপক্ক, বিদাহি অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের অম্ল পাক হয় সেই সকল দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ভোজনদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাপণ পূর্ব্বক পিত্তজ গ্রহণী উৎপাদন করে। তাহাতে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠে দাহ, অরুচি, পিপাসা, নীল বা পীতবর্ণযুক্ত দ্রব মলস্রাব হয় এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

অতিশয় গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন এবং দিবা ভোজনের অব্যবহিতকাল পরেই শয়ন প্রভৃতি কারণে কফ প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নি বিনষ্ট করে; তাহাতে শ্লেষ্মজ গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হয়। এই গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্যের অতি কষ্টে পরিপাক, শ্লেষ্মদ্বারা মুখ লিপ্ত হইয়া থাকা, মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদবোধ, কোনরূপ ঘন দ্রব্য দ্বারা হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব, দুর্ব্বলতা, আলস্য, বমনবেগ, বমি, অরুচি, কাসনিষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও ভারবোধ, উদ্গারে মিষ্টাস্বাদ-বোধ, অবসন্নতা, মৈথুনে অনিচ্ছা এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত গুরু, "ভসকা" মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই ত্রিবিধ দোষ প্রকোপকারক কারণসমূহ মিলিতভাবে সেবিত হইলে, যুগপৎ দুইটি দোষ বা তিনটি দোষই প্রকুপিত হইয়া দ্বিদোষজ বা সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। তাহাতে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকা-শিত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত গ্রহণীরোগ ব্যতীত সংগ্রহগ্রহণী নামক আর এক প্রকার গ্রহণী-রোগ আছে। তাহাতে কাহারও প্রত্যহ, কাহারও বা ১০ দিন, ১৫ দিন, অথবা ১ মাস অন্তরে তরল বা ঘন, শীতল, স্নিগ্ধ ও বহুপরিমিত মল দমকা ভেদ হয়। ভেদ হইবার সময়ে শব্দ হয় এবং উদরে ও কটীদেশে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। আরও ইহাতে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেটে ডাক, আলস্য, দুর্ব্বলতা ও অঙ্গের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস হইয়া থাকে। আম ও বায়ু এই রোগের আরম্ভক। ইহা অতিশয় দুর্ব্বোধ, ও দুঃসাধ্য।

অতিসার রোগের অপক্ক ও পক্ক লক্ষণের ন্যায় গ্রহণীরোগেরও অপক্ক এবং

পক্ক লক্ষণ বিবেচনা করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্রহণীরোগ হইলে, তাহার তাহাতেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—অতিসার রোগের ন্যায় গ্রহণীরোগেও অপক্কাবস্থায় মলরোধক ঔষধ না দিয়া পাচক ঔষধ দেওয়া উচিত। শুঁট, মুথা, আতইচ ও গুলঞ্চ এই চারি দ্রব্যের কাথ অথবা ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুথা, শুঁট, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে ও বেলশুঁট; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে আমদোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। চিত্রকগুড়িকা নামক ঔষধ এই অপক্কাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

অতিসারোক্ত পক্কলক্ষণানুসারে ইহার পক্কলক্ষণ বিবেচনা করিয়া, বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগনাশক ঔষধ কল্পনা করিতে হয়। সাধারণতঃ বাতজ গ্রহণীরোগে শালপর্ণ্যাদি কষায়; পিত্তজ গ্রহণীতে তিক্তাদি কষায়, শ্রীফলাদি কল্ক, নাগরাদি চূর্ণ ও রসাঞ্জনাদি চূর্ণ; শ্লেষ্মজ গ্রহণীতে চাতুর্ভদ্র কষায়, শঠ্যাদি চূর্ণ, রাস্নাদি চূর্ণ এবং পিপ্পলী মূলাদি চূর্ণ; বাতপিত্তজ গ্রহণীতে মুস্তাদি গুড়িকা; বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণীতে কর্পূরাদি চূর্ণ ও তালীশাদি বটী; অথবা কুটজাবলেহ ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধুর সহিত লেহন করাইয়া, পরে হিং, জীরা, শুঁট, পিপুল ও মরিচচূর্ণ একত্র ৶০ আনা পরিমাণ ঘোলের সহিত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে মুধল্যাদি যোগ ব্যবস্থা করা উচিত। এতদ্ব্যতীত একদোষজ, দ্বিদোষজ, ত্রিদোষজ বা সংগ্রহ গ্রহণী-রোগে রোগ ও রোগীর অবস্থা এবং দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীফলাদি কল্ক, পঞ্চপল্লব, নাগরাদ্য চূর্ণ, ভূনিম্বাদ্যচূর্ণ, পাঠাদ্যচূর্ণ, স্বল্পগঙ্গাধর ও বৃহদ্-গঙ্গাধরচূর্ণ, স্বল্প ও বৃহৎ লবঙ্গাদি এবং নায়িকাচূর্ণ, জাতীফলাদিচূর্ণ, জীরকাদি-চূর্ণ, কপিত্থাষ্টকচূর্ণ, দাড়িমাষ্টক চূর্ণ অজাজ্যাদিচূর্ণ, কঞ্চটাবলেহ, দশমূলগুড়, মুস্তকাদ্যমোদক, কামেশ্বরমোদক, মদন মোদক, জীরকাদি ও বৃহজ্জীরকাদি মোদক, মেথী ও বৃহন্মেথী মোদক, অগ্নিকুমার মোদক, গ্রহণীকপাটরস, সংগ্রহগ্রহণী কপাটরস, গ্রহণী শার্দ্দূল বটিকা, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, অগ্নিকুমার-রস, জাতীফলাদ্য বটী, মহাগন্ধক, মহাভ্র বটিকা, পীযূষবল্লীরস, শ্রীনৃপতিবল্লভ, বৃহৎনৃপবল্লভ, গ্রহণীবজ্রকপাট, রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে চাঙ্গেরী ঘৃত, মরিচাদ্য ঘৃত, মহাষট্‌পলক ঘৃত সেবন এবং বিল্বতৈল, গ্রহণীমিহির তৈল, বৃহদ্ গ্রহণীমিহির তৈল ও দাড়িমাদ্য তৈল মর্দ্দন করাইবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে দুগ্ধবটী, লৌহপর্প টী স্বর্ণপর্প টী, পঞ্চামৃত পর্প টী, রসপর্প টী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সংগ্রহগ্রহণী বা অপর কোন গ্রহণীরোগে মল বদ্ধ থাকিলে যমানী ও বিট্‌লবণ সমভাগে চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ও বদ্ধ মল অনেকটা সরল হইয়া নিঃসৃত হয়।

পথ্যাপথ্য। গ্রহণীরোগের অপক্ক বা পক্ক অবস্থায় অতিসার রোগের ন্যায়ই সমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কদ্‌বেল, বেলশুঁট, আমরুলশাক ও দাড়িম ফলের ছাল প্রত্যেক ২ তোলা এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘোলের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। বাতজ গ্রহণীতে স্বল্প পঞ্চমূলীর কাথসহ যবাগূ পাক করিয়া পান করাইবে। সকল প্রকার গ্রহণীরোগেই তক্র অর্থাৎ ঘোল বিশেষ উপকারী।

অর্শরোগ।

গুহ্যদ্বার হইতে ভিতরের দিকে ৪॥ অঙ্গুলি পরিমত স্থানে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটি আবর্ত্ত আছে, ঐ আবর্ত্ত তিনটির নাম বলি। ভিতরের দিকে ১॥দেড় অঙ্গুলি পরিমিত প্রথম বলির নাম প্রবাহণী, তাহার নিম্নভাগে ১॥ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দ্বিতীয় বলির নাম বিসর্জ্জনী এবং তাহার নিম্নদেশে এক অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলির নাম সম্বরণী। অবশিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত গুহ্যদ্বারের অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় ত্বক্, মাংস ও মেদঃ ধাতুকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বলিত্রয়ে নানাপ্রকার আকৃতি বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুরের নাম অর্শঃ মলদ্বারের বহির্ভাগে যে সমস্ত মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাহ্যার্শঃ এবং অভ্যন্তরদেশজাত

মাংসাঙ্কুরকে অভ্যন্তরার্শঃ কহে। গুহ্যদ্বার ব্যতীত লিঙ্গ, নাভি, নাসিকা এবং কর্ণ প্রভৃতি স্থানেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই রোগের সাধারণ লক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্যতা, অজীর্ণ, কঠিন মলত্যাগ কালে অত্যন্ত যাতনা বোধ এবং রক্তপাত। রক্ত ২।৪ বিন্দু হইতে প্রায় অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত স্রাব হইতে দেখা যায়। পীড়ার প্রবলাবস্থায় প্রস্রাব ত্যাগ কালে বা উৎকট ভাবে উপবেশন করিলে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ অর্শোরোগ ছয় প্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ। দুইটি দোষের মিলিত লক্ষণ ও মিলিত চিকিৎসা-ব্যতীত দ্বিদোষজ অর্শোরোগের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণাদি না থাকায় তাহা পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় না।

বাতজ অর্শঃ—কষায়, কটু ও তিক্তরস এবং রুক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্য ভোজন; অতি অল্প পরিমাণে ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, শীতল দেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও আতপ সেবন প্রভৃতি কারণে বাতজ অর্শঃ উৎপন্ন হয়। হেমন্তাদি শীতল কাল এই অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার সময়। এই অর্শোরোগে কোনরূপ স্রাব থাকে না, চিন্ চিন্ বেদনা বোধ হয়, মাংসাঙ্কুরসমূহের মধ্যে কাহারও আকৃতি তেলাকুচার ন্যায়, কাহারও খর্জ্জুরের ন্যায়, কাহারও কুলের ন্যায়, কাহারও বনকাপাসী ফলের ন্যায়, কাহারও কদম্ব ফুলের ন্যায়, কাহারও বা শ্বেত সর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। সকল মাংসাঙ্কুরই ম্লান, ধূম্রবর্ণ, কঠিন, ধূলিস্পর্শের ন্যায় রুক্ষ-স্পর্শ এবং গোজিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ, কাঁকরোল ফলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ এবং প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও বক্র হয়। তাহাদের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও কাটাফাটা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটী, উরু ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত বেদনা; হাঁচি, উদ্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস অগ্নির বিষমতা, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, ভ্রম, অত্যন্ত যাতনা ও শব্দের সহিত পিচ্ছিল, ফেনযুক্ত, গুট্লে, অল্প অল্প মল নির্গম; এবং ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, চক্ষুঃ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদর ও অষ্ঠীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পিত্তজ অর্শঃ,—কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণস্পর্শ বা উষ্ণবীর্য্য, অম্লপাক ও তীক্ষ্ণ

দ্রব্য ভোজন; তীক্ষ্ণবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য ঔষধাদির অতিরিক্ত সেবন; মদ্যপান, অগ্নি ও রৌদ্র সন্তাপ, ব্যায়াম, ক্রোধ, অসূয়া, উষ্ণদেশ এবং উষ্ণকাল পিত্তজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার কারণ। এই অর্শোরোগে মাংসাঙ্কুরসমূহ রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু তাহাদের অগ্রভাগ নীলবর্ণ হইয়া থাকে। তাহাদের আকৃতি শুকের জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায়; কিন্তু যবের ন্যায় মধ্যভাগ স্থূল, লম্ববান এবং অল্প পরিমিত; স্পর্শ উষ্ণ ও কোমল; আমগন্ধি অর্থাৎ আঁসটে গন্ধযুক্ত। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর হইতে তরল রক্তস্রাব হয়, জ্বালা করে এবং সময়ে সময়ে তাহারা পাকিয়া উঠে। আরও এই রোগে জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি, মোহ এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণের অপক্ক তরলমলভেদ হয়। রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ হরিৎবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ অর্শঃ,—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন; শারীরিক পরিশ্রমশূন্যতা, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় শয়ন, সুখজনক আসনে উপবেশন, পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু সেবন শীতলদেশ, শীতলকাল এবং চিন্তাশূন্যতা; এই সকল কারণে শ্লেষ্মজ অর্শঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাঙ্কুরসকল মহামূল অর্থাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত অবগাঢ়, ঘন, অল্প বেদনাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ অর্থাৎ তেলমাখানমত স্নিগ্ধ, অনম্র (টিপিলে নোয়ায় না), গুরু অর্থাৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকৃতি বংশাঙ্কুর, কাঁটালবীজ ও গোস্তনের ন্যায়। এই সমস্ত মাংসাঙ্কুর হইতে ক্লেদ রক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কঠিনতা থাকিলেও মাংসাঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। এই অর্শোরোগে বজ্মণ অর্থাৎ কুঁচকিস্থলে বন্ধনবৎ পীড়া এবং গুহ্যদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, বমন, মুখস্রাব ও গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, রতিশক্তির হীনতা, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত, কফামিশ্রিত ও বসাসদৃশ বহুল মলনির্গম; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র ও নেত্র প্রভৃতি তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ অর্শোরোগের যে সমস্ত নিদান লক্ষণাদি পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল; মিলিত ভাবে সেই সমস্ত নিদান সেবিত হইলে, দ্বিদোষজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া ঐ সমস্ত লক্ষণের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করে।

ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অর্শোরোগও ঐ সমস্ত মিলিত নিদান দ্বারা উৎপন্ন হইয়া, তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

রক্তজ অর্শঃ,—পিত্তজ অর্শোরোগের যে সমস্ত নিদান, রক্তজ অর্শঃও সেই সকল নিদান দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাঙ্কুরসমূহ বটাঙ্কুরের ন্যায় এবং কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। মলের কঠিনতা বশতঃ ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুর পেষিত হইলে, তাহা হইতে সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ নিঃসৃত হয়। ঐরূপে রক্তের অতিস্রাব জন্য রোগী ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয় জনিত রোগে পীড়িত এবং বিবর্ণ, কৃশ, উৎসাহহীন দুর্ব্বল ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া উঠে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না। এতদ্ব্যতীত পিত্তজ অর্শোরোগের লক্ষণসমূহও ইহাতে বিদ্যমান থাকে।

সহজ অর্শঃ,—পিতা বা মাতার অর্শোরোগ থাকিলে, অথবা জন্মকালে পিতামাতা কর্ত্তৃক অর্শোরোগকারক নিদান সেবিত হইলে, উৎপন্ন পুত্রের অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে; ইহাকেই সহজ অর্শঃ কহে। এই রোগে মাংসাঙ্কুর সমূহ রুক্ষাকার, কর্কশ, অরুণবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভিতরদিকে মুখবিশিষ্ট হয়। এই রোগপীড়িত রোগী কৃশ, অল্পাহারী, অল্পাগ্নি, ক্ষীণস্বর, ক্ষীণ-শুক্র, ক্রোধালু, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রজ এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও শিরোরোগে পীড়িত হয়। আরও ইহাতে উদরে গুরগুর শব্দ, অন্ত্রকূজন, হৃদয়ে উপলেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রোগি-শরীরস্থ বাতাদি দোষের আধিক্যানুসারে বাতজাদি অর্শোরোগোক্ত লক্ষণও ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রক্তজ অর্শোরোগের সহিত পিত্তজ অর্শোলক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহা পিত্তানুবন্ধ রক্তার্শঃ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। বাতানুবন্ধ রক্তার্শঃ অধিক রুক্ষহেতু হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে অরুণবর্ণ ও ফেনযুক্ত তরল রক্তস্রাব,

কটী, উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মানুবন্ধ রক্তার্শঃ গুরু ও স্নিগ্ধহেতু হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল এবং শ্বেত বা পীতবর্ণ তরল মলভেদ, ঘনরক্ত, বা তন্তুবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ রক্তস্রাব, গুহ্যদেশে পিচ্ছিলতা এবং আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অর্শোরোগ মাত্রই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু; আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক ও ভ্রাজক এই পঞ্চবিধ পিত্ত; অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক, এই পঞ্চবিধ কফ এবং প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী এই গুহ্যদেশস্থ ত্রিবিধ বলি; এই সমস্ত যুগপৎ কুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়; এজন্য স্বভাবতঃই এই রোগ দুঃসাধ্য এবং অতি কষ্টদায়ক, বহুরোগজনক, ও সর্ব্ব দেহের পীড়াজনক।

তবে যে সমস্ত অর্শঃ বাহ্যবলিতে অর্থাৎ সম্বরণীবলিতে জাত, এক দোষ হইতে উৎপন্ন, এবং এক বৎসরের অনধিক কালজাত; সেই সকল অর্শঃ সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

তদ্ভিন্ন যে সমস্ত অর্শঃ মধ্যবলি অর্থাৎ বিসর্জ্জনীবলিতে উৎপন্ন, দুই দোষজাত এবং এক বৎসরের অধিককাল অবস্থিত; তাহারা কষ্টসাধ্য। আর যে সকল অর্শঃ সহজ, অথবা ত্রিদোষজাত এবং অভ্যন্তরবলি অর্থাৎ প্রবাহণীবলিতে উৎপন্ন; সেই সমস্ত অর্শঃ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

যে অর্শোরোগীর হস্তে, পদে, মুখে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে এক সময়ে শোথ হয় এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে শূল হয়; অথবা যে অর্শোরোগে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল, মূর্চ্ছা, বমি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা এবং গুহ্যপাক প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কেবলমাত্র তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অত্যন্ত রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার; এই কয়েকটি উপদ্রব উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

লিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহার আকার কেঁচোর মুখের ন্যায় এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল। গুহ্যদেশজাত অর্শোরোগের ন্যায় ইহারও বাতাদি দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

"অাঁচিল" নামে অভিহিত যে একরূপ পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও অর্শোজাতীয়। তাহার সংস্কৃত নাম চর্ম্মকীল। ব্যানবায়ু কফকে আশ্রয় করিয়া, ত্বকের উপরে ঐ রোগ উৎপাদন করে। ঐ রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা হয় এবং তাহা কর্কশস্পর্শ হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, কৃষ্ণবর্ণ এবং শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে স্নিগ্ধ, গ্রন্থিল (গাঁট্ গাঁট্) ও ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট হয়।

চিকিৎসা,—যে সকল কার্য্য দ্বারা বায়ু অনুলোম হয় এবং অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগশান্তির জন্য প্রথমতঃ সেই সকল উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিস্তুষ (খোসাতোলা) কৃষ্ণ তিল ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা ও মাখন ১ তোলা একত্র ভক্ষণ করিলে বায়ু অনুলোমগ হইয়া অর্শোরোগের উপশম করিয়া থাকে। কেবলমাত্র নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ৪।৫ তোলা খাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলেও ঐ রূপ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে তরল মলভেদ হইলে বাতাতিসারের ন্যায় এবং মল বদ্ধ হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। মল বদ্ধ থাকিলে, সমপরিমিত যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ একত্র ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে। একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া, গুহ্যমধ্যে প্রত্যহ প্রবেশ করাইলে মলরোধের শান্তি হয়। চিতামূলের ছাল বাটিয়া একটি কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিবে; প্রলেপ শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি পাতিয়া ঐ দধি বা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শোরোগের শান্তি হয়। কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ ও দন্তীমূল চূর্ণের সহিত হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও অর্শঃ প্রশমিত হয়। কৃষ্ণতিল ১ তোলা ভেলার মুটী চূর্ণ ২ রতি একত্র সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া অর্শোরোগের উপশম হয়। হরীতকী, খোষাশূন্য কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু; ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগ কলশাছালের রসসহ সেবন করিতে দিবে। ১ দিন বা ২ দিন গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলে অর্শোরোগের উপকার হয়। বন্য ওল অভাবে গ্রাম্য ওলের উপর মাটীর লেপ দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই দগ্ধ ওল, তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। সৈন্ধব, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জবীজ

ও ঘোঁড়ানিমের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵৹ বা।৹ চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ৬ গুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে; সেই ক্ষার জলে কতকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেই বার্ত্তাকু তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবে, তাহার পর কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিতে হইবে। এইরূপ সাত দিন প্রয়োগ করিলে অতিপ্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ অর্শঃও নিবারিত হয়।

অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে হঠাৎ তাহা বন্ধ করা উচিত নহে; কারণ দুষ্টরক্ত রুদ্ধ হইয়া থাকিলে মলদ্বারে বেদনা, আনাহ ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে কোনও স্থলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্য রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলে সদ্যঃই তাহা রুদ্ধ করা আবশ্যক। খোষাশূন্য কৃষ্ণতিল ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা একত্র পেষণ করিয়া একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যো রক্তস্রাব বন্ধ হয়। কচি পদ্মপত্র বাঁটিয়া চিনির সহিত সেবন করিবে। প্রাতঃকালে কেবল ছাগদুগ্ধ পান করিবে। পদ্মকেশর, মধু, টাট্‌কা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করিবে। আমরুলশাক, নাগকেশর ও নীলশুঁদি এই তিন দ্রব্যের সহিত; অথবা বেড়েলা ও শালপাণি, এই দুই দ্রব্যের সহিত খইএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাখন ও খোষাশূন্য কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ২ তোলা, অথবা মাখন ১ তোলা নাগকেশর বা পদ্মকেশর-চূর্ণ চারি আনা ও চিনি চারি আনা একত্র; কিম্বা দধির সর মিশ্রিত ঘোল সেবন করিবে। পিষ্ট কৃষ্ণ তিল ১ তোলা, চিনি ॥৹ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ৴৹ এক ছটাক একত্র পান করিবে। বরাহক্রান্তা, নীলশুঁদি, মোচরস, লোধ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিবে, কচি দাড়িমের পত্রের, গাঁদাফুলের পত্রের কিম্বা কুকশিমার পত্রের রস ১ তোলা ও চিনি ॥৹ অর্দ্ধ তোলা একত্র সেবন করিবে, ইহার প্রত্যেকটিই রক্তরোধক। কুড়চি ছালের অথবা বেলশুঁটের কাথে শুঁট চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কুড়চির ছাল অর্দ্ধতোলা বাঁটিয়া ঘোলের সহিত; অথবা শতমূলীর রস ২ তোলা ছাগ-

দুগ্ধের সহিত পান করিবে। এই সমস্ত যোগের প্রত্যেকটিই রক্তার্শঃ-নিবারক। রক্তপিত্ত রোগোক্ত যোগ ও ঔষধ সমূহও বিবেচনা পূর্ব্বক রক্তার্শোরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত যোগ ব্যতীত চন্দনাদি পাচন এবং মরিচাদি চূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ, কর্পূরাদ্যচূর্ণ, বিজয়চূর্ণ, করঞ্জাদিচূর্ণ, ভল্লাতামৃতযোগ, দশমূলগুড়, নাগরাদ্যমোদক, স্বল্পশূরণমোদক, বৃহচ্ছূরণ মোদক, কুটজলেহ, প্রাণদাগুড়িকা চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, রসগুড়িকা, জাতীফলাদি বটী, পঞ্চানন বটী, নিত্যোদিত রস, দন্ত্যরিষ্ট, অভয়ারিষ্ট, চব্যাদি ঘৃত ও কুটজাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যাবতীয় অর্শোরোগেই প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্যজনক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দৃশ্যমান মাংসাঙ্কুর অর্থাৎ যে সমস্ত মাংসাঙ্কুর গুহ্যদ্বারের বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনসাসিজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দুমাত্র লাগাইয়া দিবে। ঘোষাফলের চূর্ণ মাংসাঙ্কুরের উপরে ঘর্ষণ করিবে। আকন্দের আঠা, মনসাসিজের আঠা, তিতলাউএর পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল সমভাগে ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া মাংসাঙ্কুরের উপর প্রলেপ দিবে। একটি বর্ত্তী পিলুতৈলে ভিজাইয়া গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবে, ইহাতে মাংসাঙ্কুর পতিত হইয়া যায় এবং তজ্জনিত বেদনারও অনুভব হয় না। পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে; পাকে ঘন হইলে তাহা দ্বারা বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, সেই বর্ত্তী গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খৈ, ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঐ সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বীজ সংযুক্ত তিতলাউ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড় মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মনসাসীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রা ও ঘোষালতাচূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কার্পাস-সূত্রে হরিদ্রা চূর্ণ সংযুক্ত সিজের আঠা বারম্বার মাখাইয়া, সেই সূত্রদ্বারা মাংসাঙ্কুর বাঁধিয়া রাখিবে। এই সমস্ত উপায়ে মাংসাঙ্কুর সকল পতিত

হইয়া অর্শোরোগ নিবারিত হয়। কাসীসতৈল ও বৃহৎকাসীসতৈল মাংসাঙ্কুর নিবারণের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, ছোলা বা কুলথ কলাইয়ের দাইল; পটোল, ডুমুর, মানকচু, ওল, কচিমুলা, কাঁচাপেঁপে, মোচা, ঠঁটেকলা, কাঁকরোল, পককুষ্মাণ্ড ও শজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী; দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ঘৃতপক্ক যে কোন দ্রব্য, মিছরি, কিস্‌মিস্‌, আঙ্গুর, পাকাবেল, পাকাপেঁপে, ঘোল ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করা উচিত। স্রোতস্বিনী নদীরজলে বা প্রশস্ত সরোবরজলে সহ্যমত স্নান ও বিশুদ্ধবায়ুসেবন প্রভৃতি কার্য্য হিতকর।

ইহা ব্যতীত যে সকল আহারবিহারাদি দ্বারা বায়ু অনুলোম থাকে, সেই সমস্ত আহারবিহারাদি অর্শোরোগে সর্ব্বথা প্রতিপালন করিবে। অর্শোরোগে অধিক রক্তস্রাব থাকিলে রক্তপিত্তরোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা উচিত।

ভাজা পোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, মাষকলায়, শিম, লাউ, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; রৌদ্র বা অগ্নির সন্তাপ, পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, মৈথুন, অশ্বাদিযানে গমন, কঠিন আসনে উপবেশন এবং যে সমস্ত কার্য্যদ্বারা বায়ু কুপিত হয়, তাহার অনুশীলন অর্শোরোগে অনিষ্টকারক।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ।

অধিক জলপান, অপরিমিত আহার, সর্ব্বদা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা, ভালরূপে চর্ব্বণের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের দোষ, ক্রিমিরোগ, অধিক শীতল বা অগ্নি রৌদ্র প্রভৃতির আতপ সেবন অধিক জলক্রীড়া ও অধিক তাম্বুল অর্থাৎ পান ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে অগ্নিমান্দ্যরোগ উৎপন্ন হয়। এই

[illegible]কারণেই এবং বিষমভোজন অর্থাৎ কোনদিন অল্প, কোনদিন অধিক, কোনদিন বা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, গুরু বা পচা দ্রব্য ভোজন, অনিচ্ছায় বা ঘৃণার সহিত ভোজন ; আহার কালে ভয়, ক্রোধ, লোভ, শোক বা অন্য কোন কারণে মানসিক যন্ত্রণা এবং আহারের অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ অজীর্ণরোগ চারিপ্রকার ; আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ। কফপ্রকোপ জন্য আমাজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপ জন্য বিদগ্ধাজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ জন্য বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং ভুক্তদ্রব্যের প্রথম পরিণতি রস রক্তাদিরূপে সম্যক্ পরিণত হইতে না পাইলে রসশেষাজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

আমাজীর্ণে শরীরের ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ এবং ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদগন্ধাদিবিশিষ্ট উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অম্লোদ্গার বা ধূমনির্গমবৎ উদ্গার এবং পিত্তজন্য অন্যান্য উপদ্রব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষ্টব্ধাজীর্ণে উদরাধ্মান, শূল অর্থাৎ উদরে বেদনা, মল ও অধোবায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গবেদনা এবং বায়ুজন্য অন্যান্য যাতনাও দেখিতে পাওয়া যায়। রসশেষাজীর্ণে অন্নভোজনে অনিচ্ছা, হৃদয়ের অশুদ্ধি ও শরীরের গুরুত্ব অনুভব হইয়া থাকে।

সকল প্রকার অজীর্ণেই গ্লানি, শরীরে ও উদরে ভারবোধ, উদরে বেদনা ও বায়ুসঞ্চয়, কখন মলরোধ, কখন বা অজীর্ণ মলভেদ এবং আহারান্তে বমন ; এই কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অজীর্ণরোগ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখস্রাব, অবসন্নতা ও ভ্রম ; এই সকল উপদ্রব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—সুপথ্য ভোজনই অগ্নিমান্দ্য রোগের সাধারণ চিকিৎসা। সমপরিমিত হরীতকী ও শুঁট চূর্ণ গুড় বা সৈন্ধব লবণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁটচূর্ণ সমভাব অথবা কেবল শুঁটচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যের শান্তি হয় এবং তাহাদ্বারা জিহ্বা ও কণ্ঠ

পরিষ্কার হয়। এতদ্ব্যতীত বড়বানল চূর্ণ, সৈন্ধবাদিচূর্ণ, সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ, বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্করলবণ, অগ্নিমুখ লবণ, বড়বানলরস, হুতাশনরস, বৃহৎ হুতাশনরস ও অগ্নিতুণ্ডীবটী প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। অজীর্ণ রোগোক্ত অন্যান্য ঔষধসমূহও অগ্নিমান্দ্য শান্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদকর্ম্ম ও রসশেষাজীর্ণে আহারের পূর্ব্বে দিবানিদ্রা; এই কয়েকটি অজীর্ণ রোগের সাধারণ চিকিৎসা।

আমাজীর্ণে বচ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা /১ সের উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। পিপুল, সৈন্ধব ও বচ, সমভাগে এই তিনটি দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া পান করাইবে। ধনে ১ তোলা ও শুঁট ১ তোলা একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে; ইহাদ্বারা উদরের বেদনা আশু প্রশমিত হয়। গুড়ের সহিত শুঁট, পিপুল, হরীতকী অথবা দাড়িম ইহার মধ্যে যে কোন একটি দ্রব্যের চূর্ণ সেবন করিলে আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগের শান্তি হয়। প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হইলে, হরিতকী, শুঁট ও সৈন্ধব প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগচূর্ণ শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া যথাসময়ে আহারাদি করিবে; তাহাতে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতলজল পান করিতে দিবে, তাহাদ্বারা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব গুণ জন্য পিত্ত প্রশমিত হইয়া অধোমার্গে নীত হয়। ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য হৃদয়, কোষ্ঠ ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকী ও কিস্‌মিস্ একত্রে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। হরীতকী ১ তোলা ও পিপুল ১ তোলা একত্র ৩২ তোলা কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া, ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত এক আনা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ধূমনির্গমবৎ উদ্গার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্যঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জলপান করান উচিত। রসশেষা-

জীর্ণে উপবাস, দিবানিদ্রা ও প্রবলবায়ুশূন্য স্থানে উপবেশনাদি সাধারণ চিকিৎসা। হিং, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ জলসহ বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে, এবং সেই প্রলেপ লইয়া ভোজনের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চল লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া দোষানুসারে দধির মাত বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উদরাধ্মান, বাতগুল্ম এবং শূল রোগেরও আশু উপশম হইয়া থাকে। শুঁট, পিপুল, মরিচ, দন্তীবীজ, কেউটীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা, শোথ এবং পাণ্ডুরোগেরও উপকার হইতে দেখা যায়। উদরাধ্মান নিবৃত্তির জন্য গোলমরিচ-ভিজা-জল অথবা গোল মরিচ বাঁটিয়া দ্রব করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যাবতীয় অজীর্ণেই, অগ্নিমান্দ্যনাশক ঔষধসমূহ এবং লবঙ্গাদ্য মোদক, সুকুমারমোদক, ত্রিবৃতাদি মোদক, মুস্তকারিষ্ট, ক্ষুধাসাগর রস, টঙ্কনাদি বটী, শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, ভাস্কর রস, চিন্তামণি রস ও অগ্নিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। গ্রহণীরোগোক্ত কয়েক প্রকার ঔষধও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—অজীর্ণের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে বার্লি, এরারুট, যবমণ্ড, পানিফলের পালো প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করিবে। ক্রমশঃ অজীর্ণের উপশম ও অগ্নিবলের বৃদ্ধি হইয়া আসিলে, দিবাভাগে অতি পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, মসুর দাইলের যূষ, মাগুর, শিঙ্গি, কই, ও মউরোলা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল; পটোল, বেগুন, ঠোটেকলা ও গন্ধ ভাদুলে প্রভৃতি তরকারী, ঘোল ও পাতি বা কাগজিলেবু আহার করিবে। রাত্রিকালে বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন কর্ত্তব্য। অধিক ক্ষুধা হইলে এবং দুইবার অন্ন পরিপাক করিবার উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, রাত্রিকালেও ঐরূপ অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা বেল পোড়া, বেলের মোরব্বা, দাড়িম ও মিছরি প্রভৃতি দ্রব্য উপকারজনক। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোজনের ২।৩ ঘণ্টা পরে জলপান করা উচিত।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করা এই রোগে সুপথ্য ; চলিত কথায় এইরূপ জল পানকে "নিশাপান" বা "উষাপান" বলে।

ঘৃতপক্ক দ্রব্য, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, ভাজা পোড়া দ্রব্য, অধিক জল বা অন্য কোন তরলবস্তু পান, যব, গোধূম, মাষকলায়, শাক, ইক্ষু, গুড়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ছানা, ক্ষীর, নারিকেল, দ্রাক্ষা, সারক দ্রব্যমাত্র, অধিক লবণ ও লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং তৈলমর্দ্দন, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও স্নান ; এই রোগে বিশেষ অনিষ্টজনক। বস্তুতঃ যে সকল দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, অথবা যে সকল কার্য্যদ্বারা পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, সে সমুদায় সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

বিসূচিকা।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিসূচিকা অজীর্ণরোগেরই অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার সংক্রামকতা শক্তি এত অধিক যে প্রথমে একটি মাত্র ব্যক্তির অজীর্ণবশতঃ বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সেই দেশের অধিকাংশ লোককেই আক্রমণ করে। রোগটিও অতি ভয়ঙ্কর এবং আশু প্রাণনাশক। এই সকল কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণনা করাই উচিত বিবেচনায় পৃথক্ ভাবে লিখিত হইতেছে। চলিত কথায় এই রোগের নাম 'ওলাউঠা।' ইহার ইংরেজী নাম "কলেরা" ও এক্ষণে সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে। অতিবৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা কিম্বা স্থিরতা, অতিশয় উষ্ণবায়ু, অপরিষ্কৃত জলবায়ু, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, ভয়, শোক বা দুঃখ প্রভৃতি মানসিক যন্ত্রণা, অধিক জনতাপূর্ণ স্থানে বাস, রাত্রিজাগরণ এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতিকে এই রোগের নিদান বলা যাইতে পারে। উদরাময় না হইয়াও যে সকল ব্যক্তির বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রথমতঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা, অঙ্গের কম্পন, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, উদরের ঊর্দ্ধভাগে বেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দশ্রবণ, শিরঃপীড়া ও শিরঘূর্ণন প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইতে দেখাযায়।

ইহার সাধারণ লক্ষণ যুগপৎ ভেদ বমন। প্রথমে ২।১বার উদরাময়ের ন্যায় মলভেদ ও ভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া, পরে জলবৎ ও যব বা চাউলের কাথের-

ন্যায় অথবা পচা কুমড়ার জলের ন্যায় ভেদ এবং জল বমন হইতে থাকে। কখন কখন রক্তবর্ণ ভেদ হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। উদরে বেদনা থাকে, মলের গন্ধ পচা মৎস্যের ন্যায় হয় এবং মূত্র রোধ হইয়া যায়। ক্রমশঃ চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, নাসিকা উচ্চ, হস্ত পদ শীতল ও সঙ্কুচিত, হস্ত পদে 'খিল' ধরা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুপসিয়া যাওয়া, শরীর রক্তশূন্য ও ঘর্ম্মযুক্ত ; নাড়ীক্ষীণ, শীতল অথচ বেগযুক্ত এবং ক্রমে ক্রমে লুপ্ত, হিক্কা ; অত্যন্ত পিপাসা, মোহ, ভ্রম, প্রলাপ, জ্বর, অন্তর্দাহ, স্বরভঙ্গ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দ শ্রবণ, চক্ষুর্দ্বারা নানা প্রকার মিথ্যারূপ দর্শন, জিহ্বার শীতলতা, নিঃশ্বাসের শীতলতা এবং দন্ত বাহির হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এইরোগে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, ভেদ বমনের অল্পতা, উদরের বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও শিরাসঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অধিক পরিমাণে ভেদ, জ্বর, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ এবং কফের আধিক্য থাকিলে, অধিক পরিমাণে বমন, আলস্য, শরীরে ভারবোধ, শীতজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় শারীরিক সন্তাপ অতিশয় কম হইয়া যায়। তাপমান-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে ৯৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বা মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কপাল, গণ্ডস্থল ও বক্ষোদেশে সন্তাপ অধিক হইয়া থাকে। কথিত লক্ষণসমূহ মধ্যে মূর্চ্ছা, গাত্রদাহ, নিদ্রানাশ, শারীরিক বিবর্ণতা, উদর, মস্তক ও হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, ভ্রান্তি, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আর যদি ক্রমশঃ ভেদ বমির অল্পতা, পিত্ত মিশ্রিত মলভেদ, শারীরিক সন্তাপবৃদ্ধি, উদরের বেদনা নাশ, নিয়মিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তৃষ্ণার অল্পতা, নিদ্রা, স্বাভাবিক বর্ণ প্রকাশ ও মূত্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা হইলে অনেকটা আরোগ্যের আশা হইতে পারে। এইরোগ প্রায় প্রাতঃকালে বা রাত্রিকালে আক্রমণ করে। তবে কোন কোন স্থলে অন্য সময়েও ইহার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভোগকালের কোন নিশ্চয়তা

নাই। কাহারও ২।৪ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু হয়, অনেককে আবার ২।৪ দিনও কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়।

চিকিৎসা,—এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্রই চিকিৎসা করা আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই বলবান্ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; তাহাদ্বারা আপাততঃ ভেদ নিবারিত হইলেও বমন বৃদ্ধি ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন হইতে পারে। আরও কিয়ৎক্ষণের জন্য ভেদ নিবারিত হইয়া, পরে আবার অধিক পরিমাণে ভেদ হইবার আশঙ্কা থাকে। এই জন্য প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় বারম্বার প্রয়োগ করা উচিত। অজীর্ণ জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমে পরিপাচক ও অল্পধারক ঔষধ প্রয়োগ করাই সদ্ব্যবস্থা। অজীর্ণ জন্য বিসূচিকায় নৃপবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অপর বিসূচিকা রোগে প্রথমতঃ দারুচিনি ৸০ বার আনা, জাফ্রাণ (কুঙ্কুম) ৸০ বার আনা, লবঙ্গ ।৵০ ছয় আনা ও ছোট এলাচের দানা ।০ চারি আনা পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২৫ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে; সমুদায় মিশ্রিত হইয়া যত ওজন হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ চা খড়ী চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, রোগ ও রোগীর বলানুসারে ১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইবে। ২০ কুড়ি বৎসরের যুবক হইতে ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ রোগীকে ঐ ১০ রতি চূর্ণের সহিত অৰ্দ্ধরতি অহিফেন মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহার কম বয়স্ক রোগীকে অহিফেন না দিয়া কেবল ঐ চূর্ণই সেবন করাইবে। রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ঔষধের মাত্রা অৰ্দ্ধ, সিকি প্রভৃতি কম পরিমাণে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথবা অহিফেন অৰ্দ্ধ রতি মরিচ চূর্ণ সিকি রতি, হিং সিকি রতি ও কর্পূর ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া এক এক মাত্রা প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইয়া গেলে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত সমুদায় দিনমানে ৩ মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। অহিফেন প্রভৃতি ৪টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ২রতি পরিমাণ বটিকা করিয়াও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অথবা আমাদের "কর্পূরারিষ্ট" ১০।১২ বিন্দু মাত্রায় কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি অৰ্দ্ধঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইবে। অহিফেনাসবও এই রোগের প্রশস্ত ঔষধ, ৫ হইতে

১০ বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা করিয়া শীতল জলসহ প্রয়োগ করিবে। মুক্তাদ্যবটী, কর্পূর রস, গ্রহণী-কপাট রস এবং প্রবল-অতিসারনাশক অতিসার ও গ্রহণী রোগোক্ত অন্যান্য কতিপয় ঔষধ এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে অল্প পরিমাণে মৃতসঞ্জীবনী সুরা জলমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু বমনবেগ বা হিক্কা থাকিলে সুরা না দিয়া সীধু অর্থাৎ সির্কা জলমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে, তাহাদ্বারা হিক্কা, বমি, পিপাসা ও উদরাধ্মান নিবারিত হয়। এক ছটাক ইন্দ্রযব একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া একতোলা পরিমাণে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরে পান করাইবে, তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অপাঙ্গের মূল জলসহ বাঁটিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা রোগের শান্তি হয়। উচ্ছে করেলার পাতার কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয় এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বেলশুঁট ও শুঁট এই দুই দ্রব্যের কাথ; অথবা বেলশুঁট, শুঁট ও কট্‌ফল এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবনেও বিসূচিকার শান্তি হইয়া থাকে।

এক অঞ্জলি খই ও ১ তোলা চিনি একত্র দেড় পোয়া জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত বেণামূল ১ তোলা, ছোট এলাচ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মৌরি অর্দ্ধতোলা বাঁটিয়া ও শ্বেত চন্দন ১তোলা ঘষিয়া মিশ্রিত করিবে। এই জল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তরে পান করাইলে বমন নিবারিত হয়। সর্ষপ বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হয়। বমন রোগের অন্যান্য ঔষধও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যায়। মূত্রনিঃসারণ জন্য পাথরকুচি, হিমসাগর বা লোহাচূর নামক পাতার রস ১ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। অথবা গোক্ষুরবীজ, শশাবীজ, কাঁকুড়বীজ ও দুরালভা; ইহাদের কাথের সহিত ৵০ দুই আনা সোরা-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। কিম্বা কুশ, কাশ, শর, কেশে ও কৃষ্ণ ইক্ষু এই তৃণ পঞ্চ মূলের কাথ সেবন করাইবে। অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ছোলা সিদ্ধ জল ৩।৪ বার সেবন করাইলে, অথবা কুলথের পাতার রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইলে মূত্র নিঃসারিত হয়। পাথরকুচির

পাতা ও সোরা একত্র বাঁটিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। হস্ত পদে খিলধরা নিবারণ জন্ত টার্‌পিন তৈল ও সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। কেবল শুঁটচূর্ণ মর্দ্দনেও উপকার পাওয়া যায়। কুড় ও সৈন্ধব লবণ একত্র কাঁজি ও তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করাইবে। দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলেও খিলধরা নিবারিত হয়। হিক্কা নিবারণ জন্য সন্নিপাত-জ্বরোক্ত হিক্কানাশক যোগ সমূহ ব্যবস্থা করিবে। অথবা কদলীমূলের রসের নস্য লইবে। রাইসরিষা বাঁটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। উদরের বেদনা শান্তির জন্ত যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র ঘোলের সহিত বাটিয়া অল্প গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। অথবা টার্পিন তৈল উদরে মাখাইয়া স্বেদ দিবে। গরম জলে কোনও পশমী বস্ত্র ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া তাহাদ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার পাওয়া যায়। পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরমিশ্রিত জল অথবা বরফ জল পান করিতে দিবে। কাবাবচিনি চূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধুচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও কজ্জলী ।০ চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসার শান্তি হয়। লবঙ্গ, জায়ফল বা মুথার কাথ সেবন করিলেও পিপাসা এবং বমনবেগের শান্তি হয়। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে; অথবা প্রবালভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল নিবারণজন্ত মস্তকে শীতল জলের পটি বসাইবে। সংজ্ঞানাশ হইলে হাতে পায়ে তাপ দিতে হইবে।

জীবনের আশা হ্রাস হইয়া গেলে এবং সন্নিপাত বিকারের ন্যায় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করা উচিত। ডাবের জলের সহিত ২।৩ টি করিয়া অবস্থা বিশেষে ২।৩ বার পর্য্যন্ত সেবন করান যায়। তাহাতেও কোন উপকার না হইলে পুনর্ব্বার সেবন করান বৃথা। অন্তিম কালের হিমাঙ্গ অবস্থায় "আমাদের কস্তুরীকররসায়ন" প্রয়োগ করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগের চিকিৎসাবিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক; যেহেতু ইহা হইতে কোন্ মুহূর্ত্তে কি অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা অনুমান দ্বারা জানিবার উপায়

নাই। রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। কর্পূর, ধূনা ও গন্ধকের ধূপ গৃহে প্রদান করিবে। মলাদি অতিদূরে নিক্ষেপ করিবে।

পথ্যাপথ্য,—পীড়ার প্রবলাবস্থায় উপবাস ব্যতীত আর কিছুই পথ্য নহে। পীড়ার হ্রাস হইয়া রোগীর ক্ষুধা বোধ হইলে, পানিফলের পালো, এরারুট বা সাগু জল সহ প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেওয়া যায়। অতিসারোক্ত কতিপয় যবাগূও এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" এই সময়ের উপযুক্ত পথ্য। এই সকল খাদ্যের সহিত পাতি বা কাগজী লেবুর রস এ অবস্থায় উপকারী। পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া, অধিক ক্ষুধা হইলে পুরাতন চাউলের অন্নমণ্ড; কৈ, মাগুর, মউরোলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, বা কোমল মাংসের রস (ব্রথ্) সহ খাইতে দিবে। তৎপরে অন্ন-পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মসূর দাইলের যূষ, পূর্ব্বোক্ত মৎস্য ও মাংসরস এবং ঠটেকলা, ডুমুর, কচি পটোল, গন্ধ-ভাদুলে প্রভৃতি তরকারী অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। মিছরি ও বাতাসা ভিন্ন অন্য মিষ্টদ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। শারীরিক বলবৃদ্ধি হওয়ার পর ৩।৪ দিন অন্তর গরম জলে স্নান করিবে।

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য, ঘৃত বা ঘৃত-পক্ক দ্রব্য, ভাজাপোড়া দ্রব্য প্রভৃতি ভোজন এবং স্নান, মৈথুন, অগ্নি ও রৌদ্র সন্তাপ, ব্যায়াম বা অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্য কদাচ করিবে না। পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে, সাধারণতঃ অজীর্ণই এই রোগের মূল কারণ, অতএব যে সকল কারণে অজীর্ণের আশঙ্কা, সর্ব্বথা তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। দেশে বা গ্রামে অথবা নিজ পরিবারের মধ্যে কাহারও এই রোগ উপস্থিত হইলে, কোনরূপ ভয় করা উচিত নহে, কারণ ভয় হইতে অজীর্ণ এবং অজীর্ণ হইতে এইরোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অলসক ও বিলম্বিকা।

এই দুই প্রকার রোগও অজীর্ণরোগের ভেদ মাত্র। যে সকল ব্যক্তি দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি বহুশ্লেষ্মযুক্ত, মল-মূত্র-বাতের বেগবিধারক এবং যাঁহারা গুরু, কঠিন, বহুপরিমিত, রুক্ষ, শীতল ও শুষ্ক ভোজ্যদ্রব্য আহার করেন, তাঁহাদিগেরই কুপিতবায়ু শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া এই দুই প্রকার রোগ উৎপাদন করে। অলসক রোগে অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাধ্মান হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, মূর্চ্ছা যায়; এবং অজীর্ণবশতঃ তাহার কুক্ষি-দেশস্থ বায়ুর অধোগতি রুদ্ধ হওয়ায়, ঐ বায়ু হৃদয় ও কণ্ঠ প্রভৃতি উর্দ্ধভাগেই উত্থিত হইতে থাকে; সুতরাং হিক্কা ও উদ্গার এই রোগে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ভেদ বমন ব্যতীত বিসূচিকা রোগেরও অন্যান্য লক্ষণ এই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্তদ্রব্য অধঃ বা উর্দ্ধভাগে গমন করিতে না পারিয়া, অপক্কাবস্থাতেই আমাশয়ে অলসভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া এই রোগের নাম অলসক হইয়াছে। বিলম্বিকা রোগের পৃথক্ লক্ষণ কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই। ঐ সমস্ত লক্ষণই অতিমাত্র প্রকাশিত হইলে তাহাকে বিলম্বিকা কহে। অলসক অপেক্ষা বিলম্বিকা রোগ অধিক কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা,—অলসক ও বিলম্বিকা এই উভয় রোগের চিকিৎসা একই প্রকার। উভয় রোগেই প্রথমতঃ লবণমিশ্রিত উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, শুলফা, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া আকণ্ঠ পান করাইবে। তাহাতে বমন হইয়া অলসক ও বিলম্বিকা রোগের শান্তি হয়। উদরাধ্মান ও উদরের বেদনা শান্তির জন্য দেবদারু, শ্বেতযব, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ, একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোলের সহিত উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। উত্তপ্ত কাঁজি বোতলে পুরিয়া অথবা তাহাদ্বারা কোন পশমী বস্ত্র ভিজাইয়া নিঙ্ড়াইয়া, তাহার স্বেদ দিলেও উদরাধ্মান এবং উদরবেদনার

শান্তি হয়। হিক্কা নিবারণ জন্য কদলীমূলের রসের নস্য দিবে; অথবা রাই-সর্ষপ বাঁটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। উদ্গার নিবারণ জন্য বজ্রক্ষার প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্নিবর্দ্ধক অথচ অজীর্ণ-নাশক সমুদায় ঔষধই এই উভয় রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—এই উভয় রোগেরই প্রথমাবস্থায় উপবাস ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে ক্ষুধা ও অগ্নিবলানুসারে ক্রমশঃ লঘুপথ্য ভোজন করিতে দিবে। অন্যান্য সমুদায় নিয়মই বিসূচিকা রোগের ন্যায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ক্রিমিরোগ।

ক্রিমি দুই প্রকার, আভ্যন্তরদোষজাত এবং বহির্ম্মলজাত। আভ্যন্তর ক্রিমি তিন ভাগে বিভক্ত; পুরীষজ, কফজ ও রক্তজ। অজীর্ণসত্বে ভোজন, সর্ব্বদা মধুর ও অম্লরস ভোজন, অতিমাত্র তরল দ্রব্য পান, অপরিষ্কৃত জল পান, গুড়, পিষ্টক, মাংস, শাক, মাষকলাই ও দধি প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্যের অতিমাত্র ভোজন, ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়ামশূন্যতা ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিমি উৎপন্ন হইলে জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসন্নতা, ভ্রম, আহারে বিদ্বেষ, বমনবেগ, বমি, মুখ হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, নাসিকাকণ্ডু (নাক চুলকান), নিদ্রিতাবস্থায় দন্তশব্দ (দাঁত কড়মড়ি) ও হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পুরীষজ ক্রিমি পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা প্রায়ই অধোদিকে বিচরণ করে, কিন্তু কদাচিৎ আমাশয়ের দিকেও উত্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ঊর্দ্ধদিকে বিচরণ করিলে রোগীর নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হয়। পুরীষজ ক্রিমি নানা প্রকার হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম, স্থূল, দীর্ঘ, গোলাকার এবং শ্যাব, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি ইহাদের নানা প্রকার আকৃতিগত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম, কতকগুলি কেঁচোর ন্যায়

দীর্ঘ ও স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি বা চর্ম্মলতার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ; এইরূপে নানা প্রকার পুরীষজ ক্রিমি হইয়া থাকে। তুম্বীবীজের মত আর এক প্রকার ক্রিমি আছে, তাহারা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে মাংস ভোজন অথবা অল্পসিদ্ধ মাংস ভোজন এবং অধিক পরিমাণে শূকরমাংস ভোজন করিলে প্রায়ই এইরূপ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বাহির করিতে হইলে সূত্রের ন্যায় টানিয়া বাহির করিতে হয়। এই সমস্ত ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে, মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা ; শারীরিক কৃশতা, কর্কশতা ও পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য এবং গুহ্যদেশে কণ্ডু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজ ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া, উদরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। ইহাদের আকৃতিও পুরীষজ ক্রিমির ন্যায় নানা প্রকার। বর্ণও ঐরূপ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। কফজ ক্রিমি জন্মিলে, বমনবেগ, মুখ হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, মলমূত্ররোধ, কৃশতা, হাঁচি ও পীনস প্রভৃতি লক্ষণ অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহিনী শিরাসমূহে অবস্থিত থাকে। ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণে ভোজন, ও শাকাদি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে এই রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্রিমি অতিশয় সূক্ষ্ম, পদশূন্য, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ হয়। দদ্রু, কুষ্ঠ ও পাঁচড়া প্রভৃতি পীড়া এই ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যমলজাত ক্রিমিসমূহ গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অপরিচ্ছন্নতাকেই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। ইহাদের আকৃতি ও পরিমাণ তিলের ন্যায়। বাহ্যক্রিমি যূক ও লিখ্য ভেদে দুই প্রকার। যূক অর্থাৎ উকুন নামক ক্রিমি বহুপদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং কেশবহুলস্থানে অবস্থিত থাকে। লিখ্য সকল সূক্ষ্ম, শ্বেতবর্ণ এবং ইহারা বস্ত্রেও অবস্থান করে।

চিকিৎসা,—আভ্যন্তর ক্রিমি বিনাশ জন্য ঘেঁটুপাতার, অথবা আনারসের কচি পাতারস কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বিড়ঙ্গ চূর্ণ একআনা মাত্রায় জল সহ অথবা ২ তোলা বিড়ঙ্গের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে ; বিড়ঙ্গ ক্রিমি বিনাশের জন্য অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ। খেজুর পাতার রস বাসি করিয়া

খাইলে অথবা খেজুরের মেতি খাইলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। পালিধা পত্রের রস, কেউ পত্রের রস, শালিঞ্চাশাকের রস, পলাশবীজের রস, দাড়িমমূলের ছালের ক্বাথ প্রভৃতি দ্রব্যও ক্রিমিবিনাশক। খোরসানী যমানী সৈন্ধবলবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্রিমি রোগ, অজীর্ণ ও আমবাত প্রশমিত হয়। তিতলাউ বীজের চূর্ণ ঘোল বা ডাবের জলের সহিত অথবা কমলাগুড়ি।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। সোমরাজী বীজ অর্দ্ধতোলা একছটাক জল সহ ৫।৬ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া সেই জল পান করিবে। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলাগুঁড়ি ও হরীতকী ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে। অর্দ্ধজলবিশিষ্ট ঘোলে বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনাবীজ এবং মরিচের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সর্জ্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এই সমস্ত যোগ ক্রিমিবিনাশের উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতীত পারসীয়াদি চূর্ণ মুস্তাদিকষায়, ক্রিমিমুদ্গর রস, ক্রিমিঘ্নরস, বিড়ঙ্গলৌহ, ক্রিমিঘাতিনীবটিকা, ত্রিফল্যাদ্যঘৃত ও বিড়ঙ্গঘৃত প্রভৃতি ঔষধ যথামাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আমাদের "ক্রিমিঘাতিনী বটিকা" সেবন করিলে সকল প্রকার ক্রিমিরোগ অতি সুন্দররূপে নিবারিত হয়।

বাহ্যক্রিমি বিনাশের জন্য ধুতরাপাতা বা পানেররসের সহিত কর্পূর মাড়িয়া প্রলেপ দিবে। নালিতারবীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুন মরিয়া যায়। বিড়ঙ্গতৈল ও ধুস্তূরতৈল বাহ্যক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, মোচা, উচ্ছে, করেলা, বেতের ডগী, মানকচু, ডুমুর প্রভৃতি তরকারী, কাঁজি, ছাগদুগ্ধ; তিক্ত, কষায় ও কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ এবং পাতি বা কাগজিলেবুর রস এই পীড়ায় উপকারী। দুইবেলায় অন্ন ভোজন না করিয়া রাত্রিতে সাগু, বালি, এরারুট প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করা উচিত। যেহেতু ক্রিমিরোগে যাহাতে অজীর্ণ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, মিষ্টদ্রব্য, গুড়, মাষকলাই, দধি, অধিকম্বৃত, অধিক পরিমাণে তরল দ্রব্য ও মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং দিবানিদ্রা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ বিশেষ অনিষ্টজনক।

পাণ্ডু ও কামলা।

অতিরিক্ত ব্যায়াম বা মৈথুন, অথবা অধিক পরিমাণে অম্ল, লবণ, মদ্য, লঙ্কামরিচ ও রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করিলে বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। এইরোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ত্বক্ ফাটাফাটা, মুখদিয়া জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকাভক্ষণে ইচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা ও অপরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার। যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজাত।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ত্বক্, মূত্র, চক্ষুঃ ও নখ রুক্ষ বা অরুণবর্ণ ও কৃষ্ণ হয়। এবং শারীরিক কম্প, সূচীবেধবৎ বেদনা; আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিতহইয়া থাকে। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ মল, মূত্র ও নখ পীতবর্ণ হয় এবং ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা মল নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে ত্বক্, মূত্র, নয়ন ও মুখ শুক্লবর্ণ হয় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অত্যন্ত গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতজাদি পাণ্ডুরোগের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত ভাবে লক্ষিত হয়। এই সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ বা বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ইন্দ্রিয়-শক্তির নাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগে ভুক্তমৃত্তিকার গুণবিশেষানুসারে যে কোন একটি দোষ কুপিত হইয়া তাহাই আরম্ভকরূপে পরিণত হয়। কষায়রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা ভক্ষণে বায়ু, ক্ষারবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে পিত্ত ও মধুররসবিশিষ্ট মৃত্তিকা ভক্ষণে কফ কুপিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ মধ্যে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। ভুক্তমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, সেই মৃত্তিকার রৌক্ষ্যগুণবশতঃ রসাদি ধাতুসমূহ এবং ভুক্ত অন্নও রুক্ষ হইয়া যায়। আর ঐ ভুক্তভুক্তমৃত্তিকা অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃসমূহকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি,

দীপ্তি, বীর্য্য ও ওজঃপদার্থের বিনাশপূর্ব্বক সহসা বল, বর্ণ ও অগ্নি বিনষ্ট করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে, অক্ষিগোলক, গণ্ডস্থল, ভ্রূ, পদ, নাভি ও লিঙ্গে শোথ হয় এবং রক্ত ও কফ মিশ্রিত মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকাল অচিকিৎস্যভাবে অবস্থিত থাকিলে অসাধ্য হয়। আরও যে পাণ্ডুরোগী শোথযুক্ত হইয়া সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে, তাহার সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য। অথবা পাণ্ডুরোগীর মল বদ্ধ, অল্প, হরিৎবর্ণ বা কফযুক্ত হইলে, তাহাও অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পাণ্ডুরোগীর সর্ব্বাঙ্গ কোন শ্বেতপদার্থদ্বারা যদি আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয় এবং শারীরিক গ্লানি, বমি, মূর্চ্ছা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়; তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্তক্ষয় বশতঃ যাহার শরীর একবারে শুক্লবর্ণ হইয়া যায়, তাহার জীবনের আশা অতি কম। অথবা যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সেই ব্যক্তি দৃশ্য বস্তুসমূহ যদি পাণ্ডুবর্ণ অনুভব করে, তবে তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ্ডুরোগীর হাত, পা ও মুখ শোথযুক্ত হইয়া মধ্যভাগ ক্ষীণ হইলে, অথবা মধ্যভাগ শোথযুক্ত হইয়া হস্ত পদাদি ক্ষীণ হইলে, তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্যদেশে, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং মূর্চ্ছা, সংজ্ঞানাশ, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহারও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হওয়ার পর বাহুল্যরূপে পিত্তকর দ্রব্য সেবন করিলে পিত্ত অধিকতর কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করে, তাহাতেই কমলারোগ জন্মিয়া থাকে। যকৃৎরোগ জন্মিলেও ক্রমে এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাণ্ডুরোগে যে সমস্ত নিদান কথিত হইয়াছে, সেই সকল নিদান হইতে এবং অতিরিক্ত দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণেও কামলারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যকৃৎ হইতে পিত্ত বাহির হইয়া সমস্ত পাকস্থলীতে না গিয়া কতক অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এইরূপ ভাবে কামলারোগের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই রোগের প্রথমে কেবল চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ হয়, পরে ত্বক্, নখ, মুখ, মল, মূত্র প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই পীতবর্ণ হইয়া বর্ষাকালের ভেকের ন্যায়

পীতবর্ণ বিশিষ্ট হয়। কাহারও বা মলমূত্র রক্তবর্ণ হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এইরোগে মলের শুক্লবর্ণতা ও কঠিনতা, গাত্রে কণ্ডু (চুলকানি), বমনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ, দাহ, অপরিপাক, দুর্ব্বলতা, অরুচি ও অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই রোগের চলিত নাম "ন্যাবা"।

কামলারোগে অত্যন্ত শোথ, মূর্চ্ছা, মুখ ও চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, মল ও মূত্রের কৃষ্ণ পীত বা লোহিতবর্ণতা এবং দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য ও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

কামলারোগ বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সমূহ অধিকতর প্রকাশ করিলে, কুম্ভকামলা নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থা স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ ইহাতে অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, দোষজ গ্লানি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

পাণ্ডু বা কামলা রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ক্রমশঃ শরীরের বর্ণ হরিৎ, শ্যাব বা পীতবর্ণ হইলে এবং তাহার সহিত বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তখন তাহা হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—যে সকল কার্য্যদ্বারা যকৃতের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই এই সকল রোগের প্রধান চিকিৎসা। আমাদের "সরলভেদী বটিকা" প্রত্যহ শয়নকালে কোষ্ঠানুসারে উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় এবং পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি পীড়ারও যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, অথবা আমলকী, হরীতকী, ও বহেড়া এই তিন দ্রব্যের কাথ ও কল্ক সহ সিদ্ধ ঘৃত, কিম্বা বাতব্যাধি প্রসঙ্গে কথিত তিল্বক ঘৃত সেবন করান উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, সমস্ত ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান আবশ্যক। বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ সেবন করিবে। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৪ মাসা

৪ রত্তি চিনির সহিত ১০ মাসা ৮ রতি পরিমিত তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া, পরে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁটচূর্ণ ৪ মাসা ও লৌহ ভস্ম ১মাসা; কিম্বা গোমূত্র সহ পিপুল চূর্ণ ৪ মাসা ও শুঁটচূর্ণ ৪ মাসা; অথবা গোমূত্রের সহিতই শোধিত শিলাজতু ৩ মাসা; কিম্বা ঘৃত পিষ্ট গুগ্‌গুলু ৮ মাসা সেবন করিবে। লৌহচূর্ণ ৭ দিন গোমূত্রে ভাবনা দিয়া পরে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও কফজ পাণ্ডুরোগের বিশেষ উপকার হয়।

গুড়ের সহিত হরীতকী প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার পাণ্ডুরোগই উপশমিত হয়। লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও কুল আঁটির শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতি কঠিন পাণ্ডুরোগও প্রশমিত হয়। পাণ্ডু-রোগীর শোথ থাকিলে, মণ্ডুর অগ্নিতে ৭ বার উত্তপ্ত করিয়া প্রত্যেক বারেই গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে; পরে ঐ শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্নের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

কামলারোগে গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া ঘোলের সহিত পান করিবে। গব্যদুগ্ধ শুঁটের গুঁড়ার সহিত পান করিবে। হরিদ্রাচূর্ণ ১ তোলা ৮ তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও নিমছালের রস, মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। লৌহ চূর্ণ, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ; অথবা হরিদ্রা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া চূর্ণ সেবন করিবে। সহস্রপুটিত বা পাঁচশত পুটিত লৌহ চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ঐরূপ লৌহ চূর্ণ, হরীতকী ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘৃত, মধুর সহিত অথবা হরীতকী চূর্ণ, গুড় ও মধুর সহিত লেহন করিবে। লৌহ চূর্ণ, আমলকী, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা চূর্ণ, ঘৃত, মধু এবং চিনির সহিত সেবন করিলেও কামলা রোগের শান্তি হয়।

কুম্ভ কামলায় ও হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলা রোগেরই অনুরূপ চিকিৎসা বিধান করা আবশ্যক। বিশেষতঃ কুম্ভকামলায় বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর

দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ ৮ বার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে; পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। আর হলীমক রোগে জারিত লৌহ চূর্ণ, খদিরের কাথ ও মুথার চূর্ণের সহিত লেহন করিবে। কট্‌কী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলেও হলীমক রোগ নিবারিত হয়। ফলত্রিকাদি-কষায়, বাসাদিকষায়, নবায়সলৌহ, ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ, ধাত্রিলৌহ, অষ্টাদশাঙ্গ-লৌহ, পুনর্নবাদি মণ্ডূর, পাণ্ডূপঞ্চাননরস, এবং হরিদ্রাদ্যঘৃত, ব্যোষাদ্য-ঘৃত, পুনর্নবাতৈল অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

চক্ষুর্দ্বয়ের পীতবর্ণতা নিবারণ জন্য দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ গলঘষিয়া পাতার রস চক্ষু মধ্যে দিবে। অথবা হরিদ্রা, গিরিমাটী ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। কাঁকরোল মূলের রস, বা ঘৃতকুমারীর রস, অথবা পীত ঘোষাফল জলে ঘষিয়া তাহার নস্য লইলেও চক্ষুর্দ্বর পরিষ্কৃত হয়।

পথ্যাপথ্য,—এই সমস্ত রোগে জীর্ণজ্বর ও যকৃৎ রোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কোনরূপ উত্তেজক পানাহার কদাচ সেবন করিবে না

রক্তপিত্ত।

অগ্নি ও রৌদ্রাদির আতপসেবন, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও কটুরস যুক্ত দ্রব্য বহুলরূপে ভোজন করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকদিগের রজো-রোধ হইলেও এই পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই রোগে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এই সমস্ত ঊর্দ্ধমার্গ এবং গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ-দ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পীড়া অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত লোমকূপ দ্বারাও রক্তস্রাব হইতে পারে।

রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া অনুভব, বমন এবং নিঃশ্বাসে রক্ত বা লৌহ গন্ধের ন্যায় গন্ধ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর বাতজাদি দোষের আধিক্যানুসারে পৃথক পৃথক লক্ষণ প্রকাশ করে। রক্তপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে রক্ত শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ হয়, আর এই রক্তপিত্তে গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ-দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে রক্ত বটাদিছালের কাথের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রের ন্যায়, চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলের ন্যায় বর্ণ, অথবা সৌবীরাঞ্জনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে রক্ত ঘন, ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল হয় এবং মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এই সমস্ত ঊর্দ্ধমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। দুই দোষের বা তিন দোষের আধিক্য থাকিলে, সেই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিদোষজ রক্তপিত্তমধ্যে বাতশ্লেষ্মজন্য রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গদ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়।

এই সমস্ত রক্তপিত্তমধ্যে যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগত অর্থাৎ মুখনাসিকাদি দ্বারা নিঃসৃত হয়; অথচ তাহা যদি অল্পদিনজাত, অল্পবেগযুক্ত, উপদ্রবশূন্য এবং হেমন্ত ও শীত কালে প্রকাশিত হয়; তবে তাহা সুখসাধ্য হয়। যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত অর্থাৎ গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ পথ দ্বারা নিঃসৃত হয় এবং যাহা দুইদোষজাত, তাহা যাপ্য। আর যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়-মার্গদ্বারা নিঃসৃত হয়, অথবা তিনদোষ জাত তাহা অসাধ্য। রোগী বৃদ্ধ, মন্দাগ্নি, আহারশক্তিহীন বা অন্যান্য ব্যাধিযুক্ত হইলেও রক্তপিত্ত অসাধ্য হইয়া থাকে।

দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাক, সর্ব্বদা অধৈর্য্য, হৃদয়ে বেদনা, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সন্তাপ, ঘর্ম্মের পচাগন্ধ, আহারে বিদ্বেষ, অজীর্ণ এবং রক্তে পচাদুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসধৌত জলের ন্যায় বা কর্দ্দম, মেদঃ, পূয, যকৃৎখণ্ড, পাকাজামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ইন্দ্রধনুর মত নানা বর্ণ হওয়া; রক্তপিত্তরোগের উপসর্গ। এই সমস্ত উপসর্গ-যুক্ত রক্তপিত্তে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে রক্তপিত্তে রোগীর চক্ষুঃ

রক্তবর্ণ হয়, এবং যে রোগী আপন উদ্গারে রক্তবর্ণ দেখিতে পায় অথবা সমুদায় পদার্থ রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভব করে; কিম্বা বারম্বার অধিক পরিমাণে রক্ত বমন করে তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত।

চিকিৎসা,—এইরোগে রোগী বলবান থাকিলে সহসা রক্তস্রাব বন্দ করা উচিত নহে। কারণ ঐ দূষিত রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া থাকিলে পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল রোগী, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্য যাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাঁহাদের রক্ত রুদ্ধ করাই সৎপরামর্শ। দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িম ফুলের রস, গোবর বা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস, চিনিসহ সেবন করিলে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। বাকসের পাতার রস, যজ্ঞডুমুর ফলের রস, লাক্ষাভিজা জল ও আয়াপানার পাতার রস সেবন করিলে ঐরূপ সদ্যঃ রক্তস্রাব রুদ্ধ হইয়া থাকে। এক আনা পরিমিত ফট্‌কিরি চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও আশ্চর্য্যরূপে রক্তস্রাব নিবারিত হইতে দেখা যায়। রক্তাতিসার ও রক্তার্শঃনিবারক অন্যান্য যোগসমূহও এইরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ বা জলের নস্য অথবা দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িম ফুলের রস, আমকুশীর রস, পলাণ্ডুর রস, গোবরের বা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস, আলতা ভিজা জল বা হরীতকী ভিজা জলের নস্য লইবে। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রদ্বারদিয়া রক্তস্রাব হইলে কাশ, শর, কৃষ্ণ ইক্ষু ও উলুখড়ের মূল ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা /১সের জলের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। শতমূলী ও গোক্ষুর মূলের সহিত অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষানির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। যোনি হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে এই সকল ঔষধ এবং প্রদর রোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তচন্দন, বেলশুঁট, আতইচ, কুড়চির-ছাল ও বাবলার আটা (গঁদ্‌) মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান

করিলে গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসক পাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে, মুখ, নাসিকা, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া নিঃসৃত রক্ত সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে। গ্রথিত (ডেলা ডেলা) রক্ত স্রাব হইলে পায়রার বিষ্ঠা অতি অল্প মাত্রায় মধু সহ মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহা ব্যতীত ধান্যকাদি হিম, হ্রীবেরাদি কাথ, অটরূষকাদি কাথ, এলাদি গুড়িকা, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড, কাদ্য লৌহ, রক্তপিত্তান্তক লৌহ, বাসাঘৃত, সপ্তপ্রস্থ ঘৃত ও হ্রীবেরাদ্য তৈল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

রক্তপিত্তের সহিত জ্বর থাকিলে রক্তবর্ণ তেউড়া ও শ্যামবর্ণ তেউড়ী এবং আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে; এই মোদক সেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর উভয় রোগেরই শান্তি হয়। তদ্ভিন্ন রক্তপিত্তনাশক ও জ্বরনাশক, এই উভয় ঔষধ মিলিত ভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে রাজযক্ষ্মরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। বাসকপাতার রসের সহিত তালীশপত্র চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস এবং স্বরভঙ্গের উপকার হইতে দেখা যায়।

পথ্যাপথ্য,—ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে রোগীর বল, মাংস ও অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, প্রথমে উপবাস দেওয়া উচিত। কিন্তু বলাদি ক্ষীণ হইলে তৃপ্তিকর আহারাদি দেওয়া আবশ্যক। ঘৃত, মধু ও খৈ চূর্ণ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। অথবা পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা; ইহাদের কাথ শীতল করিয়া, চিনির সহিত পান করিতে দিবে। অধোগ রক্তপিত্তে রোগীকে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান করিতে দিবে। শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয়।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্দ হইলে এবং অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে দিবসে পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন; মুগ, মসূর ও ছোলার দাইলের যূষ; বড়চিঙ্গড়ী বা বাইন মৎস্যের ঝোল; পটোল, ডুমুর, মোচা,

পক্বকুষ্মাণ্ড, মানকচু, থোড় ও উচ্ছে প্রভৃতি তরকারী; ব্রাহ্মী শাক এবং ছাগ, হরিণ, শশ, ঘুঘু, পায়রা, বটের ও বক প্রভৃতির মাংসরস; ছাগদুগ্ধ, খর্জ্জুর, দাড়িম, পানিফল, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, কাঁচ তালশাঁস, মিছরী, নারিকেল, তিলতৈল ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি এইরোগে আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে গোধূম বা যবের রুটী অথবা লুচি ও পূর্ব্বোক্ত তরকারি প্রভৃতি। সুজি, ছোলার বেসম, ঘৃত ও অম্লমিষ্টসংযোগ প্রস্তুত যে কোন খাদ্য খাইতে দিবে। উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জল পান করা আবশ্যক।

গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ দ্রব্যসমূহ, দধি, মৎস্য, অধিক সারক দ্রব্য সর্ষপতৈল, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অম্লদ্রব্য, কলায়ের দাইল ও পান প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; মলমূত্রাদির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ধূমপান, ধূলি ও আতপসেবন, হিমলাগান, রাত্রিজাগরণ, স্নান, সঙ্গীত বা উচ্চশব্দ উচ্চারণ, মৈথুন ও অশ্বাদি যানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। স্নান না করিয়া বিশেষ কষ্ট বোধ হইলে, গরমজল শীতল করিয়া কোন কোন দিন স্নান করা উচিত।

রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ।

মল মূত্রাদির বেগধারণ, অতি মৈথুন, অতিরিক্ত উপবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়-কারক কার্য্যসমূহ, বলবান ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ এবং কোন দিন অল্প কোন দিন অধিক বা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন প্রভৃতি কারণে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্যভাবে অবস্থান করিতে পাইলেও ক্রমে রাজযক্ষ্মারোগ পরিণত হইতে দেখা যায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ যখন কুপিত হইয়া, রসবাহী শিরাসমুদয়কে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ রসই সকল ধাতুর পুষ্টিকর্ত্তা, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায় অন্য কোন ধাতুর পোষণ হইতে পারে না। অথবা অতিরিক্ত

মৈথুনজন্য শুক্রক্ষয় হইলে, সেই শুক্রের ক্ষীণতাপূরণ করিতে অন্যান্য ধাতুও ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্ষয়রোগ বা রাজযক্ষ্মা।

এইরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, কফনিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস, কাস, নিদ্রাধিক্য, নেত্রদ্বয়ের শুক্লতা, মাংসভক্ষণে ও মৈথুনে অভিলাষ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। আরও এই সময়ে রোগী স্বপ্ন দেখে, যেন তাহাকে পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদেরা আক্রমণ করিতেছে; কেশ, ভস্ম ও অস্থিস্তূপের উপর সে যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জ্যোতিষ্ক গ্রহণ খসিয়া পড়িতেছে।

রোগ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ ও বেদনা, শিরোবেদনা, জ্বর, স্কন্ধদেশে অতিমাত্র সন্তাপ, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তবমন ও মলভেদ; এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ বা বেদনা বাতাধিক্যের; জ্বর, সন্তাপ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন পিত্তাধিক্যের এবং শিরোবেদনা, অরুচি, কাস, প্রতিশ্যায় ও অঙ্গমর্দ্দ শ্লেষ্মাধিক্যের লক্ষণ। যাহারা যে দোষের আধিক্য হয়, ঐ সমস্ত লক্ষণ মধ্যে সেই দোষজ লক্ষণ তাহার অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রাজযক্ষ্মরোগ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য; রোগীর বল মাংস ক্ষীণ না হইলে, উক্ত একাদশ রূপ প্রকাশিত হওয়ার পরেও আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বল মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, অথচ ঐ একাদশ রূপ প্রকাশিত না হইয়া, কাস, অতিরার পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই ছয়টি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা শ্বাস, কাস ও রক্তনিষ্ঠীবন এই তিনটি মাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও এইরোগ অসাধ্য লইয়া থাকে।

যক্ষ্মরোগী প্রচুরপরিমাণে আহার করিয়াও যদি ক্ষীণ হইতে থাকে, অথবা অতিসার-উপদ্রব যুক্ত হয়, কিম্বা যদি অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ যুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। চক্ষুর্দ্বয়ের অতিমাত্র শুক্লবর্ণতা, অন্নে বিদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস, ও অতি যাতনার সহিত বহু শুক্রক্ষরণ ইহারমধ্যে যে কোন একটি উপদ্রব যক্ষ্মরোগে উপস্থিত হইলে, তাহা মৃত্যুলক্ষণ।

গুরুভার বহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, উচ্চস্থান হইতে পতন; গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর দৌড়িয়া গমনকালে তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আটকান; প্রস্তরাদি পদার্থ সবলে দূরে নিঃক্ষেপ, দ্রুতবেগে বহুদূর গমন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অধিকসন্তরণ ও লম্ফন, প্রভৃতি কঠোর কার্য্যদ্বারা এবং অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসদ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইতে পারে। যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় রুক্ষদ্রব্য এবং অল্পপরিমিত আহার করেন, ঐসমস্ত কার্য্যদ্বারা তাঁহাদেরই বক্ষঃস্থল ক্ষত হইবার অধিক সম্ভবনা। এইরূপে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, তাহাকে উরঃক্ষত রোগ কহে। এইরোগে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ বা ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধহয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প হইতে থাকে। ক্রমে বল, বীর্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা, জ্বর, ব্যথা, মনোমালিন্য, মলভেদ, কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ, শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল ও রক্তমিশ্রিত কফ সর্ব্বদা বহুপরিমাণে নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত কফ ও রক্তবমন জন্য ক্রমশঃ শুক্র ও ওজঃ পদার্থ ক্ষীণ হইয়া গেলে, রক্তস্রাব এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটীতে বেদনা হইয়া থাকে। উরঃক্ষত রোগও রাজযক্ষ্মার অন্তর্ভূত। যতদিন ইহার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, অথচ রোগীর বল ও বর্ণ সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগ অধিক দিনজাত না হয়, ততদিনই এইরোগ সাধ্য থাকে। একবৎসর অতীত হইলেই রোগ যাপ্য হয়। আর সমস্তরূপ প্রকাশ পাইলেই এইরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

এই উরঃক্ষত রোগ হইতে এবং অতিরিক্ত মৈথুন, শোক, ব্যায়াম ও পথপর্য্যটন প্রভৃতি কারণে শুক্র, ওজঃ ও বলবর্ণাদি ক্ষীণ হইয়া গেলে তাহাকে ক্ষীণ রোগ কহে। রাজযক্ষ্মার সহিত তাহার চিকিৎসায় কোন বিভিন্নতা না থাকায়, একত্র সন্নিবেশিত করা হইল।

চিকিৎসা,—রাজযক্ষ্মা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য রোগ। বল ও মল এইরোগে সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক। এজন্য বিরেচনাদি এ রোগে না করানই উচিত। তবে একবারে মল বদ্ধ হইলে মৃদুবিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ বা হরিণ ক্রোড়ে ধারণ এবং শয্যাপার্শ্বে ছাগ বা হরিণ রাখা যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। রোগী কৃশ হইলে, চিনি ও মধুর সহিত মাখন খাইতে দিবে। মস্তকে, পার্শ্বে

ঘা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, শুলফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনার বিশেষ শান্তি হয়। অথবা বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলশুঁদি ও ঘৃত; এইসকল দ্রব্য; কিম্বা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগকেশর ও ঘৃত, এই সমস্ত দ্রব্য; অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুকা ও পুনর্নবা; এই পাঁচটি দ্রব্য; কিম্বা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। তাহা হইলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধ দেশের বেদনা নিবারিত হয়। রক্তবমন নিবারণজন্য আলতার জল ২ তোলা, অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত কিম্বা আয়াপানার বা কুকশিমার রস ২ তোলা পান করাইবে। রক্তপিত্তে যে সকল যোগ বা ঔষধ রক্তবমন নিবারণের জন্য কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে সকল ক্রিয়া জ্বরাদির অবিরোধী তাহাও প্রয়োগ করা যায়। পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনসাদি উপদ্রব নিবারণ জন্য ধনে, পিপুল, শুঁট, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল, ও গণিয়ারি ছাল; এই সমুদায় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। জ্বর, কাস, স্বরভঙ্গ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের ঔষধসমূহ লক্ষণানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক এইরোগে মিলিত ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন লবঙ্গাদি চূর্ণ, সিতোপলাদিলেহ, বৃহদ্বাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ, দ্রাক্ষারিষ্ট, বৃহৎ চন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, মৃগাঙ্করস, মহামৃগাঙ্ক রস, রাজমৃগাঙ্ক রস, কাঞ্চনাভ্র রস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস, রসেন্দ্র ও বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা, হেমগর্ভপাট্টলীরস, রত্নগর্ভপাট্টলীরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, অজাপঞ্চক ঘৃত, বলাগর্ভ ঘৃত, জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত ও মহা চন্দনাদি তৈল; যক্ষ্মরোগের প্রশস্ত ঔষধ। আমাদের "বাসকারিষ্ট" সেবনে এই রোগের কাস, শ্বাস ও বক্ষোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ আশু প্রশমিত হয়। রক্তবমন থাকিতে মৃগনাভি সংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। জ্বরসত্বে ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে না।

উরঃক্ষত রোগেও ঐ সমস্ত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ রোগে যে ধাতুর ক্ষীণতা অনুভব হইলে; সেই ধাতুর পুষ্টিকারক পান,

ভোজন এবং ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। অমৃতপ্রাশ ও শ্বদংষ্ট্রাদি ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকারক ঔষধ ক্ষীণরোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

পথ্যাপথ্য,—রোগীর অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; মুগের দাইল; ছাগ, হরিণ, পায়রা ও মাংসভোজী যে কোন জীবের মাংস; পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী আহার করিতে দিবে। তরকারী প্রভৃতি ঘৃত ও সৈন্ধবলবণে পাক করা আবশ্যক। রাত্রিকালে যব বা গোমের রুটী, মোহনভোগ, ঐ সমস্ত তরকারী, ছাগদুগ্ধ অথবা অল্প পরিমাণে গোদুগ্ধ আহার করিতে দিবে। শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক থাকিলে, দিবসে অন্ন না দিয়া রুটী আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে, দিবসে অন্ন বা রুটী এবং রাত্রিকালে অল্প-দুগ্ধমিশ্রিত সাগু, এরারুট ও বার্লি প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্ জীর্ণ না হইলে দুই বেলাতেই ঐ রূপ সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য করিতে হইবে। এই অবস্থায়, যব ২ তোলা, কুলথকলাই ২তোলা, ছাগমাংস ৮তোলা, জল ৯৬তোলা একত্র পাক করিয়া ২৪তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; পরে ২ তোলা উষ্ণ ঘৃতে ঐ কাথ সাঁতলাইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ হিং, পিপুল চূর্ণ ও শুঁট চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ পাক করিতে হইবে। পাকশেষে অম্ল দাড়িম রস, তাহাতে দিয়া পান করাইবে। এই যূষ যক্ষ্মরোগের বিশেষ হিতজনক এবং পুষ্টিকারক। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। এই রোগে সর্ব্বদা শরীর আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক।

হিমলাগান, আতপসেবন, রাত্রিজাগরণ, সঙ্গীত, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন' শ্রমজনক-কার্য্যসম্পাদন, ধূমপান, স্নান; এবং মৎস্য, দধি, লঙ্কাঝাল, অধিক লবণ, শিম, কাঁকরোল, মূল, আলু, মাষকলাই, শাক, অধিক হিং, পলাণ্ডু ও রসুন প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এইরোগে অনিষ্টকারক। শুক্রক্ষয় হইতে এই পীড়ায় বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। যে সকল কারণে মনোমধ্যে কামভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, সর্ব্বথা তাহা হইতেও বিরত থাকিতে হইবে।

কাসরোগ।

মুখ বা নাসাপথে ধূম বা ধূলি প্রবেশ, বায়ুদ্বারা অপক্ক রসের ঊর্দ্ধগতি, অতিরিক্তভোজনাদি কারণে শ্বাসনালীমধ্যে ভুক্তদ্রব্যের প্রবেশ; মল, মূত্র ও হাঁচির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে কুপিত করে; তাহা হইতে কাস রোগের উৎপত্তি হয়। কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, মুখ হইতে সেইরূপ শব্দ নির্গমই কাসরোগের সাধারণ লক্ষণ। কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠনালী যবাদির শোঁয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং গলমধ্যে কণ্ডূ ও ভুক্তদ্রব্য গলাধঃকরণসময়ে কণ্ঠমধ্যে ব্যথা অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগ পাঁচ প্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, উরঃক্ষতজ এবং ক্ষয়জাত। জরা হইতেও এক প্রকার কাস জন্মে, কিন্তু তাহা প্রকুপিত দোষের আধিক্যানুসারে কোন একটি দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে।

বাতজ কাসে হৃদয়, ললাট পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বলক্ষয়, সর্ব্বদা কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদিশূন্য শুষ্ক কাস; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ কাসে হৃদয়ে দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ ও কটুস্বাদযুক্ত বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা এবং কাসকালে কণ্ঠদাহ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ কাসে রোগীর মুখ শ্লেষ্মলিপ্ত, দেহ অবসন্ন, শিরোবেদনা, সর্ব্ব শরীরে কফপূর্ণতা, আহারে অনিচ্ছা, দেহে ভারবোধ, কণ্ডূ, নিরন্তর কাসবেগ এবং কাসের সহিত অতিশয় ঘন কফনির্গম; এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উরঃক্ষত রোগে যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, ক্ষতজ কাস সেই সকল কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, পরে সেই কাসবেগজন্য ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্তনিষ্ঠীবন, কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা; বক্ষঃস্থলে ভঙ্গের ন্যায় ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা ও অসহ্য ক্লেশ; পার্শ্বদ্বয়েও ভঙ্গবৎ শূল বেদনা, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, জ্বর, শ্বাস,

তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ এবং কাসিবার সময়ে পায়রার শব্দের ন্যায় কণ্ঠস্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অপথ্যভোজন, বিষম অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক অথবা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাবে আপনাকে ধিক্কার দেওয়া বা তজ্জন্য শোকাভিভূত হওয়া প্রভৃতি কারণে পাচকাগ্নি দূষিত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এইকাসে অঙ্গবেদনা, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, ক্রমশঃ দেহের শুষ্কতা, দুর্ব্বলতা, বলক্ষীণ, মাংসক্ষীণ এবং কাসের সহিত পূয রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

এই সমস্ত কারণ ব্যতীত প্রতিশ্যায় অর্থাৎ "সর্দ্দি" হইতেও অনেক সময়ে কাসরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসারোগাধিকারে প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ও চিকিৎসানিয়ম লিখিত হইবে। তথাপি এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে সামান্য সর্দ্দিকাসিকেও উপেক্ষা না করিয়া তাহার চিকিৎসাবিষয়ে যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস স্বভাবতঃই অসাধ্য, তবে রোগীর বলমাংস ক্ষীণ না হইলে এবং পীড়া অল্পদিনজাত হইলে আরোগ্যের আশা করা যায়। জরাজন্য যে কাস উৎপন্ন হয়, তাহাও সাধ্য নহে; কিন্তু ঔষধাদি ব্যবহারে যাপ্য হইয়া থাকে। অন্যান্য কোন কাসই সুখসাধ্য নহে, সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

চিকিৎসা,—বাতজকাসে বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী ছাল; এই কয়েকটি দ্রব্যের কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। শটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামুনহাটী, মুথা, দুরালভাও পুরাতন গুড় এইকয়েকটি দ্রব্য; অথবা শুঁট, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটী ও চিনি এইকয়েকটি দ্রব্য; কিম্বা বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁট ও পুরাতন গুড় এই কয়েকটি দ্রব্য; এই তিন প্রকার যোগের যে কোন একটি যোগ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বাতজ কাস প্রশমিত হয়। পিত্তজকাসে বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌মিস্, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁট ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের কাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবন

করাইবে। বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা; ইহাদের কাথের সহিত মধু চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও পিত্তজকাসের উপশম হয়। পদ্মবীজচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও পিত্তজ কাসের উপশম হইয়া থাকে। কফজ কাসে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁট, ইহাদের কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবে; তাহাদ্বারা কাস, শ্বাস ও জ্বরের উপশম হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কুড়, কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঁট ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে কফজ কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। মধুর সহিত আদার রস পান করিলেও ঐরূপ কাস, শ্বাস এবং সর্দ্দিকাসির উপশম হয়। দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফজ কাস, শ্বাস, জ্বর ও পার্শ্ববেদনার শান্তি হইয়া থাকে। ক্ষতজ কাসে, ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, নীল-সুঁদী, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগ, বংশলোচন যে কোন একটি দ্রব্যের দ্বিগুণ এবং চিনি সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ক্ষয়জকাসে অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল-চূর্ণ বাসকের রসদ্বারা ৭বার ভাবনা দিয়া, মধু ঘৃত ও মিছরীর সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়জকাস এবং রক্তনিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর কাথ অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগই প্রশমিত হয়। বহেড়ায় ঘৃত মাখাইয়া গোবরের মধ্যে পুরিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই পুটদগ্ধ বহেড়া মুখে ধারণ করিলে, কাসরোগের শান্তি হয়। বাসকপত্র পুটদগ্ধ করিয়া অর্থাৎ কতকগুলি বাসকপত্র একখানি কদলী-পত্রে জড়াইয়া তাহার উপরে কিঞ্চিৎ মাটীর লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে, পরে সেই বাসকপত্রের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা বাসকছালের কাথ পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে। এই উভয় যোগই কাসনিবারক। যষ্টিমধুর কাথ সেবনে সামান্য কাসের বিশেষ উপকার হয়। কট্‌ফলাদি পাচন, মরিচাদ্য চূর্ণ, সমশর্করা চূর্ণ, বাসাবলেহ, তালীশাদ্য মোদক, চন্দ্রামৃত রস, কাসকুঠার রস, বৃহৎ রসেন্দ্র

গুড়িকা, শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌম রস, কামলক্ষ্মীবিলাস, সমশর্করা লৌহ, বসন্ততিলক রস, বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, দশমূলাদ্য ঘৃত, দশমূলষট্পলক ঘৃত, চন্দনাদ্য তৈল ও বৃহৎ চন্দনাদ্য তৈল কাসরোগের প্রশস্ত ঔষধ। অবস্থানুসারে এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে অতি সুন্দর ফল লাভ করা যায়। আমাদের "বাসকারিষ্ট" সেবনে দুরারোগ্য কাসও অল্পদিনে নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,—রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মারোগে যে সকল পথ্যাপথ্য কথিত হইয়াছে, কাস রোগেও সেই সকল পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক। তবে এইরোগের প্রথম ব্যবস্থায় কৈ, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ঝিঙ্গী, আদা ও কাকমাচীশাক ভোজন করিতে পারাযায়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগ।

যে সকল দ্রব্য ভোজনকরিলে উপযুক্তসময়ে পরিপাক না পাইয়া উদরে গুরু হইয়া থাকে, অথবা যে সকল দ্রব্য ভোজনে বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফজনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতলস্থানে বাস নাসিকাদিপথে ধূম ও ধূলি প্রবেশ, আতপ ও প্রবলবায়ু সেবন, বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এরূপ ব্যায়াম, অধিক ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন এবং রুক্ষকারক কার্য্যাদিদ্বারা হিক্কা ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়।

হিক্কারোগের সাধারণ লক্ষণ, প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া বারম্বার ঊর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইতে থাকে। এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়রসের আস্বাদ এবং কুক্ষিতে গুড় গুড় শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিক্কারোগ পাঁচ প্রকার, অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গম্ভীর ও মহাহিক্কা। অপরিমিত পান ভোজনাদি দ্বারা সহসা বায়ু কুপিত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজহিক্কা। যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ

কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যোড়া যোড়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম যমলহিক্কা। কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিস্থান হইতে যে হিক্কা উৎপন্ন হইয়া মন্দবেগে বিলম্বে বিলম্বে উদ্গত হয়, তাহার নাম ক্ষুদ্রহিক্কা। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া গম্ভীরস্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহাকে গম্ভীরহিক্কা কহে। আর যে হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে, উদ্গত হইবার সময়ে সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া তুলে এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থানসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে মহাহিক্কা কহে।

গম্ভীর ও মহাহিক্কা উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত বুঝিতে হইবে। অন্যান্য হিক্কার সময় যাহারা সমস্ত দেহ বিস্তৃত বা আকুঞ্চিত হয় ও দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হইতে থাকে ; অথবা যে হিক্কারোগী ক্ষীণ, অন্নবিদ্বেষী ও অতিমাত্র হিক্কাযুক্ত তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির বাতাদি দোষ অতিমাত্র সঞ্চিত থাকে, কিম্বা যে সকল ব্যক্তি অনাহারে বা বহুবিধ পীড়ায় ক্ষীণদেহ, অথবা যে সকল ব্যক্তি বৃদ্ধ বা অতিশয় মৈথুনাসক্ত ; তাহাদের যে কোন হিক্কা উপস্থিত হইলেই তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যমল হিক্কার সহিত প্রলাপ, দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে, তাহা মারাত্মক হয়। কিন্তু যদি রোগীর বল ক্ষীণ না হয়, মনঃ প্রসন্ন থাকে, ধাতুসমূহ স্থির থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাতেও আরোগ্যের আশা করাযায়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া যখন প্রাণ ও উদান বায়ুবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করে এবং কফকর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ ও বিমার্গগত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, সেই সময়ে শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসরোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, উদরাধ্মান, শূল, মলমূত্রের অল্পনির্গম বা রোধ, মুখের বিরসতা ও মস্তকে বা ললাটে বেদনা প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসরোগও পাঁচ প্রকার, ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস।

রুক্ষদ্রব্য সেবন ও অধিক পরিশ্রম জন্য কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া

ঊর্দ্ধগত হইলে ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় কষ্টদায়ক বা প্রাণনাশক নহে।

যখন বায়ু ঊর্দ্ধগত স্রোতঃসমূহে অবস্থিত হইয়া, শ্লেষ্মাকে বর্দ্ধিত করে এবং সেই শ্লেষ্মদ্বারা নিজেও রুদ্ধগতি হয়, সেই সময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসের প্রথমে গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়; তৎপরে কণ্ঠ হইতে ঘুর্ ঘুর্ শব্দনির্গম, চতুর্দ্দিকে অন্ধকারদর্শন, তৃষ্ণা, আলস্য, কাসিতে কাসিতে মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ, গলা সুর্‌সুরি, অতিকষ্টে বাক্যনির্গম, অনিদ্রা, শয়নে অধিক শ্বাস, উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ আরামবোধ, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, উষ্ণদ্রব্যে বা উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ, ললাটে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত যাতনাবোধ, মুখের শুষ্কতা, বারম্বার অতিতীব্রবেগের সহিত শ্বাসনির্গম এবং গাত্রসঞ্চন (গা দোলা); এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই শ্বাসের সহিত জ্বর ও মূর্চ্ছা সংযুক্ত হইলে, তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। প্রতমকশ্বাসকে কেহ কেহ সন্তমক-শ্বাস নামেও অভিহিত করেন।

অতিকষ্টে ও অত্যন্ত জোরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থামিয়া থাকিয়া যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, অথবা যে শ্বাসে একবারেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না; তাহাকে ছিন্নশ্বাস কহে। এইশ্বাসে অতীব যন্ত্রণা, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা, আনাহ, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, বস্তিদেশে দাহ, নেত্রদ্বয়ের চঞ্চলতা ও তাহা হইতে অশ্রুস্রাব, অঙ্গের কৃশতা ও বিবর্ণতা, একটি চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের উদ্বেগ, মুখশোষ এবং প্রলাপ; এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগী যেরূপ দীর্ঘ ঊর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ বেগে অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। রোগীর মুখ ও স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হওয়ায় বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। আরও এইশ্বাসে ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বিভ্রান্তচক্ষুঃ, মূর্চ্ছা, অঙ্গবেদনা, মুখের শুষ্কবর্ণতা ও চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মত্তবৃষকে সংরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, সে আস্ফালন পূর্ব্বক যেরূপ শব্দ করিতে থাকে, মহাশ্বাস রোগে বায়ু ঊর্দ্ধগত হওয়ায় সেইরূপ শব্দের সহিত

দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। দূর হইতেও এই শ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আরও এইরোগে রোগী অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, লোচনদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের রোধ, বাক্য নিস্তেজ ও মনঃ ক্লান্ত হইয়া যায়।

এই পাঁচ প্রকার শ্বাসমধ্যে ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতঃই মারাত্মক। ইহার মধ্যে যে কোন একটি উৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হয়, নতুবা তাহা চিকিৎসাদ্বারা একবারে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হইয়া থাকে। ছিন্ন, ঊর্দ্ধ এবং মহাশ্বাসেরও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক; তাহাতে রোগীর ভাগ্যগুণে কদাচিৎ আরোগ্যও হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা,—বায়ুর অনুলোমক বা বায়ুনাশক অথচ উষ্ণবীর্য্য যে কোন ক্রিয়া হিক্কা ও শ্বাসরোগের উপকারক। হিক্কা রোগে উদরে এবং শ্বাসরোগে হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসরোগে বমন করাইতে পারিলে অনেকটা শান্তি হইতে দেখা যায়। কিন্তু রোগীর বলাদি ক্ষীণ হইলে বমন করান কদাচ উচিত নহে। আকন্দের মূলচূর্ণ ৵০ বা ৵১০ আড়াই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে বমন হয়।

হিক্কা রোগে কুল আঁটির শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও খৈ; অথবা কটুকী ও স্বর্ণগৈরিক; কিম্বা পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁট; অথবা হীরাকস্ ও কয়েতবেলের শাঁস; কিম্বা পারুলের ফুল ও ফল এবং খেজুর মাতি; এই ৬টী যোগের মধ্যে যে কোন একটি মধুর সহিত সেবন করিবে। যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত কিম্বা শুঁটচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে। মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধের সহিত কিম্বা আল্‌তার জলের সহিত গুলিয়া; অথবা স্তনদুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া নস্য লইবে। শুঁট ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ একপোয়া, জল /১ একসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিবে। টাবালেবুর রস, মধু ও সচল বা সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটী চূর্ণ; একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। এড়এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র

মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিবে। অথবা ঐ রসের নস্য লইবে। রাইসরিষা বাঁটিয়া জলে গুলিয়া তাহার স্বচ্ছাংশ অল্পে অল্পে বারম্বার পান করিবে। চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। হিং, মাষকলাইচূর্ণ বা গোলমরিচ নির্ধূম অঙ্গারে ফেলিয়া তাহার ধূম নাসিকাদ্বারা টানিয়া লইবে।

শ্বাস রোগে, কনকধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া লইবে, পরে তাহা কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম পান করিলে প্রবল শ্বাসবেগের আশু শান্তি হয়। কিঞ্চিৎ সোরা জলে ভিজাইয়া, সেই জলে একখণ্ড সাদা কাগজ ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে, পরে তাহার নল করিয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান করিবে। অথবা দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী একত্র বাঁটিয়া তাহাদ্বারা একটি সছিদ্র বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে; শুষ্ক হইলে সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান করিবে। এই দুইপ্রকার ধূমপানেও শ্বাসবেগের আশু নিবারণ হয়। ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধপাত্রে ভস্ম করিয়া তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে শ্বাসবেগ ও প্রবলহিক্কার উপশম হয়। হরীতকী ও শুঁট; কিম্বা গুড়, যবক্ষার ও মরিচ একত্র বাঁটিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে শ্বাস ও হিক্কা রোগ প্রশমিত হয়। শ্বাসবেগ শান্ত হওয়ার পর রোগ বিনাশ জন্য হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল ও শটী ইহাদের চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিবে। পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। পুরাতনকুষ্মাণ্ডের শস্যচূর্ণ ।৷০ অর্দ্ধতোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস কাস উভয়েরই শান্তি হয়। আদার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শোধিত গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত; অথবা শোধিত গন্ধকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, অথবা শ্বেত ডানকুনিপত্রের রস, সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, শুঁট, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী; ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। দশমূলের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া

পান করিলে, শ্বাস, কাস, এবং পার্শ্বশূল ও বুকের বেদনায় শান্তি হইয়া থাকে।

এই সমস্ত সাধারণ ঔষধে পীড়ার উপশম না হইলে, ভার্গীগুড়, ভার্গী-শর্করা, শৃঙ্গীগুড় ঘৃত, পিপ্পল্যাদ্য লৌহ, মহাশ্বাসারি লৌহ, শ্বাসকুঠার রস, শ্বাসভৈরব রস, শ্বাসচিন্তামণি, হিংস্রাদ্য ঘৃত, বৃহৎ চন্দনাদি তৈল ও কনকাসব ; এই সমস্ত ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। আমাদের "শ্বাসারিষ্ট" সর্ব্ববিধ শ্বাসরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ; ইহাসেবনে আশু শ্বাসবেগের শান্তি হয় এবং ক্রমশঃ পীড়া নির্ম্মূলরূপে নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,—যে সকল আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, হিক্কা ও শ্বাস রোগের তাহাই সাধারণ পথ্য। রক্তপিত্ত রোগে যে সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের নাম লিখিত হইয়াছে ; এই রোগেও তাহাই পানাহার জন্য ব্যবহার করিবে। বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে পুরাতন তেঁতুল ভিজা-জল পান করিলে উপকার পাওয়া যায়। লেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান এবং নদী বা প্রশস্তসরোবর জলে স্নান ; এই অবস্থায় হিতকারক। কিন্তু শ্লেষ্মার উপদ্রব থাকিলে এরূপ করা কদাচ উচিত নহে। শ্লেষ্মজ-শ্বাসে মুখে দোক্তা তামাক রাখিয়া অল্পে অল্পে সেই রস পান করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। রাত্রিকালে লঘু আহার করা আবশ্যক।

গুরুপাক, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য, দধি, মৎস্য এবং লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্র সন্তাপ, অধিক পরিমাণে ভোজন, দুশ্চিন্তা এবং শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকার এইরোগে, সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হয়।

স্বরভেদ।

অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ উচ্চারণ, বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষত্রয় স্বরবহ ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া স্বরভেদ বা স্বরভঙ্গ রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হয়। স্বরভঙ্গ ৬ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

বাতজ স্বরভেদে গর্দ্দভস্বরের ন্যায় কণ্ঠস্বর অল্প অল্প নির্গত হয় এবং মল, মূত্র, চক্ষুঃ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তজ স্বরভেদে স্বরনির্গমকালে কণ্ঠদেশে দাহ হয় এবং মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ পীতবর্ণ হয়। শ্লেষ্মজ স্বরভেদে কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ থাকায়, শব্দ অতি অল্প নির্গত হয়; আর রাত্রিকাল অপেক্ষা দিবাভাগে শব্দ কিছু স্পষ্টরূপে নির্গত হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ স্বরভেদে ঐ তিনদোষজাত স্বরভঙ্গের লক্ষণসমূহ মিলিত ভাবে লক্ষিত হয়। মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ শ্লেষ্মা বা মেদোদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্টভাবে বিলম্বে নির্গত হয়। আরও এইরোগে রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়জ স্বরভেদে স্বর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, শব্দনির্গম কালে তাহা যেন ধূমের সহিত নির্গত হইতেছে বলিয়া রোগী অনুভব করে অর্থাৎ তদ্রূপ যাতনা উপস্থিত হয়। এই স্বরভেদ এবং সন্নিপাতজ স্বরভেদ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য। দুর্ব্বল, কৃশ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বরভেদ, দীর্ঘকালজাত স্বরভেদ, আজন্মজাত স্বরভেদ, অতিস্থূল ব্যক্তির স্বরভেদ এবং সমুদায় লক্ষণযুক্ত সন্নিপাতজ স্বরভেদ অসাধ্য। ক্ষয়জ স্বরভেদে একবারে শব্দ উচ্চারণ বন্ধ হইয়া গেলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির অথবা হরীতকী ও পিপুল-চূর্ণ; কিম্বা হরীতকী ও শুঁট চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে স্বরভেদ প্রশমিত হয়। কুলপাতা পেষণ

করিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়। মৃগনাভ্যাদি অবলেহ, চব্যাদি চূর্ণ, নিদিগ্ধিকা অবলেহ, ত্র্যম্বকাভ্র, সারস্বত ঘৃত, ও ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত স্বরভেদ রোগের প্রশস্ত ঔষধ। এইসকল ঔষধভিন্ন কাস ও শ্বাস রোগের কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—বাতজ স্বরভেদে ঘৃত ও পুরাতন গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান; পিত্তজ স্বরভেদে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং মেদোজ ও কফজ স্বরভঙ্গে রুক্ষ অন্নপান উপকারী। অন্যান্য পথ্যাপথ্যের নিয়ম কাস ও শ্বাস রোগের ন্যায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অরোচক (অরুচি)।

ক্ষুধা থাকিতেও যে রোগে আহার করিতে পারা যায় না, এবং কোন বস্তুই যাহাতে ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার নাম অরোচক রোগ। এইরোগ পাঁচ প্রকার; যথা বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, ও আগন্তু। ভয়, শোক, অতিক্রোধ, অতিলোভ, ঘৃণাজনক ভোজ্য দ্রব্য, ঘৃণাজনক রূপ দর্শন বা ঘৃণাজনক গন্ধ আঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে যে অরোচক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আগন্তু অরোচক কহে।

বাতজ অরোচকে মুখ কষায়রসবিশিষ্ট এবং দন্ত অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত অর্থাৎ "দাঁত শির শিরি" ও হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে। পিত্তজ অরোচকে মুখ তিক্ত, অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণস্পর্শ হয় এবং তৃষ্ণা, দাহ ও চূষণবৎ পীড়া হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ অরোচকে মুখ মধুর বা লবণ রসবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, শীতল ও কফলিপ্ত হয় এবং কফনিষ্ঠীবন হইতে থাকে। সন্নিপাতজ অরোচকে ঐ সমস্ত মিলিতলক্ষণ লক্ষিত হয় অর্থাৎ মুখের রস সময়ে সময়ে ঐরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আগন্তু অরোচকে মুখরসের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, তথাপি অরুচি হইয়া থাকে আরও ইহাতে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা,—বাতজ অরোচকে বস্তিকর্ম্ম (পিচ্‌কারী), পিত্তজে বিরেচন, কফজে বমন এবং আগন্তু অরোচকে মনের সন্তোষবিধানই সাধারণ চিকিৎসা। প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার অরুচি নিবারিত হইয়া অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে। কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ; অথবা আমলকী, বড় এলাচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পিপুল, চন্দন ও নীলসুঁদী; কিম্বা লোধ, চৈ, হরীতকী, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার; অথবা কচিদাড়িমের রস, জীরা ও চিনি; এই চারিটি যোগের মধ্যে যে কোন একটির মিলিত চূর্ণ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অরোচক নিবারিত হয়। অথবা কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, তেঁতুল, দাড়িম, সচল লবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে। দারুচিনি, মুথা, বড় এলাচ ও ধনে; অথবা মুথা, আমলকী ও দারুচিনি, কিম্বা দারুহরিদ্রা ও যমানী; অথবা পিপুল ও চৈ; কিম্বা যমানী ও তেঁতুল; এই পঞ্চবিধ যোগ মুখে ধারণ করিয়া রাখিবে। পুরাতন তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, বড়এলাচ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল করিলেও অরোচক রোগ প্রশমিত হয়। অথবা বিট্‌লবণ ও মধু দাড়িমরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিবে। রাইসর্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে এবং তাহার সহিত শুঁট চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে; পরে সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত গব্যদধি তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একত্র আলোড়ন করিতে হইবে। আলোড়নের পর ছাঁকিয়া লইয়া ঐ সমষ্টির সমপরিমিত গব্য তক্র (ঘোল) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে; ইহা সদ্যঃ রুচিকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক। দাড়িম চূর্ণ ২ তোলা, খাঁড়গুড় ৩ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র চূর্ণ মিলিত ১ তোলা; সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিলে অরুচি নাশ, অগ্নির দীপ্তি এবং জ্বর, কাস ও পীনস রোগের শান্তি হয়। ইহা ভিন্ন যমানীষাড়ব, কলহংস, তিন্তিড়ীপানক, রসালা ও সুলোচনাভ্র নামক ঔষধ অরোচক রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—যে সকল আহার রোগীর অভিলষিত, অথচ লঘুপাক এবং বাতাদি দোষত্রয়ের উপকারক; সেই সমস্ত আহারাদি অরোচক রোগে

ভোজন করিতে হয়। আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ৩।৪ বার পূর্ব্বোক্ত কবল করা আবশ্যক। জ্বরাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে স্রোতস্বিনী নদী-জলে বা প্রশস্তসরোবর জলে স্নান করা সুব্যবস্থা। উপবনে বা তদ্রূপ সুন্দর স্থানে পর্য্যটন, সঙ্গীতাদিশ্রবণ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য দ্বারা মনঃ প্রফুল্ল থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যের আচরণ করা হিতকর। আহারীয় দ্রব্য, আহারের স্থান, আহারের পাত্রাদি, পাচক, পরিবেশক, প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া এই রোগে বিশেষ আবশ্যক।

যে সকল কারণে মনঃ বিকৃত হইতে পাবে এবং যে সকল আহারাদি মনের বিঘাত কারক, সর্ব্বথা তাহা পরিত্যাগ কবিবে।

ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন।

অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, স্নিগ্ধদ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন, ঘৃণাজনক বস্তু ভোজন, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও যে কোন ঘৃণাজনক কারণ-সমূহ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎক্লিষ্ট হইয়া বমন রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সমুদায় বেগে উপস্থিত হইয়া, মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। বমন রোগ পাঁচ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তু।

বমন হইবার পূর্ব্বে বমনবেগ, উদ্গাররোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত তরল জলস্রাব ও পান ভোজনে বিদ্বেষ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতজ বমনরোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভি-স্থলে শূলবৎ বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং অতিকষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগ, প্রবল উদ্গার ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেনমিশ্রিত, বিচ্ছিন্ন (থামিয়া থামিয়া) পাতলা ও কষায়রসবিশিষ্ট বস্তু বমন; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ বমনরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকারদর্শন এবং পীত, হরিৎ বা ধূম্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতিউষ্ণ

পদার্থের বমন ও বমনকালে কণ্ঠদেশে জ্বালা; এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কফজ বমনরোগে তন্দ্রা, মুখের মধুরতা, কফস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা এবং স্নিগ্ধ, ঘন, মধুররসযুক্ত, শ্বেতবর্ণ পদার্থের বমন, বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং লবণরসযুক্ত, উষ্ণ, নীল বা লোহিত বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কুৎসিতদ্রব্য ভোজন, কোনরূপ ঘৃণাজনক বস্তুর আঘ্রাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয় এবং গর্ভকালে, ক্রিমিরোগ হইলে বা আমরসের জন্য যে বমন উপস্থিত হয়, তাহাকেই আগন্তু বমন বলা যায়। এই বমন রোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমন রোগমধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। কেবলমাত্র ক্রিমিজন্য বমনরোগে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ ও ক্রিমি-জন্য হৃদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু মল, মূত্র, স্বেদ:, ও জলবাহি স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয় এবং তজ্জন্য যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত, কফ বা বায়ুদূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে; আর বান্ত-পদার্থ যদি মলমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমনরোগাক্রান্ত রোগী তৃষ্ণা, শ্বাস ও হিক্কাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা রক্তপূয়াদিমিশ্রিত পদার্থ বমন করে; অথবা বান্তপদার্থে যদি ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়; কিম্বা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হৃদ্রোগ ও তমকশ্বাস; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটী ভিজাজল ও বরফজল, বমননিবারণের বেশ ঔষধ। বড়এলাচের কাথ সেবনে বমনরোগ আশু নিবারিত হয়। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতঃকালে সেই জল

মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার বমি নিবারিত হয়। অশ্বত্থগাছের শুকছাল পোড়াইয়া কোনও পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইবে; পরে সেই জল পান করাইলে অতি দুনির্ব্বার বমনও প্রশমিত হয়। ক্ষেৎপাপড়ার, বিল্ব-মূলের বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত, অথবা মূর্ব্বামূলের ক্বাথ চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই নিবারিত হয়। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে বিরেচন হইয়া বমন নিবারিত হইতে দেখা যায়। আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েদ্-বেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুব সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রবল বমনও প্রশমিত হয়। সচল লবণ, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাবে মধুর মহিত লেহন কবিলে আশু বমন নিবারিত হয়। সম-পরিমিত দুগ্ধ ও জল; কিম্বা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত একত্র পান করিলে বাতজ বমনের বিশেষ উপকার হয়। জামের আঁটির ও কুলের আঁটিব শাঁস; অথবা মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী; মধুর সহিত লেহম করিলে কফজ বমি নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া সেইজল পান করিলে অতি দুনির্ব্বার বমনও নিবারিত হইয়া থাকে। এলাদিচূর্ণ, রসেন্দ্র, বৃষধ্বজ-রস ও পদ্মকাদ্য ঘৃত বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—সকল বমনরোগেই আমাশয়ের উৎক্লেশ হয়, এজন্য প্রথমতঃ লঙ্ঘন দেওয়াই উচিত। বমনবেগ নিরস্ত হইলে লঘুপাক, বায়ুর অনুলোমক ও রুচিকর আহারাদি ক্রমশঃ দেওয়া আবশ্যক। বমনের বেগ থাকিতে আহার দিবার আবশ্যক হইলে, ভাজামুগের কাথের সহিত খৈচূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে; তাহাদ্বারা বমন, স্বেদ, জ্বর, দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সহমত সকল দ্রব্য আহার এবং জ্বরাদি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাস মত স্নানাদি করিতে পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃতস্থানে বাস, সুগন্ধ আঘ্রাণ এবং মনের প্রফুল্লতা এইরোগের বিশেষ উপকারক।

যে সমস্ত কারণে ঘৃণা জন্মিতে পারে সেই সকল কারণ এবং রৌদ্রাদির আতপসেবন প্রভৃতি বমনরোগের বিশেষ অনিষ্টকারক।

তৃষ্ণারোগ।

ভয়, শ্রম ও বলাদিক্ষয় প্রভৃতি যে সকল কারণে বায়ু কুপিত হইতে পারে, সেই সমস্ত কারণদ্বারা বায়ু এবং কটু বা অম্লরস ভোজন, ক্রোধ ও উপবাস প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃসমূহ বায়ুপ্রভৃতি দোষকর্ত্তৃক দূষিত হইলেও তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইয়া-থাকে। এইরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা এবং দাহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্তাপ; এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণারোগ ৭ সাত প্রকার; যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ।

বাতজ তৃষ্ণারোগে মুখের শুষ্কতা ও ম্লানত্ব, ললাটে ও মস্তকে সূচীবেধবৎ-বেদনা, রস ও জলবাহী স্রোতঃসমূহের নিরোধ এবং মুখের আস্বাদের বিকৃতি; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শীতলদ্রব্যে অভিলাষ, মুখে তিক্তাস্বাদ ও অনুতাপ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ তৃষ্ণায় অধিক নিদ্রা, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শস্ত্রাদিদ্বারা শরীর ক্ষত হইয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে বা ক্ষতজবেদনা জন্য যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে। রসক্ষয় জন্য যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। এই তৃষ্ণায় রোগী বারম্বার জলপান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আরও ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প ও মনে শূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমজ তৃষ্ণায় হৃদয়ে শূল, নিষ্ঠীবন, শারীরিক অবসন্নতা এবং বাতাদি তিন দোষজাত তৃষ্ণারই লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। ঘৃত তৈল প্রভৃতি অধিক স্নেহদ্রব্যযুক্ত খাদ্য, অম্ল, লবণ ও কটুরস এবং গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অন্নজ তৃষ্ণা কহে। অন্য কোন রোগের উপসর্গ হইতে যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহার নাম উপসর্গজ তৃষ্ণা। ইহা বাতাদি দোষজাত তৃষ্ণারই অন্তর্ভূত; এজন্য ইহার পৃথক্ গণনা করা হয় নাই। এই তৃষ্ণায় স্বরের ক্ষীণতা,

মূর্চ্ছা, ক্লান্তি এবং মুখ, কণ্ঠ ও তালু বারম্বার শুষ্ক হইতে থাকে। এই তৃষ্ণায় শীঘ্রই শরীর শুষ্ক হইয়া যায় এবং ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষয়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় যাঁহারা পীড়িত, তাঁহাদিগের যে কোন তৃষ্ণারোগ প্রবলরূপে উৎপন্ন হইলে এবং তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা;—বায়ুজন্য তৃষ্ণারোগে গুলঞ্চের রস বিশেষ উপকারী। পিত্তজ তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস বা তাহার কাথ সেবনে উপকার হয়। গাম্ভারীফল, চিনি, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, অৰ্দ্ধপোয়া গরম জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেইজল ছাঁকিয়া পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণার উপকার হয়। ঐ সকল দ্রব্য জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলেও উপকার হইতে দেখা যায়। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, ধনে, বেণামূল ও রক্তচন্দন; প্রত্যেক ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা একত্র /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের থাকিতে ছাঁকিয়া অল্প অল্প পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। বিল্বমূলের ছাল, অড়হর পাতা, ধাইফুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও কুশমূল; এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের থাকিতে ছাঁকিয়া অল্প অল্প পান করিলে কফজ তৃষ্ণার শান্তি হয়। নিমছাল বা নিমপাতা অথবা নিমফুলের কাথ উষ্ণ উষ্ণ পান করিয়া বমন করিলে কফজ তৃষ্ণার উপকার হয়। আমজন্য তৃষ্ণারোগে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী ও ভেলার আঁটী প্রভৃতি অগ্নিদীপনীয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত বেলশুঁট, বচ ও হিংচূর্ণের প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ক্ষতজ তৃষ্ণায় মাংসরস ও রক্ত পান করা বিশেষ উপকারী। ক্ষয়জতৃষ্ণায় দুগ্ধ ও মধুমিশ্রিত জল এবং মাংসরস হিতকারক। অন্নজ তৃষ্ণায় বমন করানই প্রশস্ত চিকিৎসা। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার প্রবল তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। আম ও জামপাতার কিম্বা আম ও জামছালের কাথ অথবা আমের ও জামের আঁটির শাঁস সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে, বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ধনের কাথ পর্য্যুষিত করিয়া সেবন করিলেও

তৃষ্ণার উপকার হইতে দেখা যায়। বটের ঝুরি, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু; আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিলে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু বা শুঁদিফুলের রস নাসিকাদ্বারা পান করিলে দারুণ পিপাসারও শান্তি হয়। টাবালেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলে যাবতীয় তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। তালুশোষযোগে দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়ের জল বা কোন অম্লদ্রব্য জলে গুলিয়া কবল করিবে। কুমুদেশ্বর রস সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ

পথ্যাপথ্য, -যে সকল দ্রব্য রুচিজনক, মধুররসবিশিষ্ট এবং শীতল, তাহাই তৃষ্ণারোগের সুপথ্য। যাহা উগ্রবীর্য্য এবং শারীরিক উদ্বেগকারক, তৃষ্ণা-রোগে সেই সমস্ত পানাহারাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।

বিরুদ্ধ দ্রব্যের পান ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্র দোষ সকল মনোধিষ্ঠান স্রোতঃসমূহ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা-রোগ উৎপাদন করে। অথবা শিরা ধমনী প্রভৃতি যে সকল নাড়ী অব-লম্বন করিয়া মনঃ ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে, সেই সমস্ত নাড়ী বাতাদি দোষদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখদুঃখাদির অনুভবশক্তি বিহীন হইয়া, কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হওয়াই এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে পীড়া, জৃম্ভা (হাঁইউঠা), গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছারোগ ৭ সাত-প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। ভিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দোষের আধিক্য থাকিলেও, সমুদায় মূর্চ্ছারোগেই পিত্তের আধিপত্য থাকে। যেহেতু পিত্ত ও তমোগুণ মূর্চ্ছারোগের আরম্ভক।

বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় এবং অল্পক্ষণ পরেই চেতনা লাভ করে। আরও ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (গা ভাঙ্গা), হৃদয়ে পীড়া, শারীরিক কৃশতা এবং দেহের বর্ণ শ্যাব বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত, পীত, অথবা হরিৎ-বর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাত্যাগ কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষুর্দ্বয় রক্ত বা পীতবর্ণ, মলভেদ ও দেহ পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী পরিষ্কার আকাশকে মেঘাভ, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে চেতনা লাভ করে। আর সংজ্ঞা-লাভ কালে আপনার অঙ্গসমূহ আর্দ্রচর্ম্মাচ্ছাদিতের ন্যায় ভার বোধকরে এবং তাহার মুখস্রাব ও বমনবেগ হইতে থাকে। সন্নিপাতজ মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছার লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং অপস্মারবেগের ন্যায় প্রবলবেগে পতিত হইয়া দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপ-স্মারের ন্যায় ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবিকৃতি-সমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয় না। রক্তজ মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাস ক্রিয়া অস্পষ্ট হয়। মদ্যপান জনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানশূন্য ও বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন ও প্রলাপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মূর্চ্ছার অপনোদন হয় না। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অন্ধকারদর্শন ও বিষভক্ষণ জনিত অন্যান্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণ মিলিত হইয়া ভ্রমরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী নিজের শরীর ও সমস্ত পদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে বোধ করে, তজ্জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না এবং দাঁড়াইতে গেলে পড়িয়া যায়।

বাতাদি দোষসমূহ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, যখন প্রাণাধিষ্ঠান হৃদয়কে দূষিত করে এবং সেই দুর্ব্বল রোগীর মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য বিনষ্ট করিয়া অত্যন্ত মূর্চ্ছিত করে, তখন তাহাকে সন্ন্যাস রোগ কহে। এইরোগ অতি-শয় ভয়ানক। সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, আলকুশীঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃ-সংজ্ঞাকারক উপায় অবলম্বন না করিলে এইরোগের অপনোদন হয় না; সুতরাং রোগীও অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—মূর্চ্ছারোগের আক্রমণ কালে চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতল জলের ছিটা দিয়া মূর্চ্ছার অপনোদন করা আবশ্যক। পরে কিছুক্ষণ কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া শীতল তালবৃন্তদ্বারা ব্যজন করা উচিত। দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে তাহা ছাড়াইয়া দিবার উপায় অবলম্বন করিবে। জলের ছিটায় মূর্চ্ছাপনোদন না হইলে নিশাদলের টুকরা ২ ভাগ ও শুকচূণ ১ ভাগ একত্র একটি শিশিতে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দিবে। অথবা সৈন্ধব লবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত বাঁটিয়া তাহার নস্য করাইবে। শিরীষ-বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনছাল ও বচ; এই কয়েকটি দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া অথবা সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও মনছাল; এই তিনটি দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও মূর্চ্ছাত্যাগ হইয়া থাকে। আমাদের "কুমুদাসব" ঔষধ সেবন করাইলে সুন্দররূপে মূর্চ্ছাপনোদন হইয়া সংজ্ঞালাভ করিতে দেখাযায়।

ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিসমিসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। বেড়েলাবীজ চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। শুঁট, পিপুল, গুল্ফা ও হরীতকী; প্রত্যেক ১ তোলা, গুড় ৬ তোলা একত্র মর্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে, এই বটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। দুরালভার কাথের সহিত তাম্রভস্ম ২ রতি ও ঘৃত এক আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ভ্রম-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন অধিকারের ঔষধসমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক।

সন্ন্যাসরোগে চেতনাসম্পাদন জন্য অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নস্য, ধূম, সূচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদিদ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদি আকর্ষণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশীবর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। সংজ্ঞালাভের পর মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে এরণ্ড তৈল অথবা রসাঞ্জন চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া

উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমিজন্ত সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগে সুধানিধিরস, মূর্চ্ছান্তকরস, অশ্বগন্ধারিষ্ট এবং অপস্মার ও উন্মাদ রোগোক্ত অন্যান্য ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। আমাদের "মূর্চ্ছান্তক তৈল" ঐ সমস্ত রোগের বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য, — মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন; মুগ, মসুর, ছোলা ও মাষকলাইয়ের দাইল; কই, মাগুর, শিঙ্গী ও খলিশা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল; ছাগাদি মাংস; ডুমুর, পটোল, মানকচু, কুষ্মাণ্ড, বেগুন, মোচা, থোর, এঁচোড় প্রভৃতি তরকারী; মাখন, ঘোল, দধি; দ্রাক্ষা, দাড়িম, পাকা আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি ফল ভোজন করিবে। রাত্রে লুচী বা রুটী, মোহনভোগ, মিঠাই, গজা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ময়দা বা সুজি ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত যে কোন খাদ্য দ্রব্য আহার করিবে। প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও সরবৎ পান এই রোগে বিশেষ উপকারক। তিলতৈল মর্দ্দন স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরজলে সহ্যমত স্নান; সুগন্ধ দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণ সেবন, সন্তোষজনক বাক্যালাপ, গীতবাদ্যাদি শ্রবণ এবং অন্যান্য যে সকল কার্য্য দ্বারা মনঃ সুস্থির থাকে, সেই সমস্তের আচরণ এইরোগে উপকারক।

গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনক দ্রব্য ভোজন; শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন করিয়া থাকা, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ; মল, মূত্র, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন এবং দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন এইরোগে অনিষ্টকারক।

মদাত্যয়।

অবৈধনিয়মে, অপরিমিত মাত্রায় এবং বল ও কাল বিবেচনা না করিয়া মদ্যপান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে *। তদ্ভিন্ন ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথ-পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিম্বা মলমূত্রাদির বেগযুক্ত অবস্থায়, অজীর্ণ অবস্থায়, ভোজনের পর, দুর্ব্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরোগ চারিভাগে বিভক্ত; পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম।

বাতাধিক পানাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ ও অত্যন্ত প্রলাপ হইয়া থাকে; পিত্তাধিক পানাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও শরীরের পীতবর্ণতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্লেষ্মাধিক পানাত্যয়ে বমি, বমনবেগ, অরুচি, তন্দ্রা, শরীরে ভারবোধ, অতিশয় শীত ও দেহে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হয়। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পরমদ রোগে শ্লেষ্মার আধিক্যজন্য নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, দেহের ভার, মুখের বিরসতা, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ রোগে অত্যন্ত উদরাধ্মান, উদ্‌গার, বমি, উদরে জ্বালা এবং পীতমদ্যের অপরিপাক; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

---

* স্নিগ্ধ অন্ন এবং মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত গ্রীষ্মসময়ে শীতল ও মধুর রস-যুক্ত মার্দ্বীকাদি মদ্য এবং শীতসময়ে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য গৌড়িক বা পৈষ্টিকাদি মদ্য প্রাতঃ‍সবনে পান করাই মদ্যপানের নিয়ম। যে মাত্রায় মদ্যপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, স্বর, অধ্যয়ন বা সঙ্গীতশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং পান, ভোজন, নিদ্রা, মৈথুন ও অন্যান্য কার্য্য-সমূহে আসক্তি জন্মে, তাহাই মদ্যের উপযুক্ত মাত্রা।

এইরূপ নিয়মে মদ্য পান করিলে তাহাই শরীরের উপকারক হয়, অন্যথা পান করিলে উৎকট রোগ জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

পানবিভ্রমরোগে সমস্তগাত্রে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শিরঃশূল, দাহ এবং সুরা বা সুরা হইতে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য ও পিষ্টকাদি ভোজ্য-দ্রব্যে দ্বেষ ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

যে মদাত্যয় রোগে রোগীর উপরিতন ওষ্ঠ নীচে ঝুলিয়া পড়ে এবং বাহ্যাঙ্গে অত্যন্ত শীত অথচ অন্তরে দাহ, মুখ তৈলাক্তের ন্যায় চিক্‌চিকে ; জিহ্বা, ওষ্ঠ, ও দন্তের কৃষ্ণ, নীল বা পীতবর্ণতা এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, তাহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম ; এই কয়েকটিকে মদাত্যয় রোগের উপদ্রব বলে।

চিকিৎসা,—মদ্যপান করাই মদাত্যয় রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অতিমাত্রায় মদ্যপান করিয়া মদাত্যয় রোগ জন্মিলে, সমমাত্রায় যথাবিধি মদ্যপান করাইবে। বাতিক মদাত্যয়ে পূর্ব্বের পীতমদ্য জীর্ণ হওয়ার পর, সচললবণ, শুঁট, পিপুল, মরিচচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ জলের সহিত মদ্য পান করিতে দিবে। পৈত্তিক মদাত্যয়ে চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত পুরাতন শীতবীর্য্য মদ্য পান করাইবে। সুগন্ধি মদ্য, বা অধিক জলমিশ্রিত মদ্য কিম্বা চিনি ও মধু সংযুক্ত মদ্য পৈত্তিক মদাত্যয়ে হিতকর। মদ্যের সহিত চালিতা, খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, ফলসা, দাড়িমের রস ও ছাতুমিশ্রিত করিয়া পান করিলেও পৈত্তিক মদাত্যয় প্রশমিত হয়। অথবা প্রচুর ইক্ষুরস মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়া, ক্ষণকাল পরে সেই মদ্য বমন করিলেও পৈত্তিক মদাত্যয়ের উপশম হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন করাইতে হয়। তাহার পর রোগীর বলানুসারে উপযুক্ত মত উপবাস দেওয়া আবশ্যক। এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী, অথবা শুঁটের কাথ শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। চৈ, সচললবণ, হিং, টাবালেবুর ছাল, শুঁট ও যমানীচূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিলে, সকল প্রকার মদাত্যয়ের শান্তি হইয়া থাকে। সকল মদাত্যয়েরই দোষ-পরিপাক জন্য দুরালভা ও মুথা ; দুরালভা ও ক্ষেৎপাপড়া ; কিম্বা কেবল মুথার কাথ করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা জ্বর এবং পিপাসারও শান্তি

হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গলবণ কফজ মদাত্যয়ের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা চূর্ণ জলে গুলিয়া তাহার সহিত পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্‌, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্যপানজনিত সকলরোগই প্রশমিত হয়।

মদাত্যয়ে দাহ উপশমের জন্য দাহনাশক যোগসমূহ প্রয়োগ করিবে। ফলত্রিকাদ্যচূর্ণ, এলাদ্য মোদক, মহা কল্যাণবটী, পুনর্নবাঘৃত, বৃহৎ ধাত্রীতৈল ও শ্রীখণ্ডাসব সর্ব্ববিধ মদাত্যয়ে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

মদ্যপান করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঘৃতমিশ্রিত চিনি লেহন করিলে কোনরূপ মত্ততা হইতে পারে না। কোদোধান্যের অন্নভক্ষণজনিত মত্ততা গুড়মিশ্রিত কুমড়ার জল পান করিলে নিবারিত হয়। সুপারীভক্ষণজনিত মত্ততা তৃপ্তি পর্য্যন্ত জল পান করিলে নিবৃত্ত হয়। শুষ্ক গোবরের আঘ্রাণ লইলে বা লবণ ভক্ষণ করিলেও সুপারীর মত্ততা নিবারিত হয়। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধুতুরা ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হয়। সিদ্ধিভক্ষণে মত্ততা জন্মিলে, উষ্ণঘৃত, কাঁঠালের পাতার রস, তেঁতুলের জল বা ডাবের জল সেবন করাইবে। কিঞ্চিৎ মদ্য পান করিলে সিদ্ধির মত্ততা সত্বর নিবারিত হয়, অথচ মদ্যপানজনিত কোন মত্ততাও উপস্থিত হয় না।

পথ্যাপথ্য,—বাতিক মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন; লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট, ময়ূর বা জলের ধারে যে সকল জীব বিচরণ করে তাহাদের মাংসরস; মৎস্যের ঝোল, লুচী, বেশবার (চপ্‌, কটলেট্‌ প্রভৃতি) এবং অম্ল ও লবণরস-যুক্ত দ্রব্য হিতকর। শীতল জল পান করিবে। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। পৈত্তিক মদাত্যয়ে শীতল অন্ন, চিনি মিশ্রিত মুগের যূষ, স্বাদুমাংসের রস, এই সমস্ত দ্রব্য আহার; শীতল স্থানে শয়ন ও উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান এবং চন্দনাদি শীতল দ্রব্যের অনুলেপযুক্ত নারীদিগের আলিঙ্গন উপকারক। কফজ মদাত্যয়ে প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে রুক্ষ অর্থাৎ ঘৃতাদিশূন্য ছাগমাংসের রস অথবা দাড়িমাদি অম্লরস যুক্ত বন্যজীবের মাংসরস কিম্বা ঘৃতাদিশূন্য কেবল মরিচ ও দাড়িমরসের সহিত মাংস ভাজিয়া সেই মাংসের সহিত অন্নভোজন উপকারী। আরও যে সকল কার্য্যদ্বারা কফের শান্তি হয়, কফজ মদাত্যয়ে সেই সমস্ত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে

পারা যায়। ইহাতে গরম জল পান করা উচিত। স্নান না করাই ভাল, কদাচিৎ উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে।

দাহ।

বিবিধ কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, হস্ততল, পদতল, চক্ষুঃ বা সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা উৎপাদন করে। ইহাকেই দাহ রোগ কহে। পিত্ত হইতেই দাহ জন্মে, সুতরাং যে কোন রোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলেই তাহাতেও দাহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরগত রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাইলেও দাহ রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে রোগীর তৃষ্ণা, চক্ষুর্দ্বয়ে বা সর্ব্বশরীরে তাম্রবর্ণ প্রকাশ, শরীরে ও মুখে লোহের ন্যায় গন্ধ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং রোগী তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিলে যেরূপ যাতনা হয়, সেইরূপ যাতনা অনুভব করে। তৃষ্ণার সময়ে জলপান না করিলে ক্রমশঃ শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হইয়া উঠে, তজ্জন্য পিত্তোষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া, দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। এই দাহে গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে। রস রক্তাদি ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, এই দাহে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও চেষ্টাবিহীন হইয়া পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে ঐ দাহে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অস্ত্রাঘাতাদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। মস্তক বা হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাতজন্য দাহ হইলে তাহা অসাধ্য। যে কোন দাহরোগে যদি অভ্যন্তরে দাহ এবং গাত্র শীতল হয়, তাহা হইলে সে দাহ রোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা,—দাহ রোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ধনে ২ তোলা অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া সেই জল প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে দাহরোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের

রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস প্রভৃতিও বেশ দাহনাশক। জ্বরপ্রসঙ্গে দাহশান্তির-জন্য যে সকল উপায় লিখিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে। তদ্ভিন্ন কেবল শতধৌত ঘৃত, অথবা শতধৌত ঘৃতের সহিত যবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখাইবে। পদ্মপত্র বা কদলীপত্রের শয্যায় শয়ন করাইয়া, চন্দনজলসিক্ত ব্যজন দ্বারা বীজন করিবে। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা-মূল ও শ্বেতচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া, সেই জলে অবগাহন করাইবে। চন্দনাদি কাথ, ত্রিফলাদ্য কষায়, পর্পটাদি পাচন, দাহান্তক রস, সুধাকর রস ও কাঞ্জিক তৈল দাহ রোগের প্রশস্ত ঔষধ। জ্বর থাকিলে তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন এবং অবগাহনাদি করান উচিত নহে।

পথ্যাপথ্য,—দাহরোগে পিত্তনাশক দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। তিক্ত দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনের বিধান লিখিত হইয়াছে, জ্বরের সংশ্রব না থাকিলে সেই সমস্ত দ্রব্য আহার করিতে দিবে। শীতল জলে অবগাহন, শীতল জল পান, চিনির সরবৎ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

মূর্চ্ছারোগে যে সকল আহার বিহার নিষিদ্ধ, দাহরোগেও সেই সমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উন্মাদ।

ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন, বিষসংযুক্ত দ্রব্য ভোজন, অশুচি দ্রব্য ভোজন, দেব দ্বিজ গুরু প্রভৃতির অবমাননা, অত্যন্ত ভয়, হর্ষ, বা শোকাদি কারণে চিত্তের বিঘাত, বিষমভাবে অঙ্গবিন্যাস, এবং বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিষমকার্য্যদ্বারা অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, বুদ্ধিস্থান হৃদয় ও মনোবহ ধমনীসমূহকে দূষিত করে; তজ্জন্য চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত হইয়া উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা মানসিকরোগ। বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের অস্থিরতা, আকুল দৃষ্টি, কার্য্যাদির

অস্থিরতা, অসম্বন্ধ বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা; এই কয়েকটি উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

নিরন্তর চিন্তাদ্বারা হৃদয় দূষিত হওয়ার পর যদি রুক্ষ, শীতল বা অল্প পরিমিত অন্ন ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাস প্রভৃতি বায়ুবৃদ্ধিকারক নিদান সেবিত হয়, তাহা হইলে বাতজ উন্মাদ জন্মে। এই উন্মাদে অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। আরও এই রোগে রোগীর দেহ কৃশ, রুক্ষ ও অরুণবর্ণ হয়। আহারের পরিপাক কালে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ঐরূপ চিন্তাদুষ্টহৃদয় হইয়া, কটু, অম্ল, উষ্ণ এবং যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয় সেই সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণে ভোজনাদি কারণ সেবিত হইলে, পিত্তপ্রকুপিত হইয়া পৈত্তিক উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে সহিষ্ণুতা, আড়ম্বর, বস্ত্রপরিধানে অনিচ্ছা, তর্জ্জন গর্জ্জন, দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্রের সন্তাপ, ক্রোধপ্রকাশ, ছায়াসেবন ও শীতল দ্রব্যের পান ভোজনে অভিলাষ এবং দেহের পীতবর্ণতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শ্রমজনক কার্য্য হইতে একবারে বিরত হইয়া, যদি অতিভোজনাদি কফবৃদ্ধিকর নিদান সমূহের সেবা করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়স্থ কফ দূষিত ও পিত্তসংযুক্ত হইয়া কফজ উন্মাদ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে, বাক্যকথন বা কার্য্যাদির অল্পতা, অরুচি, স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছা, নির্জ্জনস্থানে থাকিতে অভিলাষ, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব; ত্বক্‌, মূত্র, চক্ষুঃ ও নখাদির শ্বেতবর্ণতা এবং আহারের পরে রোগের বৃদ্ধি; এই সমস্ত লক্ষণ সংঘটিত হয়।

স্ব স্ব বৃদ্ধিকারক কারণসমূহদ্বারা বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া সন্নিপাতজ উন্মাদ উপস্থিত করে। ইহাতে ঐ তিন দোষজাত উন্মাদের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য।

কোন কারণে ভীত হইলে, বা ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ ঘটিলে, অথবা অভিলষিত কামিনী প্রভৃতি লাভ করিতে না পারিলে, মনঃ অত্যন্ত আহত হইয়া যে উন্মাদরোগ উৎপাদন করে; তাহাকে শোকজ উন্মাদ কহে। ইহাতে রোগী কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, অতি গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং কখন গান, কখন হাস্য, কখন বা রোদন করিতে থাকে।

বিষ বা বিষাক্তদ্রব্য ভোজন করিলে বিষজ উন্মাদ জন্মিতে পারে। তাহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্যাববর্ণ, অন্তরে দীনতা, চেতনানাশ এবং বল, ইন্দ্রিয়শক্তি ও কান্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

যে কোন উন্মাদরোগে রোগী যদি সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং অতিশয় কৃশ, দুর্ব্বল ও নিদ্রাশূন্য হইয়া পড়ে; তাহা হইলে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।

এই কয়েক প্রকার উন্মাদ ব্যতীত ভূতোন্মাদ নামক আর একপ্রকার উন্মাদ আছে। গ্রহগণ মনুষ্যশরীরে আবিষ্ট হইলে এই ভূতোন্মাদ উৎপন্ন হয়। দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব বা জীবশরীরে জীবাত্মা প্রবেশের ন্যায় মনুষ্যগণের অদৃশ্য ভাবে রোগিশরীরে গ্রহগণ প্রবিষ্ট হইয়া; স্ব স্ব জাতিবিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে। দেবগ্রহগণের পূর্ণিমা তিথি, অসুরগণের প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, গন্ধর্ব্বগণের অষ্টমী, যক্ষগণের প্রতিপদ, পিতৃগণের অমাবস্যা, নাগগ্রহগণের পঞ্চমী, রাক্ষসগণের রাত্রিকাল এবং পিশাচগণের চতুর্দ্দশী তিথি নরশরীরে প্রবেশ করিবার সময়। ভূতোন্মাদ রোগে রোগীর বক্তৃতাশক্তি, বল, বিক্রম, তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমানুষিকভাবে বর্দ্ধিত হয়। ইহাই ভূতোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ।

দেবগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, দিব্যমাল্যের ন্যায় গাত্রে গন্ধবিশিষ্ট, তন্দ্রাযুক্ত, বিশুদ্ধসংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয়। অসুরগ্রহজে রোগী ঘর্ম্মাক্তদেহ, দেব দ্বিজ গুরু প্রভৃতির দোষভাষী, কুটিলদৃষ্টি, নির্ভীক ও দুষ্টাচার হয় এবং প্রচুর পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। গন্ধর্ব্বগ্রহজে রোগী হৃষ্টচিত্ত, নদীতীর বা বনমধ্যে বিচরণশীল, সদাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অনুরক্ত হয় এবং মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতে থাকে। যক্ষগ্রহজে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্রপরিধানে অভিলাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়। আর সর্ব্বদাই কাহাকে কি দান করিব বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহজে রোগী শান্তচিত্ত হইয়া মৃতপিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি জলপিণ্ড দানের অভিনয় করে, পিতৃভক্ত হয় এবং মাংস, তিল গুড় ও পায়স, প্রভৃতি ভোজনে ইচ্ছা করিয়া থাকে। নাগগ্রহজে রোগী

কখন কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া গমন করে এবং জিহ্বা দ্বারা বারম্বার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে থাকে। আরও এই রোগে রোগী ক্রোধালু এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়সাদি দ্রব্য ভোজনে অভিলাষী হয়। রাক্ষস-গ্রহজুষ্ট হইলে রোগী মাংস, রক্ত ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্যভোজনে অভিলাষী, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতিশয় নিষ্ঠুর, অতি বলবীর্য্যশালী, ক্রোধী, কদাচারী ও রাত্রে বিচরণ করিতে অভিলাষী হইয়াথাকে। পিশাচজুষ্ট উন্মাদে রোগী উর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, কৃশ, রুক্ষদেহ, সর্ব্বদা প্রলাপভাষী, গাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত অত্যন্ত অশুচি, ভোজ্যবস্তুতে অতি লোভী, বহু ভোজনশীল, নির্জ্জনবনে ভ্রমণকারী ও বিরুদ্ধ আচারশীল হয় এবং সর্ব্বদা রোদন করে ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

যে ভূতোন্মাদরোগী বিস্ফারিত চক্ষুঃ, দ্রুতগামী, ফেনলেহনকারী ও নিদ্রালু হয় এবং পতিত হইয়া কাঁপিতে থাকে অথবা কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া যদি গ্রহগণ কর্তৃক আবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে। ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত উন্মাদ রোগ শরীরে অচিকিৎস্য-ভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকল প্রকার উন্মাদই অসাধ্য হয়।

চিকিৎসা,—বাতিক উন্মাদরোগে স্নেহপান, পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদে শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্যকর্ম্মদ্বারা শ্লেষ্মস্রাব করান হিতকর। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান করিলে উন্মাদরোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শিরোবিরেচন জন্য শিরীষফুল, লশুন, শুঁট, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপুল; এই কয়েকটি দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বটিকা করিবে; বটিকা গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, পরে তাহা জলের সহিত ঘষিয়া নস্য লইতে হইবে। ইহা অঞ্জনেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তর্জ্জন, তাড়ন, ভয়োৎপাদন, বাঞ্ছিতদ্রব্য প্রদান, সান্ত্বনাবাক্য, হর্ষোৎপাদন ও বিস্মিত করা উন্মাদরোগের বিশেষ উপকারক। আরও ইহাতে পুরাণকুষ্মাণ্ডের বীজ বাঁটিয়া মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। যে চটক শিশুর পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, সেইরূপ চড়ুই-ছানার মাংস দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্কীর ছাল, শুঁট,

পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া পান, নস্য, অঞ্জন ও লেপনকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। জলের সহিত ঐ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করান যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্রের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলেও উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে। দেবগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ, বা পিতৃগ্রহ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলে, কোনরূপ ক্রূর কর্ম্ম বা তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে। সারস্বত চূর্ণ, উন্মাদগজাঙ্কুশ, উন্মাদভঞ্জন-রস, ভূতাঙ্কুশরস, চতুর্ভুর্জরস ও বাতব্যাধিরোগোক্ত চিন্তামণি, বাতচিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ এবং পানীয়কল্যাণক ঘৃত, ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত চৈতস ঘৃত, শিবাঘৃত, মহা পৈশাচিক ঘৃত, নারায়ণ তৈল মহা নারায়ণ তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল, হিমসাগর ও বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য,—যে সকল আহারবিহারাদিদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং শরীর স্নিগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত আহারবিহার উন্মাদ রোগের পথ্য। উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি বা কোনরূপ উচ্চস্থান হইতে সর্ব্বদা সাবধানে রাখা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে পানাহারের জন্য যে সকল দ্রব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উন্মাদরোগেও সেই সমস্ত পানাহার করিতে দিবে। নিষেধনিয়মও মূর্চ্ছারোগের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইবে।

অপস্মার।

স্ব স্ব নিদান অনুসারে বায়ু, পিত্ত ও কফ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, অপস্মার রোগ উৎপাদন করে। চলিত কথায় ইহাকে "মৃগি রোগ" কহে। জ্ঞান-শূন্যতা, নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন বমন ও হস্তপদাদির বিক্ষেপ, এই কয়েকটি অপস্মার রোগের সাধারণ লক্ষণ। অপস্মার রোগ উৎপন্ন

হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কম্পন ও শূন্যতা, ঘর্ম্মনির্গম, অতিরিক্ত চিন্তা, মোহ ও নিদ্রানাশ; এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই রোগ চারি প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ। সকল প্রকার অপস্মারই নিয়ত প্রকাশিত না হইয়া ১২ দিন, ১৫ দিন বা ১ মাস অথবা তাহা অপেক্ষাও কমবেশি দিনান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতজ অপস্মারে রোগীর কম্প, দাঁতিলাগা, ফেনবমন ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে, আর রোগী চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ রুক্ষদেহ নানাপ্রকার মিথ্যামূর্ত্তি দেখিতে থাকে। পিত্তজ অপস্মারে শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা; মুখ, চক্ষুঃ ও মুখনিঃসৃত ফেন পীতবর্ণ হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তুই পীত বা লোহিত বর্ণ অথবা চতুর্দ্দিকে পীত বা লোহিতবর্ণযুক্ত মিথ্যারূপ দেখিতে পায়। আর তাহার বোধ হয় যেন সমস্ত জগৎ অগ্নিবেষ্টিত রহিয়াছে।

শ্লেষ্মজ অপস্মারে রোগীর মুখ, চক্ষুঃ ও মুখনিঃসৃত ফেন শ্বেতবর্ণ হয়; গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে; আর চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণযুক্ত মিথ্যামূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বাতজ পিত্তজ অপেক্ষা ইহাতে বিলম্বে চেতনালাভ হইয়া থাকে। এই তিন দোষজাত অপস্মারের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হইলে তাহাকে সন্নিপাতজ অপস্মার কহে।

সন্নিপাতজ অপস্মার, ক্ষীণ ব্যক্তির অপস্মার এবং দীর্ঘকালজাত অপস্মার অসাধ্য। অপস্মার রোগে বারম্বার কম্প, শারীরিক ক্ষীণতা, ভ্রূদ্বয়ের সঙ্কলন ও নেত্রবিকৃতি; এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রজোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা; স্বামীর অস্নেহ, নিষ্ঠুরাচরণ বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা; বৈধব্যপ্রভৃতি নানাবিধ শোকাদি জন্য মনঃপীড়া, দেহে রক্তের আধিক্য বা অল্পতা, মলবদ্ধতা এবং অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে যুবতী স্ত্রীদিগের একপ্রকার অপস্মার রোগ উৎপন্ন হয়; তাহাকে যোষাপস্মার কহে। ইহার ইংরেজীনাম "হিষ্টিরিয়া"।

এই রোগ উপস্থিত হইবার সময়ে প্রথমে বক্ষঃস্থলে বেদনা, জৃম্ভা, শারীরিক ও মানসিক গ্লানি প্রকাশ পাইয়া সংজ্ঞানাশ হইয়া থাকে। অপস্মার রোগের ন্যায় ইহাতে ফেনবমন ও চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয় না। কাহারও

কাহারও অকারণ হাস্য, রোদন, চিৎকার, আত্মীয়গণের প্রতি বৃথা দোষারোপ এবং আপনাকে বৃথা অপরাধী মনে করিয়া অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি বিবিধ ভ্রান্তিলক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া সেই রোগিণীকে ভূতাবিষ্টা বলিয়া মনে করে। কোন কোন রোগিণী তাহার উদরের অধোদিক হইতে ঊর্দ্ধদিকে একটি গোলাকার পদার্থ উত্থিত হইতেছে বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার শরীরের কোন না কোন স্থানে বেদনা থাকে। এইরোগে অনেকে উজ্জ্বল আলোক দর্শনে বা উচ্চ শব্দ শ্রবণে চকিত হইয়া উঠে এবং পুরুষসংসর্গে তাহার অতিরিক্ত লালসা হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা,—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক; নতুবা কিছুদিন অতিবাহিত হইলে প্রায়ই এইরোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগে চেতনাসম্পাদন জন্য মূর্চ্ছারোগের ন্যায় চোখে মুখে জলের ছাট্ দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে চেতনা না হইলে মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা একত্র মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষবীজ, রসুন ও কুড়; একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য ও অঞ্জন দিবে। এই ২টি অঞ্জন ও নস্য উন্মাদ রোগেরও উপকারক। জটামাংসীর নস্য ও ধূম গ্রহণ করিলে পুরাতন অপস্মারও প্রশমিত হয়। উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির গলরজ্জু পোড়াইয়া, সেই ভস্ম শীতল জল সহ সেবন করিলে অপস্মার রোগের উপশম হইয়া থাকে। প্রত্যহ মধুর সহিত এক আনা পরিমিত বচচূর্ণ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন, কুমড়ার জলের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া সেবন এবং দশমূলের কাথ পান, অপস্মার রোগে হিতকর। কল্যাণচূর্ণ, বাতকুলান্তক, চণ্ডভৈরব রস, স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত, পলঙ্কষাদ্য তৈল এবং মূর্চ্ছারোগে ও বাতব্যাধি প্রসঙ্গে লিখিত অন্যান্য ঔষধ, ঘৃত ও তৈলাদি দোষের প্রকোপাদি বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান বিশেষের সহিত অপস্মার রোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

যোষাপস্মারেরও আক্রমণ অবস্থায় মূর্চ্ছারোগের ন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া রোগীর চেতনাসম্পাদন করিবে। তৎপরে মূর্চ্ছা ও অপস্মাররোগোক্ত ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। রজোলোপ হইলে রজঃস্রাব

হইবার উপায় বিধান করিবে। আমাদের "মূর্চ্ছান্তক তৈল ও কুমুদাসব" যোষাপস্মারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—মূর্চ্ছা ও উন্মাদরোগের সমুদায় পথ্যাপথ্যই এই রোগে প্রতিপালন কর্ত্তব্য।

বাতব্যাধি।

রুক্ষ, শীতল, লঘু বা অল্প পরিমিত দ্রব্য ভোজন, অতিশয় মৈথুন, অধিক রাত্রিজাগরণ, অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন; অধিক সন্তরণ, পথপর্য্যটন বা ব্যায়াম; শোক, চিন্তা বা রোগাদি দ্বারা ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আঘাতপ্রাপ্তি, উপবাস এবং কোন দ্রুতযানাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া ননাপ্রকার বাতব্যাধি উৎপাদন করে। বায়ুবিকার অপরিসংখ্যেয়। শাস্ত্রে ইহা ৮০ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সমুদায় গুলির নাম উল্লেখ নাই। যে কয়েক প্রকারের নাম কথিত আছে, অমরা সেই কয়েকটিমাত্র বিকারের নাম ও লক্ষণাদি বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। অপর গুলির নাম নির্দ্দেশ না হইলেও বিবেচনা পূর্ব্বক বায়ুনাশক চিকিৎসা করিলেই যথেষ্ট হইবে। কয়েক প্রকার বাতব্যাধিতে শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিশেষ সংস্রব থাকে, চিকিৎসাকালে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সেই সেই দোষনাশক ঔষধাদিও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কুপিত বায়ু ধমনীসমূহে অবস্থিত হইয়া শরীরকে বারম্বার ইতস্ততঃ চালিত করিলে, তাহাকে আক্ষেপ নামক বাতব্যাধি কহে। যে রোগে বায়ু হৃদয়, মস্তক ও ললাটদেশের পীড়া জন্মাইয়া, দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে; তাহার নাম অপতন্ত্রক। আরও এইরোগে রোগী মূর্চ্ছিত, নির্নিমেষ বা নিমীলিতচক্ষুঃ ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ ও পাররার ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। যাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ, সংজ্ঞালোপ ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গম হয়, তাহাকে অপতানক কহে। এইরোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া রোগ প্রকাশিত হয়

এবং হৃদয় হইতে চালয়াগেলে রোগীও স্বাস্থ্য লাভ করে। কুপিতবায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া, সমুদায় ধমনীকে অবস্বলন পূর্ব্বক যখন দণ্ডের ন্যায় শরীর স্তম্ভিত ও আকুঞ্চনাদি শক্তি নষ্ট করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। যে রোগে দেহ ধনুকের মত নত হয়, তাহার নাম ধনুঃস্তম্ভ। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে ধনুঃস্তম্ভ দুই প্রকার। অতি কুপিত বেগবান্ বায়ু অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, জঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিলে, রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হইয়া পড়ে; ইহারই নাম অন্তরায়াম। আরও ইহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ হয়, চোয়াল বন্দ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কফ উদ্‌গীরণ হইতে থাকে। ঐরূপ বায়ু পৃষ্ঠের দিকের স্নায়ুসমূহ আকর্ষণ করিলে, রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বহিরায়ামে বক্ষঃস্থল, কটী ও উরু ভগ্নবৎ হয়; এইরোগ স্বভাবতঃ প্রায় অসাধ্য। গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব বা আঘাতাদি কারণে ধনুঃস্তম্ভাদি রোগ জন্মিলে তাহা অসাধ্যই হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু কর্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইলে, সেই ভাগের শিরা ও স্নায়ুসমূহ সঙ্কুচিত বা বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সকল বিশ্লিষ্ট হয়, সুতরাং সেই ভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতনপ্রায় হইয়া উঠে; এইরোগের নাম পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত। এইরোগ দুই প্রকার হইতে দেখা যায়; কাহারও বাম দক্ষিণ বিভাগের একভাগে কাহারও বা কটীদেশের উর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে এক ভাগে এইরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষাঘাত রোগে বায়ুর সহিত পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা; এবং কফের অনুবন্ধ থাকিলে পীড়িত অঙ্গের শীতলতা, শোথ ও অঙ্গের গুরুতা; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকিয়া, কেবল বায়ু কর্ত্তৃক পক্ষাঘাত রোগ জন্মিলে তাহা অসাধ্য হয়। শরীরের অর্দ্ধভাগে ঐরূপ পীড়া উপস্থিত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ কহে।

সর্ব্বদা অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়নাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবাদেশ বক্র করে এবং শিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে; এইরোগকে অর্দ্দিত কহে। মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত

রোগ জন্মে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। এই-রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, লালাস্রাব, ব্যথা, কম্প, স্ফুরণ, হনুস্তম্ভ (চোয়াল ধরা), বাক্‌রোধ, ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ ও শূলনিপাতবৎ বেদনা হয়। পিত্তের আধিক্যে মুখ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ; এই কয়েকটি উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কফের আধিক্য থাকিলে গণ্ডস্থল, মস্তক ও মন্যা (ঘাড়ের শিরা) এই সকল স্থান শোথযুক্ত ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। যে অর্দ্দিত-রোগী ক্ষীণ, নিমেষশূন্য, অতিকষ্টে অব্যক্তভাষী ও কম্পযুক্ত হয়; অথবা যাহার রোগ ৩ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই সকল রোগীর আরোগ্য-লাভের আশা থাকে না।

জিহ্বানির্লেখন কালে অর্থাৎ জিব ছুলিবার সময়ে, বা কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে কিম্বা কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয় (চোয়াল্) শিথিল করে, তাহাতে মুখ বুজিয়া থাকিলে বিবৃত (হাঁ) করা যায় না, অথবা বিবৃত থাকিলে, সংবৃত করিতে (বুজিতে) পারা যায় না, ইহাকে হনুগ্রহ রোগ কহে। দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিবৃত বা ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা অর্থাৎ গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত করে; তাহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায় না; এইরোগের নাম মন্যাগ্রহ। কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইলে, জিহ্বাস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হয়; ইহাতে রোগী পান ভোজন ও বাক্য-কথনে অসমর্থ হয়। গ্রীবাদেশস্থ শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইলে শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহ নামক রোগ উপস্থিত হয়; ইহাতে শিরা সকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী মস্তক চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃই অসাধ্য। যে বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক্ (পাছা), তৎপরে যথাক্রমে কটী, পৃষ্ঠ, ঊরু, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; তাহাকে গৃধ্রসীবাত কহে। এই রোগে বাতাধিক্য থাকিলে বারম্বার স্পন্দন এবং বায়ু ও কফ উভয়ের আধিক্যে তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি; এই কয়েকটি অধিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বাহুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে সকল বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ু-কর্ত্তৃক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে, বাহু অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চনপ্রসারণাদি-

ক্রিয়াশূন্য হইয়া যায়; ইহাকে বিশ্বচীরোগ কহে। ইহা কখন একটি বাহুতে কখন বা দুইটি বাহুতেও হইতে দেখা যায়। কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া, জানুমধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপাদন করে; তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। কটীদেশস্থ কুপিত বায়ু যদি একপায়ের উর্দ্ধজঙ্ঘার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খঞ্জ, আর ঐরূপ দুই পায়ের জঙ্ঘাদেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে পঙ্গুরোগ উৎপন্ন হয়। প্রথম পা ফেলিবার সময়ে, পা যদি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। এইরোগে সন্ধিসমূহ শিথিল হইয়া যায়। অসম অর্থাৎ উচুনিচু স্থানে পাদবিন্যাস বা অধিক পরিশ্রম জন্য বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফদেশে বেদনা জন্মাইলে, তাহাকে বাতকণ্টক (খুড়্‌কাবাত) কহে। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পিত্ত, রক্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া পাদদাহ নামক রোগ উৎপাদন করে। পদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন, বারম্বার রোমাঞ্চিত এবং ঝিনি-ঝিনি বেদনা যুক্ত হইলে, তাহাকে পাদহর্ষ কহে; সাধারণ ঝিনিঝিনি বেদনা অপেক্ষা এই রোগের বেদনা অধিককাল স্থায়ী। বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষ কুপিত হইয়া পাদহর্ষরোগ উৎপাদন করে। স্কন্দদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া, স্কন্ধের বন্ধনস্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিলে অংসশোষ রোগ জন্মে; ইহা কেবল বাতজ। ঐ স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহাকে অববাহুক রোগ কহে। বায়ু ও কফ এই উভয় দোষ হইতে অববাহুক রোগ জন্মে। কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনীসমূহকে দূষিত করিলে, মনুষ্য বোবা, খনা বা গদগদভাষী হইয়া থাকে। যে রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনি প্রদেশে বিদারণবৎ বেদনা জন্মায়, তাহার নাম তূনী। আর ঐরূপ বেদনা প্রথমে গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, প্রবলবেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে, তাহাকে প্রতিতূনী কহে। পক্বাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিয়া উদর স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও গুড়্‌গুড় শব্দবিশিষ্ট করিলে তাহাকে আধ্মানরোগ কহে। ঐরূপ বেদনা পক্বাশয়ে না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হইলে এবং তাহাতে উদর বা পার্শ্বদেশে স্ফীতি না থাকিলে, প্রত্যাধ্মান কহে। কফদ্বারা বায়ু আবৃত হইলে, এই প্রত্যাধ্মান রোগ জন্মে। নাভির

অধোভাগে পাষাণখণ্ডের ন্যায় কঠিন, ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থি বিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অষ্ঠীলা কহে। অষ্ঠীলা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে, তাহার নাম প্রত্যষ্ঠীলা। এই উভয়রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক কাঁপিতে থাকিলে, তাহার নাম বেপথু। পদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূল মোচড়াইলে তাহাকে খল্লী অর্থাৎ খাইল ধরা কহে।

সকলপ্রকার বাতব্যাধিই বিশেষ কষ্টসাধ্য; রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র যথাবিধি চিকিৎসা না করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমূত্রের নীরোধ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ও অগ্নিমান্দ্য; অথবা শোথ, স্পর্শশক্তিলোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প ও উদরাধ্মান, প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল মাংস ক্ষীণ হইলে প্রায়ই আরোগ্যের আশা থাকে না।

চিকিৎসা,—ঘৃততৈলাদি স্নেহ প্রয়োগই সমুদায় বাতব্যাধির সাধারণ চিকিৎসা। অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি রোগে চেতনাসম্পাদন জন্য তীক্ষ্ণ নস্য দেওয়া আবশ্যক। মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী সমভাবে এই সকল চূর্ণের নস্য লইলে অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও থৈকল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন করিলে অপতন্ত্রক রোগের উপশম হয়। অপতানক রোগে দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচচূর্ণের সহিত অম্লদধিভোজন অপতানক রোগে হিতকর। পক্ষাঘাতরোগে মাষকলাই, আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। পিপুলমূল, চিতামূল পিপুল, শুঁট, রাস্না ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং মাষকলাইয়ের কাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। অথবা মাষকলাই, আলকুশীমূল, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুলফা ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈলের চতুর্গুণপরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক্ পৃথক্ কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। অর্দ্দিত রোগে মুখ বিবৃত (হাঁ) হইয়া থাকিলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা হনুস্থান ও তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা

চিবুক ধরিয়া চাপদিয়া সংবৃত করিয়া দিবে। হনু শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। মুখ স্তব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। রসুন ছেঁচিয়া, মাখনের সহিত ভক্ষণ করিলে অর্দ্দিত রোগের উপশম হয়। বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল; ইহাদের ক্কাথ পান করিলে এবং ঐ ক্কাথের নস্য হইলে, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচীরোগ প্রশমিত হয়। মন্যাস্তম্ভরোগে কুক্কুটডিম্বের দ্রবভাগ লবণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া, তাহাদ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দ্দন করিবে। অশ্বগন্ধা-মূলের প্রলেপ দিলে এবং সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভের উপশম হয়। বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের কবল ধারণ হিতকর। বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই; ইহাদের ক্কাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাত্রিভোজনের পর তাহার নস্ত লইবে। বাহুশোষরোগে শালপাণির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। গৃধ্রসীরোগে মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দার ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী; ইহাদের ক্কাথ সচল লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসীজন্য বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশের স্থায়িবেদনা নিবারিত হয়। ত্রিফলার ক্কাথের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়। দশমূল, বেড়েলা, রাস্না গুলঞ্চ ও শুঁট ইহাদের ক্কাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগের উপশম হয়। আধ্মানরোগে পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিবে। দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও আধ্মানরোগ প্রশমিত হয়। প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, অগ্নিদীপক পাচক ঔষধ প্রয়োগ এবং পিচ্‌কারী দেওয়া উপকারক। শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে দশমূলের ক্কাথ ও টাবালেবুর রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে। অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগের চিকিৎসা গুল্মরোগের ন্যায় কর্ত্তব্য। তূনী ও প্রতিতূনী রোগে স্নেহপিচকারী দেওয়া আবশ্যক এবং হিং ও যবক্ষার মিশ্রিত উষ্ণঘৃত পান করিবে। খল্লীরোগে তৈলের সহিত কুড়, সৈন্ধবলবণ ও চুক্র মিশ্রিত

করিয়া গরম করিয়া মর্দ্দন করিবে। বাতকণ্টকরোগে জোঁক প্রভৃতি দ্বারা রক্তমোক্ষণ, এরণ্ডতৈল পান এবং উত্তপ্ত সূচী প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা উচিত। ক্রোষ্টুকশীর্ষ ও পাদদাহ রোগের চিকিৎসা বাতরক্ত রোগের ন্যায় কর্ত্তব্য। পিষ্ট মসুরকলাই জলে সিদ্ধ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও পাদদাহরোগের শান্তি হয়। অথবা পদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে। পাদহর্ষ রোগে কুব্জপ্রসারণীতৈল হিতকর।

সমুদায় বাতব্যাধিতেই তৈল মর্দ্দন করা প্রধান চিকিৎসা। তৈলের উপকারিতা এবং রোগের অবস্থাবিশেষ বিবেচনা করিয়া স্বল্পবিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, সিদ্ধার্থক-তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল, মাষবলাদিতৈল, সৈন্ধবাদ্যতৈল, পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল ও মহামাষতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। সেবনের জন্য রাস্নাদি পাচন, মাষবলাদি পাচন, কল্যাণাবলেহ, স্বল্প-রসোনপিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু, দশমূলাদ্য ঘৃত, ছাগলাদ্য ও বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত এবং চতুর্ম্মুখ রস, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বাতগজাঙ্কুশ, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, যোগেন্দ্ররস রসরাজরস, চিন্তামণিরস ও বৃহৎবাতচিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য,—বাতব্যাধিমাত্রেই স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি করা হিতজনক। মূর্চ্ছারোগে যে সমস্ত দ্রব্য পানাহার জন্য কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য এবং রোহিত মৎস্যের মস্তক (মুড়) ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। স্নানাদি মূর্চ্ছারোগোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হইবে। কেবলমাত্র পক্ষাঘাতরোগে কফের সংস্রব থাকিলে অথবা অন্য কোন বাত-ব্যাধিতে কফের উপদ্রব বা জ্বরাদি দৃষ্ট হইলে উষ্ণজলে কদাচিৎ স্নান করা উচিত এবং যাবতীয় শৈত্যক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে যে সকল আহার বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ বাতব্যাধিতেও সেই সমস্ত নিষিদ্ধ।

বাতরক্ত।

অতিরিক্ত লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অপক্ক বা দুর্জ্জর দ্রব্য ভোজন, জলচর ও আনূপচর জীবের শুষ্ক বা পচামাংস ভোজন; যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন; কুলত্থকলাই, মাষকলাই, তিলবাঁটা, মূলা, শিম, ইক্ষুরস, দধি, কাঁজি, মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; সংযোগবিরুদ্ধভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ; এই সমস্ত কারণে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রাদি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইয়া কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হইয়া, মূষিক বিষের স্থায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। বাতরক্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মনির্গম বা একবারে ঘর্ম্মনিরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণ-বর্ণ চিহ্ন ও স্পর্শশক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থান ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিস্থলের শিথিলতা, আলস্য, অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পিড়-কার (ব্রণবিশেষের) উৎপত্তি এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিসমূহে সূচীবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদারণবৎ যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডূ, সন্ধিস্থলে বারম্বার বেদনার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি, দেহের বিবর্ণতা, চাকা চাকা চিহ্ন বিশেষের উৎপত্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপী-লিকাসঞ্চরণের স্থায় অনুভব; এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, শূল, স্ফুরণ, ভঙ্গবৎপীড়া, রুক্ষশোথ, শোথস্থানের কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা, পীড়ার সমুদায় লক্ষণেরই কখন বৃদ্ধি, কখন বা হ্রাস; ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, অত্যন্ত যাতনা, শীতলস্পর্শাদিতে দ্বেষ ও অনুপকার, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। রক্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে, তাম্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ডূ ও ক্লেদস্রাব, অতিশয় দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনা বা চিমিচিমি বেদনা হয় এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়াদ্বারা এই পীড়ার শান্তি হয় না। পিত্তের আধিক্য থাকিলে দাহ, মোহ, ঘর্ম্মনির্গম,

মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়; আর শোথস্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্ফীত, পাক ও উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কফের আধিক্যে স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং শরীরের চাকচিক্য, শীতস্পর্শতা, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের বা তিন দোষের আধিক্য থাকিলে, সেই সেই দোষজ লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়।

একদোষজাত এবং অল্পদিনজাত বাতরক্তই সাধ্য; পীড়া একবৎসরের হইলেই যাপ্য হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন দ্বিদোষজ বাতরক্তও যাপ্য। ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং নিদ্রানাশ, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মত্ততা, ব্যথা, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্ছা, কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথের পাক, সূচীবেধবৎ অত্যন্ত যাতনা, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলির বক্রতা, স্ফোট, দাহ, মর্ম্ম-বেদনা ও অর্ব্বুদ (আব) এই সকল উপদ্রবযুক্ত অথবা কেবলমাত্র মোহ উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্তে পীড়া পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, ত্বক্ দলিত ও বিদীর্ণ হইয়া যায়, পূয রক্ত স্রাব হইতে থাকে এবং বল ও মাংসাদি ক্ষীণ হইয়া যায় তাহাও অসাধ্য।

চিকিৎসা,—বাতরক্তরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক; নতুবা সমুদায় রূপ প্রকাশিত হইলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। যে সকল স্থানের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, জোঁক লাগাইয়া বা কোন অস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত করিয়া সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। অঙ্গ শুষ্ক হইলে বা বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। স্নেহযুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচকারী দেওয়া বাতরক্ত পীড়ায় হিতকর। বিরেচনের জন্য ৩টি বা ৫টি অথবা রোগীর বলাদি অনুসারে তদপেক্ষা অল্পাধিক পরিমিত হরীতকী পুরাতন গুড়ের সহিত বাঁটিয়া সেবন করান যায়। সোন্দালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ ও বাসকছালের ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলেও বিরেচন হইয়া বাতরক্ত রোগের উপশম হয়। কোন স্থানে বেদনা থাকিলে গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুল্ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; একত্র জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা; একত্র দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ক্বাথ, কল্ক, চূর্ণ বা রস যে কোন উপায়ে গুলঞ্চ সেবন বাতরক্তের বিশেষ উপকারক।

অমৃতাদি, বাসাদি, নবকার্ষিক ও পটোলাদি পাচন, নিম্বাদিচূর্ণ, কৈশোর গুগ্‌গুলু, রসাভ্র গুগ্‌গুলু, বাতরক্তান্তক রস, গুড়ূচ্যাদিলৌহ, মহাতালেশ্বররস, বিশ্বেশ্বররস, গুড়ূচীঘৃত, অমৃতাদ্যঘৃত, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল, মহারুদ্রগুড়ূচী-তৈল, রুদ্রতৈল, মহারুদ্রতৈল ও মহাপিণ্ডতৈল প্রভৃতি ঔষধ এবং কুষ্ঠ-রোগোক্ত পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি কতিপয় ঔষধাদি বিবেচনা পূর্ব্বক বাতরক্ত-রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ বা বুটের দাইল, তিক্তরস-যুক্ত তরকারী; অথবা পটোল, ডুমুর, ঠোটেকলা, মানকচু, উচ্ছে, করেলা, পাকা ছাঁচি কুমড়া প্রভৃতি তরকারী; হেলেঞ্চা, নিমপত্র, শ্বেত পুনর্নবা ও পটোলপত্রের শাক ভোজন করা উপকারক। রাত্রিকালে লুচী বা রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী; অল্প মিষ্ট সংযোগে যে কোন খাদ্য এবং অল্প দুগ্ধ আহার কর্ত্তব্য। জলখাবার সময়ে ছোলাভিজা খাওয়া বাতরক্তের বিশেষ উপকারক। ব্যঞ্জনাদি ঘৃতপক্ক করিতে হইবে। কাঁচা ঘৃতও সহ্যানুসারে খাইলে উপকার পাওয়া যায়।

নূতন চাউলের অন্ন, গুরুপাকদ্রব্য, যাহা খাইলে অম্লপাক হয় সেই সমস্ত দ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মদ্য, শিম, মটর, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, মূলা, অপরাপর শাক, অম্ল, বিলাতী বা সূর্য্যকুমড়া, গোলআলু, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কার ঝাল ও অধিক মিষ্ট; এই সমস্ত ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগরোধ, অগ্নি বা রৌদ্রের সন্তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি বাতরক্তরোগের অনিষ্টকারক।

উরুস্তম্ভ।

অধিক শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ বা রুক্ষ দ্রব্য ভোজন; পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন; পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু, শ্লেষ্মা ও আমরসযুক্ত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুতে অবস্থিত হইলে উরুস্তম্ভ

রোগ জন্মে। এই রোগে উরু স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উরু উত্তোলন বা চালনা করিবার শক্তি থাকে না। আরও এইরোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে ভিজাবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, তন্দ্রা, বমি, অরুচি, জ্বর এবং পদের অবসন্নতা, স্পর্শশক্তির নাশ ও কষ্টে সঞ্চালন; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। উরুস্তম্ভের নামান্তর আঢ্যবাত। উরুস্তম্ভ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর দুর্ব্বলতা; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই রোগে দাহ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা,—যে সকল ক্রিয়াদ্বারা কফের শান্তি হয় অথচ বায়ুর প্রকোপ অধিক না হয়, উরুস্তম্ভে সেইরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক। তথাপি প্রথমে রুক্ষক্রিয়াদ্বারা কফের শান্তি করিয়া, পরে বায়ুর শান্তি করা উচিত। প্রথমতঃ স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াদ্বারা বায়ু অধিক কুপিত হইয়া নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে স্নেহস্বেদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ; কিম্বা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল; অথবা দন্তী, ইন্দুরকানী, রাস্না ও সর্ষপ; কিম্বা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনার ছাল, বচ, কুড়চী ও নিম; এই কয়েকটির যে কোন একটি যোগ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে। সর্ষপচূর্ণ ও উই মৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ধুতরাপাতার রসের সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণধুতরার মূল, ঢেঁড়ীফল, অর্জ্জুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ; এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উরুস্তম্ভের শান্তি হয়। ত্রিফলা, পিপুল, মুথা, চৈ ও কট্‌কী; ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল ত্রিফলা ও কট্‌কী; এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ভল্লাতকাদি ও পিপ্পল্যাদি পাচন, গুঞ্জাভদ্ররস, অষ্টকটূর

তৈল, কুষ্ঠাদ্যতৈল ও মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল উরুস্তম্ভরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, কুলথকলাই, মুগ, ছোলা ও মসুরের দাইল; পটোল, ডুমুর, মানকচু, উচ্ছে, করেলা, সজিনার ডাঁটা, ইচোর, বেগুন, রসুন ও আদা প্রভৃতি তরকারী; ছাগ, কপোত বা কুক্কুট প্রভৃতির মাংসরস, সহ্যমত ঘৃত ও অল্প ঘোল আহার করিবে। রাত্রিকালে লুচী বা রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী এবং ঘৃত, ময়দা সুজি ও অল্প চিনি সংযোগে প্রস্তুত গজা, মোহনভোগ ও মেঠাই প্রভৃতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার কর্ত্তব্য। জলখাবারের জন্য কিস্‌মিস্, সোহারা ও খর্জ্জুর প্রভৃতি কফনাশক ও বায়ুর অবিরোধী ফল খাইতে দিবে। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে হইবে। স্নান যত কম হয়, তাহাই ভাল; নিতান্তই স্নানের আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান কর্ত্তব্য। কিন্তু বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে নদীর জলে স্নান ও স্রোতের প্রতিকূল দিকে সন্তরণ ব্যবস্থেয়।

গুরুপাক দ্রব্য, কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, গুড়, দধি, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টকাদি, অধিক পরিমিত আহার এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ও হিমলাগান প্রভৃতি উরুস্তম্ভরোগে অনিষ্টকারক।

আমবাত।

ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ আহার; স্নিগ্ধান্নভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও সন্তরণাদি জলক্রীড়া; অগ্নিমান্দ্য ও গমনাগমনশূন্যতা প্রভৃতি কারণে অপক্ক আহাররস বায়ুকর্তৃক আমাশয় ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কফস্থানে সঞ্চিত ও দূষিত হইয়া আমবাতরোগ উৎপাদন করে। চলিত কথায় এই রোগকে বাতের পীড়া কহে। অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ; এই কয়েকটি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাত অধিক কুপিত হইলে, সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয় এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, কটী, জানু, উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। আরও ঐ সময়ে দুষ্ট আম যে যে স্থান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা এবং অগ্নিমান্দ্য, মুখনাসাদি হইতে জলস্রাব, উৎসাহহানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক মূত্রস্রাব, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা, রাত্রিতে অনিদ্রা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতজ আমবাতে অধিক শূলবৎ বেদনা; পৈত্তিকে গাত্রদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা; কফজে আর্দ্রবস্ত্র অবগুণ্ঠনের ন্যায় অনুভব, গুরুতা ও কণ্ডু; এই কয়েকটি লক্ষণ অধিক লক্ষিত হয়। দুইদোষ বা তিনদোষের আধিক্যে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। এক দোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং সন্নিপাতজ ও সর্ব্বদেহগত শোথের লক্ষণযুক্ত আমবাত অসাধ্য।

চিকিৎসা,—পীড়ার প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা আবশ্যক। নতুবা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। লঙ্ঘন, স্বেদ ও বিরেচন আমবাতের প্রধান চিকিৎসা। বালুকার পুট্‌লী উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। অথবা কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, লালভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ; এই সমস্ত দ্রব্য বা ইহার মধ্যে যে কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পোট্টলী বাঁধিতে হইবে। একটি হাঁড়ীর মধ্যে কাঁজি দিয়া, একখানি বহুছিদ্রযুক্ত শরাদ্বারা সেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সংযোগস্থানে লেপ দিতে হইবে। পরে ঐ কাঁজিপূর্ণ হাঁড়ীটি জ্বালে চড়াইয়া, শরার উপরে এক একটি পুট্‌লী গরম করিয়া লইবে। ঐ উত্তপ্ত পুট্‌লীদ্বারা স্বেদ দিলে আমবাতের বেদনা নিবারিত হয়। এই স্বেদকে শঙ্কর স্বেদ কহে। কুলেখাড়া, কেউমূল, শজিনাছাল ও উইমাটী গোমূত্রে বাঁটিয়া এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়। অথবা শুল্‌ফা, বচ, শুঁট, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং; এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার বীজের শস্য ও শুঁট; সমভাগে আদার রসের সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও শীঘ্র বেদনার শান্তি

হয়। তেকাঁটাশিজের আটা লবণমিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে লাগাইলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বিরেচনজন্য দশমূল বা শুঁটের কাথের সহিত অৰ্দ্ধছটাক বা কোষ্ঠানুসারে তদপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় এরণ্ডতৈল, অথবা কেবল এরণ্ডতৈল ঐরূপ মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত পান করিতে দিবে। তেউড়ীমূল চূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধবলবণ ১২ মাষা ও শুঁটচূর্ণ ২ মাষা; একত্র মিশ্রিত করিয়া চারিআনা বা ছয়আনা মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলেও বিরেচন হইয়া, আমবাতের শান্তি হয়। অথবা কেবল তেউড়ীচূর্ণ তেউড়ীর কাথে ভাবনা দিয়া, তাহাই ঐরূপ মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করাইবে। চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ; অথবা দেবদারু, বচ, মুথা, শুঁট, আতইচ ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ গরমজলের সহিত পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আমবাতের উপশম হয়। রাম্নাপঞ্চক, রাম্নাসপ্তক, রসোনাদি কষায় ও মহারাস্নাদিকাথ আমবাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিরেচনের আবশ্যক হইলে ঐ সকল কাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করান যায়। হিঙ্গাদ্যচূর্ণ, অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ, অজমোদাদিবটক, যোগরাজ গুগ্‌গুলু, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, রসোনপিণ্ড ও মহারসোনপিণ্ড, আমবাতারি বটিকা, বাতগজেন্দ্র সিংহ, প্রসারণীতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, বিজয়ভৈরবতৈল এবং বাতব্যাধি কথিত কুব্জপ্রসারণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈল আমবাতরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে পীড়ার শান্তি হয়। আমাদের "বাতারিমর্দ্দন" ব্যবহারে আমবাতবেদনার আশু শান্তি হইয়া থাকে। গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত প্রভৃতি যে সকল বাতব্যাধিতে বেদনা আছে, বাতারিমর্দ্দন ব্যবহারে সেই সমস্ত বেদনাও সত্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য,—ঊরুস্তম্ভরোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, আমবাত রোগেও সেই সকল প্রতিপালন করা বিধেয়। কদাচিৎ গরম জলে স্নান ব্যতীত নদীজলাদিতে স্নান করিবেনা। তুলা ও ফ্লানেলদ্বারা বেদনাস্থান সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী বা সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার করিতে হইবে।

শূলরোগ।

যে রোগে উদরমধ্যে শূলনিখাতবৎ বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে শূলরোগ কহে। এইরোগ ৮ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও আমদোষজাত। এই ৮ প্রকার ব্যতীত পরিণাম শূল ও অন্নদ্রব শূল নামক আরও দুইপ্রকার শূলরোগ আছে। সমুদায় শূলই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য।

ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিশয় শীতল জল পান; এবং মটর, মুগ, অড়হর, কোদধান্য, রুক্ষদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন; মল, মূত্র, বায়ু ও শুক্রের বেগধারণ; শোক, উপবাস ও অতিশয় হাস্য বা বাক্যকথন; এই সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজ শূল উৎপাদন করে। এই শূলে হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, কটী ও বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, মল ও অধোবায়ুর নীরোধ; আহার জীর্ণ হইলে এবং শীত ও বর্ষা ঋতুতে পীড়ায় আধিক্য; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ক্ষার, অতিতীক্ষ্ণ ও অতি উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয় সেই সমস্ত দ্রব্য ভোজন, শিম, তিলবাঁটা, কুলথ কলাইয়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, মদ্য ও তৈলপান, ক্রোধ, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ, পরিশ্রম ও অতিমৈথুন প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পিত্তজ শূল উৎপাদন করে। ইহাতে নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও চোষ অর্থাৎ নিকটে অগ্নি থাকিলে যেরূপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয় তদ্রূপ যাতনা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রিতে, আহারের পরিপাককালে এবং শরৎ ঋতুতে এই শূল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অনূপজ বা জলসমীপজাত জীবের মাংস, ছানা, দধি, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, তিলতণ্ডুল এবং অন্যান্য যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করিলে

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মজ শূল উৎপাদন করে। তাহাতে আমাশয়ে বেদনা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, অরুচি, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকালে এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে কফজ শূল অধিক প্রকুপিত হয়।

স্ব স্ব কারণে বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া ত্রিদোষজ শূল উৎপাদন করে। তাহাতে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা অসাধ্য ও আশু প্রাণনাশক।

আমজ অর্থাৎ অপক্করসজাত শূলরোগে উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ, বমন বা বমনবেগ, দেহের গুরুতা, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, মলমূত্রের নীরোধ, কফস্রাব এবং কফজশূলের অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়।

দ্বিদোষজ শূলমধ্যে বাতশ্লৈষ্মিক শূল বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে; পিত্তশ্লেষ্মজ শূল কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে; এবং বাতপৈত্তিক শূল পূর্ব্বোক্ত বাতজ ও পিত্তজ শূলের নির্দ্দিষ্টস্থানে উৎপন্ন হয়। বাতপৈত্তিকশূলে জ্বর ও দাহ অধিক হইয়া থাকে।

এই সমস্ত শূলমধ্যে একদোষজাত শূল সাধ্য, দুইদোষজাত কষ্টসাধ্য, ত্রিদোষজ এবং অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, মূর্চ্ছা, আনাহ, দেহের গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশতা ও বলহানি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত শূলরোগ অসাধ্য।

আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণামশূল কহে। বায়ুবর্দ্ধক কারণসমূহ অত্যন্ত সেবিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া, কফ এবং পিত্তকেও দূষিত করে; তাহা হইতেই এই শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিণামশূলে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ, মল মূত্রের নীরোধ, মনের অসুস্থতা ও কম্প; এই সমস্ত অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায়। পিত্তের আধিক্যে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অসুস্থতা, ঘর্ম্ম ও শীতল ক্রিয়ায় পীড়ার উপশম; এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কটু, অম্ল বা লবণরস ভোজনে এই শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফের আধিক্য থাকিলে, বমি বা বমনবেগ,

মূর্চ্ছা ও অল্পক্ষণস্থায়ী বেদনা হয়। কটু বা তিক্তরস সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায়। দুই দোষ বা তিন দোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ পরিণামশূল নামে অভিহিত করা হয়। ত্রিদোষজ পরিণামশূলে রোগীর বল, মাংস বা অগ্নি ক্ষীণ হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হইলে, বা পরিপাকের সময়ে, অথবা অপক্ক অবস্থাতেই অনির্দ্দিষ্টরূপে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্নদ্রব শূল কহে। এই শূল পথ্য ভোজনাদিদ্বারা উপশান্ত হয় না। বমি হইয়াগেলে কতকটা শান্তি বোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—শূলরোগ প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিবে। পীড়া দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্যের আশা থাকেনা। বাতজ শূলে উদরে স্বেদ প্রদান করিলে বিশেষ আরাম বোধ হয়। মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হইবে, ঘনীভূত হইলে বস্ত্রখণ্ডে তাহার পোট্টলী বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। অথবা কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ; এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যে কয়েকটি পাওয়া যায়, তাহা কাঁজির সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া, বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলী বান্ধিবে; তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, উদর, মস্তক, কনুই, পাছা, জানু, পদ, অঙ্গুলী, গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটীদেশের শূল ত্বরায় প্রশমিত হয়। বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে বাঁটিয়া গরম করিয়া, একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে; সেই পিণ্ড উদরের উপর বুলাইলেও শূল প্রশমিত হইয়া থাকে। দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ কাঁজিতে বাঁটিয়া গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বাতজ শূলের শান্তি হয়। অথবা বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁট, হিং ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া (গরম না করিয়া) উদরে প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। শুঁট ও এরণ্ডমূল এই দুই দ্রব্যের কাথ হিং ও সচললবণের সহিত পান করিলে শূল সদ্যঃ প্রশমিত হয়। হিং থৈকল, পিপুল, সচল-লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব ইহাদের সমভাগ চূর্ণ চারি আনা

মাত্রায় তাড়ির সহিত পান করিলে বাতজশূল নিবারিত হয়। হিং, থৈকল, শুঁট, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিট্ লবণ; একত্র টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া ৵০ আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলেও বাতজ শূলের শান্তি হয়।

পিত্তজ শূলে পটোলপত্র বা নিমের কল্ক যুক্ত দুগ্ধ, জল কিম্বা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। মলবদ্ধ থাকিলে যষ্টিমধুর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। অথবা ত্রিফলা ও সোন্দালমজ্জার কাথে ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে; তাহাতে শূল, দাহ ও রক্ত-পিত্ত প্রশমিত হয়। প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস, কিম্বা চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিলে, অথবা মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহন করিলে, পিত্তজ শূলের উপশম হয়। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করাইলে পিত্তশূলের দাহবৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু-বালিকা; ইহাদের কাথ সেবনেও প্রবল পিত্তশূলের শান্তি হয়।

কফজ শূলে প্রথমতঃ বমন ও লঙ্ঘন দেওয়া আবশ্যক। আমদোষ থাকিলে মুথা, বচ, কট্‌কী, হরীতকী ও মূর্ব্বামূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, সৈন্ধব, সচল, বিট্‌লবণ ও হিং; একত্র চূর্ণ করিয়া ৵০ আনা বা চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা বচ, মুথা, চিতামূল, হরীতকী ও কট্‌কী; ইহাদের চূর্ণ ।০ আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করাইবে।

আমজ শূলে কফজশূলের ন্যায়ই চিকিৎসা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁট একত্র চূর্ণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। যে সকল ঔষধ অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে আম-দোষের পরিপাক ও অগ্নি বর্দ্ধিত করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে; আমজশূলে সেই সমস্ত ঔষধও প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিদোষজশূলে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা ও পক্ব দাড়িমের রস ২ তোলা; শুঁট, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের মিলিতচূর্ণ ৵০ আনা এবং মধু

৵৹ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শঙ্খভস্ম ১ মাষা ; সৈন্ধব লবণ, শুঁট, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ মাষা এবং হিং ২ বা ৩ রতি ; একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলেও ত্রিদোষজ শূলের শান্তি হয়।

পরিণাম শূলে এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবালেবুর মূল, পাথরকুচা ও গোক্ষুরমূল ; ইহাদের কাথের সহিত যবক্ষার, হিং, সৈন্ধব ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা অন্যান্য স্থানের বেদনারও শান্তি হয়। হরীতকী, শুঁট ও মণ্ডুরচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার পরিণামশূলই নিবারিত হয়। শম্বুকাদি গুড়িকা ও নারিকেল ক্ষার পরিণামশূলের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অন্নদ্রব শূলে অম্লপিত্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। আমাদের "শূল নির্ব্বাণ চূর্ণ" সেবন করিলে সকল প্রকার শূলই আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, তারামণ্ডুর গুড়, শতাবরীমণ্ডুর, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর, ধাত্রীলৌহ (২ প্রকার), আমলকী খণ্ড, নারিকেল খণ্ড, বৃহৎ নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, শ্রীবিদ্যাধরাভ্র, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিনী বটী, পিপ্পলীঘৃত ও শূলগজেন্দ্রতৈল ; এই সমস্ত ঔষধ যাবতীয় শূলরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। গ্রহণীরোগোক্ত শ্রীবিল্বতৈলও শূলরোগের বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য,—পীড়া প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া দিবসে দুগ্ধবার্লি, দুগ্ধসাগু এবং রাত্রিতে দুগ্ধখই আহার করা আবশ্যক। পিত্তজ শূলের সহিত বমি, জ্বর, অত্যন্ত দাহ ও অতিশয় তৃষ্ণা উপদ্রব থাকিলে মধুমিশ্রিত যবের পেয়া পান করা হিতকর। আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" শূলের প্রবল অবস্থায় আহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। পীড়ার উপশম হইলে দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন ; মাগুর, শিঙ্গী, কই, মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, মানকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, শজিনার ডাঁটা, করেলা ও মোচা প্রভৃতি তরকারী ; আমলকী, কেশুর, দ্রাক্ষা, সুপক্ক পেঁপে, নারিকেল ও বেল প্রভৃতি ফল ; এবং উষ্ণদুগ্ধ, তিক্তদ্রব্য, ডাবের জল ও কি

প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে। তরকারী প্রভৃতি সৈন্ধব লবণ সংযোগে পাক করা উচিত। তরকারী যত কম ব্যবহার হয়, এইরোগে তাহারই চেষ্টা কর্ত্তব্য। তরকারী বন্ধ করিয়া কেবল দুগ্ধ ভাত খাইতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রিকালে যবের মণ্ড, দুগ্ধবার্লি, দুগ্ধসাগু, দুগ্ধখই বা আমাদের "সঞ্জীবনখাদ্য" আহার করিবে। জলখাবারের জন্য কুমড়ার মেঠাই, নারিকেলের সন্দেশ (রসকরা) ও আমলকীর মোরব্বা ভোজন করিবে। এইরোগে আহারের সহিত জলপান না করিয়া, আহারের ২ ঘণ্টা পরে জলপান হিতকর। সহ্যমত শীতল জলে বা উষ্ণ জলে স্নান করিতে পারা যায়।

গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, সর্ব্বপ্রকার দাইল, শাক, বড় মৎস্য, দধি; রুক্ষ, কষায় ও শীতলদ্রব্য; অম্লদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, তীব্রমদ্য, রৌদ্রাদির আতপ সেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রিজাগরণ শূলরোগের অনিষ্টকারক।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ।

অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা; এই সমস্তের বেগধারণ করিলে যে যে রোগ জন্মে, তাহাদিগকে উদাবর্ত্ত কহে।

অধোবায়ুর বেগধারণ করিলে, বায়ু, মূত্র ও মলের নীরোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং অন্যান্য বাতজ পীড়া উপস্থিত হয়। মলবেগ রোধ করিলে উদরে গুড়গুড় শব্দ ও শূলবেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ যাতনা, মলনীরোধ, উদ্গার এবং কখন কখন মুখদিয়া মলনির্গম; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূত্রের বেগধারণে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলবেদনা, কষ্টে মূত্রত্যাগ বা মূত্রনীরোধ, শিরঃপীড়া, ব্যথাজন্য শরীর নুইয়া পড়া এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচকিতে) আকর্ষণবৎযন্ত্রণা হইয়া থাকে। জৃম্ভার বেগ ধারণ করিলে বায়ুজনিত মন্যাস্তম্ভ,

গলস্তম্ভ, শিরোরোগ এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা ও মুখরোগ উৎপন্ন হয়। আনন্দ বা শোকাদিকারণে চক্ষুতে অশ্রুজল উপস্থিত হইলে, যদি তাহা রোধ করিয়া রাখাযায়; তাহা হইলে মস্তকভার, অতিকষ্টপ্রদ পীনস ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। হাঁচির বেগ ধারণ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিতরোগ, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) ও ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদ্গারের বেগ নীরোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, অস্পষ্টবাক্য, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কণ্ডু, কোঠ, অরুচি, মেচেতা প্রভৃতি মুখে কাল কাল দাগ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্পরোগ জন্মে। শুক্রবেগ রোধ করিলে মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং নানাপ্রকার কষ্টসাধ্য মূত্রাঘাতরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষুধা নীরোধ করিলে অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে ভোজন না করিলে, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি ও দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। তৃষ্ণা নিরোধে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির নাশ ও হৃদয়ে বেদনা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পরিশ্রমের পর দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া রাখিলে হৃদ্রোগ, মোহ ও গুল্মরোগ জন্মে। নিদ্রারোধে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, চক্ষুঃ ও মস্তকের গুরুত্ব এবং তন্দ্রা উপস্থিত হয়।

এই সমস্ত উদাবর্ত্তব্যতীত কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য ভোজনাদিকারণে কুপিত হইয়া, সদ্যঃ অন্য এক প্রকার উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে ঐ কুপিত বায়ুদ্বারা বাত, মূত্র, মল, রক্ত, কফ ও মেদোবহ স্রোতঃসমূহ আবৃত এবং শুষ্ক হইয়া যায়। তজ্জন্য হৃদয় ও বস্তিদেশে বেদনা, বমনেচ্ছা, অতিকষ্টে বাতমূত্রপুরীষের নির্গম এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনের ভ্রান্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও অন্যান্য বিবিধ বাতজপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

আহারজনিত অপক্করস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণবায়ু কর্তৃক বিবদ্ধ হইয়া, যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে তাহাকে আনাহ রোগ কহে। অপক্করসজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং উদ্গাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মল-

সঙ্করজনিত আনাহরোগে কটী ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের নীরোধ, শূল, মূর্চ্ছা, বিষ্ঠাবমন, শোথ, আধ্মান, অধোবায়ুর নীরোধ এবং অলসকরোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—বায়ুর অনুলোমতাবিধানই উদাবর্ত্তরোগের সাধারণ চিকিৎসা। অধোবাতনীরোধজন্য উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ ও বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। মদনফল, পিপ্পুল, কুড, বচ ও শ্বেতসর্ষপ; প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুড; প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে, পাকশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকেই ফলবর্ত্তী কহে। গুহ্যদ্বারে এই বর্ত্তী প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার উদাবর্ত্তই প্রশমিত হয়। মলবেগ ধারণ জন্য উদাবর্ত্তে বিরেচক ঔষধ, ঐ ফলবর্ত্তী, গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন, স্বেদ ও বস্তিকর্ম্ম করা আবশ্যক। মূত্রবেগরোধ জন্য উদাবর্ত্তে অর্জ্জুনছালের কাথ, জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ-মিশ্রিত কাঁকুড়ের বীজচূর্ণ, অথবা বচচূর্ণ সেবন করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। জৃম্ভাবেগ-ধারণ জন্য উদাবর্ত্তে স্নেহস্বেদ এবং বায়ুনাশক অন্যান্য ক্রিয়াও কর্ত্তব্য। অশ্রুবেগ ধারণ জনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদিদ্বারা অশ্রু নিঃসারিত করিয়া রোগীকে সন্তুষ্টচিত্তে রাখিবে। হাঁচিনীরোধে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য বা সূর্য্যদর্শনাদি ক্রিয়াদ্বারা হাঁচি প্রবর্ত্তিত করাইবে। উদ্গাররোধে শুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী (২ ভাগ), মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই সমস্তদ্রব্য পেষণ করিয়া বসা, ঘৃত ও মোমের সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহার বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূমপান করাইবে। বমনবেগরোধ জন্য উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন ও তৈল মর্দ্দন হিতকর। শুক্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্তে মৈথুন, তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, মদ্যপান, মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজন, এবং তৃণপঞ্চমূলের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই দুগ্ধ পান করা উপকারী। ক্ষুধারোধ জন্য উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ও রুচিজনক অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজন করাইবে। সুগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণ লওয়া ইহাতে হিতকর। তৃষ্ণাবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্তে কর্পূরবাসিত জল বা রসকরম

পান করাইবে, যবাগূ পান করাইবে এবং সর্ব্ববিধ শীতল ক্রিয়া করিতে হইবে। শ্রমজন্য-শ্বাসরোধজ উদাবর্ত্তে বিশ্রাম করাইবে ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। নিদ্রারোধ জন্য উদাবর্ত্তে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধপান, সম্বাহন (হস্তপদাদি টেপন) এবং সুখপ্রদশয্যায় শয়ন প্রভৃতি উপায়দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করা আবশ্যক। রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন জন্য উদাবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ফলবর্ত্তী, অথবা হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে, সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

আনাহরোগেও উদাবর্ত্ত রোগের ন্যায় বায়ুর অনুলোমতাসাধন এবং বস্তিকর্ম্ম ও বর্ত্তীপ্রয়োগ প্রভৃতি হিতকর। তেউড়ীচূর্ণ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসমান; একত্র মর্দ্দন করিয়া, চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে আনাহ রোগের শান্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড় সমভাগে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ চারি আনা বা ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা ভিন্ন নারাচ চূর্ণ, গুড়াষ্টক, বৈদ্যনাথবটী, বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস, শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত ও স্থিরাদ্য ঘৃত, উদাবর্ত্ত এবং আনাহরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের "সরলভেদী বটিকা" সেবন করাইলেও মৃদুবিরেচন হইয়া উদাবর্ত্ত এবং আনাহ রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে বায়ুর শান্তিকারক অন্নপানাদি আহার করিবে। পুরাতন সূক্ষ্ম শালীতণ্ডুলের অন্ন ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। কই, মাগুর, শিঙ্গী ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, ছাগাদি কোমলমাংসের রস, এবং শূলরোগোক্ত তরকারী সমূহ ও দুগ্ধ আহার করা উপকারক। মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে আহার করা অনিষ্টজনক। মিছরীর সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পেঁপে, আতা, ইক্ষু ও বেদানা প্রভৃতি আহার করিতে পারিবে। রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে ঐরূপ অন্ন আহার করিবে। উপযুক্ত ক্ষুধা না হইলে দুগ্ধসাগু, যবের মণ্ড বা দুগ্ধখই, কিম্বা অল্প মোহনভোগ ভোজন করিতে হইবে। সহ্যমত শীতল জলে বা উষ্ণজলে স্নান, তৈলমর্দ্দন, অপরাহ্নে বায়ুসেবন প্রভৃতি আচরণে এই উভয় পীড়ার উপকার হইয়া থাকে।

কোন প্রকার গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য বা রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রাত্রিজাগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনোবিঘাতকর কার্য্য এই রোগের অনিষ্টকারক।

গুল্মরোগ।

হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও বস্তি; এই পাঁচটি আভ্যন্তরিক স্থানে যে গোলাকার গ্রন্থি জন্মে, তাহার নাম গুল্মরোগ। গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অধিক উদ্গার, মলরোধ, ভোজনে অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতা, উদরাধ্মান, উদরমধ্যে বেদনা ও গুড়্গুড় শব্দ এবং অগ্নিমান্দ্য; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। গুল্ম পাঁচ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। মল, মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধগমন; এই কয়েকটি গুল্মরোগের সাধারণ লক্ষণ। প্রায় সকল প্রকার গুল্মরোগেই এই কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধিক পরিমাণে বা অল্পমাত্রায় অথবা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে রুক্ষ অন্নপান ভোজন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য, মলমূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাতপ্রাপ্তি, বিরেচনাদিদ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস; এই সমস্ত কারণে বাতজ গুল্ম উৎপন্ন হয়। এই গুল্মের অবস্থিতির স্থিরতা নাই; কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায়। ইহার আকৃতিও সর্ব্বদা একপ্রকার থাকে না; কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার, কখন বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। আরও ইহাতে অল্পাধিক পরিমাণে নানাপ্রকার যাতনা, মলরোধ, অধোবায়ুর নীরোধ, মুখ ও গলনালীর শুষ্কতা, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয়, কুক্ষি, স্কন্ধ ও মস্তকে অত্যন্ত বেদনা; এবং আহার পরিপাক হইলে পীড়ার অধিক প্রকোপ ও আহার করিবামাত্র পীড়ার শান্তিবোধ হয়।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী (যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়) ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপসেবন

এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত অপকরসের আধিক্য ও দূষিতরক্ত; এই সমস্ত কারণে পৈত্তিক গুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা, আহারের পরিপাককালে অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মনির্গম, জ্বালা এবং গুল্মস্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। এইগুল্ম কদাচিৎ পাকিতেও দেখাযায়।

শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজনাদি এবং পরিশ্রমশূন্যতা, অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবানিদ্রা; এই সমস্ত কারণে কফজ গুল্ম জন্মে। ইহাতে শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শীতজ্বর, শারীরিক অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, অল্পবেদনা এবং গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

দুইটি দোষবর্দ্ধক কারণ মিলিতভাবে সেবন করিলে, দ্বিদোষজ গুল্মও উৎপন্ন হইতে পারে; তাহাতে সেই সেই দুইটি দোষের মিলিত লক্ষণই লক্ষিত হয়। ত্রিদোষজ গুল্মও ঐরূপ তিনদোষবর্দ্ধক কারণসেবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুল্ম অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক এবং মনঃ, শরীর ও অগ্নিবলের ক্ষয়কারক। আরও এই গুল্ম সত্বর পাকিয়া উঠে। ত্রিদোষজ গুল্ম অসাধ্য।

অপক্বগর্ভস্রাব কিম্বা যথাকালেই প্রসব হওয়ার পর; অথবা ঋতুকালে অহিতকারক আহার বিহারাদির আচরণ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রজো-রক্তকে দূষিত করে, তজ্জন্য গর্ভাশয়মধ্যে রক্তগুল্ম জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিকগুল্মের অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, স্তন হইতে দুগ্ধ-নির্গম, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব ও আলস্য প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভলক্ষণই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গর্ভলক্ষণের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, গর্ভস্পন্দন কালে কোনরূপ বেদনা থাকেনা এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমুদায় অঙ্গ একসময়ে স্পন্দিত না হইয়া, হস্তপদাদি এক একটি অঙ্গবিশেষ সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়; আর রক্তগুল্মে সমস্ত পিণ্ডটিই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকালান্তরে স্পন্দিত হইয়া থাকে।

গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, রসরক্তাদি ধাতুকে

অশ্রয় করে, শিরাসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং কাছিমের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে; আর তাহার সহিত যদি দুর্ব্বলতা, অরুচি, বমনবেগ, বমি, কাস, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও মুখনাসিকা হইতে জলস্রাব; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে গুল্মরোগ অসাধ্য হয়। গুল্মরোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার; অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, হঠাৎ গুল্ম বিলীন হইয়া যাওয়া ও দুর্ব্বলতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—সমুদায় গুল্মরোগেই প্রথমতঃ বায়ুর শান্তি করিবার উপায় বিধান করিবে। যেখানে দোষবিশেষের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রকাশিত না হওয়ায়, কোন্ দোষজ গুল্ম তাহা নিশ্চয় করা না যাইবে, সেখানেও বায়ু-প্রশমের ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বায়ুর শান্তি করিতে পারিলে, অন্যান্য দোষ সহজেই শান্ত করা যায়। দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল পান এবং স্নেহস্বেদ বাতজগুল্মের উপকারক। সাচীক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা, এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজ গুল্ম প্রশমিত হয়। শুঁট ৭ তোলা, খোষাশূন্য কৃষ্ণতিল ১৬ তোলা ও পুরাতন গুড় ৮ তোলা; একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা বা একতোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, বাতজ গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। পৈত্তিক গুল্মে বিরেচন উপকারক। ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া পিত্তগুল্মের শান্তি হয়। গুল্মরোগে দাহ, শূলবেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে সেই গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে; তখন তাহাতে ব্রণ পাকিবার উপযুক্ত ঔষধ দিবে এবং পাকিলে অন্তর্বিদ্রধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কফজ গুল্মে বমন, উপবাস ও স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। অগ্নিমান্দ্য, অল্প-বেদনা, কোষ্ঠে ভারবোধ, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, গা ঘমি বমি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে বমন করাইতে হয়। বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; এই কয়েকটি মূলের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করা কফজগুল্মে হিতকর। যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ ঘোলের সহিত

পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু, মূত্র ও পুরীষের অনুলোম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ গুল্মে তিল, এরণ্ডবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপদিয়া উষ্ণ লৌহপাত্রদ্বারা তাহার উপর স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও শুঁট; এই সকল দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে; চূর্ণ ৵০ আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় যবের কাথের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব-সমূহ নিবারিত হয়। স্বর্জ্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলেও গুল্মরোগের শান্তি হয়। রক্তগুল্মে একাদশমাসের পর চিকিৎসা করা আবশ্যক; যেহেতু এই রোগ পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হয়। ইহাতে প্রথমতঃ স্নেহপান, স্বেদকার্য্য ও স্নিগ্ধবিরেচন দেওয়া আবশ্যক। শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্মের শান্তি হয়। অথবা তিলের কাথের সহিত পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটী চূর্ণ সেবন করিবে। মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলেও ইহাতে উপকার হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, বচাদি চূর্ণ, লবঙ্গাদিচূর্ণ, বজ্রক্ষার, দন্তীহরীতকী, কাঙ্কায়ন গুড়িকা, পঞ্চানন রস, গুল্মকালানলরস, বৃহৎ গুল্মকালানল রস, ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত, নারাচঘৃত, ত্রায়মাণাদ্যঘৃত এবং বায়ুশান্তিকারক স্বল্পবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি কতিপয় তৈল গুল্মরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—যে সকল দ্রব্য বায়ুর শান্তিকারক, তাহাই গুল্মরোগের সাধারণ পথ্য। তবে পিত্তজ ও কফজ গুল্মে যে সকল দ্রব্য পিত্ত ও কফের অনিষ্টকারক নহে, অথচ বায়ুর শান্তিকারক, সেই সকল পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দিবসে সূক্ষ্মশালীতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত; তিত্তির, কুক্কুট, বক ও তাহারই পক্ষীর মাংস এবং শূলরোগোক্ত যাবতীয় তরকারী আহার করিবে। রাত্রিকালে লুচী বা রুটী, মোহনভোগ ও দুগ্ধ ভোজন করিবে। ডাবের জল, মিছরীর সরবৎ, পাকা পেঁপে, পাকা আম, আতা প্রভৃতি সুস্নিগ্ধ ফল আহার করিতে পারা যায়। শীতল বা গরম জলে সহ্যমত স্নান করা হিতকর। মল পরিষ্কার রাখা এইরোগে বিশেষ আবশ্যক।

অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মৈথুন এবং যে সকল কার্য্যদ্বারা বায়ু কুপিত হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য ও তদ্রূপ আহারাদি গুল্মরোগের অনিষ্টকারক।

হৃদ্রোগ।

অতি উষ্ণ, গুরুপাক এবং কষায় ও তিক্তরস ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষঃস্থলে আঘাতপ্রাপ্তি, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, মলমূত্রের বেগধারণ এবং নিরন্তর চিন্তা এই সমস্ত কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে বেদনা এবং সর্ব্বদা ধক্‌ধক্ করা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজাত ভেদে হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার।

বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচীদ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদিদ্বারা পীড়িত, অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, শলাকাদ্বারা স্ফুটিত, অথবা কুঠারদ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়। পিত্তজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ হৃদ্রোগে শরীরে ভারবোধ, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ঐ তিনদোষেরই মিলিত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর যদি তিল, দুগ্ধ ও গুড় প্রভৃতি ক্রিমিজনক আহারাদি অধিক সেবিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের কোন স্থানে একটি গ্রন্থি জন্মিয়া, তাহা হইতে ক্লেদ ও রস নির্গত হইতে থাকে এবং সেই ক্লেদাদি হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ক্রিমিজ হৃদ্রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে হৃদয়ে তীব্রবেদনা, সূচীবেধবৎ যাতনা, কণ্ডূ, বমনবেগ, মুখদিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্‌গীরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুর্দ্বয়ের শ্যাববর্ণতা ও শোথ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম, শো ও শ্লেষ্মবৰ্জ-

ক্রিমির কতিপয় উপদ্রব, এই হৃদ্রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—হৃদ্রোগে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও রক্তজনক ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ঘৃত, দুগ্ধ কিম্বা গুড়ের জলের সহিত অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়। কুড়, টাবালেবুর মূল, শুঁট, শঠী ও হরীতকী; সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, তাহার সহিত দুগ্ধ, কাঁজি, ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ুজন্য হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁট, শঠি ও কুড; সমভাগে ইহাদের চূর্ণ ৵০ আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। পিত্তজনিত হৃদ্রোগে অর্জ্জুনছাল, স্বল্প পঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। কফজ হৃদ্রোগে, তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, হরীতকী ও কুড়; ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ৵০ আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ছোট এলাইচ ও পিপুলমূলচূর্ণ দুই আনা মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কফজ হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়। হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁট, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচললবণ ও কুড়; ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় যবের কাথের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ হৃদ্রোগেরও শান্তি হয়। ক্রিমিজাত হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ক্রিমিরোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। ককুভাদিচূর্ণ, কল্যাণসুন্দর রস, চিন্তামণিরস, হৃদয়ার্ণব রস, বিশ্বেশ্বররস শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত ও অর্জ্জুনঘৃত যাবতীয় হৃদ্রোগেরই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃতও হৃদ্রোগে প্রয়োগ করা যায়।

বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিলে এবং কাস বা রক্তপিত্তাদি পীড়ার পূর্ব্বাবস্থায় বক্ষঃস্থলে একরূপ বেদনা হইয়া থাকে। তাহাতে বেদনাস্থলে টার্পিন তৈল মালিশ করিয়া, পোস্তর ঢেঁড়ীর উষ্ণ কাথে বা উষ্ণজলে ফ্লানেল বা কম্বল প্রভৃতি উষ্ণ বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া তাহার স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। আদা ২ ভাগ ও আতপ চাউল ১ ভাগ একত্র বাঁটিয়া, গরম করিয়া তাহার প্রলেপ

দিবে। কুড়চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। দশমূলের কাথে সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। লক্ষ্মীবিলাস ঔষধ সেবন ও মহাদশমূল তৈল কিম্বা কাসরোগোক্ত চন্দনাদি তৈল বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক আহার হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বরাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, বাতব্যাধির ন্যায় পথ্যসমূহ প্রতিপালন করা উচিত। বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাসরোগের ন্যায় পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রুক্ষ বা অন্যান্য বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, উপবাস এবং পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ, অগ্নি বা রৌদ্রের আতপ সেবন ও মৈথুনাদি এই রোগে অনিষ্ট-কারক।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত।

যে রোগে অতি যাতনার সহিত মূত্র নির্গত হয় তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য বা তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন, রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রুক্ষমদ্য পান, জলাভূমি-জাত জীবের মাংস ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, অরুচি, ব্যায়াম, ঘোটকাদি দ্রুতযানে গমন ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে এইরোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, আগন্তু, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শুক্রজ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকিস্থান, বস্তি ও লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা এবং বারম্বার অল্পপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজে বেদনা ও জ্বালার সহিত বারম্বার পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। শ্লেষ্মজে লিঙ্গ ও বস্তিদেশে ভারবোধ ও শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়। সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ঐ তিন দোষের লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূত্রবহ স্রোতঃ কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা কোনরূপে আহত হইলে, যে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। ইহাতে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ লক্ষিত হয়। মলের বেগ ধারণ করিলে

উদরাধ্মান ও শূলযুক্ত এক প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তাহাকে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরি রোগ জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজ বলা যায়। ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুক্র দূষিত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হইলে শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। তাহাতে বস্তি ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা এবং অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

মূত্রত্যাগ কালে আট্‌কাইবা আট্‌কাইয়া অল্প অল্প মূত্রনির্গম অথবা একবারে মূত্ররোধ হইয়া গেলে তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা এইরোগে মূত্রত্যাগ কালে যন্ত্রণা কম হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নিদান হইতেই এইরোগও জন্মে। প্রমেহ জন্যও এইরোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। বিন্দু বিন্দু মূত্রনির্গম, মূত্রের সহিত রক্তনির্গম, মূত্রাশয়ে স্ফীতি, আধ্মান, তীব্রবেদনা, বস্তিমুখে অশ্মরীর ন্যায় গ্রন্থির উৎপত্তি, ঘন মূত্রনির্গম, মলগন্ধি বা মলমিশ্রিত মূত্রনির্গম, মূত্রাশয়ের স্বস্থানচ্যুত হইয়া পার্শ্বদেশে গর্ভের ন্যায় স্থূলাকারে অবস্থিত হওয়া এবং তাহাতে চাপদিলে মূত্রনির্গম প্রভৃতি নানা প্রকার লক্ষণ মূত্রাঘাতরোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার মূত্রাঘাতই অতিশয় কষ্টদায়ক এবং কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা,—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে গুলঞ্চ, শুঁট, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিবে। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে চিনির সহিত শতমূলীর রস পান করিবে। কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ আতপ-চাউলধৌত জলের সহিত অথবা দারুহরিদ্রা চূর্ণ মধু ও আমলকীর রসের সহিত পান করিলেও পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। শতাবর্য্যাদি ও হরীতক্যাদি পাচন পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের বিশেষ উপকারজনক। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শালিঞ্চাবীজ ঘোলের সহিত; অথবা প্রবালচূর্ণ আতপ চাউলধৌত জলের সহিত; কিম্বা গোক্ষুর ও শুঁট এই দুই দ্রব্যের কাথ পান করিবে। ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ পান করিবে। আঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। গোক্ষুর-বীজের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুরবীজ, সোমালের আটা, কুশ, কাশ, ইক্ষুমূল,

পাথরকুচা ও হরীতকী; ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। কেবল পাথরকুচার রস বা ক্বাথও অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক। শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করিবে। গোরক্ষচাকুলের ক্বাথ, মধুমিশ্রিত যবক্ষার; ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি; যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত কুষ্মাণ্ড রস; গুড়ের সহিত আমলকীর ক্বাথ অথবা হুড়হুড়ের বীজ বাসিজলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে। নারিকেল ফুল আতপচাউলধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে রক্তমূত্র নিবারিত হয়। এলাদি ক্বাথ, ধাত্র্যাদি ও বৃহৎ ধাত্র্যাদি পাচন এবং মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস, তারকেশ্বর, বরুণাদ্যলৌহ, কুশাবলেহ, সুকুমার-কুমারকঘৃত ও ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রেই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

মূত্রাঘাত রোগে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও অশ্মরীনাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত। মূত্ররোধ হইলে তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইবে। কুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনিমিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়। গোয়ালিয়ালতারমূল, ঘৃত তৈল ও ঘোলের সহিত সেবন করিলেও মূত্ররোধ শীঘ্রই নিবারিত হয়। কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গরম জলের সহিত সেবনেও মূত্ররোধের শান্তি হইয়া থাকে। চিত্রকাদ্য ঘৃত, ধান্যগোক্ষুরক ঘৃত, বিদারী ঘৃত, শিলোদ্ভিদাদি তৈল ও উশীরাদ্য তৈল; মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরী প্রভৃতি পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহার এইরোগের উপকারজনক। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, ছাগ বা পক্ষিমাংসের রস; বেগুন, পটোল, ডুমুর, মানকচু, থোড় ও মোচা প্রভৃতি তরকারী; তিক্ত শাক, পাতি বা কাগজীলেবু আহার করিবে। রাত্রিকালে লুচী, রুটী, মোহনভোগ, দুগ্ধ, এবং অল্প মিষ্ট আহার ব্যবস্থেয়। জল খাবারের জন্য মাখন, মিছরী, তালশাঁস ও তরমুজ, তালের ও খেজুরের মাতি, পক্ক সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি ভোজন করা হিতকর। সহ্য হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচাদুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করা অথবা মিছরীর সরবৎ পান করা উপকারজনক। সহ্যমত প্রত্যহ নদী বা প্রশস্ত সরোবর জলে স্নান করিতে পারাযায়।

রুক্ষদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, দধি, গুড়, অধিক মৎস্য, কলাইয়ের দাইল, লঙ্কার ঝাল ও শাকাদি ভোজন এবং মৈথুন, অশ্বাদিযানে আরোহণ, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, তীব্র মদ্যপান, চিন্তা ও রাত্রিজাগরণ অনিষ্ট কারক।

অশ্মরী।

কুপিত বায়ুকর্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র, কিম্বা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় এক প্রকার কঠিন পদার্থ উৎপাদন করে, তাহাকেই অশ্মরীরোগ কহে। চলিতকথায় এই অশ্মরীরোগের নাম "পাথরি"। এইরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তিদেশের স্ফীতি, বস্তিতে ও তাহার নিকটবর্ত্তীস্থানে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, কষ্টে মূত্রনির্গম এবং জ্বর ও অরুচি; এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্ব স্ব কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র এই চারি পদার্থ হইতে অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এইরোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ ভেদে চারি প্রকার। সকল অশ্মরীরই সাধারণ লক্ষণ,—নাভিতে, নাভির নিম্নভাগে, কোষের নিম্নবর্ত্তী সেলাই স্থানে এবং বস্তিমুখে বেদনা, অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারে মূত্রনির্গম মূত্রত্যাগকালে বেগ প্রদান করিলে বেদনা, মূত্রমার্গে অশ্মরী উপস্থিত না থাকিলে ঈষৎ লোহিত বর্ণের মূত্রনির্গম প্রভৃতি লক্ষিত হয়। কোনরূপে অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ ক্ষত হইয়াগেলে রক্ত প্রস্রাবও হইতে দেখা যায়।

বাতজ অশ্মরীরোগে অশ্মরীর আকৃতি শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ অঙ্কুরদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। আর ইহাতে রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কাঁপিতে থাকে, যাতনায় আর্ত্তনাদ করে, সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থান টিপিতে থাকে এবং মূত্রত্যাগের জন্য কুন্থন করিলে অধোবায়ু, মল ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজ অশ্মরী অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ভেলার বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ইহাতে বস্তিদেশে অত্যন্ত জ্বালা

হইয়া থাকে। কফজ অশ্মরী শীতলস্পর্শ, বৃহদাকার, ভারি, মসৃণ এবং মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বা শুক্লবর্ণ হয়। আর ইহাতে বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শুক্রবেগ ধারন করিলে শুক্রাশ্মরী জন্মে। ইহাতে বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা; মূত্রকৃচ্ছ্র ও অণ্ডকোষে শোথ উপস্থিত হয়।

এই অশ্মরী অধিক টেপাটিপি দ্বারা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে শর্করা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে সিকতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু অনুলোম থাকিলে এই শর্করা ও সিকতা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু বায়ু অনুলোম না থাকিলে ঐ সমস্ত শর্করা বা সিকতা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুতা, তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতা রোগে রোগীর নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ, মূত্ররোধ এবং শূলবৎ বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। নতুবা কিছুকাল অচিকিৎস্যভাবে থাকিতে পাইলেই, আর তাহা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয় না। তখন অস্ত্রদ্বারা তাহা বহির্গত করাইতে হয়। এইরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেই স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত। বাতজ অশ্মরীতে বরুণছাল, শুঁট ও গোক্ষুর; ইহাদের কাথে যবক্ষার ২ মাষা ও পুরাতন গুড় ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁট ও বরুণছাল; ইহাদের কাথ সেবনে যাবতীয় অশ্মরীই প্রশমিত হয়। শর্করা রোগে বরুণছাল, পাথরকুচা, শুঁট ও গোক্ষুর; ইহাদের কাথের সহিত ৵০ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গোক্ষুরবীজচূর্ণ চারি আনা মাত্রায় ভেড়ার দুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে সকল প্রকার অশ্মরীই বিনষ্ট হয়। তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসি জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলে, কিম্বা নারিকেল ফুল ৪ মাষা ও যবক্ষার ৪ মাষা জলে বাঁটিয়া সেবন করিলে, অশ্মরীরোগের বিশেষ উপকার হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগোক্ত কতিপয় যোগ ও ঔষধাদি অশ্মরী প্রভৃতি রোগেও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শুণ্ঠ্যাদি কাথ, বরুণাদি ও বৃহৎ বরুণাদি কষায়, এলাদি

পাচন, পাষাণবজ্ররস, পাষাণভিন্ন, ত্রিবিক্রমরস, বরুণাদ্য ঘৃত, কুলথাদ্য ঘৃত এবং বরুণাদ্য তৈল প্রভৃতি অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য,—মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে যে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, অশ্মরী রোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন করা আবশ্যক।

প্রমেহ।

একবারে পরিশ্রম ত্যাগ, সর্ব্বদা উপবেশন বা সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিকনিদ্রা; দধি, দুগ্ধ, জলজাত ও জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালীন নূতনজল পান, গুড় এবং অন্যান্য যাবতীয় কফবর্দ্ধক আহার বিহারাদিদ্বারা বস্তিগত কফ দুষ্ট হইয়া মেদ, মাংস ও শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া কফজ প্রমেহরোগ উৎপাদন করে। এইরূপ উগ্রবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শাদি দ্রব্য সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মেদ, মাংস ও শরীরজ ক্লেদ দূষিত করিয়া পিত্তজ প্রমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর কফ ও পিত্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে বায়ু কুপিত হইয়া উঠে এবং বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা * পদার্থকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতজ মেহ উৎপাদন করে। প্রমেহরোগ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ, ও লালামেহ; এই ১০ প্রকার কফজ। ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ; এই ৬ প্রকার পিত্তজ এবং বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ; এই ৪ প্রকার বাতজ প্রমেহ। সকল প্রকার মেহ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত, চক্ষুঃ ও কর্ণাদিস্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমিত মূত্র ও মূত্রের আবিলতা এই দুইটি সাধারণ লক্ষণ প্রায় সকলমেহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* মাংসের স্নেহভাগকে বসা, অস্থিমধ্যবর্ত্তী স্নেহভাগকে মজ্জা ত্বক্ ও মাংসের মধ্যবর্ত্তী জলীয় পদার্থকে লসীকা এবং সমুদায় ধাতুর সারপদার্থকে ওজঃ কহে।

উদকমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ ও জলবৎ গন্ধহীন হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিলে ঘন হইয়া যায়। বসামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বহুপরিমিত প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য বা শুক্রমিশ্রিত হয়। সিকতামেহে মূত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয়। শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে লালাযুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়। নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কাল বর্ণের মূত্র নিঃসৃত হয়। হারিদ্রমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসযুক্ত হয় এবং মূত্র ত্যাগ কালে লিঙ্গনালে জ্বালা হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মঞ্জিষ্ঠা জলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও আঁসটেগন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্তমেহে মূত্র আঁসটে গন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণাস্বাদ হয়। বসামেহে বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারম্বার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে "সর্পির্মেহ" নামেও অভিহিত করেন। মজ্জমেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে। ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায় ও মধুররসযুক্ত এবং রুক্ষ হইয়া থাকে। হস্তিমেহে রোগী মত্তহস্তীর ন্যায় সর্ব্বদা অধিক মূত্রত্যাগ করে, মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কোন-রূপ বেগ উপস্থিত হয় না; কখন বা মূত্ররোধ হইতেও দেখা যায়।

১০ প্রকার কফজ মেহে অজীর্ণ, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য কাসের সহিত কফনিষ্ঠীবন ও পীনস; ৬ প্রকার পিত্তজ মেহে বস্তি ও লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ বেদনা, লিঙ্গনালমধ্যে পাক, অণ্ডকোষ ফাটাফাটা হওয়া, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ; এবং ৪ প্রকার বাতজমেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল, অনিদ্রা, শোষ, কাস ও শ্বাস; এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। উপদ্রবযুক্ত সকলপ্রকার মেহই প্রায় কষ্টসাধ্য।

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগই অচিকিৎস্যভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে মধুমেহ রূপে পরিণত হয়। তাহাতে মূত্র মধুর ন্যায় ঘন, পিচ্ছিল, পিঙ্গলবর্ণ

ও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে। রোগীর দেহেও মিষ্টাস্বাদ হইতে পারে। আরও মধুমেহ অবস্থায় যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দোষজাত প্রমেহ-লক্ষণও প্রকাশিত হয় ঐরূপ অচিকিৎস্যভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত মেহরোগ অবস্থিত থাকিলে, রোগীর শরীরে নানা প্রকার পিড়কার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মধুমেহ ও পিড়কাযুক্ত মেহ অসাধ্য। পিতামাতার মেহদোষজন্য পুত্রের মেহরোগ হইলে; তাহাও অসাধ্য। গুহ্যদেশ, মস্তক, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা জন্মিলে এবং তাহার সহিত তৃষ্ণা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে সেই পিড়কাসমূহও অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—প্রমেহরোগ স্বভাবতঃই নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এজন্য রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করা আবশ্যক। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, কচিশিমূলমূলের রস, প্রভৃতি প্রমেহরোগের উৎকৃষ্ট যোগ। ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথা; ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্ব-প্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্ত আমলকীর রসও ঐরূপ উপকারী। শুক্রমেহে দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া ও জল ।৴০ অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলাশফুল ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা একত্র শীতলজলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবারিত হইয়া থাকে। বঙ্গভস্ম প্রমেহ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; শিমূল-মূলের রস মধু ও হরিদ্রা চূর্ণের সহিত ২ রতি পরিমাণে বঙ্গভস্ম সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়।

প্রমেহরোগে মূত্ররোধ হইলে, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা; ইহাদের চূর্ণ চারিআনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিবে। কুশাবলেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের অন্যান্য ঔষধও এই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। পাথর-কুচার পাতার রস বেশ মূত্ররোধনিবারক। এলাদিচূর্ণ, মেহকুলান্তকরস, মেহমুদ্গর বটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বৃহৎহরিশঙ্করস, সোমনাথরস, ইন্দ্র-বটিকা, স্বর্ণবঙ্গ, বসন্তকুসুমাকররস, চন্দনাসব, দাড়িম্বাদ্য ঘৃত ও প্রমেহমিহির-তৈল প্রভৃতি রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, প্রমেহরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের "প্রমেহবিন্দু" সর্ব্বপ্রকার মেহরোগেরই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রমেহজন্য পিড়কা উৎপন্ন হইলে, যজ্ঞডুমুরের আটার অথবা সোমরাজী-বীজ বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেঁউড়ী, সোণা-মুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে প্রমেহপিড়কা নিবারিত হয়। শারি-বাদি লৌহ, শারিবাদি আসব ও মকরধ্বজ রস, এই অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। প্রমেহরোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রমেহপিড়কায় আমাদের "অমৃতবল্লীকষায়" বিশেষ উপকারজনক।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; কাঁচ মুগ, মসূর ও ছোলার দাইল; অতিঅল্পপরিমাণে ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল; শশক, ঘুঘু, বটের, কুক্কুট, ছাগ ও হরিণের মাংসরস; পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু, সজিনার ডাঁটা, থোড়, মোচা ও ঠটেকলা প্রভৃতি তরকারী এবং পাতি বা কাগজীলেবু আহার করা প্রমেহরোগের হিতকর। রাত্রিকালে রুটী বা লুচী, পূর্ব্বোক্ত তরকারী এবং অতি অল্প দুগ্ধ ও অল্প মিষ্ট আহার কর্ত্তব্য। সকলপ্রকার তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য উপকারী। জলখাবার জন্য ইক্ষু, পানিফল, কিস্‌মিস্, বাদাম, খেজুর, দাড়িম, ছোলাভিজা ও অল্পমিষ্ট-সংযোগে প্রস্তুত মোহনভোগ প্রভৃতি খাইতে পারাযায়। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক।

অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্লদ্রব্য, কলাইয়ের দাইল, দধি, গুড়, লাউ, তালশাঁস ও অন্যান্য কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন; এবং মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মূত্রের বেগধারণ ও অধিক ধূমপান প্রভৃতি প্রমেহরোগের অনিষ্টকারক।

শুক্রমেহরোগে পুষ্টিকর আহার উপযোগী; তজ্জন্য রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ধ্বজভঙ্গ রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক। মধুমেহ অবস্থায় বহুমূত্ররোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা উচিত।

দূষিতযোনি-বেশ্যা প্রভৃতির সহবাস জন্য এক প্রকার মেহরোগ জন্মে; বাঙ্গালায় তাহাকে ঔপসর্গিক মেহ এবং ইংরাজীভাষায় তাহাকে "গনোরিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। সহবাসের পর প্রায় সপ্তাহকাল মধ্যেই এইরোগ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ লিঙ্গের অগ্রভাগে সুরসুরি, লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইলে

অথবা মূত্রত্যাগকালে ও মূত্রত্যাগের পরে অত্যন্ত যাতনা এবং বারম্বার লিঙ্গো-দ্রেক ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। ক্রমশঃ লিঙ্গনালমধ্যে ক্ষত লিঙ্গ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, অণ্ডকোষ ও কুঁচকীতে বেদনা, সর্ব্বদা ক্লেদ ও পূযরক্তাদি স্রাব এবং ক্লেদজন্য মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেলে মূত্ররোধ বা দুইধারায় মূত্রনির্গম; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পীড়া পুরাতন হইলে ক্রমশঃ যাতনার হ্রাস হইতে থাকে। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগাক্রান্তা স্ত্রীর সহবাসে পুরুষের এবং ঐরূপ পুরুষসহবাসে স্ত্রীর এইরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

ঔপসর্গিক মেহে প্রস্রাব পরিষ্কার হইবার উপায় বিধান করা বিশেষ আবশ্যক; তৎসঙ্গে ক্ষতনিবারণেরও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ত্রিফলার ক্বাথ, বাবলাছালের ক্বাথ, অশ্বত্থছালের ক্বাথ, খদিরভিজা জল এবং দধির মাত্‌ দ্বারা পিচকারী দিলে ক্ষতের বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ৶৹ আনা, সোরা ⁄৹ আনা ও সোনামুখীর গুঁড়া ⁄৹ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজল শীতল করিয়া সেই জলের সহিত সেবন করিবে। রাত্রিতে শয়ন কালে কাবাবচিনির গুঁড়া ⁄৹ আনা, কর্পূর ২ রতি ও আফিং অর্দ্ধরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পরি-ষ্কাররূপে মূত্রনির্গম, লিঙ্গোদ্রেক ও স্বপ্নদোষনিবারণ এবং ক্ষতেরও শান্তি হইয়া থাকে। গদভিজা জল অথবা বাবলাপাতার রস সহ বঙ্গেশ্বর বা মেহ-মুদ্গারবটিকা সেবনকরিলে ক্লেদ ও পূযাদি নিঃস্রাব সত্বর নিবারিত হয়। গুলঞ্চের রস বা তেজপাতার কাটীভিজাজলের সহিত ঐরূপ ঔষধ সেবন করিলে জ্বালার শান্তি হয়। স্ফীত লিঙ্গ ঈষদুষ্ণ ত্রিফলার ক্বাথে বা জাতী-পত্রের ক্বাথে ডুবাইয়া রাখিলে, যাতনার শান্তি হয়। সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বান্ধিয়া রাখা হিতকর। মূত্র পরিষ্কারের জন্য পাথরকুচার পাতার রসের সহিত ঐ সমস্ত ঔষধ এবং কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে। আমাদের "প্রমেহ বিন্দু" ঔপসর্গিক মেহের একমাত্র ঔষধ; ইহা সেবনে অতি অল্পকালমধ্যেই পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

এই পীড়া নিঃশেষরূপে আরোগ্য না হইলে, ক্রমে শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য বা ধ্বজভঙ্গ রোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনরূপ শীতলক্রিয়া বা স্নান করা এই পীড়ায় কদাচ উচিত নহে। তাহাতে আপাততঃ পীড়ার উপশম

বোধ হইলেও, পরিণামে আমবাতের ন্যায় সন্ধিসমূহে বেদনা বা একবারে পঙ্গু হইবারও সম্ভাবনা।

সোমরোগ।

সোমরোগের সাধারণ নাম বহুমূত্র। মিষ্টদ্রব্য বা কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, যোনিদোষসম্পন্না স্ত্রীসহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্রা বা দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত চিন্তা, অথবা বিষদোষ প্রভৃতি কারণে সর্ব্বদেহস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। তখন ঐ জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া, অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। নির্গমকালে কোনরূপ যাতনা থাকে না এবং জল ও বেশ নির্ম্মল, শীতল, শুভ্রবর্ণ ও গন্ধশূন্য থাকে। এইরোগে দুর্ব্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোষ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে সোম অর্থাৎ জলীয়াংশের ক্ষয় হয় বলিয়া ইহার নাম সোমরোগ। কেহ কেহ ইহাকে মূত্রাতিসার নামেও অভিহিত করেন। রোগের প্রবলাবস্থায় কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তি, মূত্রের পীতবর্ণতা ও মিষ্টাস্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে সন্তাপ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বহুমূত্ররোগে অতিমাত্র বলক্ষয় হইয়া গেলে, যদি প্রলাপ, মূর্চ্ছা বা পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হয়; তাহা হইলে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা,—পক্ক কদলীফল ১টা, আমলকীরস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ।০ একপোয়া; একত্র এই সমস্ত দ্রব্য সেবন করিলে বহুমূত্র রোগের শান্তি হয়। পক্ক কদলীফল, ভূমি কুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমভাগে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়। যজ্ঞডুমুরের রস বা বীজচূর্ণ জাম আঁটীর শাঁসচূর্ণ, কদলীমূলের রস, আমলকীর রস, কচি তাল ও খেজুর-

মূলের রস, তেলাকুচামূলের রস এবং কচি পেয়ারাভিজাজল ও ঝিঙ্গে-পোড়ার রস বহুমূত্রনিবারক। বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর রস, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর রস, বৃহৎ ধাত্রীঘৃত ও কদল্যাদি ঘৃত বহুমূত্ররোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; মুগ, মসূর ও ছোলার দাইলের যূষ; ছাগ, হরিণ বা পক্ষীর মাংসরস এবং পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, থোড়, ঝিঙ্গে, মোচা, কাঁচাকলা, সজিনার শাক ও ডাঁটা প্রভৃতি তরকারী ভোজন কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী এবং মাখনতোলা দুগ্ধ আহার করিবে। আমলকী, জাম, কেশুর, পক্ককদলী, পাতি বা কাগজীলেবু ও পুরাতন সুরা আহার করা উপকারক। রুক্ষক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এইরোগের বিশেষ হিতকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিবসেও অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটী, অথবা কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধ পান করিয়া থাকা আবশ্যক। গরম জল শীতল করিয়া পান করিবে। ঐ জলেই সহমত স্নান করা উচিত।

কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য, কুষ্মাণ্ড, লাউ, শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাইল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন এবং অধিক জলপান, তীব্র সুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিকনিদ্রা মৈথুন ও আলস্য এইরোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ।

অপ্রাপ্তবয়সে স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন বা অন্য কোন অযথা উপায়ে শুক্র-স্খলন ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি কারণে শুক্রতারল্য রোগ জন্মে। ইহাতে মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কিঞ্চিৎ মাত্র কামোদ্রেক হইলেই শুক্রপাত, স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন বা স্মরণ মাত্রেই রেতঃপাত, স্বপ্নাবস্থায় শুক্রস্খলন, সঙ্গমের উপক্রম মাত্রেই শুক্রপাত, শুক্রের তরলতা এবং অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা অতিসার, অজীর্ণ, শিরোঘূর্ণন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমার উৎপত্তি, দুর্ব্বলতা, উদ্যমশূন্য ও নির্জ্জনপ্রিয়তা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পীড়া অত্যন্ত প্রবল হইলে, লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রপাত হইতে থাকে, লিঙ্গোদ্রেকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহা প্রকৃত ধ্বজভঙ্গরূপে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠে। এই কারণব্যতীত আরও কয়েকটি কারণবশতঃ ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়। ভয়, শোক বা অন্য কোনরূপে মনের বিঘাত, বিদ্বেষভাজন স্ত্রীর সহিত সহবাস, উপদংশাদি পীড়া জন্য বা অন্য কারণে শুক্র-ধাহিনী শিরার বিকৃতি, কামবেগে উত্তেজিত হইয়া মৈথুন না করা এবং অধিক পরিমাণে কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণেও ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—শুক্রতারল্য রোগে শুক্র রক্ষা করাই প্রধান চিকিৎসা। কচি শিমূলমূলের রস, তালমূলীচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও চূর্ণ, আমলকীর রস, আলকুশীর বীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও যষ্টিমধুচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রতারল্যনাশক।

মলমূত্র-ত্যাগকালে শুক্রস্রাব ও ধ্বজভঙ্গ নিবারণ জন্য ঐ সমস্ত অনুপানের সহিত বৃহৎবঙ্গেশ্বর, সোমনাথরস, শুক্রমাতৃকাবটী, কামচূড়ামণিরস, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মন্মথাভ্ররস ও মকরধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অমৃতপ্রাশঘৃত, বৃহৎ-অশ্বগন্ধাঘৃত, গোধূমাদ্যঘৃত, কামদেবঘৃত, বানরীবটিকা, কামেশ্বরমোদক, কামাগ্নিসন্দীপনমোদক, মদনমোদক, মদনানন্দমোদক, শতাবরীমোদক ও রতিবল্লভমোদক এবং শ্রীগোপাল ও পল্লবসার তৈল প্রভৃতি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। আমাদের "রতিবিলাস" নামক ঔষধ সেবন করিলে, শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগ সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে। স্বপ্নদোষনিবারণ জন্য শয়নকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ৵০ আনা, কর্পূর ২ রতি ও আফিং অর্দ্ধরতি এই তিনদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অথবা কেবল কাবাবচিনির গুঁড়া ৵০ আনা মধুর সহিত সেবন করিবে। কিম্বা আমাদের "শিবদাবটিকা" সেবন করিবে; তাহাদ্বারা স্বপ্নদোষ অচিরে নিবারিত হইয়া থাকে।

সঙ্গমসময়ে শীঘ্র শুক্রপাতনিবারণ জন্য পূর্ব্বোক্ত মোদকসমূহ এবং নাগবল্ল্যাদিচূর্ণ, অর্জ্জকাদি বটিকা, শুক্রবল্লভরস বা কামিনীবিদ্রাবণরস সেবন করান যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর আহার এই উভয়রোগের পথ্য। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রোহিত প্রভৃতি ভাল মৎস্য; ছাগ, মেষ, চটক, কুক্কুট, পায়রা, লাব ও তিত্তির প্রভৃতি মাংসরস; মুগ, মসূর ও ছোলার দাইল; হংসডিম্ব, ছাগের অণ্ডকোষ, আলু, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু, কপি, শালগম ও গাজর প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী আহার করিবে। রাত্রিতে লুচী বা রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী, দুগ্ধ ও পরিমিত মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিতে হইবে।

জলখাবার জন্য ঘৃত, চিনি, সুজী বা বেসম সংযোগে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য (মেঠাই, খাজা, গজা ও মোহনভোগ প্রভৃতি) এবং বেদানা, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, খেজুর, আম্র, কাঁটাল ও পেঁপে প্রভৃতি ভোজন করা যায়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা এইরোগে উপকারক, অভ্যাসমত স্নান করা আবশ্যক।

অধিক লবণ, অধিক ঝাল বা লঙ্কাবঝাল, অধিক অম্ল, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক মদ্যপান, মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম এই উভয় রোগের বিশেষ অনিষ্টকারক।

মেদোরোগ।

নিরন্তর শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা ব্যায়ামাদি কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে, কিম্বা দিবানিদ্রা করিলে, ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক পাইতে না পাইয়া, মধুর রসযুক্ত অপক্করসে পরিণত হয়; সেই রসের স্নেহ-ভাগ হইতে মেদঃপদার্থের বৃদ্ধি হইয়া মেদোরোগ উৎপন্ন হয়। এইরোগে মেদোবৃদ্ধিজন্য রসরক্তাদিবাহী স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অন্যান্য ধাতু পুষ্ট হইতে পারে না, কেবল মেদোধাতুই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অতিস্থূল ও সর্ব্বকার্য্যে অসমর্থ করিয়া তুলে। ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অধিক নিদ্রা, হঠাৎ উচ্ছ্বাসের অবরোধ, অবসন্নতা, অতিশয় ক্ষুধা, ঘর্ম্মনির্গম, শরীরে দুর্গন্ধ এবং বল ও মৈথুনশক্তির হ্রাস; এই কয়েকটি মেদোরোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

মেদোধাতু অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, বাতাদিদোষসমূহ কুপিত হইয়া সহসা প্রমেহপিড়কা, জ্বর ও ভগন্দর প্রভৃতি উৎকট পীড়া উপস্থিত করিতে পারে। ঐরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে মেদোরোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা,—যে সকল কার্য্যদ্বারা শরীর কৃশ ও রুক্ষ হইতে পারে, তাহারই আচরণ করা মেদোরোগের প্রধান চিকিৎসা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে মেদোরোগের উপশম হয়। ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ, তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া দীর্ঘকাল সেবন করিলে মেদোরোগ প্রশমিত হয়। অথবা বিড়ঙ্গ, শুঁট, যবক্ষার, কান্তলৌহ ভস্ম, যব ও আমলকী; ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। গনিয়ারীর রস বা শিলাজতু সেবনেও মেদোরোগের বিশেষ উপকার দর্শে। অমৃতাদি ও নবকগুগ্গুলু, ত্র্যূষণাদ্যলৌহ, বড়বাগ্নিলৌহ ও রস এবং ত্রিফলাদ্য তৈল, মেদোরোগ-নিবারণ জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। মহাসুগন্ধি তৈল বা আমাদের "হিমাংশুদ্রব" গাত্রে লেপন করিলে মেদোজন্য দুর্গন্ধ সুন্দররূপে নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে শ্যামাতণ্ডুলের অন্ন, অভাবে অতিসূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল; ডুমুর, কাঁচাকলা, মোচা, বেগুন, পটোল, ও পুরাতন কুষ্মাণ্ডের তরকারী এবং পাতি বা কাগজীলেবু আহার করিবে। রাত্রিকালে যবের আটার রুটী ও ঐ সমস্ত তরকারী আহার করা কর্ত্তব্য। মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে কেবল মাত্র অল্প মিছরী খাইতে পারেন। স্নান না করাই ভাল; অসহ্য হইলে গরমজল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান এবং গরম জলই পান করা উচিত। পরিশ্রম, চিন্তা, পথপর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম ও মৈথুন; এই সমস্ত কার্য্য মেদোরোগের বিশেষ উপকারক।

যাবতীয় কফবর্দ্ধক ও স্নিগ্ধদ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন, মাংস, মৎস্য, মুক্ত, পক্কদ্রব্য, নারিকেল, পক্ককদলী এবং অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন; সুখকর শয্যায় শয়ন, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা উপবেশন, আলস্য এবং চিন্তাশূন্যতা এইরোগের অনিষ্টকারক।

প্রসঙ্গতঃ কার্শ্যরোগের বিষয় ও এই স্থানে কিছু সন্নিবেশিত করা আবশ্যক হইতেছে। রুক্ষদ্রব্য ভোজন, অতিমাত্র পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অধিক স্ত্রী

সহবাস প্রভৃতি কারণে কার্শ্যরোগ উৎপন্ন হয়। এইরোগে মেদঃ, মাংস প্রভৃতি সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়াযায়, সুতরাং রোগীও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। অশ্বগন্ধা কার্শ্যরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; দুগ্ধ, ঘৃত বা জলের সহিত অশ্বগন্ধা পাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কার্শ্যরোগের বিশেষ উপকার হয়।

শুক্রতারল্য রোগে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা ঘৃত, অমৃত প্রাশ ঘৃত এবং বাতব্যাধিকথিত ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ কার্শ্যরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" কার্শ্যরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অশ্বগন্ধার কল্ক /১ সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের; এই তিন দ্রব্যের সহিত তিলতৈল /৪ সের যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও কৃশাঙ্গ পুষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস মৎস্য এবং অন্যান্য যাবতীয় পুষ্টিকর আহার, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমত্যাগ, নিশ্চিন্ততা ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করা হিতকর। মাংসই কার্শ্যরোগের উৎকৃষ্ট পথ্য। শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্যই কার্শ্য-রোগে প্রতিপালন করা বিধেয়।

উদররোগ।

একমাত্র অগ্নিমান্দ্যকেই প্রায় সকল প্রকার উদর রোগেরই নিদান বলা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অজীর্ণদোষজনক অন্ন ভোজন, বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, এবং উদরে মল সঞ্চয়; এই গুলিও উদররোগের কারণ। ঐ সমস্ত কারণে সঞ্চিত বাতাদি দোষ স্বেদবহ ও জলবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন প্লীহা ও যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, অন্ত্রনাড়ী কোনরূপে ক্ষত হইলে এবং অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চিত হইলেও উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দুর্ব্বলতা, অগ্নিনাশ অগ্নিমান্দ্য, শোথ, সমুদায় অঙ্গের অবসন্নতা, অধোবায়ু ও মলের অনির্গম এবং দাহ ও তন্দ্রা; এই কয়েকটি উদররোগের সাধারণ লক্ষণ। উদররোগ ৮ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, প্লীহা ও যকৃৎ জনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষতজ ও উদরে জলসঞ্চয় জনিত।

বাতজ উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ; কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটী পৃষ্ঠ ও সন্ধিসমূহে বেদনা; শুষ্ক কাস, অঙ্গমর্দ্দন, শরীরের অধোভাগে ভারবোধ, মলরোধ; ত্বক, চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি, উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রায় আঘাত করার ন্যায় শব্দোৎপত্তি এবং শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সর্ব্বত্র বায়ুর সঞ্চলন; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা; মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রম, অতিসার, ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা এবং উদর ঘর্ম্ম, দাহ, বেদনা ও উষ্মাযুক্ত, কোমলস্পর্শ; হরিত পীত বা তাম্রবর্ণের শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন ও উদর হইতে উষ্মা বহির্গত হওয়ার ন্যায় অনুভব; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পিত্তোদর শীঘ্রই পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হইয়া উঠে।

শ্লেষ্মোদরে অঙ্গের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, শোথ, অঙ্গের গুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস, ত্বক্ প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা, এবং উদর বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন, শীতলস্পর্শ, গুরু, অচল ও শুক্লবর্ণ শিরাব্যাপ্ত হয়। শ্লেষ্মোদর দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা, আর্ত্তব বা কোনরূপ বিষাদিদ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিলে রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষজ উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতাদি তিনদোষজ উদরেরই লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। শীতল সময়ে, শীতল বায়ুস্পর্শে এবং জল ঝড় বিশিষ্ট দিবসে এই উদর বর্দ্ধিত ও দাহযুক্ত হয়। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর।

নিরন্তর কফজনক দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয় সেই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিসাধন করে। প্লীহা বা যকৃৎ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া, যখন উদরকেও বর্দ্ধিত করে এবং অঙ্গের অবসন্নতা, মন্দজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষীণ, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কফপিত্তজনিত অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত করে, তখন তাহাকে প্লীহোদর বা যকৃদুদর কহে। প্লীহোদরে উদরের বামভাগে বৃদ্ধি এবং যকৃদুদরে উদরের

দক্ষিণ ভাগে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে উদাবর্ত্ত, আনহ ও উদরে বেদনা; পিত্তের প্রকোপে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর এবং কফের প্রকোপে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কঠিনতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

শাকাদি ভোজ্যদ্রব্য বা অন্নাদির সহিত চুল কিম্বা কর্করাদি পদার্থ অন্ত্রনাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলে, অন্ত্রনাড়ী ক্ষত হইয়া যায়, তজ্জন্য গুহ্যনাড়ীতে মল ও দোষসমূহ সঞ্চিত হইয়া বদ্ধগুদোদর নামক মলসঞ্চয়জনিত উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অন্নের সহিত কণ্টকাদি শল্য প্রবিষ্ট হইয়া যদি অন্ত্রনাড়ীকে ভেদ করে, অথবা অতিরিক্ত ভোজন ও জৃম্ভাদিদ্বারা অন্ত্রনাড়ীর ভেদ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থান হইতে জলবৎস্রাব নির্গত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি সম্পাদন করে এবং গুহ্যদ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ স্রাব হইতে থাকে। ইহাকে পরিস্রাব্যুদর নামক ক্ষতজ উদররোগ কহে। এই উদররোগে সূচীবেধের ন্যায় বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে।

স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থদ্বারা পিচকারী) বমন, বিরেচন, অথবা নিরূহণ (রুক্ষ পদার্থের পিচকারী) ক্রিয়ার পর হঠাৎ শীতল জল পান করিলে, কিম্বা স্নেহপদার্থদ্বারা জলবহ স্রোতঃ উপলিপ্ত হইলে, সেই স্রোতঃসমূহ দূষিত হয় এবং সেই দূষিত নাড়ী হইতে জলস্রাব হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে; ইহাকে দকোদর বা জলোদর নামক জলসঞ্চয়জনিত উদররোগ কহে। এইরোগে উদর চিক্কণ, বৃহৎ, জলপূর্ণের ন্যায় স্ফীত এবং সঞ্চালিত হইলে ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দযুক্ত হইয়া থাকে। আরও ইহতে নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা হয়।

প্রায় সকল প্রকার উদররোগই কষ্টসাধ্য; বিশেষতঃ জলোদর ও ক্ষতোদর রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য, অস্ত্রচিকিৎসাভিন্ন ইহা হইতে আরোগ্যের আশা অল্প। পীড়া অধিক দিনের হইলে বা রোগীর বলক্ষয় হইলে সমুদায় উদররোগই অসাধ্য হইয়া উঠে। যে উদররোগীর চক্ষুঃ শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ পাতলা ও ক্লেদযুক্ত এবং বল, অগ্নি, রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়; অথবা যে রোগীর পার্শ্বদ্বয় ভগ্নবৎ, অন্নে বিদ্বেষ, অতিসার, কিম্বা বিরেচন করাইলেও কোষ্ঠ পরিপূর্ণ থাকে; সে সমস্ত উদররোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা,—প্রায় সকল প্রকার উদররোগেই তিন দোষ কুপিত হয়, এজন্য বাতাদি তিন দোষেরই শান্তিকারক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে অগ্নি-বৃদ্ধির জন্য অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ও বিরেচন জন্য উষ্ণদুগ্ধ বা গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল পান করান আবশ্যক। বাতোদরে প্রথমতঃ পুরাতন ঘৃতাদি স্নেহ-পদার্থ মালিশ করিয়া স্বেদ দিতে হয়; তৎপরে বিরেচন করাইয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উদর বন্ধন করিয়া রাখিবে। বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধবলবণের সহিত; পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত; শ্লেষ্মোদরে যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকটুর সহিত, এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণের সহিত ঘোল পান করাইবে। তাহাদ্বারা দেহের ভার ও অরুচি বিনষ্ট হয়। প্লীহোদর ও যকৃদুদরে প্লীহা ও যকৃৎ রোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। বদ্ধোদরে প্রথমতঃ স্বেদ দিয়া তীক্ষ্ণবিরেচন দেওয়া আবশ্যক। দেবদারু, শজিনা ও অপাং এই সকল দ্রব্য, অথবা অশ্বগন্ধা গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে দূষ্যোদর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উদর নিবারিত হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে মহিষের মূত্র একছটাক আন্দাজ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর-রোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আকনাদী, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, চিতামূল ও বাসক; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলেও সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়। দশমূল, দেবদারু, শুঁট, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী; ইহাদের কাথ সেবন করিলে জলোদর, শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়। পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁট, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরী-তকী; ইহাদের কষায় পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর, সর্ব্বাঙ্গশোথ, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের উপশম হইয়া থাকে। উদররোগের দোষবিশেষ বিবেচনা করিয়া পুনর্নবাদি কাথ, কুষ্ঠাদি চূর্ণ, সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, নারায়ণ চূর্ণ, ত্রৈলোক্যসুন্দর রস, ইচ্ছাভেদী রস, নারাচ রস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ, শোথোদরারি লৌহ, চিত্রক ঘৃত, মহাবিন্দু ঘৃত, বৃহৎ নারাচ ঘৃত ও রসোন তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগী দুর্ব্বল হইলে তীক্ষ্ণ বিরেচক কোন ঔষধ না দিয়া আমাদের "সরলভেদী বটিকা" প্রয়োগ করা উচিত।

পথ্যাপথ্য,—উদররোগে লঘুপাক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক আহার করা আব-

শ্যক। পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মানমণ্ড, অভাবে সগুমত কেবল দুগ্ধ অথবা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি আহার করা হিতকর। পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগের দাইলের যুষ; পটোল, বেগুন, ডুমুর, ওল, মানকচু, সজিনার ডাঁটা, কাকরোল, ক্ষুদ্রমূলা শ্বেতপুনর্ণবা ও আদা প্রভৃতি তরকারী, অল্প সৈন্ধবলবণে পাক করিয়া ভোজন করা যায়। রাত্রিকালে দুগ্ধসাগু অথবা অধিক ক্ষুধা থাকিলে পাতলা রুটী অল্প পরিমাণে খাইতে পারেন। গরমজল পান করা উচিত।

পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, তিল, লবণ, শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও পরিশ্রম; উদররোগের বিশেষ অনিষ্টকারক।

শোথরোগ।

বমন বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ, রক্তপিত্ত প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি পীড়া, এবং উপবাস ও বিষমভোজনাদিদ্বারা কৃশ ও দুর্ব্বল হওয়ার পর, ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে; অথবা দধি, অপক্কদ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ ও বিষ-মিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিলে এবং বমন বিরেচনাদি করাইবার উপযুক্ত কালে তাহা না করাইলে বা অযথারূপে তাহা সম্পাদিত হইলে, পরিশ্রম ত্যাগ করিলে, গর্ভস্রাব হইলে, কিম্বা মর্ম্মস্থানে আঘাত পাইলে, শোথরোগ জন্মে। কুপিত বায়ু, দুষ্টরক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে আনয়ন করিয়া এবং নিজেও সেই সমস্ত দোষদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বক্ ও মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করে; ইহারই নাম শোথরোগ। শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে সন্তাপ, শিরাসমূহ বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় যাতনা ও অঙ্গে ভারবোধ; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। অবয়ববিশেষের স্ফীততা, সেইস্থানে ভারবোধ, চিকিৎসাব্যতীতও কোন সময়ে শোথের নিবৃত্তি এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তি; শোথস্থানে উষ্ণস্পর্শ, শিরাব্যাপ্তি, বিবর্ণতা ও রোগিশরীরে রোমাঞ্চ; এই কয়েকটি শোথরোগের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ পিত্তশ্লেষ্মজ, ও ত্রিদোষজ ভেদে শোথরোগ ৭ সাত প্রকার।

বাতজ শোথ একস্থানে স্থির থাকে না, সুতরাং বিনাকারণেও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; শোথের উপরকার চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তি হীন ও ঝিনি ঝিনি বেদনাবিশিষ্ট। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্ব্বার উন্নত হইয়া উঠে। দিবাভাগে এই শোথের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস হইয়া থাকে।

পিত্তজ শোথ কোমলস্পর্শ, গন্ধযুক্ত ও কৃষ্ণ, পীত বা অরুণ বর্ণ; এবং উষ্মাবিশিষ্ট, দাহযুক্ত ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পাকিয়া উঠে। এইশোথে ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা; এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

কফজ শোথ গুরু, একস্থানে স্থায়ী ও পাণ্ডুবর্ণ। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এইশোথ টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার উত্থিত হয় না। রাত্রিকালে ইহার বৃদ্ধি ও দিবসে হ্রাস হয়। কফজ শোথ বিলম্বে বর্দ্ধিত এবং বিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এইরূপ দুইটি দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তাহাকে সেই সেই দুই দোষ জাত এবং তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে ত্রিদোষজ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যে কোন শোথজনক দোষ আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে বক্ষঃস্থল হইতে ঊর্দ্ধদেহে; পক্কাশয়ে থাকিলে মধ্য শরীরে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে পক্কাশয় পর্য্যন্ত অবয়বে; মলাশয়ে থাকিলে কটীদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত; এবং সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইয়া থাকে।

মধ্যদেহে বা সর্ব্বাঙ্গে যে শোথ হয় তাহা কষ্টসাধ্য। যে শোথ বাম দক্ষিণ বা ঊর্দ্ধ অধঃ বিভাগানুসারে যে কোন অর্দ্ধাঙ্গে উৎপন্ন হয়, অথবা যে শোথ নিম্ন অবয়বে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উপরদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, সেই শোথে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। কিন্তু পাণ্ডু প্রভৃতি অন্যান্য রোগের উপদ্রবরূপে যদি প্রথমে পাদদেশে শোথ হইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাবয়বে বিস্তৃত হয়, তবে তাহা মারাত্মক নহে। স্ত্রীদিগের প্রথমে মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পায়েরদিকে যে শোথ অবতরণ করে, তাহা তাহাদিগের প্রাণনাশক। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তির গুহ্যদেশে প্রথম শোথ হইলে তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। এইরূপ

কুক্ষি, উদর, গলদেশ ও মর্ম্মস্থানজাত শোথও অসাধ্য। যে শোথ অতিশয় স্থূল ও কর্কশ, অথবা যে শোথে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সেই শোথও অসাধ্য। বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শোথ হইলে, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা—কোন রোগবিশেষের সহিত শোথরোগ উপস্থিত হইলে, সেই সেই রোগের সহিত শোথনাশক ঔষধাদিও প্রয়োগ করিতে হয়। মলমূত্র পরিষ্কার রাখা এইরোগে বিশেষ আবশ্যক। বাতিক শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। দশমূলের কাথ বাতজশোথের বিশেষ উপকারক। পিত্তজ শোথে গোমূত্রের সহিত ৵০আনা মাত্রায় তেউড়ীমূল চূর্ণ সেবন করাইবে; অথবা তেউড়ীমূল, শুলঞ্চ ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে। কফজ শোথে পুনর্নবা শুঁট, তেউড়ীমূল, শুলঞ্চ, হরীতকী ও দেবদারু; ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। মরিচ চূর্ণের সহিত বিল্বপত্রের রস, নিমপাতার রস ও শ্বেতপুনর্নবার রস; সমুদায় শোথরোগেরই বিশেষ উপকারক। মনসাসীজের পাতার রস মর্দ্দন করিলে শোথের শান্তি হইয়া থাকে। পথ্যাদি কাথ, পুনর্নবাষ্টক ও সিংহাস্যাদি পাচন, মাণমণ্ড, শোথারিচূর্ণ, শোথারি মণ্ডুর কংসহরীতকী, কটুকাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদিলৌহ, শোথকালানল রস, পঞ্চামৃত রস, দুগ্ধবটী এবং গ্রহণীরোগোক্ত স্বর্ণপর্প টী প্রভৃতি ঔষধ শোথরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। পাণ্ডু জন্য শোথরোগে তক্রমণ্ডুর ও সুধানিধি বিশেষ উপকারক। দুগ্ধবটী ও স্বর্ণপর্প টী সেবন কালে লবন জল বন্ধ রাখিয়া কেবল দুগ্ধভাত ও দুগ্ধ আহার করিয়া থাকিতে হয়। জ্বরাদি সংস্রব না থাকিলে, চিত্রকাদ্য ঘৃত সেবন এবং শোথস্থানে পুনর্নবাদিতৈল ও শুষ্কমূলকাদি তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করাইতে পারাযায়।

পথ্যাপথ্য,—উদররোগে সে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে। শোথ-রোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন করা সর্ব্বথা আবশ্যক।

কোষবৃদ্ধি।

স্বকীয়প্রকোপ কারণসমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া, কুঁচকিস্থান হইতে অণ্ডকোষে আগমন করে এবং তৎপরে পিত্তাদি দোষ দূষ্যকে কুপিত করিয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত করিলে, তাহাকে বৃদ্ধিরোগ কহে। বৃদ্ধিরোগ ৭ সাত প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ।

বাতজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা রুক্ষ ও সামান্যমাত্র কারণে বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তজ বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ পক্বযজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং দাহ ও উষ্মাযুক্ত হয়। বেশিদিন অবস্থিত থাকিলে, এই বৃদ্ধি পাকিয়া উঠে। কফজ বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ শীতলস্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডু-যুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। রক্তজ বৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক-ব্যাপ্ত এবং পিত্তজবৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণযুক্ত হয়। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ড-কোষের আকার পক্ব তালফলের ন্যায় হয় এবং তাহা মৃদুস্পর্শ ও কফজ-বৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি-রোগ জন্মে; এই বৃদ্ধিতে গমনকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় সংক্ষোভিত, মৃদুস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে সময়ে সময়ে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয় এবং ইহা সঞ্চালিত হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। বায়ুকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, মলমূত্রের বেগধারণ বা অনুপস্থিত বেগে বেগদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গবিন্যাস এবং দুঃসাহসিক কার্য্য প্রভৃতিদ্বারা বায়ু চালিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশ সঙ্কুচিত করিয়া, অধোদিকে বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে আনয়ন করে, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসা-ভাবে অধিকদিন অবস্থিত থাকিলে, অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। কোষ টিপিলে বা কখন কখন আপনা হইতেই শব্দের সহিত বায়ু উপরদিকে উঠিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার আসিয়া কোষদ্বয়ের শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য রোগ।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অথবা দশমী ও একাদশী তিথিতে কম্প ও সন্ধিসমূহে বা সর্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত প্রবল জ্বর হইয়া একরূপ কোষবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, ২।৩ দিন পরে আবার আপনা হইতেই তাহা নিবারিত হইয়া যায়। একটি কোষ বর্দ্ধিত হইলে চলিত কথায় ইহাকে "একশিরা" এবং ২টি কোষ বর্দ্ধিত হইলে "বাতশিরা" কহে।

চিকিৎসা,—যাবতীয় বৃদ্ধিরোগেই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক; নতুবা তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। সকল বৃদ্ধিতেই বিরেচন শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বাতজ বৃদ্ধিতে দুগ্ধের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ বৃদ্ধিতে দশমূলের ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। কফজ ও মেদোজ বৃদ্ধিতে ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত যবক্ষার ৴০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ৴০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; ইহাও বিরেচক ঔষধ। মূত্রজ বৃদ্ধিতে অস্ত্রবিশেষ দ্বারা ভেদ করিয়া জলস্রাব করান অর্থাৎ "ট্যাপ্" করান আবশ্যক। অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন কোষ পর্য্যন্ত উপস্থিত না হয়, সেই সময় মধ্যে চিকিৎসা করিলে উপশম হইয়া থাকে। অন্ত্রবৃদ্ধি শান্তির জন্য রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর; অথবা কেবল বেড়েলামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। বচ ও সর্ষপ; কিম্বা সজিনা ছাল ও সর্ষপ; অথবা ছাতিনবীজ ও আদা; কিম্বা শ্বেত আকন্দের ছাল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সমুদায় বৃদ্ধি রোগেরই শান্তি হইয়া থাকে। জয়ন্তিপাতা অগ্নিজ্বালে একখানি তাওয়ায় করিয়া গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। আমাদের "কোষবৃদ্ধির মহৌষধ" যাবতীয় বৃদ্ধিরোগেই যথাবিধি ব্যবহার করিলে অতি সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। ভক্তোত্তরীয়, বৃদ্ধিবাধিকাবটী, বাতারি, শতপুষ্পাদ্যঘৃত, গন্ধর্ব্বহস্ততৈল এবং শ্লীপদ রোগোক্ত কৃষ্ণাদিমোদক ও নিত্যানন্দরস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোষে মালিশের জন্য সৈন্ধবাদ্য ঘৃত, শোথরোগোক্ত পুনর্নবা ও শুষ্কমূলকাদি তৈল ব্যবহার করান যায়। অন্ত্রবৃদ্ধির প্রবলাবস্থায় "ট্রস" নামক যন্ত্র ব্যবহার উপকারী।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন; মুগ, মসূর, ছোলা ও অড়হরের দাইল; পটোল, বেগুন, আলু, মোচা, গাজর, ডুমুর, করেলা,

মানকচু, সজিনার ডাঁটা, আদা, গন্ধভাদুলে ও রসুন প্রভৃতি তরকারী; অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে ছাগমাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য এবং সর্ব্বপ্রকার তিক্ত ও সারক দ্রব্য আহার করিবে। রাত্রিকালে রুটী বা লুচী, ঐ সমস্ত তরকারী ও অল্প দুগ্ধ আহার করিতে হইবে। গরমজল শীতল করিয়া, তাহাই পান ও তাহাতেই স্নান করা আবশ্যক। এই রোগে সর্ব্বদা ল্যাঙোট্ ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

নূতন চাউলের অন্ন বা কোনরূপ গুরুপাকদ্রব্য, দধি, পুঁইশাক, মাষ-কলাই, পক্ককদলীফল ও অধিক মিষ্টপ্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং শীতল জল পান, ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্নান, অজীর্ণসত্বে ভোজন ও তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি এই পীড়ার অনিষ্টকারক।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।

স্ব স্ব কারণে কুপিত বায়ু, কফ ও মেদঃ গলদেশে অণ্ডকোষের ন্যায় লম্বিত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গলগণ্ড কহে। বাতজ গলগণ্ড সূচীবেধবৎ-বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, শিরাব্যাপ্ত, কর্কশ, অরুণবর্ণ এবং দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়। আরও ইহাতে রোগীর মুখের বিরসতা এবং তালু ও কণ্ঠের শোষ হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড প্রায়ই পাকে না, কদাচিৎ কাহারও পাকিয়াও উঠে। কফজ গলগণ্ড কঠিন, শ্বেতাভবর্ণ, ভারযুক্ত, অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট, শীতল, বৃহৎ, দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে মুখে মধুর রস এবং তালু ও গলদেশ শ্লেষ্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মেদোজ গলগণ্ড চিক্কণ, ভারী, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহার আকৃতি অলাবুর ন্যায় মূলভাগ সূক্ষ্ম ও ক্রমশঃ স্থূল। দেহের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আরও ইহাতে রোগীর মুখ তৈলাভ্যবৎ চিক্কণ ও গলদেশ হইতেই সর্ব্বদা শব্দ নির্গত হয়। যে গলগণ্ডরোগীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট, সর্ব্বগাত্রের কোমলতা, দেহ ক্ষীণ, আহারে অরুচি ও স্বরভঙ্গ হয়

এবং যাহার পীড়া একবৎসরের অধিক কালজাত হয়, তাহার পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে।

দূষিত মেদঃ ও কফ, স্কন্ধ, গলদেশস্থ মন্যানামক শিরা, গলদেশ ও বগলে কুল বা আমলকীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে সকল বহুসংখ্যক গণ্ড উৎপাদন করে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। গণ্ডমালা দীর্ঘকাল পরে অল্প পাকিতে দেখা যায়। ঐ গণ্ডমালা যদি কোন গণ্ড পাকিয়াছে, কোনটি আরোগ্য হইয়াছে আবার কোন একটি নূতন উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অপচী নামে অভিহিত করা হয়। অপচীর সহিত পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে। কোনরূপ উপদ্রব না থাকিলে আরোগ্য হইতে পারে।

শরীরের যে কোনস্থানে গাঁট গাঁট মত এক প্রকার ক্ষুদ্র শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গ্রন্থি এবং গোলাকার, অচল ও অল্প বেদনাযুক্ত যে মাংসপিণ্ড উদ্গত হয় তাহাকে অর্ব্বুদ (আব) কহে। গলগণ্ডের সহিত আকৃতিগত অনেকটা সাদৃশ্য থাকায়, এই দুইরোগের বিষয় এস্থলে বলা আবশ্যক হইল।

চিকিৎসা,—গলগণ্ডরোগে শ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করাই বিশেষ আবশ্যক। হস্তিকর্ণ পলাশের মূল আতপচাউলধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে। অথবা শ্বেতসর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলাবীজ; একত্র ঘোলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পরিপক্ক তিতলাউএর রসে বিট্ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলেও গলগণ্ড রোগের শান্তি হয়। ইহাতে নিত্যানন্দরস ও অমৃতাদ্যতৈল পান এবং তুম্বীতৈলের নস্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

গণ্ডমালারোগেও গলগণ্ডনাশক প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। কাঞ্চন-ছালের কাথে শুঁট প্রক্ষেপ দিয়া অথবা বরুণমূলের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালজাত গণ্ডমালাও নিবারিত হয়। ইহাতে কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু সেবন; ছুছুন্দরী ও সিন্দূরাদি তৈল মর্দ্দন এবং নির্গুণ্ডী ও বিম্বাদি তৈলের নস্তগ্রহণ বিশেষ উপকারী।

গণ্ডমালা অপচীরূপে পরিণত হইলে, শজিনাছাল ও দেবদারু একত্র কাঁজির

সহিত পেষণ এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা শ্বেতসর্ষপ, নিমপত্র ও ভেলা অগ্নিতে পোড়াইয়া ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। গুঞ্জাদ্য তৈল ও চন্দনাদি তৈল মর্দ্দন অপচী রোগে বিশেষ উপকারক।

গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষা বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। মৌলফুল, জামছাল, অর্জ্জুনছাল ও বেতছাল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। দন্তীমূল, চিতামূল, সিজের আটা, আকন্দের আটা, গুড়, ভেলার আঁটি ও হিরাকস; এই সমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রন্থি পাকিয়া উঠে এবং তাহা হইতে ক্লেদাদি নির্গত হইয়া আরোগ্য হয়। সাচিক্ষার, মূলকভস্ম ও শঙ্খচূর্ণের প্রলেপ দিলেও গ্রন্থি এবং অর্ব্বুদ রোগের শান্তি হয়। অর্ব্বুদরোগে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। ডুমুর বা অন্য কোন কর্কশ পত্রদ্বারা অর্ব্বুদস্থানে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার উপর ধুনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের আটা, কুড় ও পাংশুলবণ অর্ব্বুদস্থানে লেপন করিয়া বটপত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। সজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীরমূল; একত্র ঘোলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও অর্ব্বুদ রোগের উপশম হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগের শান্তি না হইলে, শস্ত্রচিকিৎসা করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—গলগণ্ডাদি রোগে কোষবৃদ্ধি রোগের ন্যায় সমুদায় পথ্যাপথ্যই প্রতিপালন করিতে হয়; এইজন্য স্বতন্ত্র নিয়ম কিছু লিখিত হইল না।

শ্লীপদ।

শ্লীপদের সাধারণ নাম "গোদ"। এইরোগে প্রথমতঃ কুঁচকিস্থানে বেদনা হইয়া, পরে পদদেশে শোথ হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অনেকের জ্বর হইতেও দেখাযায়। কফের প্রকোপ হইতেই যদিও এইরোগ জন্মে, তথাপি বাতাদি দোষের আধিক্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়। শ্লীপদে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, শোথস্থান কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, ফাটাফাটা ও তীব্র বেদনা যুক্ত হয়। আরও ইহাতে সর্ব্বদা জ্বর ও অকস্মাৎ বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ, দাহবিশিষ্ট ও জ্বর-

সংসৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মার আধিক্যে শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে।

যে শ্লীপদ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, অথবা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উই-ঢিপির মত কতকগুলি শিখরবিশিষ্ট হয়, যাহা একবৎসরের অধিক কালজাত, যে শ্লীপদে স্রাব ও কণ্ডু থাকে এবং যে শ্লীপদে বাতাদিদোষজন্য সমুদায় উপদ্রব প্রকাশিত হয়; সেই সকল শ্লীপদ অসাধ্য।

যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাতন জল সঞ্চিত থাকে এবং যে দেশ সকল ঋতুতেই শীতল; প্রায় সেই সকল দেশেই শ্লীপদ রোগ অধিক জন্মে।

চিকিৎসা,—প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্রই এইরোগের চিকিৎসা করা উচিত, নতুবা অসাধ্য হইয়া উঠে। উপবাস, বিরেচন, স্বেদ, প্রলেপ এবং শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহ এইরোগের শান্তিকারক। ধুতূরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেত পুনর্নবা, সজিনা ও সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা চিতামূল, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ বা সজিনামূলের ছাল গোমূত্রে বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্লীপদের শান্তি হয়। শ্বেত সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলারবীজ মনসা সীজের পাতার রস সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্লীপদ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। পিত্তজন্য শ্লীপদে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, শুড়কামাই ও পুনর্নবা; এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা মদনাদি প্রলেপ ব্যবহার করাইবে। বেড়েলামূল তালের রসের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্ববিধ শ্লীপদেরই বিশেষ উপকার হয়। বৈঁচ গাছের উপর যে পরগাছা হয়, তাহার মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, অথবা সেই মূল সূত্রদ্বারা জঙ্ঘাদেশে বান্ধিয়া, রাখিলে শ্লীপদের উপশম হইয়া থাকে। হরীতকী এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলেও শ্লীপদরোগের শান্তি হয়। কণাদি চূর্ণ, পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, কৃষ্ণাদি মোদক, নিত্যানন্দ রস, শ্লীপদগজকেশরী, সৌরেশ্বর ঘৃত ও বিড়ঙ্গাদি তৈল প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক শ্লীপদরোগশান্তির জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—কোষবৃদ্ধিরোগে যে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, শ্লীপদ রোগেও সেই সমস্ত যথাযথরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে।

বিদ্রধি ও ব্রণ।

বিদ্রধির সাধারণ নাম "ফোড়া"। সরসফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ, বেদনা ও পরিণামে পাকযুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রধি কহে। ইহা দুই প্রকার বাহ্যবিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি। কুপিত বাতাদি দোষ অস্থিতে অবস্থিত থাকিয়া, ত্বক্, রক্ত, মাংস ও মেদঃকে দূষিত করিলে বিদ্রধিরোগ জন্মে। বাহ্যবিদ্রধি শরীরের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। অন্তর্বিদ্রধি গুহ্যদেশ, বস্তিমুখ, নাভি, কুক্ষি, কুঁচকিস্থান, পার্শ্ব, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোম (পিপাসাস্থান); এই কয়েকটি স্থানে উৎপন্ন হয়। গুহ্যনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নীরোধ, বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রের অল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা ও উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দ, কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ, কুঁচকিস্থানে হইলে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠে তীব্রবেদনা, পার্শ্বদেশে হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ, প্লীহায় হইলে শ্বাসরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা এবং ক্লোমস্থানে হইলে বারম্বার জলপান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত যন্ত্রণা প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরই একরূপ।

নাভির ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয় ও ক্লোমস্থানে যে সকল অন্তর্বিদ্রধি জন্মে, তাহারা পাকিয়া ফাটিয়াগেলে পূযাদি মুখদিয়া নিঃসৃত হয়; আর নাভির নিম্নভাগে অর্থাৎ বস্তি, গুহ্য ও কুঁচকী প্রভৃতি স্থানে জন্মিলে, গুহ্যদ্বার দিয়া পূযাদি স্রাব হইয়া থাকে। মুখদিয়া পূযাদিস্রাব হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু গুহ্যদ্বারদিয়া স্রাব হইলে জীবনের আশা করা যাইতে পারে। যে বিদ্রধি রোগে উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস; এইসমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা অবশ্যই রোগীর প্রাণনাশক।

ব্রণের সাধারণ নাম "ঘা" অথবা "ক্ষত"। যে স্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইবে, প্রথমতঃ সেইস্থানে একটি শোথ উৎপন্ন হয়; পরে তাহা পাকিয়া আপনা হইতে ফাটিয়াই হউক বা অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারাই হউক, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়,

তাহাকেই ব্রণরোগ কহে। ব্রণশোথ পাকিবার পূর্ব্বে শোথস্থানে অল্প তাপ কঠিনতা, অল্পবেদনা এবং গাত্রের সমান বর্ণ থাকে। পাকিবার সময়ে তাহা যেন অগ্নি বা ক্ষারপদার্থদ্বারা দগ্ধ হইতেছে, শস্ত্রদ্বারা যেন কর্ত্তিত হইতেছে, পিপীলিকাদ্বারা যেন দষ্ট হইতেছে, দণ্ডাদিদ্বারা যেন আহত হইতেছে, সূচী প্রভৃতি দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে, অঙ্গুলিদ্বারা যেন কেহ ঘাঁটিয়া দিতেছে অথবা কেহ যেন টিপিয়া দিতেছে; এইরূপ যাতনা অনুভব হইয়া থাকে। অধিকন্তু তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও উত্তাপ হয় এবং বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আয়াত হইয়া উঠে। রোগীও বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে এবং জ্বর, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত হয়। পাকিয়া গেলে বেদনা ও শোথ কমিয়া যায়, রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, উপরের মাংস কুঁচকিয়া যায় ও ফাটা ফাটা হয়, টিপিলে শোথস্থান বসিয়া যায়, ভিতরে পূয জমে, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত হয় এবং সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে। পাকিয়া ফাটিয়া যাওয়ার পর অথবা শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা পূযাদি স্রাব হইয়া গেলে, অল্প অল্প স্রাবযুক্ত, সূচীবেধের ন্যায় বেদনা বা দপ্‌দপানি বিশিষ্ট ক্ষতরূপে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তৃষ্ণা, মোহ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

যে ব্রণ ক্রমশঃ জিহ্বাতলের ন্যায় কোমল, মসৃণ, চিক্কণ, স্রাবশূন্য, সমতল ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, তাহা আরোগ্যের উপযোগী এবং যে ব্রণ ক্লেদশূন্য, বিদীর্ণতাশূন্য ও মাংসাঙ্কুর যুক্ত, তাহা আরোগ্যে উন্মুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্রণ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইলে, পূযরক্তাদির অত্যন্ত স্রাব হইলে, কোটরে বসিয়া গেলে বা দীর্ঘকালেও আরোগ্য না হইলে, তাহাকে দুষ্টব্রণ কহে।

যে ব্রণ হইতে বসা, চর্ব্বি বা মজ্জা প্রভৃতি দ্রব্য নির্গত হয়, যে ব্রণ মর্ম্মস্থানে জন্মে, যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, যে ব্রণের অভ্যন্তরে দাহ ও বাহিরে শীতলতা, কিম্বা বাহিরে দাহ ও অন্তরে শীতলতা এবং যে ব্রণ বল ও মাংস ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে; সেই সকল ব্রণ অসাধ্য। আর যে ব্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা চম্পকাদি পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধ বহির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান কাটিয়া অথবা কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। সদ্যোব্রণ হইতে বসা, চর্ব্বি, মজ্জা বা মস্তুলুঙ্গপদার্থ নির্গত হইলে তাহা

অসাধ্য বলিবে না। কিন্তু মর্ম্মস্থানে আহত হইয়া ব্রণ জন্মিলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ ব্রণের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

ব্রণশোথ পাকার পর উপযুক্ত সময়ে তাহার পূযাদি নির্গত হইতে না পাইলে, সেই পূয ক্রমশঃ ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং সেই ব্রণস্থান হইতে ভিতরদিকে একটি নালী উৎপন্ন হয়; ইহাকে নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) কহে।

চিকিৎসা,—বিদ্রধি ও ব্রণশোথের অপকাবস্থায় রক্তমোক্ষণ, মৃদুবিরেচন, ঔষধ প্রয়োগ এবং স্বেদ ক্রিয়াদি দ্বারা তাহা বসাইবার চেষ্টা করা উচিত। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা সজিনামূলের প্রলেপ ও স্বেদ দিলে বিদ্রধি বসিয়া যায়। অপক্ক অন্তর্বিদ্রধিতে সজিনা-মূলের ছালের রস মধুর সহিত পান করিবে; অথবা শ্বেতপুনর্নবার মূল বা বরুণের মূলের কাথ পান করিতে দিবে। আকনাদির মূল, মধু ও আতপ-চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিলেও অপক্ক অন্তর্বিদ্রধির উপশম হয়। বরুণাদি ঘৃত সেবনে অন্তর্বিদ্রধির বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ব্রণ-শোথের অপকাবস্থায় ধুতুরার মূল ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা ব্রণশোথ বসিয়া যায়।

প্রলেপাদি দ্বারা নিবারিত না হইলে বিদ্রধি বা ব্রণশোথ পাকাইয়া, তাহা হইতে পূযাদি নির্গত করা আবশ্যক। পাকাইবার জন্য শণবীজ, মূলাবীজ, সজীনাবীজ, তিল, সর্ষপ, মসিনা, যব, গম ও সুরাবীজ প্রভৃতির পুলটিস দিবে। পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগ করাই সৎপরামর্শ। তাহাতে সুবিধা না হইলে করঞ্জ, ভেলা, দন্তীমূল, চিতামূল, করবীরমূল এবং পায়রা, কাক বা শকুনির বিষ্ঠা বাঁটিয়া অথবা গরুর দাঁত জলে ঘষিয়া, উপযুক্ত স্থানে লাগাইয়া দিবে, তাহা হইলে সেই স্থান কাটিয়া পূযাদি নির্গত হইয়া যায়। শেলু ও শিমূল প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ছাল ও মূল এবং যব, গম ও মাষ-কলাই প্রভৃতি দ্রব্যের প্রলেপ দিলে বিকৃত পূযাদি আকৃষ্ট হইয়া, মুখদিয়া

নির্গত হইয়া যায়। ক্ষতস্থানে ধৌত করিবার জন্য পটোল পত্র, নিমপত্র বা বটাদির ছালের কাথ ব্যবহার করিবে। ধৌতের পর ক্ষতস্থানে করঞ্জাদ্য ঘৃত, জীরক ঘৃত, জাত্যাদ্য ঘৃত ও তৈল, বিপরীত মল্লতৈল, ব্রণরাক্ষস তৈল বা আমাদের "ক্ষতারি তৈল" প্রয়োগ করিবে; তাহা হইলেই ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রণ দূষিত হইলে অর্থাৎ দুষ্টব্রণের লক্ষণযুক্ত হইলে নিমপাতা, তিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল অনন্তমূলের প্রলেপ কিম্বা অশ্বগন্ধা, কটুকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল ইহাদের প্রলেপ দিলে, অথবা ছাতিমের আঠা লাগাইলেও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়।

সদ্যোব্রণের প্রথমাবস্থাতেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে, তাহা আর ক্ষতরূপে পরিণত হইতে পারে না। শস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইবা মাত্র তাহাতে জলপটী বাঁধিয়া দিবে, তাহাদ্বারা রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আপাং পাতার রস, আয়াপানার রস, কুকশিমার রস দন্তীপাতার রস বা দুর্ব্বাঘাসের রস প্রয়োগ করিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া তাহা দ্বারা ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে, ক্ষতস্থান পাকিতে পারে না, অথচ তাহার ব্যথা নিবারিত হইয়া ক্রমশঃ সেই স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য না হইয়া ক্ষতরূপে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ ও তৈলাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। আগুণে পুড়িয়া ঘা হইলেও ঐ সমস্ত তৈলাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। আগুণে পুড়িবা মাত্র দগ্ধস্থানে তিল-তৈলের সহিত যবভস্ম মিশ্রিত করিয়া অথবা দুগ্ধ ও মহীষনবনীতের সহিত তিল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালার শান্তি হয়। দগ্ধস্থানে মধুমাখাইয়া তাহার উপর যবচূর্ণ লেপন করিলে বা কেবল গুড় অথবা চুণ লেপন করিলেও জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণ অর্থাৎ নালিঘায়ে হাপরমালির আঠা লাগাইবে। শেওড়া তেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্রে মর্দ্দিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। শেয়াকুল, মদনফল, সুপারির ছাল ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে সিজ ও আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে; সেই বাতি নাড়ী-

মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে; অথবা মেষলোম পোড়াইয়া সেই ছাই ও তিত-লাউএর বীজের সহিত তৈল পাক করিয়া, তদ্দ্বারা তূলা ভিজাইয়া সেই তূলা নালীমধ্যে প্রবেশ করাইবে। স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল, নির্গুণ্ডীতৈল, হংসপাদী তৈল ও আমাদের "ক্ষতারি তৈল" নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার সহিত সেবনের জন্য সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলু বা আমাদের "অমৃতবল্লীকষায়" ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ ও মসূরের দাইল, পটোল বেগুন, ডুমুর, কাঁচাকলা, মোচা, সজিনার ডাটা ও মানকচু প্রভৃতির ঘৃতপক্ব তরকারী; বলাদি ক্ষীণ হইলে ছাগ প্রভৃতি লঘু মাংসের রস আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে রুটী ও ঐ সমস্ত তরকারী আহার করিতে হইবে। গরম জল শীতল করিয়া পান ও মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত সেই জলে স্নান করিবে।

সকল প্রকার শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, পিষ্টক ও সর্ব্ববিধ মিষ্টদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্নান, মৈথুন, পথ-পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি কার্য্য এই সকল রোগে অনিষ্টকারক।

ভগন্দর।

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলিপরিমিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নাড়ীব্রণের ন্যায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। কুপিত বাতাদি দোষ প্রথমতঃ ঐ স্থানে একটি ব্রণশোথ উৎপাদন করে, পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণের ফেন ও পূযাদি স্রাব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে সেই পথ দিয়া মল, মূত্র ও শুক্র প্রভৃতিও নির্গত হয়। গুহ্যদেশ কোনরূপে ক্ষত হইয়া ক্রমে পাকিয়া উঠিলে তাহাও ভগন্দর রূপে পরিণত হইতে পারে।

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। যে সকল ভগন্দর দিয়া অধোবায়ু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণ-নাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়, তাহা অসাধ্য।

চিকিৎসা,—পাকিবার পূর্ব্বেই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অপকাবস্থায় রক্তমোক্ষণই প্রধান চিকিৎসা। পিড়কা বসাইবার জন্য বটপত্র, জলমধ্যস্থিত ইষ্টকের চূর্ণ, শুঁট, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমস্ত দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি প্রভৃতি বসাইবার জন্য যে সকল উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নিতান্তই না বসিয়া পাকিয়া উঠিলে, শস্ত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক। অথবা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ফাটাইয়া পূযাদি নির্গত করাইবে। ক্ষত নিবারণ জন্য মনসাসীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ; এই সমস্ত দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ভগন্দর মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। ত্রিফলার কাথদ্বারা ভগন্দর ধৌত করিয়া, ত্রিফলার কাথের সহিত বিড়াল বা কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। নাড়ীব্রণনাশক সর্ব্ববিধ তৈলই ভগন্দর রোগে প্রয়োগ করা যায়, তদ্ভিন্ন আমাদের "ক্ষতারি তৈল" প্রয়োগেও পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে। এই রোগে সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু, নবকার্ষিক গুগ্গুলু ও ব্রণগজাঙ্কুশ রস প্রভৃতি ঔষধ অথবা আমাদের "অমৃতবল্লী কষায়" সেবন করা নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—বিদ্রধি ও ব্রণরোগে যে সকল পথ্যাপথ্য বিহিত হইয়াছে, ভগন্দর রোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে শৃগালের মাংস ভোজন ভগন্দর রোগের বিশেষ উপকারক।

উপদংশ ও ব্রধ্ন।

দূষিতযোনি স্ত্রীর সহিত সহবাস, ব্রহ্মচারিণীসহবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর লিঙ্গ ধৌত না করা অথবা ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে ধৌত করা এবং কোন কারণবশতঃ লিঙ্গ ক্ষত হওয়া; এই সমস্ত কারণ হইতে উপদংশ রোগ জন্মে। এইরূপ দূষিতপুরুষসহবাস প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগেরও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ায় প্রথমে লিঙ্গমুণ্ডে বা আবরকচর্ম্মে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে, পিড়কার চতুর্দ্দিক কঠিন হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ সকল পিড়কা পাকিয়া বিদীর্ণ হয় এবং তাহাহইতে পুয, ক্লেদ ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ক্ষতস্থান অত্যন্ত বিবর্ণ হয় আর ইহার সহিত সামান্য জ্বর, বমনোদ্রেক, অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বা বিকৃতাস্বাদ ও মলযুক্ত, অস্থিতে বেদনা, শিরঃ-পীড়া এবং কাহারও কুঁচকিস্থানে বেদনা অথবা ব্রধ্ন (বাগী) উপস্থিত হয়। ক্ষতস্থানের মূলভাগ কঠিন এবং মধ্যস্থান কিছু নিম্ন ও তাহার চতুর্দ্দিক কিছু উন্নত হইয়া থাকে। এই পীড়া অধিকদিন অচিকিৎস্যভাবে থাকিতে পাইলে, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে পিড়কার উৎপত্তি, স্থানে স্থানে ক্ষত বা স্ফোটক, নেত্ররোগ কেশ ও লোমের ক্ষয়, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, পীনস এবং কখন কখন প্রকৃত কুষ্ঠ রোগও জন্মিতে পারে। আরও ঐ রূপ অচিকিৎসা জন্য ক্রমে ক্ষতস্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া একবারে লিঙ্গক্ষয় করিতে পারে; এইরূপ হইলে রোগীর প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—উপদংশক্ষত নিবারণ জন্য করঞ্জাদ্যঘৃত, ভূনিম্বাদ্যঘৃত, গোজী তৈল এবং আমাদের "ক্ষতারি ঘৃত" ও "ক্ষতারি তৈল" প্রয়োগ করিবে। অথবা আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া উপরে শরা ঢাকা দিয়া অগ্নিজালে দগ্ধ করিতে হইবে, সেই ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে; কিম্বা রসাঞ্জন ও হরীতকী মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাবলাপাতা চূর্ণ, দাড়িমের ছাল চূর্ণ অথবা মনুষ্যের অস্থিচূর্ণ ব্যবহারে উপদংশের ক্ষত নিবারিত হয়। এই সমস্ত প্রলেপ বা তৈলাদি প্রয়োগের পূর্ব্বে ত্রিফলার কাথ, কিম্বা ভীমরাজের রস অথবা করবীর, জয়ন্তী, আকন্দ ও সোন্দালপত্রের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তম রূপে ধৌত করা আবশ্যক। সেবনের জন্য বরাদি গুগ্‌গুলু ও রসশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বর থাকিলে জ্বরনিবারক ঔষধ তাহার সহিত সেবন করান উচিত। পীড়া পুরাতন হইলে সালসা সেবন করা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের "বৃহৎ অমৃতবল্লী ও অমৃতবল্লীকষায়" নামক সালসা উপদংশ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপদংশরোগ হইতে আশু মুক্তি পাইবার জন্য অনেকে পারদ সেবন করিয়া থাকেন। পারদ যথারীতি শোধিত বা যথাযথরূপে সেবিত না হইলে,

শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার উৎকট রোগ উৎপাদন করে। অস্থিতে জ্বালা, সন্ধিসমূহে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শরীরের নানা স্থানে ক্ষত বা পিড়কার উৎপত্তি এবং কৃষ্ণ বা শ্বেত বর্ণের দাগ, হস্ততল ও পদতল হইতে চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া, মুখ নাসিকাদিতে ক্ষত, পীনস, মুখরোগ, দন্তচ্যুতি, নাসিকাক্ষয়, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, অণ্ডকোষে শোথ ও কঠিনতা, স্থানে স্থানে গ্রন্থির ন্যায় শোথোৎপত্তি, চক্ষুরোগ, ভগন্দর, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত অযথা পারদ সেবনে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পারদবিকৃতিতে আমাদের "অমৃতবল্লী কষায়" সেবন করাই সৎপরামর্শ, ইহা ঐ পীড়ার মহৌষধ। তদ্ভিন্ন কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শোধিত গন্ধক ৪ রতি মাত্রায় ঘৃতের সহিত কিম্বা গর্জ্জন তৈল ১০। ১২ ফোটা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে পারদবিকৃতির বিশেষ উপকার হয়। ক্ষত নিবারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ক্ষতনিবারক ঔষধ এবং চর্ম্মরোগ শান্তির জন্য সোমরাজী তৈল, মরীচাদ্য তৈল, মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল ও কন্দর্পসার তৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

উপদংশ হইলে প্রায়ই ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কফজনক বা গুরুপাক অন্ন ভোজন, শুষ্ক বা পচা মাংস ভোজন, অসমতল স্থানে গমন, অতিদ্রুত গমন এবং পাদদেশে স্ফোটক বা কোনরূপ আঘাত প্রভৃতি কারণেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে বঙ্ক্ষণসন্ধি অর্থাৎ কুঁচকী স্থানে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর হইয়া থাকে। উপদংশজনিত ব্রধ্ন পাকিয়া উঠে; অন্য ব্রধ্ন প্রায়ই পাকিতে দেখা যায় না।

উপদংশ জনিত ব্রধ্ন পাকাইয়া, শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দূষিত পূযরক্তাদি নিঃসারিত করাই সৎপরামর্শ, নতুবা তাহা হইতে অন্যান্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ব্রণশোথ পাকিবার জন্য এবং পাকার পর বিদারণ ও ক্ষত শুষ্ক হইবার জন্য যে সকল যোগাদি লিখিত হইয়াছে, ব্রধ্নরোগেও সেই সমুদায় প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য ব্রধ্ন অথবা উপদংশজনিত ব্রধ্নও অবস্থা বিশেষে বসাইবার আবশ্যক হইলে, উৎপন্ন মাত্রেই তাহা বসাইবার চেষ্টা করিবে। জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বটের আটা লেপন, গন্ধবিরজা বা কুক্কুটডিম্বের রক্তকাংশের পটী বসাইয়া দিলে ব্রধ্ন বসিয়া যায়। নিসাদল বা সোরা চারি আনা এক ছটাক

জলে গুলিয়া সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার পটি দিলেও ব্রণ শীঘ্র বসিয়া যায়। অথবা কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল; এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বেদনাশান্তির জন্য ভেড়ার দুগ্ধের সহিত গোধূম বা কুন্দুরখোটী বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। জ্বর নিবারণ জন্য জ্বরনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি রাখা এই পীড়ায় বিশেষ আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—এই সমস্ত পীড়ায় দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; মুগ, মসূর, অড়হর ও ছোলার দাইল; পটোল, ডুমুর, মানকচু, বেগুন, সজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া, ঘৃতপক্ক তরকারি; মধ্যে মধ্যে ছাগ, পায়রা বা কুক্কুটের মাংসরস আহার করিবে। রাত্রিকালে রুটী ও ঐ সমস্ত তরকারি আহার করা উচিত। জ্বর অধিক থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া রুটি বা সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করা আবশ্যক।

মিষ্ট দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, কফবর্দ্ধকদ্রব্য, দুগ্ধ ও মৎস্য ভোজন এবং স্নান, মৈথুন, দিবানিদ্রা ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই সমস্ত পীড়ার অনিষ্টকারক।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র।

ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; নূতন চাউলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, মাষকলাই, মূলা, মিষ্টান্ন, তিল ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন এবং মলমূত্রবমনাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত ভোজনের পর ব্যায়াম বা আতপ সেবন; আতপক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বা ভয়ার্ত্ত হওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, বমন বিরেচনাদি শুদ্ধিকার্য্যের পর অহিত আচরণ, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে স্ত্রীসঙ্গম, দিবানিদ্রা ও গুরুব্রাহ্মণাদির অপমান প্রভৃতি উৎকট পাপাচরণ; এই সমস্ত কারণে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বাতরক্ত এবং পারদ বিকৃতি হইতেও কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গবিশেষ অতিশয় মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক ঘর্ম্মনির্গম বা একবারে ঘর্ম্মনীরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু, গাত্রে চুলকানি, সুরসুরি, অথবা পিপীলিকাসঞ্চরণের ন্যায় অনুভব; অঙ্গবিশেষের স্পর্শশক্তি নাশ, স্থানে স্থানে সূচীবেধের ন্যায় যাতনা, বোল্‌তাদংশনের ন্যায় স্থানে স্থানে দাগ, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে সেই স্থানে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি ও দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্প কারণেই ক্ষতের প্রকোপ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও সেই স্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ এবং রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

কুষ্ঠরোগ অপরিসংখ্যেয় হইলেও সংক্ষেপতঃ আঠার প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকন নামক সাত প্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে; অন্য এগার প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। কাপাল কুষ্ঠ কিয়দংশ কৃষ্ণ ও কিয়দংশ অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, খরস্পর্শ, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক ও পাতলা ত্বক্‌বিশিষ্ট হয়। ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণাদি বিশিষ্ট, দাহ ও কণ্ডুযুক্ত এবং ইহাতে ব্যাধিস্থানের লোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হয়। মণ্ডল কুষ্ঠ কতক শ্বেত কতক বা রক্তবর্ণ, আর্দ্র, স্বেদযুক্ত, উন্নত, মণ্ডলাকার ও পরস্পর মিলিত। ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্যাববর্ণ এবং বেদনাযুক্ত। পুণ্ডরীক কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাপড়ির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিধ্ম কুষ্ঠ দেখিতে লাউ ফুলের ন্যায় এবং শ্বেতমিশ্র রক্তবর্ণের পাতলা চামড়া বিশিষ্ট; ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বক্ষঃস্থলে অধিক হইয়া থাকে। কাকন কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, তীব্রবেদনা যুক্ত; এই কুষ্ঠ পাকিয়া থাকে।

সমুদায় কুষ্ঠই যে সময়ে রস ধাতুতে অবস্থিত থাকে, তখন অঙ্গের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্ম; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রমে রক্ত গাঢ় হইলে কণ্ডু ও অধিক পূযসঞ্চয়; মাংসগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোষ, পিড়কার উৎপত্তি, সূচীবেধের ন্যায় বেদনা ও স্ফোটক জন্মে। মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের

বক্রতা ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি এবং অস্থি ও মজ্জগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ রস, রক্ত ও মাংসগত হওয়া পর্য্যন্ত আরোগ্যের সম্ভাবনা। মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি ও মজ্জগত হইলে এবং তাহাতে ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ, স্রাবযুক্ত এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বর ভঙ্গ হয়, তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই সপ্ত মহাকুষ্ঠ ব্যতীত অন্য ১১ এগার প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে যে ক্ষুদ্র কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের আঁইসের ন্যায়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। যাহা হস্তিচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল তাহার নাম চর্ম্মকুষ্ঠ। যে কুষ্ঠে হাত পা ফাটিয়া যায় ও তীব্রবেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে। শ্যাববর্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক ক্ষতস্থানের ন্যায় খরস্পর্শ কুষ্ঠকে কিটিম কুষ্ঠ কহে।

যাহা কণ্ডু বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কহে। যে কুষ্ঠ উন্নত, মণ্ডলাকার কণ্ডুযুক্ত ও রক্তবর্ণপিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত তাহার নাম দদ্রুমণ্ডল। যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবেদনার ন্যায় বেদনাযুক্ত, কণ্ডুযুক্ত, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে তাহার নাম চর্ম্মদল। দাহ, কণ্ডু ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) এবং এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত ও স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছু (খোস্) কহে। কচ্ছু হস্তে ও নিতম্বস্থলে অধিক হইয়া থাকে। শ্যাব বা অরুণবর্ণ, পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটক সমূহকে বিস্ফোটক কহে। রক্ত বা শ্যাববর্ণ এবং দাহ ও বেদনাযুক্ত বহু ব্রণকে শতারুঃ কহে। বিচর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, স্রাবযুক্ত এবং কণ্ডু ও পিড়কাবিশিষ্ট হয়; ইহাই পাদদ্বয়ে জন্মিলে ইহাকে বিপাদিকা কহে।

বস্তুতঃ এই আঠার প্রকার কুষ্ঠ মধ্যে সিধ্ম, দদ্রু, পামা বা কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা বা বিপাদিকা, শতারুঃ ও বিস্ফোটক এই ছয় প্রকার রোগকেই প্রকৃত ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলা উচিত। অন্যান্য যে কয়েকটি শাস্ত্রে ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত আছে, তাহাদিগকেও মহাকুষ্ঠের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা,—কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ হইবা মাত্র চিকিৎসা করা আব-

শ্যক, নতুবা সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশিত হইলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগে সেবনের জন্য মঞ্জিষ্ঠাদি ও অমৃতাদি পাচন, পঞ্চনিম্ব, অমৃতাগুগ্‌গুলু, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু, অমৃতভল্লাতক, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, তালকেশ্বর, মহা তালকেশ্বর, রসমাণিক্য ও পঞ্চতিক্ত ঘৃত এবং কুষ্ঠস্থানে মর্দ্দনের জন্য মহা সিন্দূরাদ্য তৈল, সোমরাজী তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, মরীচাদ্য তৈল কন্দর্পসার তৈল ও বাতরক্তোক্ত মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠ-স্থানে প্রলেপের জন্য হরীতকী, ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়; এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া; অথবা মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপ-তৈল আকন্দ আঠা; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া; কিম্বা ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়; এই তিনটী গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রয়োগ করিবে। গোমূত্র পান ও চাউল মুগরার তৈল মর্দ্দন কুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকারক। দদ্রু বিনাশের জন্য বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধব লবণ ও সর্ষপ; এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধূনা ও সীজের আটা; এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও দদ্রু রোগ বিনষ্ট হয়। আমাদের "দদ্রু-নাশক চূর্ণ" ব্যবহারে দদ্রুরোগ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেত সর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব এবং সচল ও বিট্‌লবণ; এই সকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত তিনদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে দদ্রু ও বিচর্চ্চিকারোগ নিবারিত হয়। সোন্দালপাতা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্মরোগ বিনষ্ট হয়। গন্ধক চূর্ণ ও যবক্ষার চূর্ণ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলেও সিধ্মরোগ বিনষ্ট হয়। মূলার বীজ, অপামার্গের সহিত অথবা দধির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সিধ্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। আকন্দ-পাতার রস এবং হরিদ্রার কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকারোগ নষ্ট হয়। কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পামা ও কচ্ছু রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। আমাদের "কণ্ডারি তৈল" পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা রোগের বিশেষ উপকারক।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ ব্যতীত শ্বিত্র ও কিলাস নামক আরও দুই প্রকার কুষ্ঠরোগ আছে। শ্বিত্র রোগের সাধারণ নাম "ধবল"; ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের দাগ প্রকাশিত হয়, আর কিলাস রোগে ঈষৎ রক্তবর্ণের দাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল কারণ হইতে কুষ্ঠ-রোগ উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রাদি রোগও সেই সমস্ত কারণ হইতে জন্মে। শ্বিত্রাদি রোগ অধিকদিনজাত হইলে এবং নির্লোমস্থানে অর্থাৎ গুহ্যদ্বার, লিঙ্গ, যোনি, হস্ততল, পদতল বা ওষ্ঠে উৎপন্ন হইলে একবারে অসাধ্য হইয়া থাকে। যে শ্বিত্রে দাগ গুলি পরস্পর অসংযুক্ত, যাহার উপরিভাগের লোমসমূহ শ্বেতবর্ণ না হইয়া কৃষ্ণবর্ণই থাকে, যাহা অল্পদিনজাত এবং যাহা অগ্নিদগ্ধজাত নহে, তাহাই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বুচ্‌কিদানা ও ছাগলনাদি গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র ও কিলাস রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কুষ্ঠরোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ, সিধ্মনাশক প্রলেপসমূহ এবং কন্দর্পসার তৈল এই রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য,—বাতরক্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন কর্ত্তব্য। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক, এই জন্য কুষ্ঠরোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন, উপবেশন, একত্র ভোজন, গাত্রে নিঃশ্বাসাদি লাগান, রোগীর বস্ত্রাদি পরিধান এবং তাহার সহিত মৈথুন প্রভৃতি কদাচ করিবে না।

শীতপিত্ত।

শরীরের স্থানে স্থানে বোলতাদংশনজনিত শোথের ন্যায় এবং অতিশয় কণ্ডূবিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ এক প্রকার দাগ্‌রা দাগ্‌রা শোথ উপস্থিত হইয়া অতিশয় চুল্‌কাইতে থাকে, ইহাকেই শীতপিত্তরোগ কহে। চলিত কথায় দেশভেদে ইহার নাম "আসর" ও "আমবাত"। কোন কোন স্থলে ইহার সহিত সূচীবেধবৎ যাতনা, বমি, জ্বর ও দাহ হইতে দেখা যায়। এই রোগ

উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গৌরব এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা ; এই কয়েকটি,পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

উদর্দ্দ ও কোঠনামক আরও দুই প্রকার এই জাতীয় পীড়া আছে। শীতল-বায়ুসেবনাদি কারণে বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া বায়ুর আধিক্যে শীতপিত্ত এবং কফের আধিক্যে উদর্দ্দ রোগ উৎপাদন করে। এই উভয় রোগের লক্ষণ প্রায় এক প্রকার, তবে উদর্দ্দের শোথ গুলির মধ্যস্থান কিছু নিম্ন হইয়া থাকে। বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যক্‌রূপে বমি না হইলে, উৎক্লিষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মা শীতপিত্তের লক্ষণযুক্ত যে বহুসংখ্যক শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই কোঠ কহে। কোঠ বারম্বার উৎপন্ন এবং বারম্বার বিলীন হইলে তাহাকে উৎকোঠ বলিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—এইরোগে অজীর্ণজন্য আমাশয় পূর্ণ থাকিলে পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু ও পিপুল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন এবং উষ্ণজল সেবন ইহাতে উপকারী। পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান ; ২ তোলা গব্য ঘৃতের সহিত ৵০ আনা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন ; হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড ও আর্দ্রকখণ্ড সেবন এবং দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ অথবা শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত প্রলেপ দেওয়া শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকারক। দাস্ত পরিষ্কার রাখা ইহাতে নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—এইসমস্ত পীড়ায় তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, কাঁচা হরিদ্রা ও নিম্বপত্র ভোজন উপকারী। বাতরক্ত পীড়ায় যে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, এই রোগেও সেই সমস্ত দ্রব্য পানাহার জন্য ব্যবহার করিবে। উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখা বিশেষ উপকারক।

অম্লপিত্ত।

ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন এবং দূষিত অন্ন, অম্লরস, অম্লপাক ও অন্যান্য পিত্তপ্রকোপক দ্রব্যের পানাহার জন্য পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত বা অম্লরস যুক্ত উদ্গার, দেহের গুরুতা, বুকে ও গলদেশে জ্বালা এবং অরুচি; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অম্লপিত্ত অধোগামী হইলে চতুর্দ্দিক হরিৎবর্ণ বলিয়া বোধ, জ্ঞানের বৈপরীত্য, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদ্গম, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা; এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উর্দ্ধগামী হইলে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণের অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; অম্ল, কটু, বা তিক্ত রসযুক্ত পিচ্ছিল ও কফমিশ্রিত বমি হয়। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার পরে অথবা অভুক্ত অবস্থাতেও কখন কখন বমি হইয়া থাকে। আরও ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পা জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর, শরীরে বহুসংখ্যক কণ্ডূযুক্ত পিড়কার উৎপত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

বাতজ, শ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ ভেদে অম্লপিত্ত চারি প্রকার, বাতজ অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গাত্র চিমি চিমি, অবসন্নতা, শূলবেদনা, অন্ধকার দর্শন, জ্ঞানের বৈপরীত্য, মোহ ও রোমাঞ্চ; এই কয়েকটি অধিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মজে কফনিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতবোধ ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশিত হয়। বাতশ্লেষ্ম জন্য অম্লপিত্তে তিক্ত অম্ল ও কটু রসযুক্ত উদ্গার, হৃদয় কুক্ষি ও কণ্ঠদেশে দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরোবেদনা, মুখদিয়া জলস্রাব ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অধোগ অম্লপিত্তে অতিসারভ্রম এবং উর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন রোগ বলিয়া ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; এইজন্য এইরোগে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক পরীক্ষাকরা উচিত।

চিকিৎসা,—পীড়ার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না হইলে, এইরোগ অসাধ্য হইয়া উঠে; অতএব উৎপন্নমাত্রেই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অম্লপিত্ত রোগে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, কিম্বা কফের আধিক্য থাকিলে, বমন বিরেচনাদি উপযুক্ত শুদ্ধিক্রিয়া নিতান্ত উপযোগী। কফজ অম্লপিত্তে পটোলপত্র, নিমপত্র ও মদন ফল, সমভাগে কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মধু ও সৈন্ধব লবণ ৵০ পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে, তাহাদ্বারা বমন হইয়া অম্লপিত্তের শান্তি হয়। বিরেচনের আবশ্যক হইলে মধু ও আমলকীর রসের সহিত চারি আনা বা ছয় আনা পরিমিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে। অম্লপিত্ত-শান্তির জন্য নিস্তুষ যব, বাসক ও আমলকী; ইহাদের কাথের সহিত দারু-চিনি, এলাইচ, তেজপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। যব, পিপুল ও পটোলপত্রের অথবা গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলেও অম্লপিত্তের শান্তি হয়। অম্লপিত্তের বমন নিবারণ জন্য হরীতকী ও ভীমরাজ চূর্ণ সমভাগে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। অথবা বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে; এই কাথ সেবনে শ্বাস, কাস এবং জ্বরেরও উপশম হইয়া থাকে। অতিসার নিবারণ জন্য অতিসার রোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক। মল বদ্ধ থাকিলে অবিপত্তিকর চূর্ণ, হরীতকীখণ্ড অথবা আমাদের "সরলভেদী বটিকা" সেবন করান উচিত। পিপ্পলী খণ্ড, বৃহৎ পিপ্পলী খণ্ড, শুণ্ঠী খণ্ড, খণ্ড কুষ্মাণ্ডক অবলেহ, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, সিতামণ্ডূর, পানীয়ভক্তবটী, ক্ষুধাবতী গুড়িকা, লীলাবিলাস, অম্লপিত্তান্তকলৌহ, সর্ব্বতোভদ্রলৌহ, পিপ্পলীঘৃত, দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত এবং শ্রীবিল্ব তৈল; অবস্থা বিবেচনা করিয়া অম্লপিত্তরোগে ব্যবহার করাইতে হয়। শূলরোগোক্ত ধাত্রীলৌহ, আমলকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা যায় আমাদের "শূল নির্ব্বাণ চূর্ণ" অম্লপিত্তরোগের বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য,—শূলরোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্যই যথাযথরূপে ইহাতে

প্রতিপালন করা উচিত। তিক্ত রস ভোজন ইহাতে বিশেষ উপকারী। বাতজ অম্লপিত্তে চিনি ও মধুর সহিত খৈ চূর্ণ ভোজন করা হিতকারক। যব ও গোধূমের মণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য এই রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" এই রোগের উপযুক্ত পথ্য।

সর্ব্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, অধিক লবণ, মিষ্ট, কটু ও অম্লরস এবং তীক্ষ্ণবীর্য দ্রব্য ভোজন; দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও মদ্যপান প্রভৃতি এই রোগের বিশেষ অনিষ্টকারক।

বিসর্প ও বিস্ফোট।

সতত লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবন করিলে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শরীরের কোন স্থানে স্ফোটকের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বিসর্পরোগ সাত প্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। ইহাদের মধ্যে বাতপিত্তজ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্তশ্লেষ্মজকে কর্দ্দমক নামে অভিহিত করা হয়।

বাতজ বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় মস্তকে, হৃদয়ে, গাত্রে ও উদরে ব্যথা, শোথ, দপ্‌দপানি, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, শ্রান্তিবোধ ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পৈত্তিক বিসর্প অতিশয় লোহিত বর্ণ ও শীঘ্র বিস্তৃত হয় এবং তাহাতে পিত্তজ্বরের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে। কফজ বিসর্প কণ্ডুযুক্ত, চিক্কণ এবং কফজ্বরের লক্ষণ বিশিষ্ট। সন্নিপাতজ বিসর্পে তিন দোষের ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয়।

অগ্নিবিসর্প নামক বাতপিত্তজ বিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা ভ্রম, অস্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অন্ধকারদর্শন ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আরও ইহাতে সমস্ত শরীর জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তৃত হয়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়।

তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় স্ফোটক ব্যাপ্ত হয়। এই বিসর্প হঠাৎ হৃদয়াদি মর্ম্মস্থান আক্রমণ করিয়া থাকে, তখন অত্যন্ত বায়ু প্রবল হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সংজ্ঞা ও নিদ্রানাশ এবং শ্বাস ও হিক্কা উৎপাদন করে। এই-রূপ অতিমাত্র যন্ত্রণাভোগজন্য রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রন্থিবিসর্প নামক বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পে দীর্ঘ, বর্ত্তুলাকার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী অর্থাৎ গাইট্ গাইট্ মত বিসর্প উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতি-শয় বেদনা, প্রবলজ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, জ্ঞানের বৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কর্দ্দমক নামক পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্প পীত, লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কা-সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষবর্ণ, মলিন, শোথযুক্ত, গুরু, ভিতরে পাক-বিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পাঁকের ন্যায় বর্ণ এবং মড়ার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। ক্রমশঃ এই রোগে মাংস গলিয়া পড়িয়া শিরা ও স্নায়ু সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। আরও ইহার সহিত জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখের লিপ্ততা, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়সমূহে ভারবোধ, অপক্কমলনির্গম ও স্রোতঃসমূহের লিপ্ততা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শস্ত্র, নখ ও দন্ত প্রভৃতি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, কুলথ কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণের স্ফোটকসমূহ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; তাহাও এক প্রকার বিসর্প। ইহা পিত্তজবিসর্পের অন্তর্ভূত।

জ্বর, অতিসার, বমি, ক্লান্তি, অরুচি, অপরিপাক এবং ত্বক্ ও মাংস বিদীর্ণ হওয়া; এই কয়েকটি বিসর্পরোগের উপদ্রব।

এই সমস্ত বিসর্পমধ্যে বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ বিসর্প সাধ্য। কিন্তু মর্ম্মস্থানে জন্মিলে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও বাত-পিত্তজ অগ্নিবিসর্প অসাধ্য।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী (অম্লপাকী), রুক্ষ, ক্ষার বা অপক্কদ্রব্য ভোজন; পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, আতপসেবন ও

ঋতুবিপর্য্যয় প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষসমূহ বিশেষতঃ পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া, বিস্ফোটরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে শরীরের কোন স্থানে বা সর্ব্বশরীরে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং তাহার সহিত জ্বর থাকে।

বাতজ বিস্ফোট কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তাহার সহিত শিরোবেদনা, অত্যন্ত শূলনি, জ্বর, তৃষ্ণা, সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়। পিত্তজ বিস্ফোট পীত বা রক্তবর্ণ হয়, পাকে ও তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয়। আর তাহার সহিত জ্বর, দাহ, বেদনা ও তৃষ্ণা থাকে। শ্লেষ্মজ বিস্ফোট পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্পবেদনা ও কণ্ডুযুক্ত, ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে। দ্বিদোষজ বিস্ফোটে ঐরূপ দুই দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজ বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ, অল্প পাক বিশিষ্ট এবং তাহার মধ্যভাগ নিম্ন ও প্রান্তভাগ উন্নত হয়; দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, বমি, মূর্চ্ছা, বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা; এই সমস্ত লক্ষণ ইহার সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তদূষিত হইলে কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পিত্তজবিসর্পের অন্যান্য লক্ষণযুক্ত এক প্রকার রক্তজবিসর্প উৎপন্ন হয়।

এই সমস্ত বিসর্পমধ্যে একদোষজ বিসর্প সাধ্য, দ্বিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষজ, রক্তজ ও বহু উপদ্রবযুক্ত বিসর্প অসাধ্য।

চিকিৎসা,—বিসর্পরোগে কফের আধিক্য থাকিলে বমন ও পিত্তের আধিক্যে বিরেচন দেওয়া আবশ্যক। বমনের জন্য পটোলপত্র, নিম্বছাল ও ইন্দ্রযব; অথবা পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথ, পান করাইবে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ঘৃত ।৶৹ আনা ও তেউড়ী চূর্ণ ।৹ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা জ্বরেরও শান্তি হয়। বাতজ বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজ বিসর্পে বটের ঝুরি, শুলঞ্চ, কলার মোচা ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি একত্র পেষণ ও শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কফজবিসর্পে ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীর মূল, নলমূল ও অনন্তমূল ;এই

সমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বিসর্পে ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দোষনাশক দ্রব্য বিবেচনাপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিসর্পেই পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ অথবা বট্, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বকুল ইহাদের পল্লবের কাথ দ্বারা সেবন করা বিশেষ উপকারী। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই দশাঙ্গপ্রলেপ সমুদায় বিসর্পেই প্রয়োগ করা যায়। চিরাতা, বাসকছাল, কট্কী, পটোলপত্র, ত্রিফলা রক্তচন্দন ও নিমছাল ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প এবং তজ্জনিত জ্বর, দাহ, শোথ, কণ্ডূ, তৃষ্ণা ও বমির উপশম হইয়া থাকে।

বিস্ফোট, শান্তির জন্য চাউলধৌত জলের সহিত ইন্দ্রযব বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। বিস্ফোটের দাহ নিবারণ জন্য রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, কুলে-নটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্প এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। শিরীষ, তগরপাদুকা, দেবদারু ও বামুনহাটী ; এই সকল দ্রব্যের প্রলেপও সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটে প্রয়োগ করা যায়। শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুর ও জামছাল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং ইহাদের কাথ দ্বারা পরিষেক করা বিস্ফোটরোগের উপকারজনক।

বিসর্প ও বিস্ফোটরোগে অমৃতাদিকষায়, নবকষায় গুগ্গুলু, কালাগ্নিরুদ্র রস, বৃষাদ্যঘৃত ও পঞ্চতিক্তকঘৃত সেবন এবং ক্ষতস্থানে করঞ্জতৈল ও আমাদের "ক্ষতারিতৈল" ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের "অমৃতবল্লী-কষায়" সেবন করিলে উভয় রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,—বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, বিসর্প ও বিস্ফোটরোগেও সেই সমস্ত যথাযথরূপে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

রোমান্তী ও মসূরিকা।

চলিতকথায় রোমান্তীকে হাম এবং মসূরিকাকে বসন্ত কহে। রোম-কূপের উন্নতির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম কহে। হাম হইবার পূর্ব্বে প্রথমে জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়; অধিকাংশ স্থলেই ২।৩ দিন পর্য্যন্ত একজ্বর থাকিয়া জ্বর বিরাম হইবামাত্র গাত্রে হাম বহির্গত হয়; কপালে ও চিবুকে প্রথমতঃ হাম বাহির হইয়া পরে সর্ব্বগাত্রে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। হামজ্বরে কোষ্ঠরোধ বা উদরাময়, অরুচি, কাস ও কষ্টে শ্বাসনির্গম, এই কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। হাম সম্পূর্ণরূপে বহির্গত না হইয়া মিলাইয়া গেলে পীড়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগ বালকদিগেরই অধিক হইতে দেখা যায়।

ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন; দূষিত অন্ন, শিম, শাক এবং কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন; পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন ও দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহদিগের কুদৃষ্টি প্রভৃতি কারণে মসূরিকা অর্থাৎ বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়। মসূরিকার পিড়কাসমূহের আকৃতি ও পরিমাণ মসূরকলায়ের ন্যায়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ, গাত্রবেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও রক্তবর্ণতা এবং চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা; এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। মসূরিকা ধাতুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহার নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

জলধাতুগত মসূরিকা জলবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়। ইহা সুখসাধ্য। চলিতকথায় ইহাকে "পানবসন্ত" কহে। রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট; ইহা শীঘ্র পাকে এবং বিদীর্ণ হইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। রক্ত অধিক দূষিত না হইলে ইহাও সুখসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্মবিশিষ্ট, ইহাতে গাত্রে শূলবৎ বেদনা

তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তের চঞ্চলতা, বিদ্যমান থাকে। মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত ; ইহাতে অত্যন্ত জ্বর, মনোবিভ্রম, চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্তাপ ; এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। অস্থি ও মজ্জগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, রুক্ষ, চিঁড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত ; ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, মর্ম্মস্থান ছিন্ন হওয়ার ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমরদংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শুক্রগত মসূরিকা চিক্কণ, সূক্ষ্ম, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং দেখিতে পক্বতুল্য কিন্তু বস্তুতঃ পক্ব নহে। ইহাতে গাত্রে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, চিত্তের অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা ; এই সকল উপদ্রব প্রকাশিত হয়।

মসূরিকায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে পিড়কাসকল শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় ; এবং ইহা বিলম্বে পাকিয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে স্ফোটসকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং দাহ ও উগ্রবেদনাযুক্ত হয় ; ইহা শীঘ্র পাকে। আরও ইহার সহিত সন্ধিস্থান ও অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প চিত্তের অস্থিরতা, ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্যে স্ফোট-সমূহ শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডু ও অল্প বেদনাযুক্ত হয় ; ইহা দীর্ঘকালে পাকে। ইহাতে কফস্রাব, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শিরোবেদনা, গাত্রের গুরুতা, বমনবেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তের আধিক্যে মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্রবেগের সহিত দারুণ জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তিন দোষের আধিক্য থাকিলে মসূরিকা লালবর্ণ, চিঁড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও মধ্যভাগে নিম্ন, অত্যন্ত বেদনা ও দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত হয় ; ইহা বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে। চর্ম্মদল নামক একপ্রকার মসূরিকা আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও চিত্তের অস্থিরতা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

এই সকল মসূরিকামধ্যে ত্রিদোষজ, চর্ম্মদল এবং মাংস, মেদ, অস্থি,

মজ্জা ও শুক্রগত মসূরিকা অসাধ্য। আরও যে মসূরিকা কতকগুলি প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি জামফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি বা তমালফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় তাহাও অসাধ্য। যে মসূরিকা রোগে কাস, হিক্কা, চিত্তের বিভ্রমতা ও অস্থিরতা, অতিকষ্টপ্রদ তীব্রজ্বর, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, গাত্রঘূর্ণন, অতিনিদ্রা, মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব এবং কণ্ঠে ঘুব ঘুর শব্দ ও অতি বেদনার সহিত শ্বাসনির্গম; এই সকল উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। মসূরিকা-রোগী অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত ও অপতানকাদি বাতব্যাধিগ্রস্ত হইলে অথবা মুখ-ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মসূরিকানিবৃত্তির পরে কাহারও কাহারও কণুই, হাতের কব্জি ও স্কন্ধদেশে শোথ হইতে দেখা যায়, তাহা অতিশয় কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা,—এই উভয় পীড়ায় অধিক রুক্ষক্রিয়া বা অধিক শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। অধিক রুক্ষক্রিয়া করিলে, পিড়কাসকল ভালরূপে প্রকাশিত হইতে পায় না তজ্জন্য পীড়া কষ্টদায়ক হয় এবং অধিক শীতল-ক্রিয়া দ্বারা সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া যন্ত্রণা দিয়া থাকে। পিড়কা সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, তেলাকুচার পাতার রস বা শতমূলীর রস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করাইবে। এই অবস্থায় তুলসীপত্রের রসের সহিত যমানী বাটিয়া মর্দ্দন করাইতেও দেখা যায়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মেথীভিজা জল, কুড় ও বাবুইতুলসীর ক্কাথ কিম্বা কুড়, বাবুই তুলসী, পানার সিকড় ও মানকচুর শিকড়ের ক্কাথ সেবন করান ব্যব-হার আছে। হাম রোগে করেলাপাতার রসের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ সেবন বিশেষ উপকারী। হামরোগীকে বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কাপাসবীজ, ব্রহ্মীশাক, তুলসীপাতা, অপাং ও লাক্ষা; এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করা উচিত। সর্দ্দি কাসি থাকিলে যষ্টিমধুর কাথের সহিত মকরধ্বজ বা লক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে।

মসূরিকার প্রথমাবস্থায় কণ্টাকুম্ভার অর্থাৎ কুমুরিয়া নামক লতার কাথের সহিত হিং ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। সুপারীর মূল, নাটা-

করঞ্জার মূল, গোক্ষুরীমূল অথবা অনন্তমূল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। বাতজ মসূরিকায় দশমূল, বাসক, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করাইবে এবং মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল; এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এই মসূরিকা পাকিবার উপক্রম হইলে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, বৃহৎপঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, এই সকল দ্রব্যের কাথ অথবা গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। পিত্তজ মসূরিকায় নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদী, পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, বেণামূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা; ইহাদের কাথ শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চাল্‌তে ও বট; ইহাদের ছাল শীতল জলে বাঁটিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ মসূরিকার ব্রণ ও দাহ বিনষ্ট হয়। কফজ মসূরিকায় বাসক, মুথা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পটোলপত্র ও নিমছাল; ইহাদের কাথ পান করাইবে এবং শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, খদির ও নিমপাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। গুড়ের সহিত কুলচূর্ণ সেবন করিলে সকল প্রকার মসূরিকাই সত্বর পাকিয়া উঠে। পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেৎপাপড়া; ইহাদের কাথ সেবন করিলে অপক্ক বসন্ত পাকিয়া উঠে এবং পক্ক বসন্ত শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাদ্বারা জ্বরেরও বিশেষ উপকার হয়। দাহশান্তির জন্য কলমীশাকের রস গাত্রে মাখান বিশেষ উপকারক।

মসূরিকা হইতে অধিক পূয নির্গত হইলে, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বকুলের ছালচূর্ণ ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটের ছাই অথবা গোবরের সূক্ষ্মচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেও শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়। এই অবস্থায় ক্ষতনাশক অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। বসন্তে ক্রিমির উৎপত্তি নিবারণ জন্য সরলকাষ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতির ধূপ দেওয়া আবশ্যক। মসূরিকা একবার বহির্গত হইয়া হঠাৎ লীন হইলে অর্থাৎ মিলাইয়া গেলে নিম্বাদি ও কাঞ্চনাদি কাথ পান করাইবে। বসন্ত-

রোগীকে খদিরকাষ্ঠ ও চাল্‌তেপাতার কাথজল দ্বারা শৌচাদি করান উপকারক।

চক্ষুমধ্যে বসন্ত হইলে গড়্‌গড়ে বা গোক্ষুরচাকুলের ও যষ্টিমধুর কাথ-দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সেচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, দারুহরিদ্রা, দারু-চিনি, নীলশুঁদী, বেণামূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্যের কাথদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সেচন করিলেও চক্ষুমধ্যস্থ বসন্ত নিবারিত হয়।

এইরোগে অরুচি থাকিলে অম্লদাড়িমের রসযুক্ত যূষ পান এবং খদির-কাষ্ঠ ও পিয়াশালের শীতল কাথ পান বিশেষ উপকারী। মুখরোগ বা কণ্ঠ-রোগ থাকিলে, জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু; ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিবে। মধুর সহিত পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে মুখ ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে। উষণাদি চূর্ণ, সর্ব্বতোভদ্ররস, ইন্দুকলা বটিকা ও এলাদারিষ্ট হাম এবং বসন্ত রোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধানুসারে দুগ্ধসাগু, দুগ্ধবার্লি বা আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" প্রভৃতি লঘু পথ্য আহার করিবে। পরে ক্ষুধা-বৃদ্ধি অনুসারে এবং জ্বরাদির অবস্থানুসারে অন্ন প্রভৃতিও আহার কারতে দেওয়া যায়। পটোল, বেগুন, কাঁচাকলা ও ডুমুর প্রভৃতির তরকারী এবং বেদানা, কিস্‌মিস্‌, কমলালেবু ও আনারস প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে। গাত্রে সর্ব্বদা মোটা কাপড় রাখা উচিত। বাসের গৃহখানি প্রশস্ত এবং শয্যা পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং তৈলমর্দ্দন ও বায়ুসেবন এই পীড়ায় বিশেষ নিষিদ্ধ। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি, এইজন্য বসন্তরোগীর নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা আবশ্যক।

এই পীড়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য টীকা লওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকে বামপার্শ্বে এবং পুরুষে দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকীবীজ ধারণ করিলে, বসন্তের আক্রমণভয় অনেকটা নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্ররোগ।

বালকদিগের শরীরে মুগকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্রসবর্ণ, গাঁট্‌গাঁট্‌ ও বেদনাশূন্য এক প্রকার পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা রোগ কহে। যবের ন্যায় মধ্যস্থূল, কঠিন ও গাঁট্‌গাঁট্‌ যে সকল পিড়কা মাংসলস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার, অল্প পূযযুক্ত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। এই ৩ প্রকার ব্যাধি বাতশ্লেষ্মজ। পক্ব যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিদীর্ণমুখ পিড়কার নাম বিবৃতা; ইহা পিত্তজ ব্যাধি। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন ও পাঁচ ছয়টী একত্র গ্রথিত যে পিড়কা জন্মে তাহার নাম কচ্ছপিকা; ইহাও বাতশ্লেষ্মজ। গ্রীবা, স্কন্ধ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকের ন্যায় বহুশিখরযুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। প্রথমাবস্থায় ইহার চিকিৎসা না হইলে, ক্রমে বর্দ্ধিত, অগ্রভাগ উন্নত, বহুমুখ ও স্রাব এবং বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। পদ্মবীজকোষে পদ্মবীজসমূহ যেরূপ মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মণ্ডলাকারে পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে; ইহা বাতপৈত্তিক রোগ। মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, উন্নত, রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্তও গোল গোল পিড়কাব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দ্দভিকা কহে, ইহা বাতপিত্তজ ব্যাধি। হনু অর্থাৎ চোয়ালের সন্ধিস্থলে অল্প বেদনাযুক্ত ও চিক্কণ যে শোথ জন্মে, তাহার নাম পাষাণগর্দ্দভ; ইহা বাতশ্লেষ্মজ। কর্ণমধ্যে উগ্রবেদনাযুক্ত যে পিড়কা উৎপন্ন হইয়া, অন্তর্ভাগে পাকিয়া উঠে; তাহাকে পনসিকা কহে। বিসর্পরোগের ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল, দাহ ও জ্বরযুক্ত, যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে জালগর্দ্দভ বা অগ্নিবাত কহে; ইহার উপরের চামড়া পাত্‌লা এবং ইহা প্রায়ই পাকে না, কদাচিৎ কোনটা পাকিয়া থাকে; এই রোগ পিত্তজনিত। উগ্রবেদনা ও জ্বরযুক্ত যে সকল পিড়কা মস্তকে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইরিবেল্লিকা, ইহা ত্রিদোষজ। বাহু, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও কক্ষদেশে (বগলে) কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক

জন্মে, তাহাকে কক্ষা এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ত্বকের উপর কক্ষার ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে গন্ধমালা কহে; এই উভয় পীড়া পিত্তজ। কক্ষদেশে (বগলে) প্রদীপ্ত আঙ্গারের ন্যায় এক প্রকার স্ফোটক জন্মে, তাহাতে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভিতরে অত্যন্ত দাহ থাকে এবং জ্বর হয়; এই রোগের নাম অগ্নিরোহিণী; ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য। ৭ দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে এই রোগে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক নখের মাংস দূষিত হইলে তাহা পাকিয়া উঠে এবং অত্যন্ত দাহ হয়; এই পীড়ার নাম চিপ্প; চলিত কথায় ইহাকে "আঙ্গুল হারা" কহে। নখের মাংস অল্প দূষিত হইয়া প্রথমে নখের কোণদ্বয়, পরে সমুদায় নখ নষ্ট বা কদর্য্য করিলে তাহাকে কুনখ বা "কুনী" কহে। পায়ের উপর অল্প শোথযুক্ত, গাত্রসমবর্ণ ও অন্তরে পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুশয়ী। কক্ষ ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় যে শোথ হয় তাহার নাম বিদারিকা; ইহা ত্রিদোষজ। যে রোগে দূষিত বায়ু ও কফ, মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদকে দূষিত করিয়া প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থি উৎপাদন করে; পরে সেই সকল গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া, তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ন্যায় স্রাব হইতে থাকিলে, তজ্জন্য ধাতুক্ষয় হইয়া মাংস শুষ্ক হইয়া যায়; সুতরাং সেই সকল গ্রন্থিস্থান অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। ঐ অর্ব্বুদস্থ শিরা হইতে দুর্গন্ধ, পচা ও নানা বর্ণ স্রাব হইতে দেখা যায়, কখন বা সহসা রক্ত স্রাবও হইয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রুক্ষ হইয়া ফাটিয়া যায়; ইহাকে পাদদারী কহে। কাঁকর বা কণ্টকাদি-দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, পদতলে কুল আঁটির ন্যায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বদর বা "কুল আঁটি" কহে। জলে বা কর্দ্দমে সর্ব্বদা পদদ্বয় সিক্ত থাকিলে, অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ আঙ্গুলের ফাক পচিয়া যায় এবং তাহাতে দাহ, চুলকানী ও বেদনা হয়; এই পীড়ার নাম অলস বা "পাঁকুই।" কুপিত বায়ু ও পিত্ত কেশমূলে উপস্থিত হইয়া যদি মস্তকের কেশ উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত দ্বারা সেই সমস্ত লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সেই স্থানে কেশ উঠিতে পায় না; এই

পীড়ার নাম ইন্দ্রলুপ্ত বা খালিত্য ; চলিত কথায় ইহার নাম "টাক"। কেশ-ভূমি কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও ফাটা ফাটা হইলে তাহাকে দারুণক রোগ কহে ; চলিত ভাষায় ইহার নাম "রুক্ষী বা খুস্‌কী"। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। মস্তকে বহুমুখ ও বহু ক্লেদযুক্ত ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুংষিকা কহে। কফ, রক্ত ও ক্রিমি হইতে এই রোগ জন্মে। ক্রোধ, শোক ও শ্রমাদি কারণে দেহস্থ উষ্মা ও পিত্ত শিরোগত হইলে কেশ সকল অকালে পাকিয়া উঠে ; তাহাকে পলিত কহে। যুবকদিগের মুখে শিমুল কাঁটার ন্যায় যে সকল পিড়কা জন্মে তাহাকে যুবানপিড়কা বা "বয়ো ব্রণ" কহে। কফ, বায়ু ও রক্তের দোষে এই পীড়া উৎপন্ন হয় ; অতিরিক্ত শুক্রব্যয়ই এই রোগের প্রধান কারণ। ত্বকের উপরে পদ্মকাঁটার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ, পাণ্ডু-বর্ণ, কণ্ডুযুক্ত ও গোলাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক বা "পদ্মকাঁটা" কহে ; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। ত্বকের উপর মাষকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ উন্নত, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাশূন্য যে এক প্রকার পিড়কা জন্মে, তাহার নাম মাষক ; ইহা এক প্রকার আঁচিল। বায়ুপ্রকোপ জন্য এই পীড়া উৎপন্ন হয়। ত্বকের উপর তিলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে তিলকালক বা তিল কহে ; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। গাত্রে শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, বেদনাশূন্য ও মণ্ডলাকার যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহার নাম ন্যচ্ছ বা ছুলি, এই পীড়া প্রথমে বিন্দুবিন্দুরূপে উৎপন্ন হইয়া পরে বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া, মুখে শ্যাববর্ণ, অনুন্নত ও বেদনাশূন্য এক প্রকার মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপাদন করে ; তাহাকে মুখব্যঙ্গ বা মেছেতা কহে। ঐ মেছেতা অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহা নীলিকা নামে অভিহিত হয়। নীলিকা গাত্রেও হইতে দেখা যায়।

লিঙ্গ অতিশয় মর্দ্দিত, পীড়িত বা কোনরূপে আহত হইলে, লিঙ্গচর্ম্ম দূষিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বিত হয় ; এই পীড়ার নাম পরিবর্ত্তিকা বা "মুদো"। ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে বেদনা এবং কফের আধিক্য থাকিলে কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হয়। সূক্ষ্মমুখ যোনি প্রভৃতিতে গমন বা অন্য কোন কারণে যদি লিঙ্গচর্ম্ম উল্‌টাইয়া গিয়া আর মুদ্রিত না

হয়, তবে তাহাকে অবপাটিকা কহে। কুপিত বায়ু লিঙ্গচর্ম্মে অবস্থিত হইলে, লিঙ্গমণি বিবৃত করা যায় না, অত্যন্ত বেদনা হয়, মূত্রস্রোতঃ রুদ্ধ হইয়া যায়, অথবা অতিসূক্ষ্মধারে মূত্র নির্গত হয়; এই পীড়ার নাম নিরুদ্ধপ্রকশ। মলবেগধারণ জন্য অপানবায়ু কুপিত হইয়া, মলমার্গকে রুদ্ধ বা সূক্ষ্মদ্বার করিলে, অতিকষ্টের সহিত মল নির্গত হয়; ইহাকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। শিশুদিগের গুহ্যদেশস্থ মল মূত্র বা ঘর্ম্মাদি ধুইয়া না দিলে, ঐ সমস্ত ক্লেদ-জন্য গুহ্যদেশে কণ্ডু জন্মে; তাহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়; ইহাকে অহিপূতনক রোগ কহে। স্নান বা গাত্রমার্জ্জনাদি না করিলে অণ্ডকোষস্থ মলা ঘর্ম্মদ্বারা ক্লিন্ন হইয়া, সেইস্থানে কণ্ডু উৎপাদন করে; চুলকাইলে সেই সমস্ত কণ্ডু ক্ষত হইয়া, তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয়; ইহার নাম বৃষণকচ্ছ। অতিশয় কুন্থন বা অধিকমলভেদ জন্য রুক্ষ ও দুর্ব্বল রোগীর গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ রোগ কহে। যে পীড়ায় শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয়, ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ, কণ্ডু, তীব্রবেদনা জ্বর হয়, তাহাকে বরাহদংষ্ট্রক বা বরাহ-দাঁড় রোগ কহে।

চিকিৎসা,——অজগল্লিকারোগে নূতন কণ্টকারীগাছের কাঁটা দ্বারা পিড়কাসকল বিঁধিয়া দিলে, তাহা পাকিয়া সত্বর প্রশমিত হয়। বাসকমূল ও রাখালশসার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা নিবারিত হয়। অনুশয়ীরোগে কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জাল-গর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। নীলগাছ ও পটোলমূল বাঁটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা প্রশমিত হয়। পুনঃপুনঃ জোঁকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং শজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ দিলে বিদারিকা পনসিকা ও কচ্ছপিকা রোগ বিনষ্ট হয়। অন্ত্রালজী, যবপ্রখ্যা ও পাষাণগর্দ্দভ রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়; এই তিন দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাষাণগর্দ্দভ রোগে বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক প্রলেপ উপকারী। বল্মীকরোগে শস্ত্রদ্বারা বল্মীক উৎপাটিত করিয়া অগ্নি দ্বারা

সেই স্থান পোড়াইয়া দিবে; পরে মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট-এলাচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র; ইহাদের কল্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে সেই তৈল মর্দ্দন করিবে। পাদদারী রোগে মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। অথবা ধুনা ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ একত্র মধু, ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে। অলস অর্থাৎ পাঁকুইরোগে কাঁজিতে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপরে পটোলপত্র, নিমছাল, হিরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া বারম্বার প্রলেপ দিবে। ওলের ডাঁটার আঠা পাঁকুইরোগের বিশেষ উপকারী। মেদি পাতা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পাকুইরোগ শীঘ্র নিবারিত হয়। কুলআঁটি অস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া, তপ্ততৈল বা অগ্নি-দ্বারা সেইস্থান দগ্ধ করিলে নিবারিত হয়। চিপ্প অর্থাৎ আঙ্গুলহারা রোগে উষ্ণজল সেক দিয়া ছেদন করিবে এবং ক্ষতস্থানে ধুনাচূর্ণ বা ব্রণনাশক তৈল প্রয়োগ করিবে। একটি কৃষ্ণলৌহপাত্রে হরিদ্রার রস ও হরীতকী একত্র ঘর্ষণ করিয়া, বারম্বার তাহার প্রলেপ দিলে চিপ্প রোগের উপশম হয়। শাস্তারীর সাতটি কোমলপত্র বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে চিপ্প রোগের সত্বর উপশম হইয়া থাকে। কুনখরোগে নখমধ্যে সোহাগাচূর্ণ প্রবেশ করাইয়া দিবে; অথবা সোহাগা ও হাপরমালী একত্র বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। পদ্মকাঁটা রোগে পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিবে অথবা নিমছাল ও সোন্দালপাতা বাঁটিয়া পুনঃপুনঃ তাহা মর্দ্দন করিবে। নীলের শীকড় ও পটোলের মূল বাঁটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা নিবারিত হয়। অহিপূতন রোগে ত্রিফলা ও খদিরের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান বারম্বার ধৌত করিবে এবং ডানকুনা, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু একত্র বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। গুদভ্রংশরোগে বহির্গত গুদনাড়ীতে গব্যবসা প্রভৃতি স্নেহপদার্থ মর্দ্দন করিয়া, ঐ নাড়ী ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। গুহ্যদ্বারস্থানে ছিদ্রযুক্ত একখণ্ড চর্ম্ম বাঁধিয়া রাখা এই রোগে বিশেষ উপকারক। চাঙ্গেরীঘৃত সেবন এবং মূষিকাদ্য তৈল গুদনাড়ীতে মর্দ্দন করিলে গুদভ্রংশ রোগ নিবারিত হয়। পরিবর্ত্তিকা রোগে পরিবর্ত্তিত লিঙ্গচর্ম্মে ঘৃত মাখাইয়া, সিদ্ধ মাষকলাই দ্বারা স্বেদ দিবে,

মাংস কোমল হইলে লিঙ্গচর্ম্ম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ঈষদুষ্ণমাংসের প্রলেপ দিবে। অবপাটিকা রোগেরও পরিবর্ত্তিকার ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। নিরুদ্ধপ্রকশ রোগে স্বর্ণ লৌহাদি নির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত নল ঘৃতাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া মূত্রমার্গে প্রবেশ করাইয়া মূত্র নিঃসারিত করিবে; মূত্রদ্বার বিস্তৃত করিবার জন্য প্রতি তিন দিন অন্তরে ক্রমশঃ ঐরূপ স্থূলতর নল প্রবেশ করান আবশ্যক। ইংরেজিতে এইরূপ নল প্রবেশ করানকে "কেথিটার পাশ" করা কহে। সন্নিরুদ্ধ গুদরোগেও ঐরূপ নল প্রবেশ করান আবশ্যক। চর্ম্মকীল, মাষক ও তিলকালক শস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা সেইস্থান দগ্ধ করা আবশ্যক। এরণ্ডনাল দ্বারা শঙ্খ-চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে অথবা সাপের খোলস ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ঘর্ষণ করিলে মাষক রোগ বিনষ্ট হয়। যুবানপিড়কা নিবারণ জন্য লোধ, ধনে ও বচ; কিম্বা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ; অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব লবণ; একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে। শিমূলগাছের তীক্ষ্ণ কাঁটা বা মসূরের দাইল দুগ্ধে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও যুবানপিড়কা প্রশমিত হয়। মেচেতা নিবারণজন্য রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের নূতন পত্র ও মুকুল এবং মসূরের দাইল, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে। হরিদ্রাদ্য তৈল, কনক তৈল ও কুঙ্কুম'দ্য তৈল প্রভৃতি ব্যবহারে যুবান-পিড়কা, ব্যঙ্গ ও নীলিকা প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে। অরুংষিকা রোগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া নিম্বকাথ দ্বারা ব্রণসমূহ ধৌত করিবে এবং ঘোট-কের বিষ্টার রস ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা পুরাতন সর্ষপখৈল ও কুক্কুটের বিষ্ঠা একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক। মাথার খুষ্কি নিবারণ জন্য কোদধান্যের খড় দগ্ধ করিয়া জলে গুলিতে হইবে, সেই ক্ষার-জলদ্বারা মস্তক ধৌত করিবে এবং নীলশুঁদির কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী; এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ত্রিফলাদ্য তৈল ও বহ্নি তৈল এইরোগের বিশেষ উপকারক। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক রোগে টাকস্থান সূচীবেধ বা ডুমুর প্রভৃতির কর্কশপত্র ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, রক্ত-বর্ণ কুঁচফল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। হাগহস্ক, রসাঞ্জন ও পুটহস্ক হস্তিদন্ত-

ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া টাকস্থানে প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। মুস্তাদ্য তৈল, মালত্যাদ্য তৈল ও যষ্টিমধ্বাদ্য তৈল টাকরোগে প্রয়োগ করিবে। পালিত্যরোগ বিনাশের জন্য অর্থাৎ শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ সমভাগে ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া কেশে মাখাইবে। অথবা নীলশুঁদীফুল দুগ্ধের সহিত একটি লৌহপাত্রে করিয়া একমাস গর্ত্তমধ্যে নিহিত রাখিবে; পরে তাহা কেশে মাখাইবে। মহানীল তৈল এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আমাদের "কেশরঞ্জন তৈল" যথাবিধি ব্যবহার করিলে দারুণক, ইন্দ্রলুপ্ত ও পালিত্য রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কক্ষা, অগ্নিরোহিণী ও ইরিবেল্লিকা রোগে পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। পনসিকারোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া মনছাল, কুড়, হরিদ্রা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পূযাদি নিঃসারিত করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসা অর্ব্বুদরোগের ন্যায় কর্ত্তব্য। বৃষণকচ্ছুরোগে ধুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং পামা ও অহিপূতন রোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। আমাদের "ক্ষতারি তৈল" ও মরীচাদ্য তৈল ব্যবহারেও এই রোগ নিবারিত হয়। অহিপূতন রোগে হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শূকরদংষ্ট্রকরোগে হরিদ্রা ও ভাম-রাজের মূল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া গবাঘৃতের সহিত সেবন করাইবে। বিসর্পরোগের ন্যায় অন্যান্য চিকিৎসাও ইহাতে আবশ্যক। গুচ্ছ অর্থাৎ ছুলিরোগে সোহাগার খৈ ও শ্বেতচন্দন অথবা সোহাগার খৈ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। সিধ্মরোগোক্ত অন্যান্য প্রলেপও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সপ্তচ্ছদাদি তৈল, কুঙ্কুমাদি ঘৃত, সহচর ঘৃত এবং আমাদের "হিমাংশুদ্রব" ছুলি প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত পীড়াসমূহের চিকিৎসা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল; এইসমস্ত চিকিৎসাব্যতীত রোগের দোষ ও অবস্থাবিশেষাদি বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান চিকিৎসক অন্যান্য ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

পথ্যাপথ্য,——পীড়াবিশেষের দোষদূষ্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই

দোষের উপশমকারক পথ্য সেবন এবং সেই সেই দোষবর্দ্ধক অপথ্যসমূহের পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

মুখরোগ।

ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখমধ্যস্থ অবয়বে যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখরোগ কহে। জলাভূমিজাত মাংস, মৎস্য, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি কফবর্দ্ধক দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখরোগ উৎপাদন করে। অধিকাংশ মুখরোগেই কফের বিশেষ প্রাধান্য থাকে।

ওষ্ঠগত মুখরোগমধ্যে বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, জড়বৎ, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ও ফাটাফাটা হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাকযুক্ত পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত, বেদনাশূন্য এবং ত্বক্‌সমবর্ণ পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পিড়কাব্যাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পক্বখর্জ্জুরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পীড়কা-ব্যাপ্ত এবং রক্তস্রাবযুক্ত হয়। মাংসদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডুযুক্ত ও ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, আর ইহা হইতে সর্ব্বদা নির্ম্মল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। কোনরূপ আঘাতাদি দ্বারা ওষ্ঠরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বা কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনা হয়, পরে যে দোষ কুপিত হয়, তাহার অন্যান্য লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দন্তবেষ্ট অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে, অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস

লক্ষণ ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে; কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে; ইহাও কফ-রক্তজ ব্যাধি। যে পীড়ায় দন্ত সকল নড়ে ও দন্তমূল হইতে পূযরক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে। রক্তদুষ্টিজন্য এই পীড়া উৎপন্ন হয়। দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ রক্তজব্যধি। যে রোগে দন্তসকল নড়িয়া যায় এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে, ইহা ত্রিদোষজ রোগ। দন্তমাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পরিদর কহে; ইহা রক্তপিত্ত ও কফের দুষ্টি হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক থাকিলে এবং তজ্জন্য দন্তসকল পড়িয়া গেলে তাহাকে উপকুশ কহে; ইহা রক্তপিত্তজনিত পীড়া। দন্তবেষ্ট কোনরূপে ঘর্ষণ পাইলে, যদি তজ্জন্য প্রবল শোথ হয় ও দন্ত সকল নড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে; ইহা অভিঘাতজ। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রবল যাতনার সহিত যে এক একটি অধিক দন্ত হনুকুহরে উদ্গত হয়, তাহাকে খলীবর্দ্ধন কহে; উদ্গত হওয়ার পর আর ইহাতে কোন যন্ত্রণা থাকে না। অধিকবয়সে এই দাঁত উঠে বলিয়া, চলিত কথায় ইহাকে "আক্কেল দাঁত" কহে। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া, ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকটাকার দন্ত উৎপাদন করিলে অর্থাৎ দাঁতের উপর দন্ত উঠিলে, তাহাকে করালরোগ কহে; ইহা অসাধ্য ব্যাধি। হনুকুহরস্থ শেষের দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া, তাহা হইতে লালা নির্গত হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে; ইহা কফজ পীড়া। এই সমস্ত পীড়াব্যতীত দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তগত রোগসমূহমধ্যে দালন নামক দন্তরোগে দন্তসকল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা হয়; ইহা বাতজ রোগ। ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, দন্ত নড়ে, দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ, তাহা হইতে লালাস্রাব এবং অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাও বাতকোপজ ব্যাধি। ভঞ্জনকরোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। দন্তহর্ষরোগে দন্তসমূহ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও অম্লস্পর্শ সহ

করিতে পারে না; অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্পর্শে দাঁত শির্ শির্ করে; ইহা বাত-পিত্তজ পীড়া। দন্তমাংস দূষিত হইয়া মুখের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে দাহ ও বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। এই রোগে মলোৎপত্তি ও স্রাব হইয়া থাকে। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে পূযরক্ত নিঃসৃত হয়। বায়ু ও পিত্ত দ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া কাঁকরের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে। ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে, তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায়, তখন তাহাকে কপালিকা কহে। এই পীড়ায় ক্রমশঃ দন্ত সকল পড়িয়া যায়। দুষ্টরক্ত ও পিত্তদ্বারা কোন দন্ত দগ্ধবং কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক কহে।

জিহ্বাগত রোগসমূহ মধ্যে বায়ুজনিত জিহ্বা স্ফুটিত, রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং কাঁটা কাঁটা হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহ দ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু এবং শিমূলকাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়। দূষিত কফ ও রক্ত-জন্য জিহ্বাতলে দারুণ শোথ হইলে, তাহাকে অলাস কহে। এই রোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দূষিত কফ ও রক্ত হইতে যে শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখে এবং শোথে দাহ, কণ্ডূ ও লালাস্রাব থাকে তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত রোগসমূহমধ্যে দুষ্ট কফ ও দুষ্ট রক্তদ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগের সহিত তৃষ্ণা ও কাস উপ-দ্রব থাকে। কফ ও রক্ত কুপিত হইয়া তালুমূলে বনকাপাসের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে; ইহা পাকিয়া থাকে। রক্তদুষ্টিজন্য রক্তবর্ণ, অনতিস্থূল এবং জ্বর ও তীব্রবেদনাযুক্ত যে শোথ তালুদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অধ্রুষ। শ্লেষ্মপ্রকোপ জন্য তালুদেশে অল্পবেদনাযুক্ত এবং কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়; ইহাকে কচ্ছপরোগ কহে। রক্ত প্রকোপ জন্য তালুমধ্যে মাংসাঙ্কুর

উৎপন্ন হইলে, তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। কফদুষ্টিজন্য তালুদেশে মাংস-বৃদ্ধি হইলে, তাহাকে মাংসসংঘাত কহে। ইহাতে কোন বেদনা থাকে না। দুষ্ট কফ ও মেদঃ কর্ত্তৃক তালুদেশে কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও বেদনাশূন্য শোথ হইলে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে। যে তালুরোগে তালুদেশ বারম্বার শুষ্ক হইতে থাকে, বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা হয় এবং যাহাতে রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তালুশোষ কহে; বায়ুপ্রকোপ জন্য এই রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের অধিক প্রকোপ জন্য তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে, তাহাকে তালুপাক কহে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের প্রকোপ জন্য কণ্ঠমধ্যেও নানা-প্রকার রোগ জন্মে। তাহার অধিকাংশই শস্ত্রসাধ্য এবং অসাধ্য। কণ্ঠরোগ-সমূহ মধ্যে রোহিণী ও অধিজিহ্ব নামক দুইটি রোগ ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। আমরা কেবল সেই দুইটি রোগেরই লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করি-তেছি। যে কণ্ঠরোগে কুপিত দোষকর্ত্তৃক মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া জিহ্বার চতুর্দ্দিকে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে তাহাকে রোহিণী কহে। ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুর অধিক বর্দ্ধিত হইলে ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ হইয়া রোগীর প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা। অধিজিহ্ব জিহ্বার উপরিভাগে উৎপন্ন হয়। জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় ইহার আকৃতি। পাকিলে এইরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুখের সমুদায় অংশে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসর মুখরোগ কহে। বায়ুর আধিক্যে সমুদায় মুখমধ্যে সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মে। পিত্তাধিক্যে ঐ সকল স্ফোটক পীত বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ থাকে। শ্লেষ্মাধিক্যে স্ফোটকসমূহে অল্প বেদনা ও চুলকানি থাকে এবং তাহার বর্ণ গাত্র সমবর্ণ হয়।

চিকিৎসা,—বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল বা ঘৃতের সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। লোবান, ধুনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মোম ও গুড়ের সহিত ধুনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের সূচীবেধবৎ বেদনা, কর্কশতা, ব্যথা ও পূযরক্ত স্রাব নিবারিত হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে তিক্ত দ্রব্যের পান

ভোজন এবং শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পিত্তবিদ্রধির ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। কফজ ওষ্ঠরোগে ত্রিকটু, সাচীক্ষার ও যবক্ষার এই তিন দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে অগ্নিতাপ দেওয়া উপকারক। প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। ওষ্ঠক্ষত নিবারণ জন্য ধুনা, গিরিমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম একত্র পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিয়া, পরে অন্যান্য দোষের চিকিৎসা করিবে। পাকিলে ব্রণরোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

দন্তরোগসমূহ মধ্যে শীতাদ রোগে শুঁট, সর্ষপ ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ দ্বারা কবল করিবে। হীবাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শীতাদ রোগের পচামাংস নিবারিত হয়। কুড, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চৈ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়। দন্তপুপ্পুট রোগের প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধু মিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষার চূর্ণ ঘর্ষণ উপকারক। চলদন্ত রোগে বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ অথবা নীলঝাঁটির কাথের কবল করিবে এবং কাঁচা বকুলফল চর্ব্বণ করিবে। দন্তাতাদ ও দন্তহর্ষ রোগে তৈলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের কবল করিবে। বকুল ছালের কাথে কবল এবং পিপুল চূর্ণ ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। দন্তবেষ্ট রোগে রক্তমোক্ষণ, বট ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষের কাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার কবলগ্রহণ এবং লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া, অল্পে অল্পে ঘর্ষণ বিশেষ উপকারক। শৈশির রোগে রক্তমোক্ষণ, বটাদি কাথের গণ্ডূষধারণ এবং লোধ, মুথা ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। পরিদর ও উপকুশ-রোগের চিকিৎসা শীতাদরোগের ন্যায় করা আবশ্যক। উপকুশরোগে পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁট ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলে মর্দ্দন করিয়া তাহার কবল করিবে। দন্তবৈদর্ভ, অধিদন্ত, অধিমাংস ও শুষির রোগ শস্ত্রসাধ্য।

দন্তনালীরোগে যে দন্তে নালী হয়, সেই দন্তটি উৎপাটন করিবে। কিন্তু উপর পাটীর দন্ত হইলে তাহা উৎপাটন করা উচিত নহে। জাতীপত্র, মদন-ফল, কট্‌কী ও বৈঁচি ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হয়। দন্তশর্করা রোগে দন্তমূলের কোন হানি না হয় এরূপ ভাবে তাহা ছেদন করিয়া সেইস্থানে মধুমিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। কপালিকা রোগে দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিদন্তক রোগে হিং গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বৃহতী, কুকশিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্ট-কারীর কাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। দ্রোণপুষ্পের (গল ঘসিয়ার) রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা কর্ণপূরণ করিলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। মনসা-সীজের শীকড় চর্ব্বণ করিয়া দন্তে চাপিয়া রাখিলে পোকা পড়িয়া যায়। কাঁকড়ার পা বাঁটিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে নিদ্রাকালে দন্তের কড়মড় শব্দ নিবা-রিত হয়। অথবা কাঁকড়ার পা ২ খানি গব্যদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধ ঘন হইলে তদ্দাবা পদদ্বয় শয়নের পূর্ব্বে লেপন করিবে, ইহাদ্বারা দন্তশব্দ নিবারিত হয়। দন্তরোগাশনি চূর্ণ, দশনসংস্কারচূর্ণ এবং আমাদের "দন্তধাবন চূর্ণ" যাবতীয় দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতজ জিহ্বারোগে বাতজ ওষ্ঠরোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। পৈত্তিক জিহ্বারোগে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, পরে শতমূলী, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মুগানি, মাষানি, অশ্বগন্ধা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশ-লোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে এবং এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘর্ষণ করিবে। শ্লৈষ্মিক জিহ্বরোগেও ঐরূপ কর্কশ পত্র ঘর্ষণাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক; তৎপরে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেনুকা, বড়এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আক-নাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বামূল, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও সৈন্ধব লবণের কবল ধারণ করিবে। মাণভস্ম, সৈন্ধব লবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ এবং জামির, লেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের

কেশর কিঞ্চিৎ শিজের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে, জিহ্বার জড়তা নিবারিত হয়। উপজিহ্বা রোগে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিয়া, তাহাতে যবক্ষার ঘর্ষণ করিবে অথবা ত্রিকটু, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা মাথাইলেও উপজিহ্বা রোগ প্রশমিত হয়।

প্রায় সমুদায় তালুরোগই শস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য। তন্মধ্যে গলশুণ্ডী রোগে সেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে, অথবা বচ, আতইচ, আকনাদি, রাম্না, কটুকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথের কবল করিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতজ রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে লবণঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈলের কবল ধারণ হিতকর। পৈত্তিক রোহিণী রোগে রক্ত চন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে এবং দ্রাক্ষা ও ফলসার কাথে কবল করিবে। শ্লৈষ্মিক রোহিণী রোগে ঝুল ও কটুকী চূর্ণ ঘর্ষণ এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্ত লইবে ও কবল করিবে। রক্তজ রোহিণীতে পৈত্তিক রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অধিজিহ্ব রোগে উপজিহ্বার ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য; শুঁট মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে অধিজিহ্ব রোগের শান্তি হয়। কালকচূর্ণ, পীতকচূর্ণ, ক্ষারগুড়িকা ও যবক্ষারাদিগুটী ব্যবহারে যাবতীয় কণ্ঠরোগেরই শান্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বসর মুখরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র, জামপত্র, আমপত্র ও মালতী-পত্রের কাথ দ্বারা কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারু-হরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ শীতল হইলে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়। পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ মুখে ধারণ করিলেও মুখপাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয়। সপ্তচ্ছদাদি ও পটোলাদি কাথ, খদির বটিকা, বৃহৎ খদির বটিকা এবং বকুলাদ্য তৈল সর্ব্বপ্রকার মুখরোগেই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত।

পথ্যাপথ্য,—রোগবিশেষে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া সেই সেই দোষনাশক পথ্য ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ কফনাশক দ্রব্য মুখরোগের বিশেষ উপকারক।

মুখরোগ মাত্রেই অম্লদ্রব্য, মৎস্য, জলাভূমীজাত মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই ও কঠিন দ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন, দিবানিদ্রা এবং দন্তকাষ্ঠ দ্বারা মুখধাবন অহিতকর।

কর্ণরোগ।

কর্ণগত বায়ু অযথারূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্ট দায়ক বেদনা উপস্থিত করে এবং তাহার সহিত অন্য যে দোষ সংসৃষ্ট থাকে, সেই [illegible]র লক্ষণও প্রকাশিত করে ; এই ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। কর্ণ-মধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ বা শঙ্খ প্রভৃতির শব্দের ন্যায় নানাপ্রকার শব্দ অনুভূত হইলে, তাহাকে কর্ণনাদ কহে। কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ এই উভয় দোষ দ্বারা শব্দবহ স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইলে বাধির্য্য রোগ জন্মে ; এইরোগে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কর্ণমধ্যে বংশীরবের ন্যায় শব্দ অনুভূত হইলে, তাহাকে কর্ণক্ষ্বেড় কহে। মস্তকে আঘাত, জলমগ্ন হওয়া অথবা কর্ণমধ্যে কোনরূপ ফোড়া হইয়া পাকিয়া গেলে কর্ণ হইতে পূয, রস ও জলাদি নিঃসৃত হইতে থাকে, ইহাকে কর্ণস্রাব কহে। সর্ব্বদা কর্ণমধ্যে চুলকাইলে তাহার নাম কর্ণকণ্ডু। পিত্তের উষ্মা দ্বারা কর্ণস্থ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে কর্ণমধ্যে এক প্রকার মল জন্মে, তাহার নাম কর্ণগূথ। স্নেহপদার্থাদি প্রয়োগে ঐ কর্ণ-গূথ দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকা পথে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে ; ইহার সহিত অর্দ্ধাবভেদক উপস্থিত হয়। পিত্তপ্রকোপ বশতঃ কর্ণ ক্লেদযুক্ত ও পূতিভাবাপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়। যে কোন কারণে কর্ণমধ্য হইতে দুর্গন্ধ পূযাদি নির্গত হইলে, তাহাকে পূতিকর্ণ কহে। কর্ণ-মধ্যে মাংস রক্তাদি পচিলে তাহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া অথবা মক্ষিকাগণের ডিম্বপ্রসবজন্য কর্ণমধ্যে পোকা জন্মিলে তাহাকে ক্রিমিকর্ণক রোগ কহে।

এই সমস্ত পীড়া ব্যতীত, বিদ্রধি, অর্ব্বুদ এবং কীটপ্রবেশ বা আঘাতাদি কারণে আরও নানাপ্রকার পীড়া কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে।

চিকিৎসা,—আদার রস ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা, মধু ।৹ আনা, সৈন্ধব ১ রতি

ও তিলতৈল ।০ আনা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগ উপশমিত হয়। রসুন, আদা, সজিনাছাল, মূলা ও কলার বাগ্ড়া; ইহার যে কোনটির রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আকন্দপত্রের পুটে সীজপত্র পোড়াইয়া অথবা আকন্দের পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া সেই উষ্ণ রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বাধির্য্য রোগে কটুতৈল দ্বারা অথবা বাতরোগোক্ত মাষতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। গুড় মিশ্রিত শুঁঠের ক্বাথের নস্যগ্রহণ ইহাতে বিশেষ উপকারক। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস, ইহাদের ছাল চূর্ণ, কয়েতবেলের রস ও মধু একত্র মি[illegible] করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে। কর্ণগূথ রোগে প্রথমতঃ তৈল দ্বারা মল ক্লিন্ন করিয়া শলাকাদ্বারা তাহা নিঃসারিত করিবে। কর্ণের ক্রিমিবিনাশ জন্য হুড়হুড়ে, নিসিন্দা ও ঈশলাংলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। সর্ষপ তৈল পূরণ ও বেগুনের ধূম লাগান ক্রিমিকর্ণকের বিশেষ উপকারক।

কর্ণবেধ সময়ে যথাস্থানে কর্ণ বিদ্ধ না হইলে শোথ ও বেদনা জন্মিয়া থাকে; তাহাতে যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল একত্র বাটিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ভৈরব রস, ইন্দুবটী, সারিবাদি বটী, দীপিকা তৈল, অপামার্গক্ষারতৈল, ক্ষশমুখী তৈল, বিল্ব তৈল, জম্বাদ্য তৈল, শম্বূক তৈল, নিশাতৈল ও কুষ্ঠাদ্য তৈল; রোগ বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—কর্ণরোগসমূহেও দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বাধির্য্য প্রভৃতি বায়ুপ্রধান কর্ণরোগে বাতব্যাধির ন্যায় এবং কর্ণপাক, কর্ণস্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান রোগে আমবাতাদি পীড়ার ন্যায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাসারোগ।

যে পীড়ায় শ্লেষ্মা বায়ুদ্বারা শোষিত হইয়া নাসিকা রুদ্ধ করে, ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা অনুভব হয়, নাসিকা কখন শুষ্ক কখন বা আর্দ্র হইয়া থাকে এবং ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; তাহাকে পীনসরোগ কহে। পীনসের অপকাবস্থায় মাথাভার, অরুচি, পাত্‌লা স্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নাসিকা দিয়া বারম্বার সর্দ্দি নির্গত হয়। পক্ক হইলে শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় ও স্বরশুদ্ধি হয়; কিন্তু অপকাবস্থায় অন্যান্য লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে। দুষ্ট রক্ত, পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ু তালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন হইয়া মুখ ও নাসিকা দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে। যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত নাসিকায় পিড়কাসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে অথবা যে রোগে নাসিকা পূতিভাবাপন্ন ও ক্লেদযুক্ত হয় তাহাকে নাসাপাক কহে। বাতাদি দোষে দূষিত হইলে অথবা ললাটদেশে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইয়া থাকে; তাহাকে পূযরক্ত রোগ কহে। শৃঙ্গাটক নামক নাসা-মর্ম্মস্থানে কফানুগত বায়ু দূষিত হইয়া, প্রবল শব্দের সহিত বারম্বার নাসা-মার্গ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকে ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি কহে। তীক্ষ্ণ দ্রব্যের আঘ্রাণগ্রহণ, সূর্য্যদর্শন বা সূত্রাদি দ্বারা নাসামর্ম্ম স্পর্শ করিলেও হাঁচি উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা আগন্তু ক্ষবথু। মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ সূর্য্যতাপ বা পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ হইলে, লবণরস বিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়, ইহার নাম ভ্রংশথু রোগ। যে নাসারোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নিশিখা ও ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনার সহিত উষ্ণ শ্বাস নির্গত হয়, তাহার নাম দীপ্ত। বায়ু ও কফদ্বারা নিঃশ্বাসমার্গ রুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিনাহ কহে। নাসিকা দিয়া ঘন বা পাতলা, পীত বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে। নাসাস্রোতঃ ও তদ্গত শ্লেষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত ও পিত্ত কর্ত্তৃক প্রতপ্ত হইলে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়; এই রোগের নাম নাসাশোষ। মল মূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে

ধূলি বা ধূম প্রবেশ, অধিকবাক্য কথন, ক্রোধ, ঋতুবিপর্য্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতলজলের অধিক ব্যবহার, শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, মৈথুন ও রোদন প্রভৃতিকারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া সদ্যঃ প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। আর বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে ক্রমশঃ মস্তকে সঞ্চিত এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে কালান্তরে প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন হয়। প্রতিশ্যায় হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, নাসিকা হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় অনুভব, তালুজ্বালা ও নাক মুখ দিয়া জলস্রাব প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাতলা স্রাব নির্গত হয় এবং গল, তালু ও ওষ্ঠের শোষ, ললাট দেশে সূচীবেধের ন্যায় বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হয়। পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে পীতবর্ণ, উষ্ণস্রাব ও নাক মুখ দিয়া যেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে। রোগীও কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠে। শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহুপরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল কফ নির্গত হয়, রোগীর শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় শুক্লবর্ণ, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু ও মস্তকে অত্যন্ত কণ্ড হইয়া থাকে। যে প্রতিশ্যায় পক্ক বা অপক্ক যে কোন অবস্থাতেই অকারণে বার-ম্বার উৎপন্ন ও বারম্বার বিলীন হইয়া যায়, তাহা সন্নিপাতিক। রক্তজ প্রতি-শ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখ ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিনাশ হইয়া যায়।

যে কোন প্রতিশ্যায়ে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হইলে তাহা দুষ্ট ও কষ্ট-সাধ্য হইয়া থাকে। যথাকালে চিকিৎসা না হইলে প্রতিশ্যায় দুষ্ট ও অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের ক্রিমি জন্মিতে পারে; ঐরূপ ক্রিমি জন্মিলে ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। প্রতিশ্যায় গাঢ়তর হইলে, ক্রমশঃ বাধির্য্য, নেত্রহীনতা বা নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ঘ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্শোরোগোক্ত মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নাসিকামধ্যে একপ্রকার মাংসাঙ্কুর

উৎপন্ন হয়, তাহাকে নাসার্শঃ কহে। চলিত কথায় "নাসারোগ" বা নাসাজ্বর নামক একপ্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নাসিকার মধ্যে রক্তপূর্ণ একটি শোথ উপস্থিত হয়, এবং তাহার সহিত প্রবলজ্বর, ঘাড়, পৃষ্ঠ ও কটীদেশে বেদনা ও সম্মুখদিকে শরীর আকুঞ্চিত করিতে কষ্ট বোধ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাও একপ্রকার নাসার্শঃরোগের অন্তর্ভূত।

চিকিৎসা,—সকল প্রকার পীনস রোগই উৎপন্ন হইবামাত্র গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁট, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ বা কাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব ও হলীমক প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। ব্যোষাদ্য চূর্ণ নাসারোগের বিশেষ উপকারক। ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌কী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণের নস্য হইলে পূতিনস্য রোগ প্রশমিত হয়। শিগ্রু-তৈল ও ব্যাঘ্রীতৈলের নস্য গ্রহণেও পূতিনস্য নিবারিত হইয়া থাকে। নাসা-পাক রোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল বাঁটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পূযরক্ত রোগে রক্তপিত্তনাশক নস্য গ্রহণ এবং ঐ রোগোক্ত ঔষধাদি সেবন করিবে। ক্ষবথু রোগে শুঁট, কুড়, পিপুল, বেলমূল ও দ্রাক্ষা; ইহাদের কাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া নস্য লইবে। ঘৃত, গুগ্‌গুলু ও মোম একত্র করিয়া তাহার ধূম প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঘৃতভৃষ্ট আমলকী কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে তাহার প্রলেপ দিলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। প্রতিশ্যায় রোগে পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্য লইবে। শটী, ভুঁই আমলকী ও ত্রিকটু, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে অথবা পুটপক্ক জয়ন্তীপত্র, তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে। চিত্রক হরীতকী ও লক্ষ্মীবিলাস রস প্রতিশ্যায় রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসার্শঃ রোগে করবীরাদ্যতৈল ও চিত্রকতৈল প্রয়োগ করিবে। নাসারোগে সূচীদ্বারা নাসামধ্যস্থ রক্তপূর্ণ শোথ বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করিবে; তৎপরে লবণমিশ্রিত আকন্দের আটা বা সর্ষপ

তৈল অথবা তুলসীপত্রের রসের নস্য লইবে। জ্বর সহজে নিবারিত না হইলে, জ্বরনাশক ঔষধও সেবন করিতে দিবে। আহবারি রস ও চন্দনাদি লৌহ এই জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। দূর্ব্বাদি তৈলের নস্য গ্রহণ ইহাতে বিশেষ উপকারক। যাঁহাদের সর্ব্বদা এই রোগ উপস্থিত হয়, প্রত্যহ দন্তধাবন-কালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্তস্রাব করিলে ও তামাকের নস্য গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য,——পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি কফপ্রধান নাসারোগে কফের শান্তিকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অতিমাত্র কফের উপদ্রব থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া রুটী বা তদপেক্ষা রুক্ষ ও লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূযরক্ত ও নাসাপাক প্রভৃতি পিত্তপ্রধান নাসারোগে পিত্তনাশক এবং রক্তপিত্তের শান্তি-কারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। নাসার্শঃ রোগে অর্শোরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে। নাসাজ্বরে অধিক রুক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। তথাপি জ্বর প্রবল থাকিলে প্রথম দুই এক দিন অন্ন বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য দেওয়া মন্দ নহে।

নেত্ররোগ।

আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সহসা জলে অবগাহন, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ, সর্ব্বদা অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, চক্ষুতে ঘর্ম্ম ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বমির বেগধারণ বা অতিরিক্ত বমন, রাত্রিতে দ্রব অন্ন সেবন, মল মূত্র ও অধোবায়ুর বেগধারণ, সর্ব্বদা ক্রন্দন, ক্রোধ বা শোককরণ, মস্তকে আঘাত, অতিশয় মদ্যপান, ঋতুবিপর্য্যয় ও অশ্রুবেগধারণ প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষসমূহ কুপিত হইয়া নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপাদন করে।

নেত্ররোগ বহুসংখ্যক, তাহার অধিকাংশই শস্ত্রসাধ্য ও অসাধ্য। এজন্য সাধারণতঃ কয়েকটিমাত্র ঔষধসাধ্য নেত্ররোগের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

নেত্রাভিষ্যন্দ বা "চোক উঠা" নামক একপ্রকার নেত্ররোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও রক্তজভেদে এই রোগ চারি প্রকার। বাতজ অভিষ্যন্দে চক্ষুতে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, জড়তা, রোমহর্ষ, চক্ষুমধ্যে করকর যাতনা, রুক্ষতা, শিরোবেদনা, শুষ্কভাব ও শীতল অশ্রুপাত; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তজ অভিষ্যন্দে চক্ষুর প্রদাহ ও পাক, শীতলস্পর্শাদিতে অভিলাষ, চক্ষু হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা ও অধিক অশ্রুপাত; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মজ অভিষ্যন্দে উষ্ণস্পর্শাদিতে অভিলাষ, ভারবোধ, চক্ষুতে শোথ, কণ্ডু, পিচুটি, চক্ষুর শীতলতা ও বারম্বার পিচ্ছিল স্রাব; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তজ অভিষ্যন্দে পিত্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অভিষ্যন্দ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধিমন্থ রূপে পরিণত হয়; তাহাতে ঐ সমস্ত অভিষ্যন্দের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং চক্ষু ও মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন উৎপাটিত ও মথিত হই-তেছে বলিয়া বোধ হয়। চক্ষু ফুলিয়া এবং পক্ব উডুম্বরের ন্যায় রক্তবর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট, পিচুটিলিপ্ত ও শোথযুক্ত হইয়া পাকিলে তাহাকে নেত্রপাক রোগ কহে। অধিক অম্লভোজন জন্য পিত্ত প্রকুপিত হইয়া অম্লাধ্যুষিত নামক এক প্রকার নেত্ররোগ উৎপাদন করে; তাহাতে চক্ষুর মধ্যভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিত বর্ণ হইয়া পাকিয়া উঠে এবং দাহ ও শোথ প্রায়ই বিদ্যমান থাকে।

নিরন্তর উপবাস বা অল্প ভোজন, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, অগ্নি ও রৌদ্রের আতপসেবন, উজ্জ্বল আলোক দর্শন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্র জাগ-রণ, অতিশয় মৈথুন বা অবৈধ উপায়ে রেতঃপাত, অত্যন্ত চিন্তা, অধিক ক্রোধ বা শোক এবং মেহ বা অন্য কোন পীড়ায় দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় ধাতুক্ষয় প্রভৃতি কারণে দৃষ্টিশক্তির হানি হইয়া যায়। তাহাতে দূরস্থ বস্তু বা সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টি গোচর হয় না অথবা রাত্রিকালে কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে কোন বস্তু দেখিতে না পাইলে, তাহাকে রাত্র্যন্ধনামে অভিহিত করা হয়।

চিকিৎসা,—করবীরের কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে অথবা দারুহরিদ্রার কাথ কিম্বা স্তনদুগ্ধের সহিত রসাঞ্জন ঘষিয়া চক্ষুতে পুরণ করিলে, অভিষ্যন্দ জন্য অশ্রুস্রাব, দাহ ও বেদনা সত্বর প্রশমিত হয়। চক্ষুর শোথ নিবারণ জন্য সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে; তাহাদ্বারা বেদনা প্রভৃতির শান্তি হয়। অথবা গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁট, খড়ি ও বচ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। লোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মুথা, এই সকল দ্রব্য শীতল জলে বাঁটিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নিবারিত হয়।

চক্ষুর রক্তবর্ণতা নষ্ট জন্য ফট্‌কিরির জল বা গোলাপজল চক্ষুমধ্যে দিবে। আমাদের "নেত্রবিন্দু" সর্ব্বপ্রকার নেত্রাভিষ্যন্দের অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। চক্ষুর শোথ নিবারণ জন্য পোস্তর ঢেঁড়ি সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে। নেত্রপাকে ও অধিমন্থক প্রভৃতি রোগেও এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মস্তকে যন্ত্রণা থাকিলে শিরোরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ এবং মহাদশমূল প্রভৃতি তৈল ব্যবস্থা করিবে।

নেত্ররোগ পরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ শোথ, বেদনা, কণ্ডূ ও অশ্রুপাত প্রভৃতি উপশম হইলে অঞ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। বাবলার কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব নিবারিত হয়। বিল্বপত্র রস অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধবলবণ ২ রতি ও গব্য ঘৃত ৪ রতি একত্র একটি তাম্রপাত্রে কড়িদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঘুঁটের আগুনে গরম করিতে হইবে, পরে স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন লইলে চক্ষুর শোথ, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। চন্দ্রোদয় ও বৃহৎচন্দ্রোদয় বর্ত্তি, চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি, এবং নাগার্জ্জুনাঞ্জনের অঞ্জন লইলেও নানা প্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয়। বিভীতকাদি, বাসকাদি ও বৃহৎ বাসাদি পাচন, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত এবং নয়নচন্দ্রলৌহ প্রভৃতি ঔষধ যাবতীয় নেত্ররোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবনও বিশেষ উপকারক।

দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত ও

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, মকরধ্বজ, বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল এবং আমাদের "কেশরঞ্জন তৈল" প্রভৃতি বায়ুনাশক ও পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রাত্র্যন্ধতা নিবারণ জন্যও ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন করাইবে এবং রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিমপত্র, গোময়রসের সহিত এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পানের রস ৩।৪ ফোটা চক্ষুমধ্যে দিলেও রাত্র্যন্ধতার বিশেষ উপকার হয়। পান বা কদলী-ফলের মধ্যে পুরিয়া জোনাকী পোকা রোগীর অজ্ঞাতসারে ভক্ষণ করাইলে রাত্র্যন্ধ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য,—অভিষ্যন্দ প্রভৃতি পীড়ায় লঘু, রুক্ষ ও শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য ভোজন করিবে। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে উপযুক্ত মাত্রায় লঙ্ঘন দেওয়া আবশ্যক।

মৎস্য, মাংস, অম্ল, শাক, মাষকলাই, দধি ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা, অধ্যয়ন, স্ত্রীসঙ্গম, রৌদ্রাদির আতপ সেবন ও চক্ষুতে আলো-লাগান ঐ সমস্ত রোগে অনিষ্ট কারক।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও রাত্র্যন্ধ রোগে পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। রোহিত মৎস্যের মস্তক, মৎস্য, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি বলকর পথ্য এইরোগে বিশেষ উপকারজনক।

রুক্ষসেবা, ব্যায়াম, রৌদ্রাদির আতপ সেবন, চক্ষুতে আলোলাগান, পরি-শ্রম, পর্য্যটন, অধ্যয়ন ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্য্যাদি এই রোগের অনিষ্টকারক।

শিরোরোগ।

শূলবৎ বেদনার সহিত মস্তকে যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতজ শিরোরোগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধিপায় এবং বস্ত্রাদিদ্বারা শিরো বন্ধন ও স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। পিত্তজ শিরো-

রোগে মস্তক প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা হয় এবং শৈত্যক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার উপশম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভার, বদ্ধ থাকার ন্যায় যন্ত্রণাযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয় এবং চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ শিরোরোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণসমূহ উপস্থিত হয় এবং তীব্রবেদনায় সমস্ত মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মস্তকস্থ রক্ত, বসা, শ্লেষ্মা ও বায়ু অতিরিক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য যে শিরশূল উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকমধ্যে ক্রিমি জন্মে, তজ্জন্য অত্যন্ত কামড়ানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, দপ্‌দপানি এবং নাসিকাদিয়া সপূযজলস্রাব হইতে থাকে।

যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয় কালে চক্ষুঃভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে বেদনাও তত বর্দ্ধিত হয়; আবার সূর্য্য যত পশ্চিমদিকে নামিতে থাকে, বেদনাও সেইরূপ হ্রাস হইতে থাকে তাহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। সুতরাং মধ্যাহ্ন কালে এই রোগের বৃদ্ধি এবং সায়ংকালে ইহার নিবৃত্তি হইয়া যায়।

যে শিরোরোগে প্রথমতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে বেদনা উপস্থিত হইয়া শীঘ্রই ললাট ও ভ্রূদেশে বেদনা জন্মে এবং গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়; তাহাকে অনন্তবাত নামক শিরোরোগ কহে। রুক্ষ-ভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিম সেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে কুপিত কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া, একপার্শ্বের মন্যা, ভ্রূ, ললাট, কর্ণ, অক্ষি ও শঙ্খদেশে যে তীব্রবেদনা উপস্থিত করে; তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) কহে। যে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে (রগে) অতিদারুণ বেদনা ও দাহ যুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং হঠাৎ শিরশূল ও কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, তিন দিন মধ্যে এই রোগে জীবননাশ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—বাতজ শিরোরোগে বায়ুনাশক ঘৃতপান ও তৈলমর্দ্দন উপকারী। কুড় ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া অথবা মুচুকুন্দ ফুল জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃত বা দুগ্ধসহ উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ী চূর্ণ সেবন করিয়া বিরেচন করান আবশ্যক। দাহ থাকিলে শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন করিবে এবং কুমুদ বা উৎপল প্রভৃতি শীতল পুষ্পের প্রলেপ দিবে। রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল একত্র দুগ্ধসহ বাঁটিয়া অথবা আমলকী ও নীলোৎপল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শিরোরোগ প্রশমিত হয়। শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে কট্‌ফলের নস্য বা মোলকাষ্ঠ চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইবে। পিপুল, শুঁট, মুথা, যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, নীলোৎপল ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক শিরোরোগ সদ্যঃ প্রশমিত হয়। বাতপৈত্তিক শিরোরোগে স্বল্পপঞ্চমূলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার নস্য লইবে। বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগে বৃহৎপঞ্চমূলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার নস্য লইবে। ত্রিদোষজ শিরোরোগে ঐ সমস্ত মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, শুলঞ্চ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে অথবা শুঁট চূর্ণ ৩ মাষা ও দুগ্ধ ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে ত্রিদোষজ শিরোরোগ প্রশমিত হয়। পিত্তজ শিরোরোগের ন্যায় রক্তজ শিরোরোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ শিরোরোগে অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ধাতুপোষক ঔষধ সেবন করাইবে এবং বাতজশিরোরোগনাশক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিজ শিরোরোগে অপামার্গ তৈলের এবং শুঁট, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ ও সজিনা-বীজ একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। আরও ইহাতে ক্রিমিনাশক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও অনন্তবাত রোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু, একত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঘৃততৈলের সহিত প্রলেপ দিবে। অথবা হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার নস্য লইবে। দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত

প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা ঘৃত ইহাদের মধ্যে যে কোন দ্রব্যের নস্য লইলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নিবারিত হয়। সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে অথবা চুল্লী (উনুনের) মধ্যবর্ত্তী পোড়া মাটীর চূর্ণ ও গোলমরিচ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলেও অর্দ্ধাবভেদক প্রশমিত হয়। শঙ্খক রোগেও এই সমস্ত চিকিৎসা উপকারী। তদ্ভিন্ন দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ, জলের সহিত এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিবে। নাসিকাদ্বারা ঘৃত পান এবং মস্তকে ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল সেচন শঙ্খক রোগের বিশেষ উপকারক।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস, অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর, চন্দ্রকান্তরস, ময়ূরাদ্যঘৃত, ষড়বিন্দু তৈল, মহাদশমূল তৈল ও বৃহৎ দশমূলতৈল যাবতীয় শিরোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবস্থাবিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য,—কফজ, ক্রিমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় শিরোরোগই বায়ুপ্রধান, সুতরাং বাতব্যাধি কথিত পথ্যাপথ্য ঐ সমস্ত রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে হয়। কফজাদি কফপ্রধান শিরোরোগে রুক্ষ ও লঘু অন্ন পান আহার করিবে এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কফবর্দ্ধক আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রিমিজ শিরোরোগে ক্রিমিরোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক।

স্ত্রীরোগ।

প্রদর,—ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধভোজন, মদ্যপান, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, অপক্কদ্রব্যভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে প্রদররোগ উৎপন্ন হয়; ইহার আর একটি নাম

অসৃগ্দর। অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাবনির্গত হওয়াই প্রদর রোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে অপক্ক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধাবন জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব, দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত প্রবলবেগে নির্গত হয় তাহা পিত্তজ। আর যাহাতে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংসধাবন জলের ন্যায় স্রাব সূচীবেধের ন্যায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয়, তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জতুল্য ও শবের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়; ইহা অসাধ্য। প্রদররোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর স্রাব নিঃসৃত হইলে এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে।

বাধক,—ইহাও প্রদররোগের অন্তর্ভূত। বাধকরোগ নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বাধকে কটী, নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন একমাস বা দুইমাস কাল ব্যাপিয়া রজস্রাব হইয়া থাকে। কোন বাধকে চক্ষু, হস্ততল ও যোনিতে জ্বালা, লালাসংযুক্ত রজস্রাব এবং কখন কখন একমাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা, শরীরে ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব, হস্তপদে জ্বালা, কৃশতা, নাভির নিম্নদেশে শূলবৎ বেদনা এবং কখন কখন তিনমাস বা চারিমাস অন্তরে রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আর কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃত্তি এবং তৎকালে অল্প রজঃস্রাব, স্তনদ্বয়ের গুরুতা ও স্থূলতা, দেহের কৃশতা ও যোনিতে শূলবৎ বেদনা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যে ঋতু মাসে মাসে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচদিন অবস্থিত থাকে, দাহ ও বেদনা শূন্য হয়, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, রক্তের বর্ণ লাক্ষারসের ন্যায় হয় এবং যাহাদ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হওয়ার পর জলে ধৌত করিবা মাত্র উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত। ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাও পীড়ারূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

যোনিব্যাপদ্,—অনুপযুক্ত আহার বিহার, দুষ্টরজঃ ও বীজ দোষ প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগের নানা প্রকার যোনিরোগ হইয়া থাকে। যে যোনি রোগে

অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত। যাহাতে রজঃ দূষিত হইয়া, সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যা। বিপ্লুতা নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতারোগে মৈথুনকালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই চারিটি বাতল যোনিরোগে যোনি কর্কশ, কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয়। বামিনী যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রংসিনী যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ুজন্য উপদ্রব যুক্ত হয়; এইরোগে সন্তান-প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নীরোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভ সঞ্চার হয় কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তক্ষয় জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটি পিত্তল যোনিরোগে অতিশয় দাহ, পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়। অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুন ও তৃপ্তি হয় না। যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্বারা মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিকরোগ কহে। অচরণা রোগে মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃ-পাত হইয়া যায়, সুতরাং সেই স্ত্রী বীজগ্রহণে সমর্থ হয় না। অতিরিক্ত মৈথুন জন্য বীজগ্রহণশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটি শ্লেষ্মল যোনিরোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়। যে স্ত্রীর ঋতু হয়না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশস্পর্শ বোধ হয়; তাহার যোনিকে ষণ্ডী কহে। অল্পবয়স্কা সূক্ষ্মযোনিদ্বারবিশিষ্টা রমণী, স্থূললিঙ্গ পুরুষের সহিত সহবাস করিলে, তাহার যোনি অণ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পরে; ইহাকে অণ্ডলী রোগ কহে। অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি এবং সূক্ষ্মদ্বারযুক্ত যোনিকে সূচীবক্‌্রা নামে অভিহিত করা হয়।

কন্দ,—দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন এবং কোনও কারণে যোনিদেশ ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যোনিতে পূযরক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মান্দারফলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত একপ্রকার মাংস-কন্দ উৎপাদন করে; তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম "প্যাঁদ্।" বায়ুর আধিক্য থাকিলে কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তের আধিক্য কন্দ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মার আধিক্যে নীলবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হয়। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—বাতজ প্রদররোগে দধি ৬ তোলা, সচললবণ ৵৹ আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেক ।৹ আনা, মধু ॥৹ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইবে। পিত্তজ প্রদরে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপানটের মূল ও মধু সমভাগে আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব থাকিলে, ঐ যোগের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করা উচিত। যজ্ঞডুমুরের রস ও লাক্ষাভিজা জল প্রভৃতি সেবনে প্রদররোগের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। অশোকছাল ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত ⁄১ সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাকশেষ করিবে। রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা সেবন করাইলে রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। দার্ব্ব্যাদি ক্বাথ, উৎপলাদি কল্ক, চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্যানুগ চূর্ণ, প্রদরারি লৌহ, প্রদরান্তক লৌহ, অশোক ঘৃত, সিতকল্যাণ ঘৃত এবং আমাদের "অশোকারিষ্ট" যাবতীয় প্রদররোগে অবস্থাবিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ঘৃত সেবন করান উচিত নহে। বায়ুর উপদ্রব থাকিলে বা তলপেটে বেদনা থাকিলে প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

বাধকরোগে রজঃস্রাব অধিক থাকিলে প্রদররোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রজোরোধ হইয়া গেলে, কাঁজির সহিত জবাফুল বাঁটিয়া সেবন করাইবে এবং মুসব্বর, হিরাকস, অহিফেন ও দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে, এই বটী দিবসে ২ বার জলসহ সেবনীয়। তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, যষ্টিমধু ও মূলাবীজ, মনসাসীজের আঠার সহিত এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিলেও রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদর প্রভৃতি স্থানের বেদনা নিবারণ জন্য গমের ভুষির পুলটিশ

দিবে। আমাদের "অশোকারিষ্ট" সেবনে যাবতীয় বাধকরোগই নিবারিত হইয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়। ফলকল্যাণ ও সিতকল্যান ঘৃত এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

বাতপ্রধান যোনিরোগে বায়ুনাশক ঘৃতাদি সেবন করাইবে। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তি ইহাদের কাথদ্বারা যোনি সেচন করিবে এবং তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে পিচু (তুলার পাঁইজ) ভিজাইয়া তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শ্লেষ্মপধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধব লবন একত্র পেষণ পূর্ব্বক তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। কর্ণিনী নামক যোনিরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দ-পল্লব ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। শুল্‌ফা ও কুলের পাতা পেষণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি প্রশমিত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। প্রস্রংসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে, তাহা পুনর্ব্বার স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা নিবারণ জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কস্তুরী, জায়ফল, ও কর্পূর কিম্বা মদনফল ও কর্পূর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিমধ্যে পূরণ করিবে। যোনির দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের কচিপাতা, যষ্টিমধু ও মালতীফুল; এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া, সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। বন্ধ্যারোগ নিবারণ জন্য অশ্বগন্ধার কাথে দুগ্ধপাক করিয়া, তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানের পর সেবন করিবে। পীত ঝিন্টীর মূল, ধাইফুল, বটের শুঁঙ্গ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে, অথবা শ্বেত বেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটের শুঁঙ্গ ও নাগকেশর; এই সমস্ত দ্রব্য মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের

সহিত সেবন করিলে, বন্ধ্যারোগ নিবারিত হয়। কন্দরোগ বিনাশের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহাদ্বারা যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিল-তৈলের সহিত পাক করিবে, মাংস সম্যক্‌রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে; ঐ তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ফলঘৃত, ফলকল্যাণ ঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ যাবতীয় যোনিরোগেই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য,—প্রদর প্রভৃতি রোগে দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন; মুগ মসূর ও ছোলার দাইল; মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করেলা, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ব তরকারী; সহ্যানুসারে মধ্যে মধ্যে ছাগ-মাংসের রস আহার করিবে। অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল খাওয়া নিতান্ত অপথ্য নহে। রাত্রিতে ক্ষুধানুসারে রুটী প্রভৃতি ভোজন করা আবশ্যক। সহ্য-মত ৩।৪ দিন অন্তরে গরম জলে স্নান করা উচিত। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে এবং স্নান বন্ধ রাখিবে।

গুরুপাক ও কফজনকদ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিকলবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসন্তাপ, রৌদ্রসেবন, হিমসেবন, দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, অধিকপরিশ্রম, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, ভারবহন, উচ্চস্থানে উঠা নামা, বিশেষতঃ মৈথুন; মলমূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত ও উচ্চ শব্দোচ্চারণ, যাবতীয় স্ত্রীরোগেই নিতান্ত অনিষ্টজনক।

রজোরোধ হইলে স্নিগ্ধক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলাই, তিল, দধি, কাঁজি, মৎস্য ও মাংস ভোজন এই অবস্থায় উপকারী।

গর্ভিণী চিকিৎসা।

স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় জ্বর, শোথ, উদরাময়, বমন, শিরোঘূর্ণন, রক্তস্রাব ও গর্ভে বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণ অবস্থার ন্যায় সেই সেই রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, এই অবস্থায় চিকিৎসা করা যায় না; তাহাতে গর্ভিণী বা গর্ভস্থ শিশুর বিবিধ বিপদের আশঙ্কা। এই জন্য প্রধান প্রধান কয়েকটি পীড়া বিশেষ চিকিৎসা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র, ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে অথবা রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। এরণ্ডাদি কাথ, গর্ভচিন্তামণিরস, গর্ভবিলাস রস ও গর্ভপিযূষবল্লীরস, গর্ভিণীর জ্বরশান্তির জন্য প্রয়োগ করা যায়। জ্বররোগোক্ত পাচন ও ঔষধ মধ্যে যেগুলি মৃদুবীর্য্য, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসার বা গ্রহণীরোগ হইলে আমছাল ও জামছালের কাথের সহিত খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ, লবঙ্গাদিচূর্ণ, ইন্দুশেখররস এবং অতিসারাদি রোগোক্ত মৃদুবীর্য্য কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত। মলরোধ হইলে আম, পাকা বেল, কিস্‌মিস্‌, পাকা পেঁপে ও গরম দুগ্ধ প্রভৃতি সারক দ্রব্য ভোজন করাইবে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, এক কাঁচ্চা মাত্রায় এরণ্ডতৈল দুধের সহিত সেবন করিতে দিবে। অধিক বিরেচন হইলে গর্ভপাতের আশঙ্কা; সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত যাহাতে অধিক বিরেচন না হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথ হইলে শুকমূলা, পুনর্নবা, গোক্ষুরীবীজ, কাঁকুড়বীজ ও শসাবীজ; ইহাদের কাথে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শোথস্থানে মনসাসীজের পাতার রস মালিস করাইবে। গর্ভাবস্থায় বমন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, সুতরাং তাহা নিবারণের জন্য সহসা কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মিছরীর সরবৎ বা দুগ্ধ খাইতে দিলে স্বাভাবিক বমির হ্রাস হইয়া থাকে।

নিয়ত অধিক কষ্টকর বমন হইলে, খৈচূর্ণ, দ্রাক্ষা ও চিনি একত্র জলে মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল অল্পে অল্পে পান করিতে দিবে অথবা দ্রাক্ষা, যবা শ্বেতচন্দন, সসারবীজ, এলাইচ ও মৌরি ; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দন করিয়া তাহাই অল্পে অল্পে পান করাইবে এবং গর্ভবিলাস তৈল বা বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বিষ্ণুতৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল ও নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। শিরোঘূর্ণন হইলেও ঐ সমস্ত তৈল বা আমাদের "কেশ-রঞ্জন ও মূর্চ্ছান্তক তৈল" মস্তকে ব্যবহার করা আবশ্যক।

গর্ভের প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান করাইবে। এইরূপ দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে, আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী ; তৃতীয় মাসে পর-গাছা, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদী ও অনন্তমূল ; চতুর্থ মাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু ; পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের (বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস) ছাল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত ; ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু ; সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি ; অষ্টম মাসে কদ্‌বেল, বেল, বৃহতী, পটোলপত্র, ইক্ষুমূল ও কণ্টকারী ; নবম মাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা এবং দশম মাসে কেবল শুঁঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়নাফল ; সমপরিমাণে আতপ চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল, এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, দুগ্ধ, চিনি ও মধুর সহিত পান করাইবে এবং তৎপরে দুধভাত পথ্য দিবে। দ্বিতীয় মাসে বেদনা হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর ; আতপ চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। তৃতীয় মাসের বেদনায় শতমূলী ২ ভাগ ও আমলকী ১ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইবে অথবা পদ্ম, নীলশুঁদিফুল ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া, সেবন করিতে দিবে। চতুর্থমাসের বেদনায় নীলশুঁদী, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলশুঁদী ;

এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। পঞ্চম মাসের বেদনায় নীলশুঁদী ও ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে অথবা নীলশুঁদী, ঘৃতকুমারী ও কাঁকলা সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। ষষ্ঠ মাসের বেদনায় টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও নীলশুঁদী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কিম্বা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। সপ্তম মাসের বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত কিম্বা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। অষ্টম মাসের বেদনায় আতপচাউলধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। নবম মাসের বেদনায় এরণ্ডমূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। একাদশ মাসের বেদনায় যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলশুঁদী; অথবা ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদী, কুড়, বরাহক্রান্তা ও চিনি; এই সমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশ মাসের বেদনায় চিনি, ভুমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; এই সমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল, সুতরাং ঐ সময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, তাহা প্রসববেদনা কি না বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, প্রসব বেদনায় কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

অকালে গর্ভ চালিত হইলে, কুম্ভকার হাঁড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য মর্দ্দনাদি দ্বারা যে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখে, সেই মৃত্তিকা অর্দ্ধতোলা একপোয়া ছাগদুগ্ধ ও চারিআনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা বালা, আতইচ, মুথা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা কুক্ষিশূলও নিবারিত হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইয়া গেলে, কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলশুঁদী, মুগানী ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া পান করাইবে; তদ্দ্বারা স্রাবজন্ত শূলবৎবেদনা দূরীভূত হয়।

গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা যথাকালে প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, তাহা বন্ধকরা আবশ্যক, নতুবা তাহাতে প্রসূতীর মৃত্যুঘটিবার সম্ভাবনা। রক্ত

বন্ধ করিবার জন্য প্রসূতার তলপেট ময়দা ঠাসিবার মত টিপিয়া টিপিয়া ধরিবে। তলপেটে ঠাণ্ডাজলের ধারাণী দিবে এবং শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া বারম্বার তাহার ছাট্ দিবে। নিসাদল ও সোরা জলে ভিজাইয়া স্তাকড়ায় বাঁধিয়া তলপেটের উপর বসাইয়া দিবে। পিচকারী দ্বারা শীতলজল গর্ভাশয়মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পায়রার বিষ্ঠাচূর্ণ ২ রতি মাত্রায় আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে: রোগিণীকে উঠিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা হইলে শীতল জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে, ইষলাঙ্গলার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পদদ্বয়ে লেপন দিবে। বাসকের মূল কটীতে বান্ধিয়া দিবে। অথবা বাসকের মূল পেষণ করিয়া, নাভি, বস্তি, ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। কাঁজির সহিত গৃহের ঝুল, অথবা ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত কিম্বা কলসাফল, শালপানী, আকনাদি, বিষলাঙ্গলি ও অপাং ইহার যে কোন একটি দ্রব্যের মূল, নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে পেষণ করিয়া চারিআনা মাত্রায় সেবন করিলেও সহজে প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভস্থ শিশু জীবিত না থাকিলে, প্রায়ই আপনা হইতে প্রসব হয় না। অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে শস্ত্রপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে মৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। পিপুল ও বচ জলে পেষণ করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে এবং নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে বাঁটিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলেও মৃত সন্তান সহজে প্রসব হয়।

যথাসময়ে ফুল পতিত না হইলে, তিতলাউ, সাপের খোলষ, ঘোষালতা, সর্ষপ ও কটুতৈল; এই সমস্ত দ্রব্যের ধূপ যোনিতে প্রদান করিবে। অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া, সেই অঙ্গুলিদ্বারা প্রসূতার কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিবে। ঈষলাঙ্গলার মূল পেষণ করিয়া হস্তপদে লেপন করিবে। এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা অচিরে ফুল পতিত হইয়া থাকে।

প্রসবের পর বস্তি ও শিরোদেশে অত্যন্ত বেদনা হইলে, তাহাকে মক্কল-শূল কহে। ঘৃত বা গরম জলের সহিত যবক্ষার সেবন করাইলে কিম্বা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী,

ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী; এই সকল দ্রব্যের কাথ সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করাইলে মকল্লশূল নিবারিত হয়।

গর্ভাবস্থায় অতিমাত্র বায়ু প্রকুপিত হইলে গর্ভিণীর শরীর শুষ্ক হইয়া যায় এবং গর্ভও শুষ্ক হইয়া যথাকালে উপযুক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাহাতে যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে অথবা গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

পথ্যাপথ্য,——গর্ভাবস্থায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করা সকল গর্ভিণীরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও রুচিজনক দ্রব্য আহার করা উচিত। অধিক পরিশ্রম বা একবারে পরিশ্রম ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল কার্য্যে শ্বাস প্রশ্বাস বেশিক্ষণ রুদ্ধ রাখিতে হয়, অধিক বেগ দিতে হয় কিম্বা তলপেটে চাপ পড়ে; সেই সকল কার্য্য করা উচিত নহে। পদব্রজে বা কোন দ্রুতযানে অধিক দূর গমন অনিষ্টজনক। সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে থাকা আবশ্যক; ভয়, শোক ও চিন্তাদি দ্বারা মনের অসুখ জন্মিলে, সন্তানের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপবাস, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অগ্নিসন্তাপ, মৈথুন, ভারবহন, কঠিন শয্যায় শয়ন, উচ্চস্থানে আরোহণ ও মল মূত্রাদির বেগধারণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় যে পীড়া উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। উপবাসযোগ্য পীড়ায় লঘু ভোজন করিতে দিবে; একবারে উপবাস দেওয়া অনিষ্টজনক।

গর্ভ বা গর্ভিণী শুষ্ক হইলে, ঘৃত, দুগ্ধ, হংসডিম্ব ও ছাগ কুক্কুটাদির মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে।

প্রসবের পরেও প্রসূতাকে কিছুদিন বিশেষ সাবধানে রাখা আবশ্যক। প্রসবের দিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করিতে দেওয়া উচিত। প্রসবের দিন ব্যতীত অন্ত দুই দিন দুধভাত দিলেও ক্ষতি নাই। তৎপরে অন্যান্য সুপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পাঁচ

দিবস পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিতে বা বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। সাতদিন পর্য্যন্ত স্নান বন্ধ রাখিবে। তারপরেও ১৫।১৬ দিন গরম জলে স্নান করান উচিত। অগ্নিসন্তাপসেবন এবং শুঁট, গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণজীরা প্রভৃতি দ্রব্য বাঁটিয়া এদেশে যে ঝাল খাওয়ানের রীতি প্রচলিত আছে; তাহা বিশেষ উপকারক। প্রসূতীর মলিন বস্ত্র ও শয্যা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সূতিকারোগ।

প্রসূতাস্ত্রীর অনুচিত আহার বিহারাদি জন্য অর্থাৎ শরীরে অধিক বাতাস ও হিমলাগান, শৈত্যক্রিয়া, অপকদ্রব্য ভোজন, অজীর্ণসত্বে ভোজন ও ক্ষীণাগ্নি অবস্থায় গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে নানাপ্রকার সূতিকা-রোগ জন্মিয়া থাকে। কুৎসিত সূতিকাগৃহও সূতিকারোগের প্রধান কারণ। জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যে সকল পীড়া প্রসবের পর উৎপন্ন হয়, তাহাই সূতিকারোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা,—স্ত্রীদিগকে সূতিকারোগ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সূতিকাগৃহ নির্ব্বাচনবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। বাড়ীর উঠানে অন্ধকারজনক একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কখনই উচিত নহে। ঐ ক্ষুদ্র গৃহে উপযুক্ত আলো ও বাতাস যাইতে না পারায় সর্ব্বদাই তাহা দূষিত হইয়া থাকে, তাহাতে আবার সর্ব্বদা অগ্নির ধূম ও উত্তাপ, শিশুর মল মূত্র এবং ২।৩ টি লোকের নিঃশ্বাসবায়ু প্রভৃতি দ্বারা সেই সঙ্কীর্ণ গৃহের বায়ু অধিকতর দূষিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাহা হইতে প্রসূতা ও শিশুর নানাবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয়। পরিষ্কৃত শুষ্ক স্থানে অন্ততঃ সাত আট হাত লম্বা, পাঁচ ছয় হাত প্রশস্ত ও পাঁচ ছয় হাত উচ্চ, উত্তরদ্বারী, পূর্ব্বদ্বারী বা দক্ষিণদ্বারী এবং রুজুরুজু দুইটি জানালা বিশিষ্ট সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত, তাহার মেজে উঠান হইতে এক হাত উচ্চ করিয়া খোয়া বা শুষ্ক মাটী দ্বারা দুর্ম্মুষ করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। মেজে

বেশ সমতল হওয়া আবশ্যক। দুয়ার জানালার কপাট রাখিতে হইবে। এইরূপ পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা না হইলে, বাড়ীর মধ্যে একখানি ভাল ঘর বাছিয়া তাহাই সূতিকাগৃহের জন্য নির্দ্দেশ করা উচিত। গৃহে ধূম না হয় এইরূপ অঙ্গার অগ্নি কড়ায় বা মালসায় করিয়া গৃহে রাখা আবশ্যক। প্রসূতার শয়নাদি জন্য একখানি খাটিয়া দেওয়া উচিত, অভাবে খড় বা বিচালি পাতিয়া তাহার উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে। শিশুর মল মূত্রাদি সর্ব্বদা দূরে ফেলিয়া দিবে। রাত্রিকালে ও শীতল বাতাসের সময় জানালা বন্ধ রাখিয়া, অন্য সকল সময়েই জানালা খুলিয়া রাখিবে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সূতিকারোগের আশঙ্কা অনেকটা দূরীভূত হইয়া থাকে।

সূতিকাজ্বরে সূতিকাদশমূল বা সহচরাদি পাচন, সূতিকারি রস, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ এবং জ্বররোগোক্ত পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রবেদনা শান্তির জন্য দশমূল পাচন এবং লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কাস শান্তির জন্য সূতিকান্তক রস এবং কাশরোগোক্ত শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অতিসারাদিরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ এবং জীরকাদি মোদক, জীরকাদ্যরিষ্ট, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক প্রয়োগ করিতে হয়। সূতিকারোগে যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য,—সূতিকারোগে রোগবিশেষানুসারে সেই সেই রোগক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণ সূতিকাবস্থায় পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসূরদাইলের যূষ, বেগুন, কচিমূলা, ডুমুর, পটোল ও কাঁচাকলার তরকারী, দাড়িম এবং অগ্নিদীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক আহার করিবে। বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহও প্রতিপালন করা উচিত।

গুরুপাক ও তীব্রবীর্য্য খাদ্য ভোজন, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, শীতলসেবা ও মৈথুন, সূতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রসবের পর ৩। ৪ মাস পর্য্যন্ত প্রসূতার সাবধানে থাকা আবশ্যক।

স্তনরোগ ও স্তন্যদুষ্টি।

স্ব স্ব প্রকোপকারণানুসারে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, গর্ভবতী বা প্রসূতা স্ত্রীর স্তনে আশ্রিত হইলে, নানাপ্রকার বিদ্রধি (ফোড়া) উৎপন্ন হয়। চলিত কথায় ইহাকে "ঠুন্‌কা" কহে।

অনুচিত আহারবিহারাদি কারণে বাতাদি দোষসমূহ স্তনদুগ্ধ দূষিত করিলে, তাহাকে স্তন্যদুষ্টি কহে। বায়ুদূষিত স্তন্য কষায়রসবিশিষ্ট এবং তাহা জলে ফেলিলে জলের সহিত না মিশাইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। পিত্ত-দূষিত স্তন্য কটু, অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত। শ্লেষ্মদূষিত স্তন্য ঘন ও পিচ্ছিল, ইহা জলে ডুবিয়া যায়। ঐরূপ মিলিত দুই দোষজ বা তিন দোষজ লক্ষণ দেখিতে পাইলে, তাহা দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ দূষিত স্তন্য পানে বালকের বিবিধ পীড়া জন্মিতে পারে। যে স্তন্য জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশাইয়া এক হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুররস ও নির্ম্মল ; সেই দুগ্ধই নির্দ্দোষ। শিশুদিগকে সেই রূপ দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

ঠুন্‌কা রোগে স্তনে শোথ হইবা মাত্র সর্ব্বদা দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে। জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে। রাখালশশার মূল বা হরিদ্রা ও ধুতরার পাতা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি ও ব্রণরোগে যে সকল যোগাদি লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যোগও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধ দ্বারা পূযাদি নির্গত করিয়া ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্তন্য বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে দশমূলের কাথ পান করাইবে। পিত্ত-দূষিত স্তন্যে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। কফদূষিতস্তন্যে ত্রিফলা, মুথা, চিরাতা, কট্‌কী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ ও আকনাদি এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ স্তন্যদুষ্টিতে ঐরূপ মিলিত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে।

স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে, বনকাপাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে কাঁজির সহিত বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কাথ কিম্বা বচ, মুথা, আতইচ, দেবদারু, শুঁট, শতমূলী ও অনন্তমূল; এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করাইবে।

পথ্যাপথ্য,—স্তনরোগে বিদ্রধি রোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক। স্তন্যদুষ্টিতে দোষের আধিক্যানুসারে সেই সেই দোষ-নাশক এবং সূতিকারোগের সাধারণ পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়।

বালরোগ।

প্রসূতা বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া জন্মে। বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে শিশু বাতরোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয়, আর তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ুর নির্গমনে কষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্রসন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পিত্তজন্য রোগ উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, লালাস্রাব, নিদ্রা, জড়তা, শূল, দুধতোলা, চক্ষুর শুক্লবর্ণতা এবং বিবিধ শ্লেষ্মজন্য পীড়া জন্মে। দুই দোষ বা তিন দোষে স্তন্য দূষিত হইলে, ঐরূপ দুই দোষের বা তিন দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়।

দূষিত দুগ্ধ পান, সূতিকাগৃহের দোষ এবং হিম লাগান প্রভৃতি কারণে, শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুকূণক বা কোথ নামক পীড়া জন্মে। ইহাতে চক্ষু চুলকায়, বারম্বার চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়; শিশু কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং রৌদ্রের দিকে চহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

শিশুর তালুদেশে শ্লেষ্মা দূষিত হইলে, তালুকণ্টক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে তালুদেশ (ব্রহ্মতালু) বসিয়া যায়, স্তন্যপানে দ্বেষ ও স্তন্যপান

করিতে কষ্ট বোধ হয় এবং পিপাসা, মলভেদ, চক্ষুতে, কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, দুধতোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শিশুগণ গর্ভবতী জননী বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ অধিক পান করিলে পারিগর্ভিক বা "এঁড়েলাগা" নামক রোগ জন্মে। তাহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরবৃদ্ধি; এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

প্রথম দন্ত উদ্‌গম কালে, অনেক শিশুর জ্বর, উদরাময়, কাসি, বমন, খিঁচুনি, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া হইতে দেখা যায়।

শিশুগণ দুগ্ধ পান করিয়া, তাহা বমন করিলে চলিত কথায় তাহাকে 'দুধতোলা' কহে। প্রথমতঃ ইহাতে ছানার ন্যায় ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া বা দধির ন্যায় দুধ তুলিয়া ফেলে এবং তাহাতে টক্ টক্ দুর্গন্ধ থাকে। পীড়া স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ জলের ন্যায় তরল বমি হয় এবং যাহা খায়, তখনই তাহা তুলিয়া ফেলে, পেট ফাঁপিয়া থাকে ও ডাকে, দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অথবা সময়ে সময়ে অধিক দাস্ত হয়; শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পাণ্ডু ও স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া যায় এবং শরীর শীতল ও চামড়া রুক্ষ অর্থাৎ খস্‌খসে বোধ হয়।

"তড়্‌কা" নামক এক প্রকার পীড়া শিশুদিগের হইতে দেখা যায়; তাহার সাধারণ লক্ষণ মূর্চ্ছা ও হাত পা খিঁচুনি। নানা কারণে এই রোগ জন্মে। জ্বর বা অন্য কোনরূপ কারণে শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, হঠাৎ ভয় পাইলে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত বা বেদনা পাইলে, ফোড়া বা ক্রিমি হইলে এবং বহুদিন রোগযন্ত্রণা প্রভৃতি কারণে শিশু দুর্ব্বল হইলে, তড়্‌কা হইয়া থাকে। তড়্‌কা আরম্ভ হইলে শিশু অচেতন হয়, মুখ ফ্যাকাসে বর্ণ হয়, হাতের অঙ্গুলি গুলি মুষ্টি বদ্ধ হয়, পায়ের অঙ্গুলিও বক্র হইয়া যায় এবং হাত পা খেঁচিতে থাকে। এক মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি কাল। অনেকের আবার একবার মাত্র হইয়াই নিবৃত্ত হয় না, বারম্বার হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে তড়্‌কা হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বরূপ অনুভব করা যায়। ঘুমের সময় চমকিয়া উঠা, চক্ষু টেরা হওয়া ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইয়া যাওয়া তড়্‌কার পূর্ব্বরূপ।

শিশুদিগের উদরে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে, মলদ্বার চুলকায়, নাসিকা সুর্‌সুর্ করে, সুতরাং সময়ে সময়ে নাক রগড়াইতে ২ শিশু কাঁদিয়া উঠে।

বড় ক্রিমি হইলে, নিদ্রাকালে শিশু চমকিয়া উঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয়; কখন কখন জিউলির আঠার ন্যায় সবুজ বর্ণ ও তৈল মিশ্রিতের ন্যায় দাস্ত হইয়া থাকে।

কুৎসিত সূতিকাগৃহে নির্ম্মল বায়ুর অভাব, আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি কারণে এবং শিশুকে তৈল মাখাইয়া অধিক অগ্নি সন্তাপ দিলে ও শিশু শরীরে অধিক হিম লাগিলে ধনুষ্টঙ্কার নামক রোগ জন্মে; চলিত কথায় ইহাকেই "পেঁচোয় পাওয়া" কহে। জন্মের পর ৯ দিন মধ্যেই অধিকাংশস্থলে এই রোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ শিশুর চোয়াল আট্‌কাইয়া যায়, তাহার পর পিঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়। হাত পা শক্ত হয় ও খেঁচিতে থাকে। হাত পায়ের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়, দাঁত মুখ সিট্‌কানের ন্যায় মুখ বিকৃত হয় এবং শিশুকে ছুঁইলে বা নাড়াচাড়া করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে এই রোগে প্রায়ই শিশুর জীবন রক্ষা হয় না।

শিশু শরীরে বিবিধ গ্রহাবেশ হওয়াও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। শিশুগণ গ্রহপীড়িত হইলে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত নখাদি দ্বারা জননী, ধাত্রী বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া থাকে, কখন দাঁত কিড়িমিড়ি করে, কখন কোঁত পারে, কখন হাঁই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গ করে, কখন দন্ত দ্বারা নিজের ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরে, বারম্বার ফেন বমন করে এবং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, রাত্রিতে ঘুম হয় না, চক্ষুঃ স্ফীত হয়, দাস্ত পাত্‌লা হয়, স্বরভঙ্গ হইয়া যায়, গাত্র হইতে রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে।

এই সমস্ত রোগ ব্যতীত জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি অন্যান্য প্রায় সমুদায় রোগই শিশুদিগেরও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শিশুগণ নিজের কোন যন্ত্রণাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন ও পীড়িত স্থানে বারম্বার হস্তপ্রদান প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ অতিমাত্র নিপুণতার সহিত বিবেচনা করিয়া রোগ পরীক্ষা করা আবশ্যক। গলায় ব্যথা হইলে শিশুগণ বারম্বার গলায় হাত দেয়। শিরঃপীড়া হইলে কপালের চর্ম্ম কোচকাইয়া যায় এবং শিশু বারম্বার মাথায় হাত দেয় ও কাণ ধরিয়া টানে। সুস্থ শিশু বিনাকারণে বারম্বার কাঁদিয়া উঠিলে,

তাহার পেট কামড়াইতেছে বুঝিতে হইবে। স্তন্যপায়ী শিশুর পিপাসা বোধ হইলে বারম্বার জিহ্বা বাহির করে। সর্দ্দি হইয়া নাক বন্দ হইলে শিশু স্তনপানের সময়ে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য বারম্বার স্তন ছাড়িয়া দেয়। তিন চারি মাস বয়স পর্য্যন্ত কাঁদিবার সময়ে শিশুদিগের চক্ষু দিয়া জল পড়ে না, তাহার পর জল পড়িয়া থাকে। তিন চারি মাসের অধিক বয়স্ক শিশুর পীড়াকালীন ক্রন্দনের সময়ে চক্ষু দিয়া জল না পড়িলে, তাহার পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই অতি দ্রুত, এজন্য নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা তাহাদের রোগনির্ণয় করা নূতন চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। জ্বরাদিপরীক্ষাকালে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করা সৎপরামর্শ। নিশ্বাসগ্রহণকালে শিশুদিগের নাকের ছিদ্র বড় হইলে এবং নাকের পাতা নড়িলে, তাহার কাসি অতি গুরুতর হইয়াছে এবং শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের উদর স্বভাবতঃই কিছু মোটা; তাহা অপেক্ষাও অধিক মোটা হইলে যকৃৎ প্লীহা বা অজীর্ণের আশঙ্কা করা উচিত। এইরূপ বিবিধ লক্ষণ দ্বারা শিশুদিগের রোগ পরীক্ষা করিতে হয়।

চিকিৎসা,—জননীর স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, শিশুকে সেই স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। তৎপরিবর্ত্তে কোনও দুগ্ধবতী ধাত্রীর স্তন্য পান করাইবে। ধাত্রীনির্ব্বাচন বিষয়ে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ধাত্রীর বয়স ২০ কুড়ি হইতে ৩২ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা অপেক্ষা অধিক বা কম বয়স্ক ধাত্রীর দুগ্ধ বিশুদ্ধ নহে। ধাত্রীর শরীরে কোন-রূপ পীড়া থাকিলে, তাহার দুগ্ধ পান করাইবে না। যে শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার সমবয়স্ক ও পুষ্টাঙ্গ ধাত্রীর পুত্র থাকা আবশ্যক। ধাত্রীর স্তনদ্বয় দুগ্ধপূর্ণ এবং মাই টিপিলে দুধ ছিট্‌কাইয়া পড়ে, এরূপ হওয়া আবশ্যক। ধাত্রীর স্বভাব চরিত্র নির্দ্দোষ এবং চিত্ত সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। এইরূপ ধাত্রীর অভাব হইলে অথবা ধাত্রীরও স্তন্য দূষিত হইলে ছাগদুগ্ধ কিম্বা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্য দুগ্ধ পান করাইবে। আঁতুড়ের ছেলের মাতৃস্তন্যের অভাব হইলে গোদুগ্ধের সহিত সমপরিমিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইতে হয়। পেট্ ফাঁপিলে ধনে বা মৌরী ভিজা জল

১তোলা এক ছটাক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাই পান করাইবে। এই রূপে স্তন্য ত্যাগ করাইলেই দূষিত স্তন্যপানজনিত রোগ ক্রমশঃ নিবারিত হয়। তালু বসিয়া গেলে হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের চূর্ণ মধু ও স্তন-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

শিশুর চোক উঠিলে বা কুকূণক রোগ হইলে, গরম জল আধহাত উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া, উত্তমরূপে ধুয়াইয়া দিবে। গরম জলে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পিচুটি মুছাইয়া দিবে। এক রতি পরিমিত তুঁতে এক ছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া, একটি শিশিতে রাখিবে, ঐ জল লইয়া প্রত্যহ দুই তিন বার চক্ষুতে ফোট দিবে। সেওড়ার আঠার কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিবে। দারুহরিদ্রা, মুথা ও গিরিমাটী ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে।

পারিগর্ভিক বা এঁড়েলাগা রোগে সর্ব্বাগ্রে জননীর দুগ্ধপান বন্ধ করা আবশ্যক। অগ্নিবৃদ্ধির জন্য অগ্নিমান্দ্যরোগোক্ত যমানীপঞ্চক ও হিঙ্গুষ্টক-চূর্ণ প্রভৃতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করাইবে। দুগ্ধের সহিত চূণের জল বা মৌরীর জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অতিসার প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল পীড়া এই অবস্থায় লক্ষিত হয়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কুমারকল্যাণরস নামক ঔষধ সেবনে পারিগর্ভিক সমুদায় রোগেরই উপশম হইয়া থাকে।

দাঁত উঠিবার সময়ে জ্বর উদরাময় প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ কোন বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। দাঁত উঠিলেই আপনা হইতে সে সকল রোগ নিবারিত হইয়া যায়। ধাইফুল ও পিপুলচূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া কিম্বা আমলকীর রস দন্তমাড়ীতে ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র দন্ত উদগত হয়। অন্যান্য পীড়ার জন্য ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে দন্তোদ্ভেদ-গদান্তক নামক ঔষধ এবং কুমারকল্যাণ ও পিপ্পল্যাদ্যঘৃত বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। দন্ত উঠিতে অধিক বিলম্ব হইলে এবং তজ্জন্য অতিশয় কষ্টবোধ হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দুধতোলা নিবারণ জন্য দুগ্ধের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাতেও উপশম না হইলে দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া মাংসরস

(ঔষধ) পান করাইবে। বৃহতী ও কণ্টকারীর ফলের রস কিম্বা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁট এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প চাটিতে দিবে। আম্রকেশী, খই ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিলে দুধতোলা নিবারিত হয়। টাট্‌কা সরিষার তৈল দিবসে তিন চারিবার পেটে মালিশ করিয়া দিবে এবং একটুকরা ফ্লানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

তড়্‌কা উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ চেতনাসম্পাদনের উপায় বিধান করিবে। হলুদ বা শলাকা প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া কপালে অল্প তাপ দিয়া চেতনাসম্পাদন করিবে। চোখে মুখে শীতল জলের ছাট্‌ দিবে। তাহাতেও মূর্চ্ছাভঙ্গ না হইলে নিষাদল ও চূণ একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশুর নাকের নিকট ধরিবে, তাহার আঘ্রাণেও মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। তৎপরে কোন্‌ রোগের যন্ত্রণায় তড়্‌কা হইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া, সেই রোগের যন্ত্রণানিবারণ করিবে। অতিরিক্ত জ্বরসন্তাপজন্য তড়্‌কা হইলে চোখে, মুখে ও মাথায় শীতল জলের ছাট্‌ দিবে। পিঠের শিরদাঁড়া ও মস্তকের পশ্চাৎভাগে জলের ছাট দিবে। জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে। শিশুর পিপাসাবোধ হইলে যথেষ্টপরিমাণে শীতল জল পান করিতে দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শরীরের উত্তাপ কমিয়া গেলে, তড়্‌কার আক্রমণও নিবারিত হয়। দুর্ব্বলতাজন্য তড়্‌কা হইলে, কিছু বেশী পরিমাণে রাই সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত গরমজল একটি পাত্রে রাখিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। শিশুকে অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত নহে। তাহার পর সমপরিমিত ময়দা ও রাইসরিষার গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলে মাখিয়া দুই পায়ের ডিমে তাহার পটি বসাইয়া দিবে। বগলে ও হাতে পায়ে অগ্নির সেক দিবে। হাত পা ও বুকে শুঁটের গুঁড়া মালিস করিবে। ক্রিমি বা অন্যান্য কারণে তড়্‌কা হইলে, হাত সহ্য হয় এরূপ গরম জল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে এবং আধ হাত উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া শীতল জল তাহার মস্তকে ঢালিবে। পাঁচ সাত মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া, গা মুছাইয়া দিয়া শোয়াইবে।

সর্ব্ববিধ তড়্‌কাতেই সুস্থ হওয়ার পর দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণে পরি-

মৃত এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টর্ অয়েল) খাওয়াইয়া দাস্ত করান আবশ্যক। তড়্-কার পুনঃপুনঃ আক্রমণ নিবারণ জন্য চতুর্গুণ জলসহ অল্প পরিমাণে মৃত-সঞ্জীবনী সুরা অভাবে ব্রাণ্ডি সরাপ পান করাইয়া শিশুকে নিদ্রিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রিমিবিনাশের জন্য ভাঁটপাতার রস অথবা ক্রিমিনাশক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছোট ছোট ক্রিমি থাকিলে, তাহাতে লবণের পিচকারী বিশেষ উপকারী। এক ছটাক পরিমিত জলে কিঞ্চিৎ লবণ গুলিয়া, সেই জল একটি ছোট কাঁচের পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দিবে। পিচকারীর ছুঁচ্লা অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইতে হয়। তৎক্ষণাৎ সেই জল বহির্গত হইয়া না পড়ে, এজন্য পিচ্কারী দেওয়ার পরে বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বারা গুহ্যদ্বার দুই তিন মিনিট কাল টিপিয়া ধরিতে হয়। দুই তিন দিন এইরূপ লবণের পিচ্কারী দিলেই ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধনুষ্টঙ্কাররোগে চৈতন্যসম্পাদন জন্য তড়্কারোগোক্ত উপায় বিধান করিবে। তৎপরে মাতৃস্তন্য পান করিতে দিবে। মাই টানিতে না পারিলে মাইয়ের দুধ গালিয়া ঝিনুকে করিয়া প্রচুরপরিমাণে খাইতে দিবে। স্তন-দুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধও খাওয়াইতে পারা যায়। বিরেচক ঔষধ খাইতে না পারিলে এরণ্ডতৈল সহ কিঞ্চিৎ টারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া উদরের উপরে তাহা মালিশ করিবে এবং উদরে শীতল জল সেচন করিবে। এরণ্ড-তৈল ক্যাষ্টর্ অয়েল) খাওয়াইয়া দাস্ত করান বিশেষ আবশ্যক। নিদ্রার জন্য নাভির ঘায়ের উপর গাঁজা বা সিদ্ধিপাতা জল সহ বাঁটিয়া তাহার পুলটিস দিবে। চতুর্গুণ জলসহ মৃতসঞ্জীবনী সুরা অভাবে ব্রাণ্ডি সরাপ খাওয়াইয়াও নিদ্রিত করা যাইতে পারে। যে কোনরূপে নিদ্রা করান বিশেষ উপযোগী। শিশু সুরাপান করিতে না পারিলে, মলদ্বার দিয়া পিচকারী দ্বারা সুরা প্রবেশ করা-ইয়া দিবে। উষ্ণজলে স্নান ও সর্ব্বাঙ্গে বায়ুনাশক কুব্জপ্রসারণী তৈল প্রভৃতি তৈল মর্দ্দন বিশেষ উপকারী।

গ্রহাবেশ জনিত পীড়ায় জ্যোতিষ্শাস্ত্রোক্ত গ্রহশান্তির উপায় বিধান করিবে। এবং মুরামাংসী, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুথা এই সকল দ্রব্যের কাথজলে স্নান করাইবে। ইহাকে

"সর্বৌষধিস্নান" কহে। অষ্টমঙ্গল ঘৃত পান করাইলে, গ্রহাবেশের শান্তি হইয়া থাকে।

বালকদিগের জ্বররোগে ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ, রামেশ্বর রস, বালরোগান্তকরস এবং জ্বররোগোক্ত অন্যান্য মৃদুবীর্য্য ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে। জ্বরাতিসার রোগে ধাতক্যাদি ও বালচতুর্ভদ্রিকা চূর্ণ সেবন করান আবশ্যক। অতিসার নিবারণ জন্য বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ও শূকশিম্বীমূল ইহাদের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইবে। লবঙ্গচতুঃসম ও দাড়িম্বচতুঃসম অতিসার রোগের বিশেষ উপকারক। রক্তাতিসার নিবারণ জন্য মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর; ইহাদের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা বেলশুঁট, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, একপোয়া ছাগদুগ্ধ ও একসের জল সহ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাই পান করাইবে। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগও নিবারিত হয়। প্রবাহিকা অর্থাৎ আমাশয় রোগে খৈচূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনি ও মধু এইসমস্ত দ্রব্য একত্র আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। শ্বেতজীরা ও ধুনাচূর্ণ বিল্বপত্রের রসের সহিত অথবা শ্বেতধুনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। গ্রহণীরোগশান্তির জন্য মরিচ ১ ভাগ, শুঁট ২ ভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড় ও ঘোলের সহিত সেবন করাইবে। অতিসারনাশক অন্যান্য ঔষধও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা যায়। বালকুটজাবলেহ ও বাল-চাঙ্গেরী ঘৃত নামক ঔষধ পুরাতন অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগের বিশেষ উপকারক। বেলশুঁট ও আমের আঁটির মজ্জার ক্বাথের সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ভেদবমন নিবারিত হইয়া থাকে। কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েত বেল; ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও শিশুদিগের ভেদবমন প্রশমিত হয়। আমাহ ও বাতিক শূলরোগে সৈন্ধব, বেলশুঁট, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামুনহাটী; ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধসহ লেহন কিম্বা জলসহ পান করাইবে। তৃষ্ণারোগে দাড়িমবীজ, জীরা ও

নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করাইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে, গিরিমাটীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। চিতামূল, শুঁট, দন্তীমূল ও গোরক্ষচাকুলে এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করাইলে অথবা দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগের শান্তি হয়। কাসরোগ শান্তির জন্য বৃহতীফল, কণ্টকারীফল ও পিপুল; প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা; ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে সর্ব্বপ্রকার কাসেরই উপশম হইয়া থাকে। কণ্টকারীর রস বা কাথের সহিত মকরধ্বজ অল্প অল্প সেবন করাইলে কাস ও তৎসংযুক্ত অল্প জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। কণ্টকারীঘৃত সেবনেও কাস শ্বাস প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ উপকার হয়। কাসরোগোক্ত কতিপয় মৃদুবীর্য্য ঔষধ এবং জ্বর থাকিলে জ্বরনাশক ঔষধও অল্পমাত্রায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়। শিশুদিগের সরলভাবে মূত্র নির্গত না হইলে অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে, পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। মুখমধ্যে ঘা হইলে কিঞ্চিৎ সোহাগা মধুর সহিত মাড়িয়া দিবসে ২।৩ বার ঘায়ে লাগাইয়া দিবে। ভেড়ার দুগ্ধ লাগাইলেও মুখের ঘা শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে। কাণ পাকিলে অর্থাৎ কর্ণ হইতে পূয নির্গত হইলে, গরমজল কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার পিচকারীদ্বারা কর্ণ ধৌত করিয়া দিবে, তাহার পর একটি সরু কাটীতে ন্যাকড়া জড়াইয়া ধীরে ধীরে কর্ণ মুছিয়া দিয়া ২।৩ ফোটা আতর কর্ণমধ্যে দিয়া রাখিবে। আল্‌তা গুলিয়া গরম করিয়া কর্ণমধ্যে ফুট দিলে অথবা ফটকিরির জলের ফুট দিলেও কাণপাকা নিবারিত হয়। পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইলে, সেই সেই রোগনাশক প্রলেপ এবং আমাদের "ক্ষতারি তৈল" প্রভৃতি ক্ষতনিবারক তৈল প্রয়োগ করাইবে। বালক উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টাঙ্গ না হইলে অশ্বগন্ধা ঘৃত সেবন করাইবে। অল্পকালজাত বালক স্তন্য পান করিতে না পারিলে, আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত

মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। এইরূপে মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলেই শিশুর স্তন্যপানে ক্ষমতা হইয়া থাকে।

লিখিত সমুদায় চূর্ণ ঔষধ ১ মাসের শিশুকে ১ রতি মাত্রায় এবং অর্দ্ধ প্রতিমাসে এক এক রতি করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইতে হয়। এক বৎসরের অধিক হইলে প্রতি মাসে এক এক মাষা করিয়া মাত্রার বৃদ্ধি করা যায়।

পথ্যাপথ্য,—স্তন্যপায়ী শিশুর যে যে রোগ উপস্থিত হইবে, তাহার স্তন্য-দাত্রীকে সেই সেই রোগের পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কোন পীড়াতেই শিশুকে উপবাস দেওয়া উচিত নহে, উপবাসযোগ্যকালে অপেক্ষাকৃত লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। অতিসার প্রভৃতি রোগে গব্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে পান করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্ পরিপাক করিতে না পারিলে, এরারুট ও আমাদের "সঞ্জীবন খাদ্য" খাইতে দেওয়া উচিত।

সদ্যোজাত স্বস্থ শিশুকে প্রথম প্রথম গোদুগ্ধ খাওয়াইবার আবশ্যক নাই। স্তনদুগ্ধ পান করাইলেই যথেষ্ট হয়। স্তন পান করাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রথম কিছুদিন বিশেষ নিয়ম না চলি-লেও একমাসের পর সময়নির্দ্দেশ করা উচিত। তখন দিবসে দুই ঘণ্টা অন্তরে এবং রাত্রিকালে তিন ঘণ্টা অন্তরে স্তন্য পান করান আবশ্যক। তিন মাসের শিশুকে দিবসে চারিবার ও রাত্রিকালে তিনবার স্তন্য পান করাইবে। চারিমাস বয়সের পর রাত্রিকালে দুইবারের অধিক স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক হয় না।

শিশুর নয়মাস বয়সের পূর্ব্বে স্তন্য পান বন্দ করা উচিত নহে। অথচ একবৎসর বয়সের পর স্তন্য পান বন্দ করাইতে পরিলেই ভাল হয়। স্তন্য ত্যাগ করাইবার সময়ে হঠাৎ না ছাড়াইয়া ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ছাড়াইতে হয়।

অবস্থানুসারে গোদুগ্ধ বা তাহার অভাবে ছাগদুগ্ধ অল্পে অল্পে সহ্যানুসারে শিশুকে পান করাইবে। গর্দ্দভদুগ্ধ উপযোগী নহে। সদ্যোজাত শিশুকে দুগ্ধের সমপরিমিত জল ও চূণের জল মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরিচূর্ণের সহিত পান করাইতে হয়। প্রত্যেকবার খাওয়াইবার

সময়ে ঐরূপে দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। শিশুর ৭ দিবস বয়স হইলে আর স্বতন্ত্রভাবে জল না মিশাইয়া কেবল সমপরিমিত চূণের জল মিশাইবে। দেড়মাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের তিনভাগের এক ভাগ চূণের জল মিশাইবে। তৎপরে পাঁচমাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের চারিভাগের একভাগ চূণের জল মিশাইতে হয়। তাহার পর আর চূণের জল মিশাইবার আবশ্যক হয় না।

প্রথম দুইমাস বয়স পর্য্যন্ত দিনে ছয়বার ও রাত্রিকালে দুইবার দুগ্ধ খাওয়ান আবশ্যক। অনিয়মিত রূপে বারম্বার খাওয়ান উচিত নহে। শিশু যতক্ষণ নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করে, ততক্ষণ খাওয়ান উচিত। শিশুর অনিচ্ছায় জোর করিয়া খাওয়ান অনিষ্টজনক।

দুইমাস বয়সের পর দিনে চারিবার ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ খাওয়াইবে। ছয় সাত মাস বয়সের সময়ে অর্থাৎ সম্মুখের দুটি দাঁত উদ্গত হইলে, দুগ্ধব্যতীত অন্যান্য লঘু খাদ্যও অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। দুগ্ধসাগু ও মোহনভোগ সহ্যমত এই সময়ে খাইতে দিবে। তৎপর দুধভাত বা পরমান্ন অল্প অল্প দেওয়া যায়। দুই বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে, রীতিমত ভাত খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শিশুর শয়ন ঘর বেশ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে যেন উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। শীতকালের রাত্রে এবং বৃষ্টি বাদলের দিনে ঘরের জানালা বন্ধ করিতে হয়। শীতকালে এবং ঠাণ্ডা দিনে শিশুর গায়ে জামা বা কাপড় দিয়া রাখিবে। অন্য সময়ে রাখিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের জামা প্রভৃতি ঢিলে প্রস্তুত করিয়া দিবে। সহ্যমত তৈল মাখাইয়া শীতল জলে স্নান করান উচিত। তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিবাভাগে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত। আপনা আপনি হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বে জোর করিয়া তাহাদিগকে হাঁটাইবে না, তাহাতে অঙ্গ বিকৃত হইয়া যায়। ধমকাইয়া অথবা জুজু প্রভৃতি অদ্ভুত নাম করিয়া কখনও ভয় দেখাইবে না। অকারণ কাঁদাইবে না। অধিক তোলা পাড়া করিবেনা। খেলিবার উপযুক্ত বয়সপর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খেলিতে দিবে।

———o———

কবিরাজি-শিক্ষা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।

পরিভাষা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার প্রণালী কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী। সেই সমস্ত সাধারণ নিয়ম যাহাতে বিস্তৃতরূপে লিখিত হয়, তাহাকেই পরিভাষা কহে। এই পরিভাষাধ্যায়ে যাবতীয় সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্যবিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতেছে।

পরিমাণ বিধি,——৬ সর্ষপে ১ যব। ৩ যবে ও ৪ ধানে ১ রতি। ৬ রতিতে ১ আনা। ১০ রতিতে ১ মাষা (সুশ্রুত মতে ৫ রতিতে ১ মাষা)। ৪ মাষায় ১ শাণ (অর্দ্ধ তোলা)। ২ শাণে ১ কোল (এক তোলা)। ২ কোলে ১ কর্ষ (দুই তোলা)। ২ কর্ষে ১ শুক্তি (চারি তোলা)। ২ শুক্তিতে ১ পল (আট তোলা)। ২ পলে ১ প্রসৃতি (এক পোয়া)। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি বা কুড়ব (অর্দ্ধ সের)। ২ কুড়বে ১ শরাব (এক সের)। ২ শরাবে ১ প্রস্থ। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক (৮ সের)। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ (৩২ সের)। ২ দ্রোণে ১ কুম্ভ (৬৪ সের)। ১০০ পলে ১ তুলা (১২৷৷০ সাড়ে বার সের)। ২০০০ পলে ১ ভার। ২ কুম্ভে ১ দ্রোণী বা গোণী (৩/৮ সের)। ৪ গোণীতে ১ খারী (১২দ২ সের)।

অনুক্ত বিষয়ে গ্রহণবিধি,——যে সকল ঔষধে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ মধ্যে কোন দ্রব্যেরই পরিমাণ লিখিত না থাকে, সেখানে সমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইতে হয়। ঔষধ সেবনের সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে প্রাতঃকালে ঔষধ

সেবন করিতে হয়। দ্রব্যের কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে মূল লইতে হয়। ঔষধ পাকের জন্য বা ঔষধ রাখিবার জন্য পাত্রের নাম উল্লেখ না করিলে মৃৎপাত্র গ্রহণ করিতে হয়। দ্রব্যের মূল গ্রহণকালে যে সকল মূল বৃহৎ ও যাহার মধ্যে কাষ্ঠ আছে তাহার কাষ্ঠ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া মূলের ছাল লইতে হয়। আর যে সকল মূল ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম, তাহাদের কাষ্ঠ ভাগ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, মূলের সমুদায় অংশই গ্রহণ করিবে। অঙ্গবিশেষের উল্লেখ থাকিলে সেই সেই অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয়। দ্রব পদার্থবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে, জল গ্রহণ করা উচিত। দ্রব্যবিশেষের বিশেষ পরিচয় লিখিত না থাকিলে, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধবলবণ, মূত্রে গাভীর মূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃতে গব্যদুগ্ধ এবং গব্যঘৃত গ্রহণ করিবে। মাংসগ্রহণ স্থলে চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রীজাতীর এবং পক্ষীর মধ্যে পুংজাতির মাংস গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ছাগমাংসের স্থলে নপুংসক ছাগের মাংস ও শৃগালের মাংসে পুংশৃগালের মাংস গ্রহণ করিতে হয়। নপুংসক ছাগের নিতান্ত অভাব হইলে বন্ধ্যা-ছাগীর মাংস লইতে পারা যায়। প্রায় সমুদায় ঔষধেই নূতন দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত; কেবল গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ; এই কয়েকটি দ্রব্য সকল স্থলেই পুরাতন গ্রহণ করিতে হয়।

দ্রব্যের প্রতিনিধি,—পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে রাখিয়া লইবে। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্প টী, তগরপাদু-কার অভাবে শিউলিছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সাধারণ সর্ষপ, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, মুস্তিকার অভাবে তালমাতী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুক চূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুনী) কিম্বা কড়ীভস্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ-ভস্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাস্নার অভাবে বাঁদ্‌রা বা পরগাছা, রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার কাথ, পুষ্পের অভাবে কচি ফল, মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধিস্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতকছালের পরিবর্ত্তে

নিমছাল, মৃগনাভির পরিবর্ত্তে খটাশী, এবং অন্যান্য দুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ গ্রহণ করা যায়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের অভাব স্থলেও সেই দ্রব্যের সমগুণ বিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভেলা অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন দেওয়া যায়।

পাচন প্রস্তুত বিধি,—পাচনে যতগুলি দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সমুদায় গুলি সমভাগে লইয়া মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিতে হয়; যেমন দুইটি দ্রব্যে প্রত্যেকটি এক তোলা, চারিটি দ্রব্যে প্রত্যেকটি অর্দ্ধতোলা। এই রূপ নিয়মে যত সংখ্যক দ্রব্য থাকে তাহাই সমপরিমাণে মিলিত ২ তোলা লইতে হইবে। তৎপরে সেই সমস্ত দ্রব্য একত্র ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পাচনে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিবার উপদেশ থাকিলে, পাচন সেবন সময়ে সেই সেই দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। প্রক্ষেপের পূর্ণমাত্রা ॥• তোলা। একটি দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হইলে ॥৹ তোলা, দুইটি দ্রব্যে প্রত্যেকটি ।• আনা পরিমাণে দিতে হয়। রোগীর বলানুসারে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায়ও প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। একদিন পাচন প্রস্তুত করিয়া দুই তিন দিন সেবন চলে না। প্রত্যহ নূতন দ্রব্যের নূতন করিয়া পাচন প্রস্তুত করিতে হয়।

শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐরূপ ২ তোলা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ১২ তোলা জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, সমস্ত রাত্রির পর প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ফাণ্টকষায় প্রস্তুত করিতে হইলেও ঐরূপ কুট্টিত দ্রব্য ৪ গুণ উষ্ণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইতে হয়। কাঁচা বা শুষ্ক দ্রব্য জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। কাঁচা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইলে, তাহাকে স্বরস কহে। পাচন হইতে স্বরস পর্য্যন্ত এই পাঁচটি পঞ্চকষায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোনও দ্রব্য পুটপক্ক করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে হইলে, সেই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটাদির পত্র দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তাহার উপর এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু মাটীর লেপ দিতে হয়; পরে শুষ্ক

হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, অগ্নিতাপে উপরের মৃত্তিকালেপ লোহিত বর্ণ হইলে, ভিতরের দ্রব্য বাহির করিয়া তাহার রস গালিয়া লইতে হয়।

চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, সমুদায় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে শুষ্ক ও কুট্টিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়; পরে যে সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হয়। কোনও চূর্ণে ভাবনা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইতে হয়।

বটিকা ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমূহের চূর্ণে দ্রব পদার্থবিশেষের ভাবনা দিয়া এবং খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, যব, সর্ষপ, বা গুঞ্জা প্রভৃতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কোন দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিলে কেবল জলের সহিত মর্দন করিবে। বটিকার পরিমাণ কথিত না থাকিলে প্রায়ই এক রতি পরিমাণে বটিকা করা উচিত। ভাবনা দিবার নিয়ম,—যে সকল চূর্ণ পদার্থে ভাবনা দিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশানুসারে কোনও দ্রব্য বিশেষের রস বা কাথ দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে এবং রাত্রিকালে শিশিরে দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে যে ঔষধে যতদিন ভাবনা দিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক বার সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়।

মোদক প্রস্তুত বিধি,—যে সকল মোদক ঔষধ পাক করিতে হয় না, তাহা নির্দ্দিষ্ট পরিমিত অথবা অনির্দ্দিষ্ট স্থলে চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমিত গুড় এবং সমপরিমিত মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বটক প্রস্তুত করিতে হয়। আর যে সকল মোদক পাক করিতে হয়, তাহাতে প্রথমতঃ গুড় বা চিনি চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুণ পরিমিত জলের সহিত পাক করিতে হয়। সন্দেশ প্রস্তুতের একতারা রসের মত যখন ঐ রস হাতায় লাগিয়া পাক পর্য্যন্ত সূত্রবৎ তার সংযুক্ত হইয়া থাকে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরে অগ্নিতাপ হইতে ঐ রস নামাইয়া, সমুদায় চূর্ণ পদার্থ তাহাতে ঢালিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। কোন কোন স্থলে অগ্নিতাপ হইতে রস নামাইবার পূর্ব্বেই চূর্ণ পদার্থ প্রক্ষেপ দেওয়া হইয়া

থাকে। মোদক প্রস্তুত হইলে কোনও ঘৃতভাবিত মৃৎপাত্রে বা আধুনিক চীনে মাটীর পাত্রে রাখিয়া দেওয়া উচিত।

অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাথ প্রস্তুত করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাকে ঘন করিয়া লইতে হয়। চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণ পদার্থের চারিগুণ পরিমিত চিনির এবং গুড় দিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমিত গুড়ের রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কোন দ্রব পদার্থের সহিত অবলেহ করিতে হইলে, তাহাও চূর্ণের চতুর্গুণ লওয়া আবশ্যক। মোদকের ন্যায় অবলেহ পাকও যখন হাতায় করিয়া তুলিলে হাতার সহিত পাত্র পর্য্যন্ত তার মত হইয়া থাকে, জলে ফেলিলে গলিয়া যায় না এবং অঙ্গুলিদ্বারা চাপ দিলে তাহাতে অঙ্গুলির দাগ পড়ে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গুগ্‌গুলু পাকবিধি.—প্রথমতঃ গুগ্‌গুলুর মলাদি পদার্থ বাছিয়া ফেলিয়া, দশমূলের উষ্ণকাথের সহিত আলোড়িত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে অথবা গুগ্‌গুলু বস্ত্রখণ্ডে শিথিলভাবে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে অর্থাৎ হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া গব্যদুগ্ধ কিম্বা ত্রিফলার কাথের সহিত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; তৎপরে সূর্য্যতাপে তাহা শুষ্ক করিয়া, তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে গুগ্‌গুলু শোধিত হইয়া থাকে। ঐ শোধিত গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক করিবার উপদেশ থাকিলে পাক করিয়া, উপদেশ না থাকিলে পাক না করিয়া, নির্দ্দিষ্ট চূর্ণাদি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই গুগ্‌গুলু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুটপাকবিধি,—একগজ পরিমিত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার তিনভাগ বিলঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার উপর ঔষধের মূষা (মুচি) স্থাপন করিবে এবং ঐ মূষার উপরে আর কতকগুলি বিল ঘুঁটে দিয়া গর্ত্তটি পূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, যখন সমুদায় ঘুঁটে ভস্ম হইয়া যাইবে সেই সময়ে মূষাটি বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইতে হয়। মূষাটি বস্ত্র ও মৃত্তিকার লেপ দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ করা আবশ্যক। গর্ত্তটির মুখভাগ এক হাত এবং তলভাগ ১॥০ দেড় হাত পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারই নাম গজপুট।

বালুকাযন্ত্রে বা লবণযন্ত্রে কোনও ঔষধ পাক করিতে হইলে, একটি হাঁড়ী বালুকা বা সৈন্ধবলবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই বালুকা বা লবণ মধ্যে ঔষধপূর্ণ মূষা প্রোথিত করিয়া, নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অগ্নির জ্বাল দিতে হয়। মূষাটিতে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক।

সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে, শুঁড়ীদিগের মদ চোঁয়াইবার মত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা চোঁয়াইয়া লইতে হয়। আসব ও অরিষ্ট চোঁয়াইতে হয় না, কেবল নির্দ্দিষ্ট কাল ধান্যরাশি বা মৃত্তিকা মধ্যে পুঁতিয়া পচাইয়া লইলেই প্রস্তুত হয়।

স্নেহ পাকবিধি.—তৈল ও ঘৃত পাকের প্রথমেই তাহার মূর্চ্ছাপাক করা আবশ্যক। তিলতৈলের মূর্চ্ছাপাক করিতে হইলে, লৌহকটাহ বা অপর কোন পাত্রে করিয়া তৈলে অগ্নির মৃদুজ্বাল দিতে হইবে; তৈল নিষ্ফেন হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া অল্প শীতল হইলে তাহাতে পেষিত হরিদ্রার জল, তৎপরে ঐরূপ পেষিত মঞ্জিষ্ঠা এবং ক্রমশঃ শিলাপিষ্ট লোধ, মুথা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ামূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সমস্ত দ্রব্য অল্পে অল্পে নিঃক্ষেপ করিতে হয়। তাহার পর তৈলের চতুর্গুণ পরিমিত জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে; অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। ৭ দিন পর্য্যন্ত আর কোন পাক করিবে না। মূর্চ্ছাপাকের জন্য মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ, যে পরিমিত তৈল পাক হইতেছে তাহার ১৬ ভাগের এক ভাগ মঞ্জিষ্ঠা এবং অন্যান্য দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার ৪ ভাগেব এক ভাগ পরিমাণে লইতে হয়। অর্থাৎ /৪ সের তৈলপাকের জন্য মঞ্জিষ্ঠা।০ এক পোয়া এবং অন্যান্য দ্রব্য এক ছটাক লইতে হইবে।

বায়ুনাশক তৈল পাককালে ঐরূপ মূর্চ্ছিত তৈলের অষ্টমাংশ পরিমিত আম, জাম, কয়েদ্‌বেল ও টাবালেবুর পত্র ৪ গুণ জলে পাক করিয়া একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথের সহিত ঐ মূর্চ্ছিত তৈল আর একবার পাক করিয়া লইতে হয়।

সর্ষপতৈল মূর্চ্ছা করিতে হইলে, মূর্চ্ছাপাকের জন্য যথাক্রমে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য এবং এরণ্ডতৈল মূর্চ্ছার জন্য মঞ্জিষ্ঠা,

মুথা, ধনে ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, নালুকা, কেয়ারমূল, দধি ও কাঁজী ; এই সকল দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিতে হয়। /৪ সের সর্ষপতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় এবং /৪ সের এরণ্ডতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য ৪ তোলা মাত্রায় দিতে হইবে। মঞ্জিষ্ঠা সকল তৈলেই একরূপ পরিমাণে দেওয়া উচিত অর্থাৎ /৪ সের তৈলে /।০ পোয়া মাত্রায় দিবে।

ঘৃত মূর্চ্ছায় অগ্নিজ্বালে ঘৃত চড়াইয়া নিষ্ফেন হইলে অল্প শীতল হওয়ার পর প্রথমে হরিদ্রার জল, তৎপরে লেবুর রস এবং তাহার পর শিলাপিষ্ট হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মুথা নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে তৈলের ন্যায় চতুর্গুণ জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করা আবশ্যক। /৪ সের ঘৃতে সমুদায় দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইতে হইবে।

মূর্চ্ছাপাকের দ্রব্যসমূহ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া, তৈল বা ঘৃতের সহিত ক্বাথ পাক করিতে হয়। যে কয়েকটি ক্বাথের সহিত পাক করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পাক করিতে হয়। প্রথমতঃ ক্বাথ্যদ্রব্য তৈলাদির দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া তাহার ৮ গুণ জলের সহিত অর্থাৎ /৪ সের তৈলাদির জন্য /৮ সের ক্বাথ্যদ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে ; তাহার পর সেই ক্বাথের সহিত তৈলাদি পাক করিবে। ক্বাথপাকের পর বিধানানুসারে দুগ্ধ, দধি, কাঁজি, গোমূত্র ও রস প্রভৃতি দ্রব পদার্থের সহিত তৈলাদির পাক করিতে হয়। এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, প্রত্যেক দ্রব্য স্নেহের সমপরিমিত লইতে হইবে। কিন্তু ক্বাথাদি অন্য কোন দ্রব পদার্থের সহিত পাকের বিধান না থাকিয়া, কেবল একমাত্র দুগ্ধের সহিত পাক বিহিত থাকিলে, স্নেহ পদার্থের চতুর্গুণ দুগ্ধ লওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ দুগ্ধ পাকের সময়ে দুগ্ধের সহিত চতুর্গুণ জল মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে উপদেশ দেন। ইহার পর কল্ক পাক করা উচিত। শুষ্ক বা কাঁচা দ্রব্য জল দ্বারা শিলায় পেষণ করিলে তাহাকে কল্ক কহে। স্নেহ পদার্থের চারিভাগের এক ভাগ কল্ক দ্রব্য তাহার চতুর্গুণ দ্রব পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা স্নেহ পাক করিবে অর্থাৎ /৪ সের স্নেহপদার্থে /১ সের কল্ক দ্রব্য /১৬ সের জল

পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিবে। কল্ক দ্রব্যের সহিত কোনও দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিলে চারিগুণ জলসহ কল্ক পাক করিতে হইবে। কল্ক পাককালে যখন কল্কদ্রব্য অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে বাতির ন্যায় বা গোলাকার হয় এবং অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে কোনরূপ শব্দ হয় না, তখনই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পাক শেষের পর চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিবে এবং ৭ দিন পরে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিবে।

অধিকাংশ তৈলেই সর্ব্বশেষে একবার গন্ধ পাক করিবার বিধি আছে। কুড়, নালুকা, খাটাশী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কক্কোলফল, কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতাকস্তুরী, বচ, ছোটএলাইচ, অগুরু, মুথা, কর্পূর, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরখোটী, লবঙ্গ, গন্ধমাত্রা, শিলারস, শুল্‌ফা, মেথী, নাগরমুথা, শটী, জয়ত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা; এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য মধ্যে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, খাটাশী, এলাইচ, শ্বেতচন্দন, মৃগনাভি ও কর্পূর ব্যতীত অপর দ্রব্যগুলি পেষণ বা চূর্ণ করিয়া কল্ক পাকের ন্যায় চতুর্গুণ জলসহ পাক করিতে হয়। খাটাশী সেই পাকের সময়ে তৈলে নিঃক্ষেপ করিয়া রাখিতে হয় এবং সিদ্ধ হওয়ার পর তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। পাক শেষের পর শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, এলাইচ, শ্বেতচন্দন ও মৃগনাভি এই কয়েকটি দ্রব্য তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া পাঁচদিন রাখিয়া দিবে; তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে। ঘৃতপাকে গন্ধপাক করিতে হয় না।

ঔষধ সেবন কাল,—রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঔষধ সেবন আবশ্যক। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এবং বিরেচনাদি শুদ্ধি কার্য্যের জন্য প্রাতঃকালে ঔষধ সেবন করিতে হয়। অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে, সমান বায়ুর প্রকোপে ভোজনের মধ্যে অর্থাৎ ভোজন করিতে করিতে, ব্যান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের শেষে, উদানবায়ুর প্রকোপে সায়ংভোজনের সহিত এবং প্রাণবায়ুর প্রকোপে সান্ধ্যভোজনের পর ঔষধ সেবন করিবে। হিক্কা, আক্ষেপক ও কম্প রোগে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধ সেবনের উপদেশ আছে। অগ্নিমান্দ্য এবং অরুচি রোগে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ সেবন করা উচিত। অজীর্ণনাশক ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করা ব্যবস্থা। তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাস ও বিষ রোগে মুহুর্মুহু ঔষধ সেবন আবশ্যক।

সাধারণতঃ প্রায় সকল ঔষধই প্রাতঃকালে সেবন করান ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুই তিন প্রকার ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে হইলে, বিবেচনাপূর্ব্বক কোনটি প্রাতঃকালে, কোনটি তাহার ২।৩ ঘণ্টা পরে এবং কোনটি বৈকালে সেবন করান হয়।

অনুপানবিধি,—অনেক ঔষধ সেবনের পর এক একটি দ্রবপদার্থ পানের বিধান আছে, তাহাকেই অনুপান কহে। কিন্তু সাধারণতঃ এখন মধু প্রভৃতি যে সকল দ্রব পদার্থের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যায়, তাহাই অনুপান শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঔষধ মাত্রই অনুপান বিশেষের সহিত সেবিত হইলে, তাহা অল্প সময়ে অধিক কার্য্যকারক হয়, এজন্য প্রায় সমুদায় ঔষধই অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করান আবশ্যক। ঔষধ যে রোগনাশক, তাহা সেবনকালে সেই রোগনাশক অনুপানই তাহার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্লেষ্ম জ্বরের অনুপান জন্য মধু, পানের রস, আদারস ও তুলসীপাতার রস অনুপান দিবে। পিত্তজ্বরে পটোলের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা কাথ, গুলঞ্চের রস এবং নিমছালের রস বা কাথ, অনুপান দিবে। বাতজ্বরে মধু, গুলঞ্চের রস, চিরতাভিজাজল ও নালিতা ভিজাজল প্রভৃতির অনুপান ব্যবস্থা করিবে। বিষমজ্বরে মধু, পিপুলের গুঁড়া, তুলসীপাতার রস, শেফালিকা (শিউলি) পাতার রস, বিল্বপত্রের রস ও গোলমরিচের গুঁড়া প্রভৃতির অনুপান দিতে হইবে। অতিসার রোগে বেলশুঁট, মুথা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আম্রকেশী, দাড়িমফলের ছাল, ধাইফুল ও কুড়চি প্রভৃতি। কাস, শ্লেষ্ম প্রধান শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে বাসকপাতা, তুলসীপাতা, পান ও আদার রস; বাসকছাল, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, কট্‌ফল ও কুড় প্রভৃতিদ্রব্যের কাথ এবং বচ, তালিশ পত্র, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও বংশলোচন প্রভৃতির চূর্ণ। বায়ুপ্রধান শ্বাসে বহেড়া সিদ্ধজল বা বহেড়ার বীজের শস্য চূর্ণ ও মধু। রক্তভেদ, রক্ত বমন ও রক্তস্রাব নিবারণ জন্য বাসকপাতার রস, আয়াপানার রস বা কাথ, দাড়িমপাতার রস, কুকশিমার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুড়চিছালের কাথ, দূর্ব্বাঘাসের রস, ছাগদুগ্ধ ও মোচরসের চূর্ণ। শোথরোগে বিল্বপত্রের রস, শ্বেত পুনর্নবার রস বা কাথ, শুষ্ক মূলার কাথ এবং গোলমরিচ চূর্ণ। পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে ক্ষেৎপাপড়ার রস, কুলেখাড়ার রস বা

গুলঞ্চের রস প্রভৃতি। মলভেদ করাইবার জন্ত তেউড়ি মূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ, সোনামুখীভিজাজল বা তাহার কাথ, কট্‌কির কাথ, হরিতকীভিজার জল, গরমজল ও গরমদুগ্ধ। মূত্রবিরেচন অর্থাৎ প্রস্রাব সরল করিবার জন্ত স্থলপদ্মের পাতার রস, পাথরকুচীর পাতার রস, সোরাভিজার জল, কাবাবচিনির গুঁড়া এবং গোক্ষুরবীজ, কুশমূল, কেশেমূল, শরমূল, বেণামূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূলের কাথ প্রভৃতি। বহুমূত্র নিবারণের জন্ত যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ, জামের বীজের চূর্ণ, মোচরস, ঝিঙ্গেপোড়ার রস ও তেলাকুচার মূলের রস। প্রমেহ রোগে গুলঞ্চের রস, কাঁচা হলুদের রস, আমলকীর রস, কচিশিমূলের রস, দারুহরিদ্রাচূর্ণ মাঞ্জিষ্ঠা ও অশ্বগন্ধার কাথ, যবা শ্বেতচন্দন, গঁদভিজা জল, কদম ছালের রস ও কেশুরের রস। প্রদররোগে গুলঞ্চের রস, অশোকছালের কাথ, এবং রক্তরোধক অন্যান্য দ্রব্য। রজঃস্রাব করাইবার জন্ত মুসব্বর, বাঁশেরনীলভিজা জল, উলট্‌কম্বল, লতাফট্‌কির পাতা, ইষালাঙ্গলা ও জবাফুলের রস। অগ্নিমান্দ্যরোগে যমানী, বনযমানী ও মৌরি ভিজা জল এবং পিপুল, পিপুলমূল, গোলমরিচ, চই, শুঁট ও হিঙ্গুর চূর্ণ। ক্রমিরোগে বিড়ঙ্গ চূর্ণ, দাড়িমের শীকরের কাথ এবং আনারসের পাতা, খেজুর পাতা, ভাঁটপাতা, চাঁপার পাতা, ঘেঁটুর পাতা ও নিসিন্দাপাতার রস। বমনরোগে বড়এলাচের কাথ বা চূর্ণ। বায়ুরোগে ত্রিফলাভিজান জল, শতমূলীর রস, বেড়েলার কাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলা বা ত্রিফলা ভিজার জল। শুক্র বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টির জন্ত মাখন, দুগ্ধেরসর, দুগ্ধ, আলকুশীবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, শিমুলমূলের রস, ও অনন্তমূলের কাথ অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

রোগ ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল অনুপানের মধ্যে কাথ ও ভিজাজল একছটাক পরিমাণে, দ্রব্যের রস ২তোলা বা ১ তোলা পরিমাণে এবং চূর্ণ একআনা বা অর্দ্ধ আনা পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। চূর্ণ অনুপানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করা আবশ্যক। পিত্তের আধিক্য ব্যতীত অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মধু অনুপান দেওয়া যাইতে পারে। বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ সেবন কালেই এই সকল অনুপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোদক, গুগ্‌গুলু ও গুড় প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাবিশেষে শীতলজল, গরম জল ও গরম দুগ্ধসহ সেবন করিতে হয়। ঘৃত কেবল এক ছটাক আন্দাজ গরম

দুগ্ধ ও চারিআনা আন্দাজ চিনির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত।

ধাতুপ্রভৃতির শোধনমারণবিধি।

সর্ব্বধাতুর শোধনবিধি,—স্বর্ণাদি ধাতুর অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া, যথাক্রমে এক একবার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের কাথে ডুবাইবে; এইরূপ তিন বার করিলেই সমুদায় ধাতু শোধিত হয়। বঙ্গ ও সীসা সহজেই গলিয়া যায়, এজন্য তাহার পাত না করিয়া, এক একবার গলাইয়া, তৈলাদি পদার্থে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

স্বর্ণভস্ম,—শোধিত স্বর্ণের পাত কাঁচিদ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে তাহা সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। একখানি কটোরায় প্রথমে স্বর্ণের সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণ দিয়া তাহার উপর ঐ গোলকটি রাখিয়া গোলকের উপরেও আবার ঐ পরিমিত গন্ধকচূর্ণ দিয়া অপর কটোরাদ্বারা ঢাকা দিবে; উভয় কটোরার সংযোগমুখ মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিয়া ৩০ খানি বনঘুঁটেদ্বারা পুটপাক দিতে হইবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া, পুনর্ব্বার ঐরূপ পারদসহ মর্দ্দিত ও গন্ধকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক দিতে হইবে। এইরূপ ১৪ বার মর্দ্দন ও পুটপাক করিলে স্বর্ণের বিশুদ্ধ ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

রৌপ্যভস্ম,—স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ রৌপ্যও সূক্ষ্মসূক্ষ্মরূপে কাটিয়া সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে সমপরিমিত হরিতাল ও গন্ধক এবং নেবুর রসের সহিত ঐ রৌপ্য মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণের ন্যায় পুটপাক দিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে।

তাম্রভস্ম,—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া গোঁড়া-লেবুর রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিবে। বিশুদ্ধ তাম্রপত্রে ঐ কজ্জলীর লেপ দিয়া, ঐ সমস্ত তাম্রপত্র একখানি শরায় রাখিয়া অপর শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক করিবে। পারদ গন্ধকের অভাবে গোঁড়ালেবুর রসের সহিত

হিঙ্গুল মাড়িয়াও তাহার লেপ দিবার উপদেশ আছে। তাম্র ভস্ম হওয়ার পর তাহার অমৃতীকরণ করা আবশ্যক, তাহাহইলে বমি, ভ্রম ও বিরেচন প্রভৃতি তাম্রসেবন জনিত উপদ্রব উপস্থিত হয় না। জারিত তাম্র কোনও অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে, এবং সেই গোলকটি একটি ওলের মধ্যে পুরিয়া, ওলের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাম্রের অমৃতীকরণ করা হইল। পিত্তল ও কাংস্য এইরূপ নিয়মে ভস্ম করিতে হয়।

বঙ্গভস্ম,—একখানি লৌহকড়ায় করিয়া অগ্নিজ্বালে বঙ্গ গলাইয়া লইবে এবং ক্রমশঃ তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালচূর্ণ ও অশ্বত্থছাল চূর্ণ একে একে নিক্ষেপ করিয়া, অনবরত হাতাদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। শ্বেতবর্ণ ও পরিষ্কার চূর্ণরূপে পরিণত হইলেই, বঙ্গভস্ম প্রস্তুত হইল। দস্তাও এইরূপ নিয়মে ভস্ম করিতে হয়।

সীসকভস্ম,—একটি লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিতে হইবে, সীসা ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ তাহাতে যবক্ষার দিয়া নাড়িতে হইবে। রক্তবর্ণ হইলে নামাইয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইবে এবং পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সীসকের পীতবর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম করিতে হইল, সীসক অগ্নিতাপে গলাইয়া মনঃশিলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইয়া রাখিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, লেবুর রস সহ মাড়িয়া পুটপাক দিতে হইবে। এই উভয় প্রকার ভস্মই ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম,—পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে লৌহ শোধিত করিয়া, সেই সমস্ত লৌহের পাত এক একবার গরম করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার কাথে তিন তিন বার ডুবাইতে হইবে। দুগ্ধ কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে এবং লৌহের আটগুণ ত্রিফলা তাহার চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথ লইতে হয়। এইরূপ নিষেককার্য্যের পর লৌহপাত গুলি চূর্ণ করিয়া এক একবার গো-মূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে দগ্ধ করিতে হইবে। মাধারণ কার্য্যের জন্য

অন্ততঃ ১০ বার পুট দেওয়া আবশ্যক। তাহা অপেক্ষা যত অধিক বার পুট দেওয়া যায়, লৌহের গুণও তত অধিক হইয়া থাকে। সহস্র পুটিত লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত এবং সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত।

অভ্রভস্ম,—ভস্মের জন্য কৃষ্ণাভ্র গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিবে, পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নটেশাকের রস ও কোন প্রকার অম্লদ্রব্যের রসে ৮ প্রহর ভাবনা দিলে, অভ্র শোধিত হইয়া থাকে। তৎপরে সেই শোধিত অভ্র তাহার চারি ভাগের একভাগ শালিধান্যের সহিত একত্র একখানি কম্বলে বান্ধিয়া, তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় যে অভ্রকণা নির্গত হইবে, তাহাই ভস্মের জন্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ অভ্রকে ধান্যাভ্র কহে। ধান্যাভ্র এক এক বার গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া, দুইখানি শরায় রুদ্ধ করিয়া গজপুট দিলেই অভ্রভস্ম প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ অভ্রভস্মের চন্দ্র অর্থাৎ চক্‌চকে অংশ নষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত নহে। সহস্রপুটিত অভ্রই সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করা উচিত। অভ্রভস্মেরও অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের ও জারিত অভ্র /১।০ পাঁচ পোয়া, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিতে হইবে; পাকশেষে চূর্ণবৎ হইলে তাহাই অমৃতীকরণ করা হইল।

মণ্ডুর,—লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর কহে। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডুর ঔষধার্থে গ্রহণ করা উচিত। নিতান্ত পক্ষে ৬০ বৎসরের পুরাতন মণ্ডুরও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্প দিনের মণ্ডুর কদাচ গ্রহণ করিবে না। মণ্ডুর হাপর অর্থাৎ আগুনকরা জাঁতাদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে এক এক বার পোড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া পুটপাক দিতে হইবে। তাহা হইলেই ঔষধোপযোগী মণ্ডুর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিক,—তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধবলবণ টাবালেবু অথবা গোঁড়ালেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিতে

হইবে, পাককালে ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহপাত্র যখন রক্তবর্ণ হইবে তখনই স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৎপরে সেই স্বর্ণমাক্ষিক কুলথকলাইয়ের কাথ কিম্বা তিলতৈল অথবা ঘোল কিম্বা ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে দগ্ধ করিতে হইবে। রৌপ্যমাক্ষিক কাঁকরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গোঁড়া লেবুর রসের সহিত এক একদিন ভিজাইয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

তুথকশোধন,—গোঁড়ালেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হইবে, তাহার পর তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলে তুঁতে শোধিত হয়।

শিলাজতুশোধন,—যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত ও কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মৃদু ও গুরু, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ঐরূপ শিলাজতু গরম জলের সহিত এক প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিবে, পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একটি মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হইবে; সেই জলের উপর সরের মত যে পদার্থ জমিবে তাহা তুলিয়া অন্য একটি পাত্রে রাখিবে; এই রূপ প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া উপরের সরভাগ ক্রমে ক্রমে তুলিয়া লইতে হইবে। সেই সরভাগই শোধিত শিলাজতু। বিশুদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হয় না।

সিন্দুরশোধন,—দুগ্ধ ও অম্লরসের ভাবনা দিলে সিন্দুর শোধিত হয়।

মনঃশিলাশোধন,—মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া চূণের জলে ৭ বার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনশোধন,—রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসের সহিত একদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয় অথবা অত্যুষ্ণ জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

সোহাগাশোধন,—সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া লইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ফটকিরিও ঐরূপ অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া লইতে হয়।

শঙ্খাদিশোধন,—শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দ্দক (কড়ি) কাঁজির সহিত

দোলাযন্ত্রে এক প্রহর সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয়। তাহার পর একখানি শরায় করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া লইলেই তাহা ভস্ম হইয়া থাকে।

সমুদ্রফেনশুদ্ধি,—কাগজিলেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলেই সমুদ্রফেন শোধিত হয়।

গিরিমাটী,—গব্যদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিলে অথবা গব্যঘৃতের সহিত ভাজিয়া লইলে গিরিমাটী বিশুদ্ধ হয়।

হিরাকস,—ভীমরাজের রসের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিলে হিরাকস শোধিত হইয়া থাকে।

খর্পর,—গোমূত্রের সহিত যথাক্রমে ৭ সাতদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই খর্পর বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে তাহা অগ্নিজ্বালে চড়াইতে হইবে; গলিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং পলাশকাষ্ঠ দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে। ভস্মবৎ হইলে নামাইয়া লইলেই খর্পরভস্ম প্রস্তুত হইবে।

হীরকভস্ম,—কণ্টকারীর মূলের মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, কুলথকলাই ও কোদধান্যের ক্বাথে তিনদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে হীরক বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে ঐ হীরক একবার অগ্নিতে পোড়াইয়া, হিং ও সৈন্ধবলবণমিশ্রিত কুলথকলাইয়ের ক্বাথে ডুবাইতে হইবে; এইরূপ ২১ বার করিলেই হীরক ভস্ম হইয়া থাকে। বৈক্রান্তও এইরূপ নিয়মানুসারে শোধিত করিয়া ভস্ম করিতে হয়।

অন্যান্য রত্ন জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়, তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত যথাক্রমে ঘৃতকুমারীর রস, নটে শাকের রস ও স্তনদুগ্ধে ৭ বার নিষিক্ত করিয়া লইলে তাহাদের ভস্ম প্রস্তুত হয়।

মিঠাবিষশোধন,—মিঠাবিষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তিন দিন পর্য্যন্ত গোমূত্রের সহিত ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়। প্রত্যহ নূতন গোমূত্র দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে তাহার ছাল তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

সর্পবিষশুদ্ধি,—কৃষ্ণসর্পের বিষ প্রথমতঃ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত

করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তৎপরে পানের রসে, বকপত্রের রসে ও কুড়ের কাথে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিলে শোধিত হয়।

জয়পালশুদ্ধি,—জয়পালের বীজের মধ্যভাগে যে একটী পাতলা পত্র থাকে, তাহা ফেলিয়া দিয়া দোলাযন্ত্রে গোদুগ্ধসহ পাক করিলেই বিশুদ্ধ হয়।

লাঙ্গলীবিষ,—একদিন গোমূত্রে ভাবনা দিলেই লাঙ্গলী বিষ শোধিত হইয়া থাকে।

ধুতরাবীজ,—কুট্টিত করিয়া গোমূত্রের সহিত চারিপ্রহরকাল ভিজাইয়া রাখিলে ধুতরাবীজ শোধিত হয়।

অহিফেন,—আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিলে, অহিফেন শোধিত হয়।

সিদ্ধি,—প্রথমতঃ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে; তৎপরে গোদুগ্ধের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই সিদ্ধি শোধিত হইয়া থাকে।

কুঁচিলা,—কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত ভাজিয়া লইলেই কুঁচিলা শোধিত হয়।

গোদন্তশোধন,—একটি হাঁড়ীর মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া তাহার উপর একটি পান পাতিবে, সেই পানের উপর গোদন্ত রাখিতে হইবে এবং অপর একটি হাঁড়ী সেই হাঁড়ীর উপর উপুর করিয়া ঢাকা দিয়া উভয় মুখে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। তৎপরে তাহাতে ৪ প্রহর কাল অগ্নিজ্বাল দিলে গোদন্ত উপরের হাঁড়ীতে সংলগ্ন হইবে; তাহাই বিশুদ্ধ গোদন্ত। দারুমুজ নামক বিষ হরিতালের ন্যায় শোধন করিতে হয়।

ভল্লাতকশোধন,—পক্ক ভেলাফল জলে ফেলিলে যেগুলি ডুবিয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিবে। সেই ফলগুলি ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, তাহার শোধন হইয়া থাকে।

নখীশোধন,—গোময়রসের সহিত বা গোবর গুলিয়া সেই জলের সহিত নখী সিদ্ধ করিয়া, ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তৎপরে ঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়।

হিঙ্গুশোধন,—একটি লৌহ পাত্রে করিয়া, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত হিঙ্গু ভাজিতে হইবে, নাড়িতে নাড়িতে যখন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে তখনই তাহার শোধন হইয়া থাকে।

নিষাদলশুদ্ধি,—চূণের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে নিষাদল পাক করিলেই তাহা বিশোধিত হয়। অথবা উক্তজলে নিষাদল মর্দ্দন করিয়া, মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া, সেই জল একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে; শীতল হইলে তাহার নীচে যে দানা দানা পদার্থ জমিবে, তাহাই বিশুদ্ধ নিষাদল।

গন্ধকশোধন,—একখানি লৌহের হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিলেই তাহা গলিয়া যাইবে; সেই গলিত গন্ধক জলমিশ্রিত দুগ্ধে ঢালিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদায় গন্ধক গলাইয়া, দুগ্ধে ঢালা হওয়ার পর, সেই সমস্ত গন্ধক উত্তমরূপে ধৌত ও শুষ্ক করিবা লইলেই গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে।

হরিতালশুদ্ধি,—প্রথমতঃ কুষ্মাণ্ডের রসে, তৎপরে ক্রমশঃ চূণের জলে ও তৈলে এক একবার দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই হরিতাল বিশুদ্ধ হয়। বংশপত্র হরিতাল কেবল চূণের জলে সাতদিন ভাবনা দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলশোধন,—হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া লেবুর রস ও মহিষের দুগ্ধ অথবা মেষের দুগ্ধ দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিলে শোধিত হয়।

হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিতে হইলে গোঁড়ালেবুর রস অথবা নিম-পাতার রসসহ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া একটি হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর অপর একটি জলপূর্ণ হাঁড়ী চিৎ করিয়া বসাইয়া, সংযোগস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হইবে। উপরের হাঁড়ীর জল গরম না হইতে হইতে বারম্বার জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে হিঙ্গুল হইতে পারদ উত্থিত হইয়া উপরের হাঁড়ীটির তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তৎপরে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে। এই পারদ অতি বিশুদ্ধ; ইহাকে স্বতন্ত্ররূপে শোধিত করিতে হয় না।

পারদশোধন,—অন্যান্য পারদ প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে মূল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজির সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিতে হইবে। তাহার পর পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রা চূর্ণ ও ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। সাধারণতঃ এইরূপ নিয়মে পারদ শোধিত হইয়া থাকে।

পারদ বিশেষরূপে বিশোধিত করিতে হইলে, কয়েক প্রকার পাতন ক্রিয়া আবশ্যক। পারদের ঊর্দ্ধ পাতন করিতে হইলে, তিনভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি পিণ্ড করিতে হইবে; সেই পিণ্ডটি হাঁড়ীর মধ্যে করিয়া, অপর একটি জলপূর্ণ হাঁড়ী তাহার উপর চাপা দিবে এবং উভয়ের সন্ধিস্থলে মাটী দ্বারা উত্তমরূপে লেপ দিবে। পরে ঐ হাঁড়ীদ্বয় চুল্লীর উপর বসাইয়া অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে। উপরের হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা নিম্ন হাঁড়ীর পারদ উঠিয়া উপরের হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। পরে সেই পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই পারদের ঊর্দ্ধপাতন কহে।

অধঃ পাতন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ত্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাই সর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিতে হইবে। মর্দ্দন করিতে করিতে পঙ্কবৎ হইলে, সেই পারদ একটি হাঁড়ীর মধ্য ভাগে লেপ দিয়া রাখিবে। অপর একটি হাড়ীতে জল রাখিয়া তাহার উপর উপুর করিয়া ঐ হাঁড়ীটি বসাইয়া সন্ধিস্থান মাটীদ্বারা লিপ্ত করিবে। একটি গর্ত্তমধ্যে ঐ হাঁড়ীদ্বয় বসাইয়া উপরিভাগে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার চাপা দিতে হইবে। অগ্নিসন্তাপ দ্বারা উপরের হাঁড়ীর পারদ নিচের হাঁড়ীর জলমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়াকে পারদের অধঃপাতন কহে।

তির্য্যক্ পাতন করিতে হইলে, একটি কলশে শোধিত পারদ এবং অপর একটি কলশে জল রাখিয়া উভয় হাঁড়ীর মুখ এক একখানি শরা-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উত্তমরূপে মাটির লেপ দ্বারা রুদ্ধ করিবে; পরে উভয় কলশের গলদেশে এক একটি ছিদ্র করিয়া একটি বাঁশ প্রভৃতির মোটানল উভয় হাঁড়ীর ছিদ্র মুখে দিবে এবং নল ও ছিদ্রের সংযোগস্থল উত্তম রূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে যে কলশে পারদ থাকে তাহাতে অগ্নিজ্বাল দিলেই সেই পারদ উত্থিত ও নল দ্বারা চালিত হইয়া অপর জল-পূর্ণ হাঁড়ীতে পতিত হয়। ইহাকেই তির্য্যক্ পাতন কহে। পারদের এই তিন প্রকার পাতনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কজ্জলীপ্রস্তুতবিধি,—শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগ লইয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যখন মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ মসৃণ হইবে এবং পারদাদির চাকচিক্য তাহাতে না থাকিবে তখনই কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঔষধবিশেষে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলীপ্রস্তুতের উপদেশ আছে, সেই সকল স্থলে পারদের দুই ভাগ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। ঔষধপ্রস্তুতনিয়মে কজ্জলী বলিয়া প্রায় কোন স্থলেই উল্লেখ নাই, পৃথক্ পৃথক্ পারদ ও গন্ধকের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সে সকল স্থলে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

রসসিন্দূর,—শোধিত পারদ ৪ ভাগ, শোধিত গন্ধক ১ ভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক ১ ভাগ অথবা পারদের অর্দ্ধাংশ বিশুদ্ধ গন্ধক, একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটি মোটা কাচনির্ম্মিত সমতল কাল বোতলের মাথার কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া সেই বোতলটি মৃত্তিকামিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে ক্রমে ক্রমে ৩ বার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তাহার মধ্যে কজ্জলী পুরিয়া একটি বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বোতলটি বসাইতে হইবে। বোতলটির গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকামধ্যে ডুবিয়া থাকা আবশ্যক। হাঁড়ীটির নীচে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এইরূপ পরিমাণে একটি ছিদ্র রাখিতে হইবে। তাহার পর সেই বোতলযুক্ত বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটি চুল্লীর উপর চড়াইয়া ৪ দিন পর্য্যন্ত অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রথমতঃ বোতলের মধ্যভাগ হইতে ধূম নির্গত হইয়া, ক্রমে নীল শিখা নির্গত হইতে থাকে ; তাহার পর যখন ধূমাদিনির্গম বন্ধ হইয়া বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়, তখনই পাকশেষ হইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অতএব সেই সময়ে নামাইয়া রাখিয়া শীতল হইলে বোতলটি ভাঙ্গিয়া বোতলের ঊর্দ্ধভাগে লিপ্ত সিন্দূরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে ; ইহাকে রসসিন্দূর কহে।

মকরধ্বজ,—স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ১ তোলা ও পারদ ৮ তোলা প্রথমতঃ একত্র মর্দ্দন করিয়া তৎপরে তাহার সহিত ১৬ তোলা গন্ধক মর্দ্দন করিতে হইবে ; কজ্জলী প্রস্তুত হইলে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দ্দন করিয়া লইবে। তৎপরে রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার বিধানানুসারে বোতলে

পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে। ফলতঃ রসসিন্দূরের লক্ষণানুসারে ইহারও পাকশেষ অনুমান করিতে হইবে। মকরধ্বজের পূর্ণমাত্রা ১ যব। ইহা অনুপান বিশেষের সহিত সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায়।

ষড়্গুণবলিজারণবিধি,—বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটি মাটীর ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্নিজ্বালে পাক করিবে, গন্ধক গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ গন্ধকচূর্ণ দিবে, সেই গন্ধক গলিয়া গেলে পুনর্ব্বার গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে; এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ৬ গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটি নামাইয়া তাহার মধ্য হইতে পারদের ভাণ্ডটি তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটি ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইপারদের নাম ষড়গুণবলিজারিত পারদ। ইহাদ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলেই, তাহাকে ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ কহে।

যে সকল দ্রব্যের শোধনবিধি লিখিত হইল, তাহার কোন দ্রব্যই শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে না। আর ধাতুপ্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য ভস্ম করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে, সমুদায় ঔষধেই তাহার ভস্ম প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যথা প্রয়োগ করিলে বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা।

বাক্য প্রয়োগের সুবিধার জন্য অনেক বিস্তৃত বিষয়ের এবং কতিপয় বহুসংখ্যক পদার্থের এক একটি সংক্ষিপ্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাই এস্থলে "পারিভাষিক সংজ্ঞা" নামে অভিহিত করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

দোষ,—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি শারীর দোষ এবং রজঃ তমঃ এই দুইটি মানস দোষ নামে অভিহিত। ত্রিদোষ শব্দের উল্লেখ থাকিলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষ বুঝাইয়া থাকে।

দূষ্য,—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ৭টি পদার্থকে দূষ্য কহে। রোগ মাত্রেই ইহার মধ্যে কোন না কোন একটি অবশ্যই দূষিত হয়। অবিকৃত অবস্থায় ইহারা শরীর ধারণ করে বলিয়া, ইহাদিগের অপর নাম ধাতু।

মল,—মল, মূত্র, স্বেদ, ক্লেদ ও সিঙ্ঘানক প্রভৃতি পদার্থের নাম মল। ইহার অপর নাম কিট্ট। কোন কোন স্থলে বাতাদি দোষত্রয়ও মল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ,—আমাশয়, গ্রহণীনাড়ী, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয় (প্লীহা ও যকৃৎ), হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ ও গুহ্যনাড়ী এই ৮টি স্থানকে কোষ্ঠ কহে।

শাখা,—রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ত্বক্, এই ৭টি অবয়বকে শাখা কহে।

পঞ্চ বায়ু,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি নাম ভেদে শরীরস্থ বায়ু পাঁচ প্রকার। প্রাণ বায়ু মস্তক, বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিয়া, বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করে এবং হাঁচি, উদ্‌গার ও নিশ্বাস প্রভৃতির বহির্গমন এবং অন্নাদি পদার্থের উদরমধ্যে প্রবেশ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উদান বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল, নাসিকা, নাভি ও গলদেশে ইহা বিচরণ করে। বাক্যপ্রবৃত্তি, কার্য্যোদ্যম, উৎসাহ ও স্মরণাদি উদান বায়ুর কার্য্য। ব্যান বায়ুর স্থান হৃদয়, কিন্তু ইহা অতি বেগবান্ বলিয়া সর্ব্বদাই সমস্তদেহে বিচরণ করে। গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও উর্দ্ধক্ষেপ এবং চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় ক্রিয়াই ব্যান বায়ুর কার্য্য। সমান বায়ু পাচকাদির নিকটবর্ত্তী কোষ্ঠের সমুদায় স্থানে বিচরণ করে এবং অপক্ব অন্ন আমাশয়ে ধারণ করিয়া তাহার পরিপাক ও মল মূত্রাদির অধো-নিসঃরণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। আপান বায়ুর স্থান গুহ্যদেশ। নিতম্ব, বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে ইহা বিচরণ করে এবং শুক্র, আর্ত্তব, মল, মূত্র ও গর্ভ নিঃসারণ করিয়া থাকে।

পঞ্চপিত্ত,—শরীরস্থ পিত্ত কার্য্যভেদানুসারে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যে পিত্ত আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্য-দেশে অবস্থিত থাকিয়া পরিপাক কার্য্য সম্পাদন জন্য অগ্নি নামে অভিহিত

এবং যাহা অন্ন পরিপাক করিয়া সার ও মল পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করে ও রঞ্জকাদি অপর চারি প্রকার পিত্তের বলাধান করিয়া থাকে, তাহার নাম পাচক পিত্ত। যে পিত্ত আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া রসকে রক্তবর্ণ করে, তাহার নাম রঞ্জক। যে পিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি, মেধা ও অভিমানাদি দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ের সাধন করে তাহার নাম সাধক। যে পিত্ত চক্ষুতে থাকিয়া রূপ দর্শন করে, তাহার নাম আলোচক। আর যে পিত্ত ত্বকে অবস্থিত থাকিয়া ত্বকের দীপ্তিসাধন করে, তাহাকে ভ্রাজক পিত্ত কহে।

পঞ্চ শ্লেষ্মা,—শরীরস্থ শ্লেষ্মাও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক, এই পাঁচ নামে অভিহিত হয়। যে শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে অবস্থিত থাকে এবং স্বকীয় ক্লেদ পদার্থ দ্বারা সন্ধিস্থান প্রভৃতি অন্যান্য শ্লেষ্মস্থানের কার্য্যে সহায়তা সম্পাদন করিয়া তাহাদের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহার নাম অবলম্বক। যাহা আমাশয়ে থাকিয়া কঠিন অন্নাদি ক্লিন্ন করে, তাহার নাম ক্লেদক। যাহা রসনায় অবস্থিত থাকিয়া মধুরাদি রসের অনুভব করে, তাহার নাম বোধক। যাহা মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার নাম তর্পক। আর যে শ্লেষ্মা সন্ধিস্থান সমূহে অবস্থিত থাকিয়া সন্ধিস্থানের মিলন ও তাহার আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্যে সামর্থ্য রাখে, তাহা শ্লেষক নামে অভিহিত হয়।

ত্রিকটু,—শুঁট, পিপুল ও মরিচ এই তিনটি দ্রব্যকে ত্রিকটু বা ত্র্যূষণ কহে। ত্রিফলা,—আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিনটি দ্রব্যের নাম ত্রিফলা। ত্রিমদ,—বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামূল, এই তিনটি দ্রব্যকে ত্রিমদ কহে।

ত্রিজাত,—দারুচিনি, বড়এলাইচ ও তেজপাত, এই তিনটি দ্রব্যের নাম ত্রিজাত বা ত্রিসুগন্ধি।

চাতুর্জাত,—দারুচিনি, বড়এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, এই চারিটি দ্রব্যকে চাতুর্জাত কহে।

চাতুর্ভদ্রক,—শুঁট, আতইচ, মুথা ও গুলঞ্চ, এই চারিটি দ্রব্যের নাম চাতুর্ভদ্র।

পঞ্চকোল,—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁট এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে।

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্ল,—কুল, দাড়িম, তেঁতুল ও থৈকল, এই চারিটি অম্ল পদার্থকে চতুরম্ল এবং ইহার সহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল কহে।

পঞ্চ গব্য,—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোবর এই পাঁচটি গব্য দ্রব্যকে পঞ্চগব্য কহে।

পঞ্চ পিত্ত,—বরাহ, ছাগ, মহিষ, রোহিতমৎস্য ও ময়ূর এই পাঁচটি জীবের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে।

লবণবর্গ,—একটি মাত্র লবণের উল্লেখ থাকিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ শব্দে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল ও বিট্, চতুর্লবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিট্ ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ এই পাঁচ প্রকার লবণ বুঝিতে হয়। লবণবর্গ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এই পাঁচ প্রকার লবণ গ্রহণ করিবে।

ক্ষীরিবৃক্ষ,—যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, এই পাঁচটি বৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ কহে।

স্বল্পপঞ্চমূল,—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটি পদার্থের মূলকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে।

বৃহৎপঞ্চমূল,—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী. এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলের নাম বৃহৎপঞ্চমূল। এই উভয় পঞ্চমূলের মিলিত নাম দশমূল।

তৃণপঞ্চমূল,—কুশ, কাশ (কেশে,) শর, উলুখড় ও কৃষ্ণ ইক্ষু, এই পাঁচটি তৃণের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে।

মধুরবর্গ,—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী ও জীবন্তী, এই দশটি দ্রব্যের নাম মধুরবর্গ বা জীবনীয়গণ।

অষ্টবর্গ,—মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, এই আটটি দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে।

যবক্ষার,—যবের শূক (শুঁয়া) দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম /২ সের ৬৪ সের জলে গুলিবে, একখানি মোটা কাপড় দ্বারা সেইজল ক্রমে ক্রমে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে. তাহার পর সেই জল কোনও পাত্রে করিয়া তীক্ষ্ণ

অগ্নিতে জ্বাল দিলে চূর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই নাম যবক্ষার। এই যবক্ষার উষ্ণজলে গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে নীচে জমিয়া থাকে, পরে উপরের জল ভাগ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই যবক্ষার শোধিত হয়। অন্যান্য পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাও প্রায় এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়।

বজ্রক্ষার,——ঐ যবক্ষার বা সোরা কোনও পাত্রে করিয়া অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, জলবৎ গলিয়া গেলে তাহাতে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, তাহাহইলে ময়লা কাটিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে, খুন্তিদ্বারা সেই ময়লা গুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিবে। তাহার পর কোনও বিস্তৃত পাত্রে পাতলা করিয়া ঢালিয়া ফেলিলেই চটীবৎ পদার্থ জমিয়া যাইবে, তাহাকেই বজ্রক্ষার বা সাদাচটী কহে। ইহা অজীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

পথ্যপ্রস্তুতবিধি।

যবাগূ,——অর্দ্ধকুট্টিত তণ্ডুল বা যবের তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত, মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। তণ্ডুলের উনিশ গুণ জল সহ পাক করিয়া, সুসিদ্ধ হইলে ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে মণ্ড প্রস্তুত হয়। এগার গুণ জলসহ পাক করিয়া উত্তমরূপে গলিয়া গেলে পেয়া প্রস্তুত হয়। নয়গুণ জলসহ ঐরূপ পাক করিলে বিলেপী প্রস্তুত হয়। পেয়া ও বিলেপী ছাঁকিয়া ফেলিতে হয় না। পেয়ার দ্রবভাগ অধিক ও সিক্‌থভাগ অল্প থাকে, আর বিলেপীতে দ্রবভাগ অল্প রাখিয়া সিক্‌থভাগ অধিক রাখিতে হয়।

খৈমণ্ড,—টাট্‌কা খই না বাছিয়া কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে ন্যাকড়াদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে মাড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই খই-এর মণ্ড কহে।

বার্লি ও এরারুট পাক করিতে হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে অত্যুষ্ণ জলের সহিত কিছুক্ষণ আলোড়িত করিয়া লইতে হয়। আবশ্যকমত তৎপরে তাহার সহিত দুগ্ধ ও মিছরীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। সাগু প্রস্তুতের নিয়মও ঐরূপ, তবে প্রথমতঃ তাহা কিছুক্ষণ শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উষ্ণজল সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

মাণমণ্ড,——মাণের গুঁড়া দুইভাগ ও চাউলের গুঁড়া একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৯ গুণ জলসহ পাক করিলে মাণমণ্ড প্রস্তুত হয়। আবশ্যক মত মাণের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

যবাগূ প্রভৃতি পথ্যসমূহ রোগীর রুচি ও পীড়ার অবস্থা অনুসারে মিছরীর গুঁড়া, দুই তিন ফোটা কাগজী লেবুর রস বা ক্ষুদ্রমৎস্যের কিঞ্চিৎ ঝোল অথবা আবশ্যক মত মাংসরস সহ খাইতে দেওয়া উচিত।

উপবাস বা যবাগূ প্রভৃতি লঘু ভোজনের পর প্রথম অন্নপথ্য দিতে হইলে সেই অন্ন তণ্ডুলের পাঁচগুণ জল সহ পাক করিয়া উত্তমরূপে গলিয়া গেলে বিশেষরূপে ফেন গালিয়া ফেলা আবশ্যক। ব্যঞ্জনাদিও অল্প তৈলে এবং অল্প লবণ দ্বারা পাক করা আবশ্যক।

দাইলের যূষ,—মুদ্গ ও মসুরাদির যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, দাইলের আঠার গুণ জলসহ তাহা পাক করিতে হয় এবং তাহাতে স্নেহ, লবণ ও মস্‌লা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হয়। দুই তিনটি তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও অল্প ধনেবাটা ব্যতীত অন্য মস্‌লা দেওয়া উচিত নহে।

মাংসরস,—রোগবিশেষের ব্যবস্থানুসারে ছাগ, কপোত বা কুক্কুট প্রভৃতির কোমল মাংস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া তাহার চর্ব্বি ফেলিয়া দিয়া উযুক্ত জলসহ ১ ঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে; তৎপরে তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ, হরিদ্রা ও গোটা ধনে দিয়া কোন আচ্ছাদিত পাত্রে মৃদুঅগ্নিজ্বালে পাক করিতে হইবে। সুসিদ্ধ হইলে একটি পাত্রে ঝোল ও অপর একটি পাত্রে মাংস ঢালিয়া ফেলিবে। তাহার পর সেই মাংস উত্তমরূপে চটকাইয়া কাথ বাহির করিয়া লইবে এবং সেই কাথ অপর পাত্রের ঝোল সহ মিশ্রিত করিবে। কিছুক্ষণ পরে তাহার উপরিভাগে চর্ব্বি ভাসিয়া উঠিলে, একখানি পরিষ্কৃত সরু ন্যাকড়া দ্বারা চর্ব্বি উঠাইয়া ফেলিবে। তৎপরে রোগীর অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ মৃত-

দুইচারি খান তেজপাত ও অল্প মৌরীর সহিত সম্বরিয়া, তাহার সহিত অল্প পরিমাণে গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে মাংসরস প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজ কাল একরূপ বোতলে পুরিয়া মাংসরস (ব্রথ্) প্রস্তুত করিবার যে নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে তদনুসারেও মাংসরস প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মাংসরস একবার প্রস্তুত করিয়া ৫।৬ ঘণ্টার পর আর তাহা খাইতে দেওয়া উচিত নহে। আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত।

সুজির রুটী,—লঘুপাক রুটী প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ সুজি উপযুক্ত জলসহ এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটি ডেলামত করিবে। একটি পাত্রে করিয়া অগ্নিতে জল চড়াইয়া, জল ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে সুজির ডেলাটি ১০।১২ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া লইবে। তাহার পর ঐ ডেলাটি তুলিয়া, উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া খুব পাত্‌লা রুটী করিবে। এই রুটী অত্যন্ত লঘুপাক এবং ইহাতে অম্লপাকের আশঙ্কা থাকে না।

জ্বরাধিকার।

বাতজ্বরে।

বিল্বাদিপঞ্চমূল—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি গাছের শিকড়ের ছাল ২ তোলা ⁄৷৷৹ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে বাতজ্বর নষ্ট হয়।

কিরাতাদি—চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও শুঁট ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরনাশক।

রাস্নাদি—রাস্না, সোঁদাল, দেবদারু, গুলঞ্চ, এরণ্ড, পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথ শুঁটচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয় এবং তজ্জনিত অঙ্গাদির বেদনা সকল নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি—পিপ্পলী, গুলঞ্চ ও শুঁট কিম্বা পিপ্পলী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্‌ফা ও রেণুকা ইহাদের মধ্যে যে কোনটির ক্বাথ সেবন করিলে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ুচ্যাদি—বাতিকজ্বরে সপ্তম দিবসে সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁট ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

দ্রাক্ষাদি—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, বলাডুমুর ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরে।

কলিঙ্গাদি—ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, লোধ, আকনাদি, পল্‌তা ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের ক্বাথ সেবন করাইলে পৈত্তিক জ্বরের দোষ পরিপাক হয়।

লোধ্রাদি—লোধছাল, উৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও অনন্তমূল ইহাদিগের ক্বাথ কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে পিত্তজন্যজ্বর নষ্ট হয়।

পটোলাদি—পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপসা প্রবল থাকিলে পল্‌তা, যব, ধনে ও যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিতে দিবে।

দুরালভাদি—দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক, ও কট্‌কী ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জর ও দাহ প্রশমিত হয়।

ত্রায়মাণাদি—বলাডুমুর, যষ্টিমধু, পিপুলমূল, চিরতা, মুথা, মৌলপুষ্প ও বহেড়া ইহাদের কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মজ্বরে।

পিপ্পল্যাদিগণ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁট, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানি, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিম্বফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ বলে। ইহা ব্যবহারে শ্লেষ্মজ্বর বিনিষ্ট হয় এবং কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, ও শূল প্রশমিত হয়।

কটুকাদি—কট্‌কী, চিতামূল, নিমফল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পল্‌তা ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে কট্‌কী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটি যোগ এবং কুড় হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যোগ।

নিম্বাদি—নিমছাল, শুঁট, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহতী ইহাদের কাথ কফজ্বরনাশক।

বাতপিত্তজ্বরে।

মধ্যাজ—শুঁট, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ আশু বাতজ্বর নষ্ট করে।

পঞ্চভদ্র—গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, মুতা, চিরতা ও শুঁট ইহাদের কাথ বাতপিত্তজ্বরে প্রশস্ত।

ত্রিফলাদি—ত্রিফলা, শিমুলমূল, রাস্না, সোঁদালফল ও বাসক ইহাদের কাথ বাতপিত্তজ্বরনাশক।

নিদিগ্ধিকাদি,—কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূর কলায় (কাহারও মতে শ্যামালতা) ইহাদের কাথে বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

মধুকাদি,—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, রক্তচন্দন, উৎপল, গাম্ভারী, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, ফলসাফল ও বেণামূল রাত্রিতে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইবে। উহাতে মধু, খইচূর্ণ ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে পৈত্তিকজন্য তৃষ্ণা, বমি, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর প্রশমিত হয় এবং অরুচি, সর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

মুস্তাদি—বাতশ্লেষ্মজ্বরে বমি, দাহ ও মুখশোষ থাকিলে মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁট গুলঞ্চ ও দুরালভার কাথ সেবন করাইবে।

দার্ব্বাদি—এই জ্বরে হিক্কা, মুখশোষ, গলবদ্ধতা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক থাকিলে দেবদারু, ক্ষেৎপাপড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী শুঁট ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের কাথ হিঙ্গু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

চাতুর্ভদ্রক—কফের বেগ প্রবল থাকিলে চিরতা, শুঁট, মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ সেবন করিতে দিবে।

পাঠাসপ্তক—এইজ্বরে পিত্ত প্রবল থাকিলে চিরতা, শুঁট, মুতা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বালা ও বেণামূল ইহাদের কাথ প্রশস্ত।

কণ্টকার্য্যাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁট ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কট্‌কী ইহাদের কাথ পান করাইলে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, কাস, এবং হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে।

পটোলাদি—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, আকনাদি ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং অরুচি, বমি কণ্ড ও বিষদোষনিবারক।

অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, নিমছাল, ইন্দ্রযব, পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁট, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের কাথে পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয় এবং তজ্জনিত বমন, অরুচি, তৃষ্ণা বমনবেগ ও দাহ প্রশমিত হয়।

পঞ্চতিক্ত,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁট, চিরতা ও কুড় এই পঞ্চতিক্তের কাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

নবজ্বরে।

জ্বরাঙ্কুশ—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পালবীজ ৪ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য দন্তীমূলের কাথসহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল।

স্বচ্ছন্দভৈরব—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জায়ফল ও পিপুল, সমভাগে জলসহ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস, পানের রস ও মধু।

হিঙ্গুলেশ্বর—পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিকজ্বর উপশমিত হয়।

অগ্নিকুমাররস—মরিচ ২ মাষা, বচ ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, মুথা ২ মাষা ও বিষ ৮ মাষা আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমজ্বরে প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু, কফজ্বরে আদার রস বা নিসিন্দা পত্ররস, পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গচূর্ণ, শোথে দশমূলের কাথ, আমাতিসারে ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ, পক্কাতিসারে কুড়চির কাথ ও মধু, গ্রহণীরোগে শুঁঠচূর্ণ, সন্নিপাতজ্বরের প্রথমাবস্থায় পিপুলচূর্ণ ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস, শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। দুইটি বটিকা সেবনে রোগী স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হয়। সকল রোগে আমদোষ শান্তির জন্য এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার রস।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস—বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, বনজীরা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ (এস্থলে জম্বীর রসে হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লইতে হইবে। যদি ইহাতে ১ ভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে হিঙ্গুলের আবশ্যক নাই।) আদার রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান সাধারণতঃ মধু, বাতজ্বরে দধিরমাত, সন্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণজ্বরে জম্বীররস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ বটী। কিন্তু বৃদ্ধ, বালক ও অতিক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ১ বটী। যদি কফাধিক্য না থাকে এবং রোগী ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে ডাবের জল ও চিনি সহ সেবন বিধেয়। তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হয়।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশবটী—পারদ, গন্ধক, মরিচ, শুঁট, পিপুল, জয়পালছাল, চিতা ও মুথা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী সেবনান্তে বস্ত্রাদিদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধজ্বর, প্রাকৃত বৈকৃত জ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

চণ্ডেশ্বর—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, পরে আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দা পত্রের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়।

চন্দ্রশেখর রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ ও সর্ব্বসমান চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও শীতলজল। ইহা সেবনে অত্যুগ্র পিত্তশ্লেষ্মজ্বর তিন দিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

বৈদ্যনাথ বটী—পারদ ॥০ তোলা, গন্ধক ॥০ তোলা ও উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর কটুকী চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছে পাতার রস অথবা ত্রিফলার কাথে তিনবার ভাবনা দিয়া কলায়প্রমাণ

বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস কিম্বা উচ্ছে পাতার রস ও উষ্ণোদক জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১টি হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে যে কোন প্রকার শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা বালকদিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

নবজ্বরেভসিংহ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল ও শুঁট প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ (কেহ কেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ) একত্র জলে ২ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

মৃত্যুঞ্জয় রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ; ধুতুরাবীজ ১৬ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ; এই সমুদায় ধুতুরার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষাপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনি সহ বাত পৈত্তিকজ্বর, মধুসহ শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং আদার রসসহ সেবনে সান্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বর রস—বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া দুই প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক নিসিন্দা পত্রের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। পরে তিলপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস, ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিপুরভৈরব রস—বিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ দন্তীর কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া, ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস অথবা শুঁট, পিপুল ও মরিচের কাথ এবং চিনি, ইহাদ্বারা নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমি নিবারিত হয়।

শীতারি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, জয়পাল বীজ ২ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুলছালভস্ম ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীররসে মর্দ্দন করিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কফকেতু—শঙ্খভস্ম, শুঁট, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খৈ প্রত্যেক এক এক ভাগ, বিষ ৫ ভাগ এই সমুদায় একত্র আদার রসে ৩ বার মর্দ্দন

করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস, ইহা সেবনে কফজন্য কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডরস—বিষ, হিঙ্গুল ও সোহাগা সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সদ্যঃ জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জ্বরকেশরী,—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পালবীজ প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। শিশুদিগের মাত্রা ১ সর্ষপ। পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাতজ্বরে মরিচ এবং দাহজ্বরে পিপুল ও জীরার কাথ সহ বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণতঃ কেবল শীতল জল সহও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জ্বরমুরারি—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজ একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ বিরেচন জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা সদ্যঃ জ্বরনিবারক।

সন্নিপাত জ্বরে।

ক্ষুদ্রাদি—কণ্টকারী, শুলফা, শুঁট ও কুড় ইহাদের কষায় সেবন করিলে সান্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়; ইহা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরেও দেওয়া যায়।

চাতুর্ভদ্রক—চিরতা, শুঁট, মুথা ও শুলফা ইহাদেরকাথ সেবন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়; ইহা শ্লেষ্মাধিক্য সান্নিপাতে প্রশস্ত।

নাগরাদি—শুঁট, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কটকী, মুতা, গজপিপ্পলী সোঁদাল, চিরতা, শুলফা, দশমূল ও কণ্টকারী ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষোত্থ সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

চতুর্দশাঙ্গ—দীর্ঘকালের জ্বরে বা বাতশ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক জ্বরে, পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কিরাতাদিগণ অর্থাৎ চিরতা, মুথা, শুলফা ও শুঁট একত্র

করিয়া ইহার কাথের সহিত ।।• অর্দ্ধ তোলা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মহর-অষ্টাদশাঙ্গ—বাতশ্লেষ্মাধিকাসান্নিপাতিক জ্বরে হৃদয় ও পার্শ্ব-বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও বমি থাকিলে পূর্ব্বোক্ত দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী এই অষ্টাদশাঙ্গের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁট, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী, ইহাদের কাথে, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর আশু নিবারণ করে।

ভার্গ্যাদি—বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়. ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুট ইহাদের কষায় পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয় আর সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়।

শঠ্যাদি,—শঠী, কুড়, বৃহতী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁট, আক-নাদি, চিরতা ও কট্‌কী এই শঠ্যাদিগণের কাথ সান্নিপাতিক জ্বরনাশক।

বৃহত্যাদি,—বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরা-লভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী এই বৃহত্যাদিগণের কাথ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর ও তদুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়।

ব্যোষাদি,—শুঁট, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসক, চিরতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা ইহাদের কষায় ত্রিদোষজ্বরনাশক।

ত্রিবৃতাদি,—তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, কট্‌কী ও সোঁদাল্ ইহাদের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত জ্বর নষ্ট হয়।

অভিন্যাস জ্বরে।

কারব্যাদি,—কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁট, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা ও পুনর্নবা, গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ইহাদের কাথ সেবন করাইলে ঘোরতর অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয়।

শৃঙ্গ্যাদি,—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরতা,

ক্ষেত্তপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁট, মুতা, ধনে, কটুকী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতামূল, রাখালসনা সোঁদাল, নিমছাল, সোমরাজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানি ও বনযমানি, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উৎকট অভিন্যাস জ্বর, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, হিক্কা, কর্ণশূল, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

স্বল্পকস্তুরীভৈরব——হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সন্নিপাতজ্বরে আদার রস সহ ব্যবস্থা কবিবে।

বৃহৎকস্তুরীভৈরব—মৃগনাভি, কর্পূর, ধাইফুল, তাম্র, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁট, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া আকন্দ-পত্রের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মকালানলরস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, বঙ্গ ও সোহাগার খৈ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফোল্বণ সন্নিপাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

কালানলরস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কালসর্পবিষ, দারমুজ বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। লাঙ্গলীমূল, ঘোষালতার মূল, রক্তচিতার মূল, কচিভুই আমলা, বামুনহাটী, আকন্দের মূল ও পঞ্চপিত্ত এইসকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া কণিকা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সন্নিপাতবিকার প্রশমিত হয়।

সন্নিপাতভৈরব—পারদ, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী, হরী-তকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, অভ্র, লৌহ, অর্কক্ষীর,

লাঙ্গলী ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত ভাব্যদ্রব্য সকলের কাথে ৩০ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে।

ভাব্যদ্রব্য যথা—আকন্দ, শ্বেত অপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শোণাছাল, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বঁইচী, রক্তসূর্য্যমণিপুষ্প, শ্রীখণ্ডচন্দন, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতুরা, দন্তী ও পিপুল। এই ঔষধ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

বেতালরস—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করতঃ ১রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশ প্রকার সন্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাদি উপশমিত হয়।

সূচিকাভরণরস—কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ প্রত্যেক ১ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, একত্র রোহিতমৎস্য, বরাহ, মহিষ, ছাগ ও ময়ূর ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক এক বার ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান ডাবের জল, ইহা সেবনান্তে তিলতৈল মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকেও সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

ঘোরনৃসিংহরস—তাম্র ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ভাগ, পারদ ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, মনঃশিলা ১ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকুট ৪ ভাগ, কুঁচিলা ২২ভাগ ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর ইহাদের পিত্তে এবং চিতার রসে একপ্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপ-প্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত ১বটিকা প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চক্রী (চাকী)——পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণ-মাক্ষিক, প্রত্যেক তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশ-প্রকার সান্নিপাতিকজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরন্ধ্র রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, হরিতাল, হিঙ্গুল মরিচ, সোহাগার খৈ

ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমান বিষ, সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মহিষপিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্র একটুকু ক্ষত করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে। ইহাতে সন্নিপাত বিকারের অজ্ঞানতাদোষ বিনষ্ট হয়। রোগীকে ইক্ষু প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করাইবে।

মৃগমদাসব——মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল ও গুড়ত্বক প্রত্যেক ২ পল, এই সমুদায় একত্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে একমাস রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সন্নিপাতজ্বরে প্রযোজ্য।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা——বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলা-ছাল ২০ পল, দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, কুল, রাখালশশার মূল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেকের কুট্টিত ১০ পল, জল ২৫৬ সের, এই সমুদায় একত্র একটি গভীর মৃৎপাত্রে (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাদ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। ১৬ দিবস পরে উহাতে কুট্টিত সুপারি ৪ সের, ধুতুরামূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী গুড়ত্বক, এলাইচ, জায়ফল, মুথা, গেটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও চন্দন প্রত্যেক ২ পল এই সমুদায় কুট্টিত করতঃ প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় জালার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ৪ দিন পরে ঐ সমুদায় যথাবিধানে বকযন্ত্রে চুয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাতে ঘোর সন্নিপাতজ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয় এবং দেহের কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়।

স্বচ্ছন্দমারক—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিবে। যথা হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, চিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচি ও পঞ্চ পিত্ত। পরে কটোরায় করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহার চূর্ণ ১ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে অভিন্যাস নামক সন্নিপাত নিবারিত হয়। ছাগীদুগ্ধ ও মুগের যূষ রোগীকে পথ্য দিবে।

জীর্ণ ও বিষম জ্বরে।

নিদিগ্ধিকাদি,—কণ্টকারী, শুঁট ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে ৵৹ আনা পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ঊর্দ্ধগরোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

গুড়ূচ্যাদি—গুলঞ্চ, মুতা চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁট, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, কট্কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে পিপুল চূর্ণ ৵৹ আনা ও মধু ২মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ, পিত্তজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদি—জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁট, কট্কী, আকনাদি, চিরতা, দুরালভা, বেণামূল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাল, এই অষ্টাদশ অঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

মহৌষধাদি—শুঁট, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ কাঁক-রোলভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী; ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর।

পটোলাদি—পল্তা, যষ্টিমধু, কট্কী, মুতা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ অথবা ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কিম্বা মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ বিষমজ্বরনাশক।

বৃহৎভার্গ্যাদি—বামুনহাটী, হরীতকী, কট্কী, কুড, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁট ইহাদের কষায় পান করিলে, ধাতুগত ও সন্ততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

ভার্গ্যাদি—বামুনহাটী, কুড়, রাস্না, বেলছাল, যমানি, শুঁট, দশমূল ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বিষমজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর এবং

তজ্জনিত কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

মধুকাদি—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণামূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র ইহাদের কাথে মধু ২ মাষা ও চিনি ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি জ্বর আশুপ্র শমিত হয়।

দাস্যাদি—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুঁট, বেণামূল, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঁট, মুতা, সরলকাষ্ঠ, শজিনাছাল, বালা, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, দশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড় ইহাদের কাথ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রপেক্ষ দিয়া সেবন করাইলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমির সহিত জ্বর, ক্ষয়জনিত জ্বর এবং সন্ততক ও দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্বাদি—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেৎপাপড়া, শ্যামালতা, সিউলীছোপ, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁট, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়জোড়া, চিরতা, ভেলারমুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও ধনে ইহাদের কাথ মধু ॥৹ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্ববিধ সুদারুণ বিষমজ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি—শুঁট, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ধনে ইহাদের কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয়।

উশীরাদি—তৃতীয়কজ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে বেণামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁটের কাথ চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তৃতীয়কজ্বর নিবারিত হয়।

পটোলাদি—পল্‌তা, নিমছাল, কিস্‌মিস্, শ্যামালতা, ত্রিফলা ও বাসক ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃতীয়কজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাসাদি—বাসকের ছাল, আমলকী, শালপানি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁট ইহাদের কাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া চাতুর্থক অর্থাৎ দুইদিন অন্তর জ্বরে পান করিতে দিবে।

মুস্তাদি—মুতা, আকনাদি ও হরীতকীর ক্বাথ কিম্বা দুগ্ধের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদি—হরীতকী, শালপানি, শুঁট, দেবদারু, আমলকী ও বাসক ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদি—নিদিগ্ধিকাদিগণ (শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর) এবং হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের কাথে যবক্ষার ও পিপুলচূর্ণ ২মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃৎযুক্তজ্বর নিবারিত হয় এবং প্লীহাদিরও উপশম হইয়া থাকে।

সুদর্শনচূর্ণ—কৃষ্ণাগুরু (অভাবে অগুরু), হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁট, বলাডুমুর, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শটী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বামূল, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাবীজ সুন্দিফুল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণার মূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপানি, যমানি, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্‌কী, চিতামূল, কলুতা ও চাকুলে এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ। মাত্রা ৵০ আনা হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং স্থানদোষজ বা জলদোষজ জ্বর ও বিরুদ্ধ ঔষধ সেবনজনিতজ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয়।

জ্বরভৈরবচূর্ণ—শুঁট, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়শৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেৎপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশশারমূল কুড়, শটী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চীছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজীনাবীজ বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কি, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানি, শালপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলছাল, বালা, পল্প-পর্ণী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ গ্রহণ করিবে। পরে সমষ্টির

অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ইহার ৵০ হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে সুদর্শনচূর্ণের ন্যায় সর্ব্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়। অধিকন্তু উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

চন্দনাদিলৌহ—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপুল ও মুতা সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিয়া ২রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরাতা, পটোলপত্র, বালা, কট্কী, কণ্টকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টির সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। পরে জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস নিবারিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, কান্তলৌহ ৮ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য উচ্ছেপাতা, দশমূল, ক্ষেৎপাপড়া, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পান, কাকমাচী, নিসিন্দাপত্র, পুনর্ণবা ও আদা ইহাদের যথাসম্ভব স্বরসে ও কাথে সাতদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই মহৌষধ সেবনে যে কোন প্রকার জ্বরই হউক না কেন সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে এবং অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ আরোগ্য হইবে। অনুপান পুরাতন গুড় ও পিপুলচূর্ণ।

পঞ্চানন রস—বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১তোলা, তাম্র ২তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য আকন্দমূলের রসে ভাবনাদিয়া ১রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবলজ্বর নাশ হয়। সেবনের পর শীতক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

জ্বরাশনি রস—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমান ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ ও তৎ অভ্র একত্রে মিশ্রিত করিয়া, দৌহৃদলে

লৌহদণ্ডদ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। পুনর্ব্বার পারদতুল্য মরিচ চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবনে বহুকালের জীর্ণ ও বিষমজ্বর, ধাতুস্থ প্রবলজ্বর, দাহজ্বর, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, শোথ, শ্বাস ও কাস সত্বর উপশমিত হয়।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র রস— পারদ ২তোলা, অভ্র ১তোলা, রৌপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল. লৌহ, শিলাজতু, গিরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেক ৪তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ভাব্যদ্রব্য যথা,—ক্ষীরুই, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারী, ভুঁই-আমলা, ঘোষালতা, চিরাতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাফট্‌কী, মুগানি ও গন্ধভাদুলে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস. প্রমেহ, সশোথপাণ্ডু এবং কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

জয়মঙ্গলরস—হিঙ্গুলোত্থপারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেক ৵০ আনা, স্বর্ণ।০ চারি আনা, লৌহ ৵০ আনা ও রৌপ্য ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া ধুতুরা পত্রের রসে, সেফালীপত্রের রসে, দশমূলের কাথে ও চিরতার কাথে প্রত্যেকে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে যে কোন প্রকার জ্বর হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বল এবং পুষ্টির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ—পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ১ ভাগ ও লৌহ ৬ ভাগ, এই সমুদায় জয়ন্তীপত্ররসে, কুলেখাড়ার রসে, পানের রসে, আদার রসে ও বাসকের রসে যথাক্রমে পৃথক পাঁচবার ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, হৃদয়ের উৎকর্ষতাজনক এবং বল ও পুষ্টিকারক।

পুটপাকের বিষমজ্বরান্তকলৌহ—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১

তোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া পর্প টীর ন্যায় পাক করিবে। ইহার সহিত স্বর্ণ সিকিতোলা, লৌহ, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; বঙ্গ, শিরিমাটী ও প্রবাল প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া মাটীর লেপ দিবে। পরে ঐ ঝিনুক ২০।২৫ খানি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থ করিয়া পুট দিবে এবং শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপুলচূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, মেহরোগ, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

কল্পতরু রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র সমভাগে লইয়া পঞ্চপিত্ত অর্থাৎ বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত দ্বারা যথাক্রমে ৫ দিন, নিসিন্দা পাতার রসে ৭ দিন ও আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া একাধিক্রমে ২১ দিন এক একটি বটিকা সেবন করিতে দিবে। বটিকা সেবনান্তে ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে; ঘর্ম্মোদ্গমের পর শয্যা ত্যাগ করিয়া চিনির সহিত দধি পান করিবে। ইহার অনুপান কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

ত্র্যাহিকারি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আতইচ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ ও রৌপ্য অর্দ্ধভাগ এই সমুদায় নিমছালের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আতইচের কাথ। ইহা সেবনে ত্র্যাহিকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

চাতুর্থকারি রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমানভাগ, স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া কৃষ্ণধুতুরা ও বকফুলের রসে মর্দ্দন করতঃ ২ রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চাঁপাছালের রস ইহাদ্বারা চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বর বিরামকালে এই ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি রস প্রয়োগ করিতে হয়।

অমৃতারিষ্ট—গুলঞ্চ ১২॥০ সের ও মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, একত্র ২৫৬

সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথে ৩৭।।০ সের গুড়মিশ্রিত করিবে; এবং কৃষ্ণজীরা /২ সের, ক্ষেৎপাপড়া ।০ পোয়া, ছাতিমছাল, শুঁট, পিপুল, মরিচ, মুথা, নাগেশ্বর, কটুকী, আতইচ ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ পল নিঃক্ষেপ করিয়া আবদ্ধভাণ্ডে একমাস রাখিয়া দিবে এই অরিষ্ট সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

অঙ্গারক তৈল—তিলতৈল /৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের, কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী মিলিত /১ সের, কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের; পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈলমর্দ্দনে সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহৎ অঙ্গারক তৈল—তিলতৈল /৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, কল্কার্থ শুক্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুঁট এবং অঙ্গারক তৈলোক্ত সমুদায় কল্কদ্রব্য সর্ব্বসমষ্টিতে /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষাদিতৈল—তিলতৈল /৪ সের, কাঁজি ২৪ সেব, কল্কার্থ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের, জল /৪ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

মহালাক্ষাদিতৈল—তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের, (লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের); দধির মাত ১৬ সের, কল্কার্থ শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে বিধানানুসারে শিলারস, নখী ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত তৈলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কিরাতাদিতৈল—কটুতৈল /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, চিরাতার কাথ /৪ সের; কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপ্পলী, শুঁট, পিপুল, মরিচ, আক-

নাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বাসকছাল, শ্বেত আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল মিলিত /১ সের। এই তৈলমর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎকিরাতাদিতৈল—কটুতৈল /৮ সের, কাথার্থ চিরাতা ১২॥০সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মূর্ব্বামূল /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; লাক্ষার কাথ /৮ সের, কাঁজি /৮ সের, দধিরমাত /৮ সের। কল্কার্থ চিরাতা, গজপিপ্পলি, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশশার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, রেণুক, দেবদারু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ ধনে, পিপ্পলী, বচ, শটী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপানী, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা ও যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা। পাক শেষ হইলে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। এই তৈলমর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, শোথ, প্রমেহজ্বর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত—দশমূল /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা। দুগ্ধ /৪ সের। এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে /৪ সের ঘৃত পাক করিবে এই ঘৃত বিষমজ্বর, প্লীহা, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডু রোগনাশক।

বাসাদ্যঘৃত—বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা বলাডুমুর ও দুরালভা, সর্ব্বসমষ্টি /৮ সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশেষ রাখিবে। কল্কার্থ পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলশুঁদী ও শুঁট, সর্ব্বসমষ্টি /১ সের। দুগ্ধ /৮ সের। যথাবিধানে ইহাদের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা জীর্ণ-জ্বরনাশক।

পিপ্পলাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের; কল্কার্থ পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণামূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁই আমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলছাল, বলাডুমুর ও কণ্টকারী, সর্ব্বসমষ্টি /১ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা জীর্ণজ্বর, শ্বাস, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শিরঃশূল, অরোচক, অগ্নিবৈষম্য ও অঙ্গসন্তাপ নিবারক।

এই সমস্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রথম সেবন করাইতে হয়। সহ্যানুসারে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করান যায়। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

—০:০—

প্লীহা ও যকৃৎ।

মাণকাদি গুড়িকা—এক বৎসরের পুরাতন মাণ, অপামার্গমূলের ভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁট ও তালজটার ক্ষার প্রত্যেক ৬ তোলা; বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। মোদকের ন্যায় ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে ৩ পল মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি বিবিধ উদররোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা,—পুরাতন মাণ, অপাঙ্গমূল ভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁট, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধা মান্দারের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা; একত্র ২৪ সের গোমূত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শঠী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশশারমূল প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ২৪ তোলা মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর, কুক্ষিশূল, হৃৎশূল ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

গুড়পিপ্পলী—বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল গজপিপ্‌পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাল ভস্ম, অপামার্গভস্ম ও তেঁতুলছাল ভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায় দ্রব্যের সমান পিপুল চূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, একত্র মাড়িয়া লইবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল অনুপান সহ প্লীহাদি রোগে প্রয়োজ্য।

অভয়ালবণ—শালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ শীজেরছাল, আপাঙ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে করিয়া তিলকাষ্ঠের জ্বালে ভস্ম করিবে। ঐ ভস্ম /২ সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্রমে ক্রমে সেই জল ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্ষারজলসহ সৈন্ধব-লবণ /২ সের হরীতকীচূর্ণ /১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকুট, হিং, যমানী, কুড় ও শটী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবনে প্লীহা যকৃৎ, গুল্ম, আনাহ অষ্ঠীলা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ—পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ॥• অর্দ্ধতোলা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট্, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিং, কট্‌কী, রয়নাছাল, তেউড়ি, তেঁতুলছাল ভস্ম, রাখালশশার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, অপাংভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্ল-বেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, শুঁঠে, শরপুঙ্খা, রয়নাছাল ও রসাঞ্জন প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া, ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা দোষবিশেষের আধিক্যানুসারে উপযুক্ত অনু-পান সহ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস এবং গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার উপকার হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে, পরে তাহার সহিত তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়ি ভস্ম ৯ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসের সহিত মাড়িয়া একটি গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে সেই গোলকটী গজপুটে পাক করিবে। ২ রতি মাত্রায় মধু অনুপান সহ প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস রোগে ইহা প্রযোজ্য।

যকৃদরি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতি-লেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা এবং অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম

৮তোলা একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া ২ কুঁচ পরিমাণে বটিকা করিবে। দোষা-নুসারে উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহ—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা; তাম্র মনঃশিলা ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া দন্তীমূল, তেউড়িমূল, চিতামূল, নিসিন্দাপত্র ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজ, যথাসম্ভব ইহাদের রস ও কাথ সহ পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি পীড়াও প্রশমিত হয়।

যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহ,—লৌহ ১ ভাগ, লৌহের অর্দ্ধেক অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, সমুদায় একত্র ৬ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া, তাহার সহিত সম পরিমিত ঘৃত এবং লৌহ ও অভ্রের দ্বিগুণ পরিমিত শতমূলীর রস ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লৌহের অর্দ্ধাংশ প্রক্ষেপের জন্য রাখিয়া অর্দ্ধাংশ পাক কালে দিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে সেই অর্দ্ধাংশ লৌহ এবং ওল, কাপালিকা, চই, বিড়ঙ্গ, লোধ, শরপুঙ্খা, আকনাদী, চিতামূল, শুঁট, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বীজদারক, যমানী ও মোম প্রত্যেক লৌহ ও অভ্রের সম পরিমিত তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। বিবেচনা পূর্ব্বক ৵ আনা বা চারিআনা মাত্রায় গরম জল সহ সেবন করাইলে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম, প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। প্লীহোদর নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে, ইহা মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে মাড়িয়া দুইবার পুটপক করিয়া লইতে হয়।

বজ্রক্ষার,—সামুদ্র, সৈন্ধব, কাচ ও সচললবণ, সোহাগা, যবক্ষার ও সাচীক্ষার প্রত্যেক সমভাগ, একত্র আকন্দের আঠা ও সীজের আঠায় ৩ দিন ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে রুদ্ধ তাম্রপাত্রে করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত মিলিতে দ্বিগুণ পরিমিত ত্রিকটু ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতামূল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল বা গোমূত্র অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিতে হয়।

মহাদ্রাবক,—বাসক, চিতামূল, অপাং, তেঁতুল ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেত এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ, একত্র পাতিলেবুর রসে

দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, ২ পল পরিমিত ঐ ক্ষারের সহিত যবক্ষার ২ পল, ফট্‌কিরি ১ পল, নিসাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, শেঁকোবিষ (গোদন্ত) ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। ৫।৬ বিন্দু মাত্রায় শীতল জল সহ ইহা সেবন করিলে, প্লীহা যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শঙ্খদ্রাবক,—আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সোন্দালছাল, চিতামূল ও আপাং, এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঐ জলের আস্বাদন লবণ রস হইলে নামাইয়া, তাহা হইতে ৪ তোলা ক্ষার গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্তহরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য টাবালেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি বোতলে ৭ দিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে তাহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া বারুণী যন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। ইহারও মাত্রা এবং অনুপান মহাদ্রাবকের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে।

মহাশঙ্খদ্রাবক,—তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, সিজের ছাল, আকন্দ ছাল, ও অপাঙ্গ, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিসাদল, জায়ফল গোদন্ত, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, মিঠাবিষ, মমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া বেতের রসে ভাবনা দিয়া বোতলে রাখিবে। ৭ দিন সেই বোতল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গরম স্থানে রাখিতে হইবে। তৎপরে সুরা প্রস্তুতের ন্যায় বারুণী যন্ত্রে চোয়াইয়া লইবে। ১ রতি পরিমাণে পানের সহিত ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র, শূল ও আমবাত প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিত্রকঘৃত,—ঘৃত ⁄৪ সের; ক্বাথার্থ চিতামূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের; কাঁজি ⁄৮ সের, দধির মাত ১৬ সের; কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, তালীশপত্র, যবক্ষার সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রা ও মরিচ; সমুদায়ে /১ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, উদরাধ্মান, পাণ্ডু, অরুচি ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় উপকারক।

জ্বরাতিসার।

হ্রীবেরাদি,—বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁট, শুঁট ও ধনে ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহাতে সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাঠাদি,—জ্বরাতিসারের আমাবস্থায় আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁট, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হয়।

নাগরাদি,—শুঁট, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, আতইচ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশক।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁট, বেলশুঁট, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরতা, কুড়চি, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়।

উশীরাদি,—বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনে, শুঁট, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁট, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়। ইহাদ্বারা সবেদন, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার, অরুচি ও মলের পিচ্ছিলতা এবং বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমূল্যাদি,—শালপানি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁট, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁট, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, শূল এবং সুদারুণ শ্বাস ও কাস বিনষ্টকারক।

কলিঙ্গাদি,—জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত পাচন ব্যবস্থা করিবে। যথা ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁট, চিরতা, বালা ও দুরালভা; অথবা

ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁট, আকনাদি ও যমানি ; কিম্বা শুঁট, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঁট, বালা ও ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও বেণার মূল। এই যোগত্রয়ের কাথ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এই যোগত্রয়ের মধ্যে প্রথমটির নাম কলিঙ্গাদি।

মুস্তকাদি,—মুতা, বেলশুঁট, আতইচ, আকনাদি, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়।

ঘনাদি,—মুতা, বালা, আকনাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলশুঁদী, ধনে কট্‌কী, শুঁট ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে জ্বরাতিসার নাশ করে।

বিল্বপঞ্চক,—জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে, শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁট ও দাড়িমফলের ছাল ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

কুটজাদি,—কুড়চিছাল, শুঁট, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ ইহাদের কাথ সেবনে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণ,—শুঁট, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ প্রত্যেক সমভাগ ; সর্ব্বসমান কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে বা দ্বিগুণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক। ইহাদ্বারা জ্বরাতিসার, তৃষ্ণা, অরুচি, প্রমেহ, গ্রহণী গুল্ম, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা,—ইন্দ্রযব, বেলশুঁট, জামের ও আমের আঁটির শস্য, কয়েৎ বেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শোণাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের ঝুরি ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ২ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও উদরের কাম্‌ড়ানি নিবারিত হয়।

মধ্যমগঙ্গাধর চূর্ণ,—বেলশুঁট, পানিফল, দাড়িমপত্র, মুথা, আতইচ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁট, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বসমান ; একত্র মিশ্রিত

করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, মণ্ড বা মধু। মাত্রা এক আনা। ইহা জরাতিসার, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারক।

বৃহৎকুটজাবলেহ,—কুড়চিমূলের ছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ২৷৷০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, লেহবৎ গাঢ় হইলে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপদিয়া নামাইবে, প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—আকনাদি, বরাক্রান্তা, বেলশুঁট, ধাইফুল, মুথা, দাড়িমফলের ত্বক্ আতইচ, লোধ মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাঞ্জন, ধনে বেণামূল ও বালা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শঃ, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা,—পিপ্পলী ১ ভাগ, বৎসনাভ (কাষ্ঠবিষ) ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জামের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া মূলার বীজতুল্য বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতলজলসহ সেবনে জরাতিসার, বিসূচিকা ও সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস,—গন্ধক, পারদ ও অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা; সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুল্‌ফা প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণ জলপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে প্রবলজ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কনকসুন্দর রস,—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ ও ধুতুরাবীজ এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্ররসে একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া চনকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে তীব্রজ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। পথ্য দধি বা তক্রের সহিত অন্ন।

গগনসুন্দর রস,—সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র সমপরিমাণে লইয়া ক্ষীরুইয়ের রসে তিনদিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শ্বেতধুনা ২ রতি ও মধু। ইহাতে জরাতিসার,

রক্তাতিসার ও আমশূল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

আনন্দভৈরব,—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুড়চি-মূলের ছালচূর্ণ ও মধু। ইহাতে ত্রিদোষজ অতিসার উপশমিত হয়। পথ্য ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে জল পান করিতে দিবে।

মৃতসঞ্জীবন রস,—পারদ ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, বিষ সিকি ভাগ এবং সর্ব্বতুল্য জারিত অভ্র; ধুতূরাপত্রের রসে ও গন্ধনাকুলীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে এবং ধাইফুল, আতইচ, মুথা, শুঁট, জীরা, বালা, যমানী, ধনে. বেলশুঁট, আকনাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, কয়েতবেল ও কচিদাড়িম এই ১৭ দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে উপরিউক্ত পারদাদি দ্রব্য তিন দিন ভাবনা দিয়া উহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধিস্থলে লেপদিয়া মৃদু অগ্নিদ্বারা বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধের নাম মৃতসঞ্জীবন রস। ইহা একরত্তি মাত্রায় অতিসারনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার দুর্নিবার অতিসার নিবারিত হয়।

কনকপ্রভাবটী,—ধুতূরারবীজ, মরিচ, গোয়ালিয়ালতা, পিপ্পলী সোহাগার খৈ, বিষ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসে একদিবস মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য দধি, অন্ন, শীতলজল ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস।

—:০:—

অতিসার।

—:০:—

আমাতিসারে।

পিপ্পল্যাদি—পিপুল, শুঁট, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে অর্থাৎ সকলে মিলিত ২ তোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে আমাতিসার প্রশমিত হয়।

বৎসকাদি—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁট, বেলশুঁট, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিতা, এই ক্বাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয়।

পথ্যাদি—আমাতিসার নিবারণার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁট ও আতইচের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

যমান্যাদি—অগ্নির দীপ্তি ও আমরসের পরিপাকের জন্য যমানী, শুঁট, বেণার মূল, ধনে, আতইচ, মুতা, বেলশুঁট, শালপানি ও চাকুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কলিঙ্গাদি—কুড়চিছাল, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চললবণ ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শূলবৎ বেদনা, স্তম্ভ ও মলের বিবদ্ধতা নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়।

ত্র্যূষণাদি—প্রবল আমাতিসারে শুঁট, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গুল, বেড়েলা, সচললবণ ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে উষ্ণজল দিয়া পান করিতে দিবে।

বাতাতিসারে।

পূতিকাদি—বাতাতিসারশান্তির জন্য করঞ্জ, পিপ্পলী, শুঁট, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী. ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি—প্রবল বাতাতিসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁট, আতইচ ও শুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

বচাদি—বচ, আতইচ, মুথা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ বাতাতিসারে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তাতিসারে।

মধুকাদি—পিত্তাতিসারে যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লোধ, দাড়িমের কচিফল ও বল্কল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, চালুনি জলের সহিত পান করিতে দিবে।

বিল্বাদি—আমপিত্তাতিসারে বেলশুঁট, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ ইহাদের কাথ পান করাইবে।

কট্‌ফলাদি—কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঁট, ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

কঞ্চটাদি—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুথা ও শুঁট ইহাদের কাথ সেবনে অতিবেগবান অতিসারও রুদ্ধ হয়।

কিরাততিক্তাদি—চিরতা, মুতা, ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে রসাঞ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অতিবিষাদি—আতইচ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া চালুনিজলের সহিত সেবন করিলে পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

কফাতিসারে।

পথ্যাদি—হরীতকী, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, বচ, মুথা, ইন্দ্রযব ও শুঁট ইহাদের কাথ বা কল্ক শ্লেষ্মাতিসার নিবারণ করে।

কৃমিশত্র্বাদি—বিড়ঙ্গ, বচ, বিল্বমূল, ধনে ও কট্‌ফল ইহাদের কাথ শ্লেষ্মাতিসার নিবারক।

চব্যাদিপাচন—চৈ, আতইচ, শুঁট, বেলশুঁট, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয়।

সন্নিপাতাতিসারে।

সমঙ্গাদি—বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুথা, শুঁট, বালা, ধাইফুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁট ইহাদের কাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদি—পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্পপঞ্চমূল, বাতকফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁট, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁট, আকনাদি, চিরতা, বালা,

কুড়চির ছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূল, উপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস নিবৃত্ত হয়।

শোকাদিজাতিসারে।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁট, ধনে, নীলসুঁদী, শুঁট, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, আকনাদি ও কুড়চিছাল ইহাদের কাথে মরিচের গুড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকজাতিসার নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে।

মুস্তাদি—মুথা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়চিছাল ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবৃত্ত হয়।

সমঙ্গাদি—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁট, আমের আটি ও পদ্মকেশর; কিম্বা বেলশুঁট, মোচারস, লোধ ও কুড়চিছাল ইহাদের কষায় অথবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কল্ক পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাতিসারে।

চিত্রকাদি—চিতা, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁট, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মাতিসারনাশক।

বাতপিত্তাতিসারে।

কলিঙ্গাদিকল্ক—বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগীকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

পক্বাতিসারে।

বৎসকাদি—ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁট, বালা ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে, আম ও শূলবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও নিবারিত হয়।

কুটজপুটপাক—কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে, এরূপ সরস ও পুরু কুড়চিমূলের ছাল লইয়া তৎক্ষণাৎ কুট্টিত ও তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্রদ্বারা

বেষ্টন ও কুশ দিয়া বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বহির্ভাগ যখন অরুণবর্ণ হইবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ।

কুটজলেহ—কুড়চিছাল ১২॥০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ গাঢ় হইলে, উহাতে সচল লবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে, পক্ক, অপক্ক, নানা বর্ণ ও বেদনাযুক্ত অতিসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কুটজাষ্টক—কুড়চিছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁট ও ধাইফুল প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার অতিসার, রক্তপ্রদর ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান ঈষৎ উষ্ণ অথবা শৃতশীতল জল, বস্তিদোষে অন্নমণ্ড ও রক্তস্রাবে ছাগদুগ্ধ।

নারায়ণচূর্ণ,—গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান কুড়চি ছাল চূর্ণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় গুড় অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অতিসারবারণ রস,—হিঙ্গুল, কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য আফিং ভিজা জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়।

জাতীফলাদিবটিকা,—জায়ফল, পিণ্ডখর্জ্জুর ও আফিং সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান তক্র। ইহাতে প্রবল অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা; যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অতিসার প্রশমিত হয়।

অমৃতার্ণব রস—হিঙ্গুলোত্থপারদ, লৌহ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগ-দুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ধনে, জীরা, মিছি, শালবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, শীতলজল, কদলীমূলের রস অথবা কণ্ট-কারীর রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, শূল, গ্রহণী, অর্শঃ ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বর—সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁট ও ধূমমল (ঝুল); এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান জল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়।

জাতীফল রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দূর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরা-বীজ, সোহার খৈ, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁট, শালবীজ, দাড়িমছাল ও জীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুড়চিমূলের কাথ। ইহাতে আমাতিসারনাশ ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্তগ্রহণীতে বেলশুঁটের কাথ ও মধু অনুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঁট ও ধনের কাথের সহিত বটিকা প্রযোজ্য।

অভয়নৃসিংহ রস,—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খৈ, গন্ধক, অভ্র ও পারদ প্রত্যেক সমান, সর্ব্বসমান আফিং; এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে অতিসার ও সংগ্রহগ্রহণী নিবারিত হয়।

কর্পূর রস,—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব জায়ফল ও কর্পূর এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ ভাগ সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া থাকেন। জ্বরাতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা প্রযোজ্য।

কুটজারিষ্ট,—কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের, মউলফুল ১০ পল, গাম্ভারীছাল ১০ পল, পাকার্থজল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের; এই ক্বাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে দুর্নিবার গ্রহণী রক্তাতিসার ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

অহিফেনাসব,—মউলফুলের মদ্য ১২॥০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ প্রত্যেক ১ পল; এই সকল দ্রব্য একটি আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচিকা নিবারিত হয়।

ষড়ঙ্গঘৃত,—ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, পিপুল, শুঁট, লাক্ষা ও কট্‌কী; এই ছয়টি দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়। এই ঘৃত সেবনের পর যবাগূ পথ্য প্রদান করা উচিত।

—০:০—

গ্রহণী।

শালপর্ণ্যাদিকষায়,—শালপানি, বেড়েলা, বেলশুঁট, ধনে ও শুঁট, ইহাদের শৃতকষায় পান করিলে, বাতজগ্রহণী এবং তদুপদ্রব উদরাধ্মান ও শূলবদ্ বেদনা প্রশমিত হয়।

তিক্তাদি,—কট্‌কী, শুঁট, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়চিছাল ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে নানাপ্রকার গ্রহণী রোগ এবং তদুপদ্রব গুহ্যশূল নিবারিত হয়।

শ্রীফলাদিকল্ক,—বেলশুঁটের কল্ক কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁটের গুড়ার সহিত সেবন করিয়া তক্রপান করিলে অতিউগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

চাতুর্ভদ্রকষায়,—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁট ও মুতা ইহাদের ক্বাথ আমদোষসংযুক্ত গ্রহণীনাশক, মলের সংগ্রাহক, অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

পঞ্চপল্লব,—জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পত্র দ্বারা একটি কচিবেল বেষ্টন করতঃ উপযুক্ত পরিমাণে জলে সিদ্ধ করিয়া, পরদিন ঐ বাসিবেল কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁটচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার

অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। বেল ভোজনানন্তর ঐ বেলসিদ্ধজলও পান করিলে ভাল হয়।

চিত্রকগুড়িক—চিতামূল, পিপুল, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, সৈন্ধব, সচল, বিট্, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্রলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া টাবালেবুর রস অথবা দাড়িমরসের ভাবনা দিয়া।০ আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা আমপরিপাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

নাগরাদিচূর্ণ—শুঁট, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁট, আকনাদি ও কটুকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে পিত্তজ গ্রহণীজন্য রক্ত ভেদ, অর্শঃ হৃদ্রোগ ও আমাশয়রোগ নিবারিত হয়। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ—রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুঁট ও ধাইফুল, ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে পিত্তজগ্রহণী, রক্তাতিসার, পিত্তাতিসার ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

শঠ্যাদিচূর্ণ—শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পিপুলমূল ও ছোলঙ্গলেবু ইহাদের চূর্ণ লবণ ও অম্লরসের সহিত শ্লৈষ্মিক গ্রহণীতে প্রযোজ্য।

রাস্নাদিচূর্ণ—রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল ও টাবালেবু ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে কফজগ্রহণী নিবারিত হয়।

পিপ্পলীমূলাদিচূর্ণ—পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিট্লবণ সচললবণ ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ, টাবালেবুরমূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঁট; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া ঈষদুষ্ণ জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কফজগ্রহণী বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

মুণ্ডাদিগুড়িকা—বড়থুলকুড়ী, শতমূলী, মুতা, আলকুশীবীজ, ক্ষীরুই, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, অল্প ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ দ্বিগুণ, এই সকল দ্রব্য দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ঘৃতভাণ্ডে পাক করিবে, যতক্ষণ না পিণ্ডাকার হয়, ততক্ষণ মন্দ মন্দ জ্বাল দিবে, পাক সমাপ্ত হইলে মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বাত পিত্তজ গ্রহণী নিবারিত হয়।

কর্পূরাদিচূর্ণ—কর্পূর, শুঁট, পিপুল, মরিচ, রাস্না, পঞ্চলবণ, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও টাবালেবু ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীদোষ বিনষ্ট হইয়া বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

তালীশাদি বটী— তালীশপত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ পল, শুঁট তিন পল ও চাতুর্জ্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র) প্রত্যেক ২ তোলা ; ইহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণিত ও ৩ গুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্ম-জনিত উৎকট গ্রহণী, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদর ও পাণ্ডু রোগ নিবারিত হয়।

ভূনিম্বাদ্যচূর্ণ—চিরতা ২ তোলা, কটকী, ত্রিকটু, মুথা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ তোলা এবং কুড়চিছাল ১৬ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গুড়ের গাড়পানা বা সরবৎ সহ পান করিলে গ্রহণী, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অরুচি ও অতিসার রোগ নিবারিত হয়।

পাঠাদ্যচূর্ণ—আকনাদি, বেলশুঁট, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমছাল, ধাইফুল, কটুকি, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা ও চিরতা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বসমান। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। তণ্ডুলোদক ও মধুর সহিত সেবনে জ্বরাতিসার, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, অরোচক ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ—মুতা, সৈন্ধবলবণ, শুঁট, ধাইফুল, লোধ, কুড়চিছাল, বেলশুঁট, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা আম্রকেশী, আতইচ ও বরাক্রান্তা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার অতিসার, শূল, সংগ্রহগ্রহণী ও সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ—বেলশুঁট, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, শুঁট, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচিদাড়িমফলেরছাল, কুড়চিছাল এবং পারদও গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক বা তক্র। ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধজ্বর, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

স্বল্পলবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, বেলশুঁট, মুতা, আকনাদি, মোচরস,

জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁট, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিবে। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক বা ছাগ-দুগ্ধ। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহগ্রহণী; সশোথ অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, বিবমিষা, অম্লপিত্ত, শূল ও সন্নিপাতিক সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎলবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, রসাঞ্জন, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁট, গুরুত্বক্‌, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরা-ক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁট, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী এবং শোধিত অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে উৎকট গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, বমি, অম্লপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, শোথ, পীনস, আমবাত, অজীর্ণ ও প্রদর প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

নায়িকাচূর্ণ—পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১।।০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, সিদ্ধিপত্র ৯।।০ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধনীয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক।

জাতীফলাদিচূর্ণ—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁট, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন; গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, চিনি সমুদায় চূর্ণের সমান। সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, পীনস, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ এবং প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়।

জীরকাদিচূর্ণ—জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁট, ধনে, বালা, শুলফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিমূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান জায়ফলচূর্ণ; এই সমুদায় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে দুর্নিবার গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, কামলা, পাণ্ডু ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টকচূর্ণ—যমানী, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাচ, নাগকেশর, শুঁট, মরিচ, চিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও সৌবর্চ্চল লবণ প্রত্যেক ১ তোলা; অম্লবেতস, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁট, দাড়িমফলের ছাল ও গাবছাল প্রত্যেক ৩ তোলা, চিনি ৬ তোলা এবং কয়েদ্‌বেলের শস্যচূর্ণ ৮ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, কণ্ঠরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা রোগ প্রশমিত হয়।

দাড়িমাষ্টকচূর্ণ,—বংশলোচন ২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, যমানী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল ও ত্রিকটু মিলিত ৮ তোলা, দাড়িমফলের ছাল ৮ পল ও চিনি ৮ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কপিত্থাষ্টকচূর্ণোক্ত সমুদায় পীড়া নিবারিত হয়।

অজাজ্যাদিচূর্ণ,—জীরা ২ পল, যবক্ষার ২ পল, মুতা ২ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূলচূর্ণ ৪ পল এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবন করিলে অতিসার, রক্তাতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

কঞ্চটাবলেহ,—কাঁচড়াদাম /১ সের, তালমূলী /১ সের, /১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথে চিনি /১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা দোষ, কাল ও বয়স বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদর শূল ও অরোচক উপশমিত হয়।

দশমূলগুড়—দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস ৪ সের, একত্র করিয়া মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁট, হিঙ্গু, ভেলারমুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শোথ, আমজগ্রহণী, শূল, প্লীহা, উদর, অর্শঃ ও জ্বর রোগ নিবারিত হয়।

মুস্তকাদ্যমোদক—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা; মুতা, ৪৮ তোলা, চিনি ⁄১॥০ সের, যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১তোলা পর্য্যন্ত। শীতলজলসহ সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, মন্দাগ্নি, অরোচক, অজীর্ণ. আমদোষ ও বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বল, বর্ণ ও পুষ্টি সম্পাদন করে।

কামেশ্বরমোদক—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁট, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকল সমান ঈষৎ-ভর্জ্জিত বীজসহ সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকী-চূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে, পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুদিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, পরে ভাজাতিল চূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

মদনমোদক—ঘৃতভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধনে, সৈন্ধব, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, চিনি ৪২ তোলা, পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া

কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করতঃ গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মরোগ, কাস, সর্ব্বপ্রকার শূল, আমবাত এবং সংগ্রহগ্রহণী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জীরকাদিমোদক—জীরক চূর্ণ ৮ পল, ঘৃতভর্জ্জিত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শটী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরুখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁট, অর্জ্জুন-ছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সমষ্টির দ্বিগুন চিনি; পাক শেষ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। একতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জলসহ সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, রক্তাতিসার, বিষমজ্বর, অম্লপিত্ত, সর্ব্বপ্রকার উদর, প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁট, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ককোলী, ক্ষীরকাকোলী, জৈত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুতা, সচললবণ, শটী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোটী, ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ, সমুদায়চূর্ণের সমান ভর্জ্জিতজীরকচূর্ণ। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্তসময়ে চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। গব্যঘৃত ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অশীতিপ্রকার বায়ুরোগ, বিংশতিপ্রকার পিত্তজরোগ, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, শূল, অর্শঃ, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, সূতিকা ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

মেথী মোদক—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কট্‌ফল,

কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন এই সমস্ত চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ। পুরাতন গুড়সহ পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, প্রমেহ, মুত্রাঘাত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কাস, যক্ষ্মা ও কামলা রোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎ মেথীমোদক,—ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঁট, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধবলবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জৈত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চই, মৌরী ও দেবদারু প্রত্যেক চূর্ণ সমান, সর্ব্বসমান মেথীচূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জলদ্বারা পাক করিবে। পরে নামাইয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, আমবাত, গ্রহণী, প্লীহা, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস, সর্দ্দি, অতিসার ও অরোচক রোগ উপশমিত হয়।

অগ্নিকুমার মোদক,—বেণার মূল, বালা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁট, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাক্রান্তা, বেড়েলা, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, এইসকলের সমান মেথীচূর্ণ, সমুদায়ের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ, সকলচূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষ হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতলজল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেব্য। ইহাদ্বারা দুর্নিবার গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, আনাহ, শূল, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত ও গুল্ম রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীকপাটরস,—সোহাগার খৈ, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, খদির, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমূল,

কুড়চিছাল ও কাঁচড়াপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তিনদিবস ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধপোয়া দধি পান করা কর্ত্তব্য, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, ও প্রবাহিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

সংগ্রহগ্রহণীকপাটরস,—মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র, কড়িভস্ম ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ৮ তোলা, এইসমুদায় একত্র করিয়া আতইচের ক্বাথে ভাবনা দিয়া গোলাকৃতি করতঃ পুটপাক দিবে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুতূরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বাতাধিক্য গ্রহণীতে ঘৃত ও মরিচ, পিত্তাধিক্যগ্রহণীতে মধু ও পিপ্পলী এবং কফাধিক্যগ্রহণীতে সিদ্ধির রস বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, ক্ষয়, জ্বর, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, অতিসার, অরোচক পীনস ও প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা,—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, ধুতূরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলিয়ার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে গ্রহণী, নানাপ্রকার অতিসার ও প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁট, গৃহধূম (ঝুল), হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্‌ এলাইচ, বালা, বেলশুঁট ও মেথী এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, জ্বরাতিসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংস ও ক্রিমিরোগ উপশমিত হয়, এবং ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নিজনক।

অগ্নিকুমাররস,—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহভস্ম, বনযমানী ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের সমান অভ্রভস্ম, একত্র চিতামূলের ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

জাতীফলাদ্যবটী,—জায়ফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুতূরাবীজ প্রত্যেক

১ তোলা, আফিং ২ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য গন্ধভাদুলের পাতার রস সহ একত্র মর্দ্দন করিয়া বুট পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটী মধু অনুপানের সহিত গ্রহণীরোগে এবং দোষানুসারে অনুপান বিশেষের সহিত সর্ব্ববিধ অতিসাররোগে প্রয়োগ করা যায়; এই বটী সেবনের পর দধি ও অন্ন ভোজন করা উচিত।

মহাগন্ধক—পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া কোন লৌহপাত্রে অল্প গরম করিয়া, তাহার সহিত জায়ফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও নিমপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিনুকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কদলীপত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে হইবে; উপরের লেপ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে, অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। পরে আর একবার মর্দ্দন করিয়া লইতে হইবে। ইহার পূর্ণমাত্রা ২ রতি। গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, কাস, শ্বাস ও বালকদিগের উদরাময়ে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মহাভ্রবটী—অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও ত্রিফলা, প্রত্যেক ৮ তোলা, মিঠাবিষ ॥• অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র, কেশুরে, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিতাপত্র, গণিয়ারী, বিদ্ধড়ক, ধনে, থুলকুড়ী নিসিন্দা, নাটা, ধুতুরাপত্র, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পান যথাসম্ভব এই সকল দ্রব্যের রস বা ভিজা জলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, কিঞ্চিৎ দ্রবভাগ থাকিতে তাহার সহিত মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিতে হইবে। ১ রত্তি পরিমাণে বটিকা করিয়া অনুপান বিশেষের সহিত গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, শূল, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও প্রদর প্রভৃতি বহুবিধ রোগে প্রয়োগ করা যায়।

পিযূষবল্লী রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁট, নিমছাল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা; একত্র

কেশুরের রসে ও ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া বুট পরিমিত বটিকা করিবে। বেল পোড়া ও গুড়ের সহিত ইহা সেবন করিলে রক্তাতিসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

শ্রীনৃপতি বল্লভ,—জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক ১ পল, মরিচ ২ পল, একত্র ছাগদুগ্ধ ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া একআনা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

বৃহৎনৃপবল্লভ,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, মুথা, সোহাগার খৈ, জায়ফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা; স্বর্ণভস্ম ।।৹ তোলা, সমুদায় দ্রব্য একত্র আদা ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া বুট পরিমিত বটিকা করিবে। ইহাও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ প্রভৃতি উদরাময় নাশক।

গ্রহণীবজ্রকপাট,—পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, যমানী, অভ্র, সোহাগার খৈ ও জয়ন্তী, সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জামিরের রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। অল্প অগ্নিতে সেই গোলক উত্তপ্ত করিয়া, শীতল হইলে পুনর্ব্বার সিদ্ধিপত্র, শিমূল ও হরীতকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভ রস,—জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রৌপ্য; প্রত্যেক সমভাগ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, অতিসার ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

চাঙ্গেরীঘৃত,—ঘৃত /৪সের, আমরুলের রস ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের; কল্কার্থ শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ

আকনাদি ও যমানী, মিলিত /১ সের, যথাবিধি এই ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে গ্রহণী, প্রবাহিকা ও বাতশ্লেষ্মজন্য পীড়া প্রশমিত হয়।

মরিচাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ দশমূল মিলিত /৬৷৹ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের; দুগ্ধ /৮ সের এবং কল্কার্থ মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলারমুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, হিং, সচল, বিট্, সৈন্ধব ও করকচলবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, প্লীহা ও কাস নাশক।

মহাষট্পলকঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ /৩ সের, আদার রস /৪ সের, চুক্র /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধিরমাত /৪ সের ও কাঁজি /৪ সের; কল্কার্থ পঞ্চকোল, সচল, সৈন্ধব, বিট্ ও পাঙ্গা লবণ, হবুষ, বনযমানী, যবক্ষার, হিং, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাও গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, কাস ও কৃমি প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

বিল্বতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ বেলশুঁট /৬৷৹ সের ও দশমূল /৬৷৹ সের একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের; আদার রস /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঁট, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপত্র, বনযমানী ও অষ্টবর্গ প্রত্যেক ৪ তোলা; মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার, গুল্ম ও সূতিকারোগ প্রভৃতি বহুরোগনাশক।

গ্রহণীমিহিরতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ কুড়চিছাল কিম্বা ধনে ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা তক্র (ঘোল) ১৬ সের; কল্কার্থ ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণামূল, মুথা, বালা, মোচরস, রসোত, বেলশুঁট, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, শুলফ ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগরপাদুকা, কুড়চিছাল, দারুচিনি, কেশুরে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়চিছাল, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে। গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ কুড়চিছাল ও ধনে প্রত্যেক

১২॥॰ সের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে পাক করিয়া শেষ প্রত্যেকের ১৬ সের, তক্র ১৬ সের এবং কল্কার্থ ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফল, রসোত, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, শুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল, প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধানে পাক করিতে হইবে। গ্রহণী মিহির অপেক্ষা ইহা অধিক গুণশালী।

দাড়িমাদ্য তৈল—তিলতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দাড়িমের ফলের ছাল, বালা, ধনে ও কুড়চির ছাল প্রত্যেকের কাথ ⁄৮ সের, তক্র ⁄৮ সের এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চই, জীরা, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফলপত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপানী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁট, মোচরস, তালমূলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, শুলঞ্চ ও শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, চতুর্গুণ আতপচাউলধৌত জলসহ যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা গ্রহণী, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগনিবারক।

দুগ্ধবটী,—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগ, দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধযব পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধ অনুপানের সহিত সেবন করিলে শোথ-সংযুক্ত গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। সেবন কালে জলপান ও লবণ-ভোজন নিষিদ্ধ। পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। ব্যঞ্জনাদি না খাইয়া, কেবল দুগ্ধভাত বা দুগ্ধসংযুক্ত অন্ত কোন মণ্ড প্রভৃতি পথ্য করা উচিত। জল ও লবণ নিতান্তই বন্ধ করিতে না পারিলে, সৈন্ধব লবণ কেশুরিয়ার রসে ভাজিয়া অল্প পরিমাণে সেই লবণ ব্যঞ্জনাদিতে দিতে হইবে। আর উষ্ণজল কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে।

লৌহপর্প টী—পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহভস্ম মিশ্রিত করিবে। এক খানি হাতায় ঘৃত মাখাইয়া, তাহাতেই অগ্নিতাপে ঐ কজ্জলী গলাইয়া লইবে। পরে সেই

গালিত কজ্জলী একটি গোময়ের ঢিপির উপর মসৃণ কলাপাত পাতিয়া তাহার উপর ঢালিবে এবং অপর একটি কলাপাতজড়িত গোময়ের পুটুলীদ্বারা চাপ দিবে। তাহা হইলে চটীর ন্যায় যে পদার্থ জমিবে, তাহারই নাম লৌহ-পর্প্পটী। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুসারে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, শীতল জল বা ধনে ও জীরার কাথ সহ সেবনীয়। ইহা গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়ানাশক।

স্বর্ণপর্প্পটী—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে লৌহপর্প্পটির ন্যায় পর্প্পটী প্রস্তুত করিয়া ঐ রূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতপর্প্পটী—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তাম্র অর্দ্ধতোলা একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পর্প্পটী করিবে। ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, অরুচি, বমি ও পুরাতন অতিসার প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

রস পর্প্পটী—পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে কজ্জলী করিয়া পূর্ব্ববৎ পর্প্পটী করিতে হয়। ইহাও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ানাশক। মাত্রা ২ রতি। পর্প্পটী সেবনকালেও দুগ্ধবটীর ন্যায় জলপান ও লবণভোজন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

বিজয় পর্প্পটী,—প্রথমতঃ গন্ধক চূর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসে ৭ বার অথবা ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে গলাইয়া একবার ভৃঙ্গরাজ রসে নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া শুষ্ক করিয়া সেই গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত পারদ ৪ তোলা, রৌপ্য ভস্ম ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, বৈক্রান্ত ভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা ও মুক্তা ।০ চারি আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। কুলকাঠের অঙ্গারে এই কজ্জলী গলাইয়া পর্প্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই পর্প্পটী যথানিয়মে দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী, শোথ, আমশূল, অতিসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়। এবং রোগী দিনে দিনে বল ও পুষ্টি লাভ করিয়া অল্প দিন মধ্যে সুস্থ হইয়া

উঠে। এই ঔষধ সেবন কালে স্ত্রী সহবাস, রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম এবং তিক্ত দ্রব্য ও শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিতে হইলে, ধনে, হিং, জীরা, শুঁঠ, সৈন্ধব ও ঘৃত দ্বারা তাহা পাক করা আবশ্যক। বায়ু কুপিত হইয়া উঠিলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ডাবের জল এক এক বার পান করান যাইতে পারে। নতুবা দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় পান করিবে না।

অর্শঃ।

চন্দনাদি পাচন—রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুথা, প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা যথাবিধানে পাচন প্রস্তুত করিবে। ইহা রক্তার্শঃনাশক।

মরিচাদি চূর্ণ,—মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতামূল ও যমানী; ইহাদের চূর্ণ ২ তোলা ও পুরাতন গুড় ৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে।

সমশর্করা চূর্ণ—ছোট এলাচ ১ ভাগ দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপাত ৩ ভাগ নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঁঠ ৭ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া, সর্ব্বসমষ্টির সমভাগে চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা চারিআনা অথবা অবস্থাবিশেষে তাহা অপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় জল সহ প্রযোজ্য।

কর্পূরাদ্যচূর্ণ—কর্পূর লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, নাগকেশর, জায়ফল, বেণামূল, শুঁঠ, কালজীরা, কৃষ্ণগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলশুঁঠী, পিপুল, চন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কঙ্কোল, একত্র চূর্ণ করিয়া, সকল দ্রব্যের অর্দ্ধেক পরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং অতিসার গুল্ম গ্রহণী ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ানাশক।

বিজয়চূর্ণ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত, বচ, হিং, আকনাদী, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কটকী, ইন্দ্রযব, চিতামূল, শুল্ফা, পঞ্চলবণ, পিপুল-মূল, বেলশুঁট ও যমানী, সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত উপ-

যুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, গ্রহণী, বাতগুল্ম, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

করঞ্জাদি চূর্ণ,—করঞ্জফলের শাঁস, চিতামূল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোণাছাল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

ভল্লাতামৃতযোগ,—যথাক্রমে শুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বড়থুলকুড়ী, গুগ্গাপত্র ও কেতকীপত্রের সহিত কচিভেলার বীজ একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, ২ মাষা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

দশমূলগুড়,—দশমূল, চিতামূল ও দন্তীমূল, প্রত্যেক ৫ পল লইয়া একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১২॥০ সের গুড় পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে তেউড়ী চূর্ণ /২ সের ও পিপুল চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহার মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

নাগরাদ্যমোদক,—শুঁঠ, ভেলার মুটী ও বিদ্ধড়কবীজ প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ দ্বিগুণগুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় জলসহ সেবনীয়।

স্বল্পশূরণ মোদক,—মরিচ ২ ভাগ, শুঁট ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনওল ১৬ ভাগ এবং সমুদায়ের সমান গুড়, একত্র মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ১ তোলা মাত্রায় শীতলজলসহ সেব্য। ইহাদ্বারা অর্শঃ, গুল্ম, শূল, উদর-রোগ, শ্লীপদ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

বৃহৎশূরণ মোদক,—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুঁটচূর্ণ ৪ তোলা মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপুল, শতমূলী, তালীশপত্র, ভেলারমুটী ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বীদ্ধড়কবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা ও এলাইচ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ১৮০ তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ১ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবনীয়। স্বল্পশূরণোক্ত রোগসমূহ এবং শোথ, গ্রহণী, প্লীহা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়াও ইহাদ্বারা প্রশমিত হয়।

কুটজলেহ,—কুড়্চিমূলের ছাল ১২॥০ সাড়ে বার সের ৬৪ সের জলে

পাক করিয়া /৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে তেলারমুটী বিড়ঙ্গ ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁট ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় /৩৸ সের, ঘৃত /১ সের ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় শীতল জল, ঘোল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে, রক্তার্শঃ, রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসার প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

প্রাণদাগুড়িকা,—শুঁট ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা, ছোটএলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণামূল ১ তোলা, পুরাতন গুড় ৩০ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান দুগ্ধ বা জল। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুঁটের পরিবর্ত্তে হরীতকী দেওয়া আবশ্যক।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা ; শিলাজতু ৮ পল, শোধিত গুগ্‌গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল ; দন্তীমূল, তেউড়ী, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র ও এলাইচ মিলিত ১ পল ; কজ্জলী ৮ তোলা অথবা রসসিন্দুর ৮ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া, প্রথমে ৪ রতি পরে সহ্যানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু।

রসগুড়িকা,—রসসিন্দুর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র প্রত্যেক ৩ ভাগ একত্র বনপালঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

জাতীফলাদি বটী,—জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁট, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগা, সমভাগে এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চাননবটী,—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা শোধিত ভেলা ৫ তোলা, একত্র ৮ তোলা পরিমিত বনওলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে।

নিত্যোদিত রস,—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান ভেলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ওল ও মাণের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে মাষকলাইয়ের ন্যায় বটিকা করিয়া ঘৃত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

দন্ত্যরিষ্ট,—দন্তীমূল ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, দশমূল প্রত্যেক ৮ তোলা একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাককালে শিলাপিষ্ট হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক ৮ তোলা তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবে। ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় /২॥ আড়াই সের মিশ্রিত করিয়া কোনও ঘৃতভাবিত পাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। ১৫ দিনের পর উদ্ধৃত করিয়া এক কাঁচ্চা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

অভয়ারিষ্ট,—হরীতকী /১ সের, আমলকী /২ সের, কপিত্থের শস্য ১০ দশ পল, রাখালশশা ৪ তোলা; বিড়ঙ্গ, পিপুল, লোধ, মরিচ, এলবালুকা; প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ৬।০ ছয় মোণ দশসের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত পুরাতন গুড় ২৫ পঁচিশ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে ১৫ দিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এই অরিষ্ট অর্শঃ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

চব্যাদি ঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দধি ১৬ সের, জল ১৬ সের; কল্কার্থ চৈ, ত্রিকটু, আকনাদি, যবক্ষার, ধনে, যমানী, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, বেলছাল ও হরীতকী সর্ব্বসমষ্টি /১ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে, মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং গুদভ্রংশ, গুহ্যশূল, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

কুটজাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নাগকেশর, নীলসুঁদী, লোধ ও ধাইফুল মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহা রক্তার্শোনিবারক।

কাসীসতৈল,—তিলতৈল /১ সের, কাঁজি /৪ সের, কল্কার্থ হিরাকস,

দন্তীমূল, সৈন্ধব লবণ, করবীরমূল ও চিতামূল প্রত্যেক এক ছটাক; যথাবিধি পাক করিয়া, প্রয়োগকালে কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ হিরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁট, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, পাথরকুচী, করবীর, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হরীতাল, মনঃশিলা, সোনামুখী ও মনসাসীজের আঠা মিলিত /১ সের, গোমূত্র ১৬ সের; একত্র যথাবিধানে পাক করিবে।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ।

বড়বানল চূর্ণ—সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চৈ ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। মাত্রা /• আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণজল।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ—সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়, তদ্দ্বারা ভক্ষিত নূতনতণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য পর্য্যন্ত ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ—সৈন্ধব, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁট, চই, যমানী, মৌরী ও বচ, এই দ্বাদশদ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া ২১ দিন লেবুর রসে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ ২ মাষা পরিমাণে উষ্ণজল, সৈন্ধবযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জির সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ভোজনের প্রথমগ্রাসে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগনাশ হয়।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ—হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুণ্ঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, একত্র চূর্ণিত করিয়া লইবে। দধিমণ্ড, সুরা, বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা, কাস ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ,—যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুষ, সোঁদালফলের মজ্জা, তিলগাছের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও গরম গোমূত্রে মণ্ডুর ভিজাইয়া সেই মণ্ডুর ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, ৩ দিন টাবালেবুর রসে, ৩ দিন কাঞ্জিতে এবং ৩ দিন আদার রসে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই লবণ ২ তোলা মাত্রায় সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভোজন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠীলা ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ভাস্করলবণ,—পিপুল, পিপুলমূল, ধনে কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেক ২ পল, সচললবণ ৪ পল ; মরিচ, জীরা ও শুঁট ইহাদের প্রত্যেক ১ পল, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, কর্কচ্‌লবণ ৮ পল, অম্লদাড়িমফলের ছাল ৪ পল, অম্লবেতস ২ পল ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইয়া তক্র ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহ ও পাণ্ডুরোগাদি নানাবিধ পীড়া নষ্ট হয় এবং অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়।

অগ্নিমুখলবণ,—চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ, একত্র সিজবৃক্ষের আঠার ভাবনা দিয়া উহার শাখার মধ্যে পুরিয়া মৃত্তপঙ্কদ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ৫ রত্তি। উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বড়বানল রস,—শোধিতপারদ ২ তোলা, শোধিতগন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের সমান, একত্র চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে ১ দিন ভাবনা দিবে, পরে ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশন রস—গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র লেবুর রসে ১ দিন মর্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়া ও সন্নিপাত প্রভৃতি রোগে ইহা প্রযোজ্য।

অগ্নিতুণ্ডীবটী—পারদ, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ, ও সোহাগার খৈ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান কুচিলা, সমুদায় একত্র গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া মরিচপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিমোদক—লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী মুতা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও শুলফা, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি দিয়া যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

সুকুমার মোদক—পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ ও কট্কী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীচূর্ণ ৬ তোলা তেউড়ীচূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ২৪ তোলা; মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। ইহা সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃতাদি মোদক—তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল, চিতামূল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চচিনি ৫ পল, শুঁট চূর্ণ ৫ পল ও গুড় ৩০ পল। মোদক করিয়া লইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

মুস্তকারিষ্ট—মুতা ২৫ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে ৩৭।।০ সের গুড়, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁট, মরিচ, লবঙ্গ মেথী, চিতারমূল, জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল মিশ্রিত করিয়া এক মাস আবৃতপাত্রে রাখিয়া, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাসাগররস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা-ক্ষার, পারদ, গন্ধক, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ, এই সকল জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মধু দিয়া মাড়িয়া ৫ টি লবঙ্গচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, আমবাত, গ্রহণী, গুল্ম, অম্লপিত্ত মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

টঙ্কনাদিবটী,—সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ একত্র মান্দারের রসে মর্দ্দন করিয়া বুটের পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য নাশক।

শঙ্খবটি—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সমান মরিচ, মরিচের সমান শঙ্খভস্ম, শুঁঠ ১০ তোলা, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সজিনা, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব ও পাংশু লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ তোলা; ইহাদিগকে কাগজীলেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

মহাশঙ্খ বটী—পিপ্পলীমূল, চিত্রমূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, শুলফ, হিং ও তেঁতুলছালভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা এই সমুদায় অম্ল-বর্গের রসে, অর্থাৎ জামীর, ছোলঙ্গ, টাবা, চুকাপালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। অম্লদাড়িমের রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, কাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ভাস্কররস—বিষ, পারদ, ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক

১ ভাগ; লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ; সমুদায়ের সমান লবঙ্গ চূর্ণ; এই সকল ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তাম্বুলের সহিত চর্ব্বন করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয় এবং ইহা সর্ব্ব প্রকার শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে।

অগ্নিঘৃত,—পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চৈ, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপ কুট্টিত কল্ক ৪ তোলা, কাঁজি /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, আদার রস /৪ সের, দধি /৪ সের, ঘৃত /৪ সের; যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নিব্যক্তির বিশেষ উপকারী। ইহাতে অর্শঃ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, বস্তি ও কুক্ষিগত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

বিসূচিকা।

অহিফেনাসব,—মউলফুলের মদা /১২॥॰ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল; এই সকল দ্রব্য একটি আবৃতপাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচিকারোগ নিবারিত হয়।

মুস্তাদ্যবটী,—মুতা ১ তোলা, পিপুল, হিঙ্গু ও কর্পূর প্রত্যেক ॥॰ অর্দ্ধ তোলা; এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

কর্পূররস,—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহাতে ১ তোলা সোহাগার খৈ মিশ্রিত করেন। জ্বরাতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা প্রযোজ্য।

ক্রিমিরোগ।

পারসীয়াদিচূর্ণ,—পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতাচূর্ণ সমভাগে চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত ৩ দিন সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে ক্রিমি সকল নিপতিত হয়।

দাড়িমাদি কষায়,—দাড়িম ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত তিলতৈল চারি আনা মিশ্রিত করিয়া তিন দিন পান করিলে, কোষ্ঠস্থ সমুদায় ক্রিমি নিঃসৃত হইয়া যায়।

মুস্তকাদিকষায়,—মুতা, ইন্দুরকানী, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ; ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ এক মাষা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজ রোগ নষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গর রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুচিলা ৫ তোলা, পলাশবীজ ৬ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। এই ঔষধ সেবনের পর মুতার কাথ পান করিবে। ইহা সেবন করিলে ৩ দিবসের মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্ত রোগসকল নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘ্ন রস,—বিড়ঙ্গ, কিংশুক, পলাশবীজ ও নিম্ববীজ এই সকল দ্রব্য একত্র ইন্দুরকানির রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ কুচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতেও ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গলৌহ,—পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁট ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ, সমুদায় দ্রব্যের সম-পরিমিত বিড়ঙ্গ; একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি পীড়ায় শান্তিকারক।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা,—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামুনহাটির বীজ ৫ তোলা, কেউ ৬ তোলা, এই

করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুর-কানির কাথ চিনির সহিত পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ ও কমলাগুড়ী মিলিত /১ সের; যথাবিধানে পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গঘৃত,—হরীতকী ১৬ পল, বহেড়া ১৬ পল, আমলকী ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ মিলিত ১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; ঘৃত /৪ সের; কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ /২ সের, প্রক্ষেপ চিনি /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা মিলিত /১ সের; একত্র পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হইয়া যায়।

ধুস্তূরতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের; কল্কার্থ ধুতুরাপত্র /১ সের; একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনেও সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

পাণ্ডু ও কামলা।

ফলত্রিকাদিকষায়—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ প্রশমিত হয়।

বাসাদিকষায়—বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও কফজ রোগ-সকল বিনষ্ট হয়।

নবায়সলৌহ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মধু ও ঘৃতের সহিত ২ রতি মাত্রায় সেবনীয়।

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ—মণ্ডুর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র লৌহখলে গব্যঘৃত ১ পল ও মধু ১ পলের সহিত লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৬ দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মৃৎপাত্রেও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার মাত্রা ১ মাষা। ভোজনকালে প্রথম গ্রাসের সহিত ১ বার, মধ্যে একবার ও শেষ গ্রাসের সহিত ১ বার সেবনীয়। ইহা সেবনে পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা ভোজনে অপ্রবৃত্তি হইলে কুলেখাড়ার রস বা দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করা যায়।

ধাত্রীলৌহ—আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, মধু ও চিনি এই সকল একত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কামলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পলতা, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, নিম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ লইয়া ঘৃত ও মধু দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। অনুপান তক্র।

পুনর্নবাদি মণ্ডুর—শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৵৫ সের, আসন্ন-পাকে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা-মূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ প্রশমিত হয়।

পাণ্ডুপঞ্চানন রস—লৌহ, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ ও মুথা প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র; প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে,

পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিবে। উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

হরিদ্রাদ্যঘৃত—মহিষঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের; কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা এই ঘৃত পান করিলে কামলা নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যঘৃত—ত্রিকটু, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটি; এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত /১ সের, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবা তৈল,—তিলতৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ শ্বেতপুনর্নবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

—:০:—

রক্তপিত্ত।

ধানাকাদিহিম,—ধনে, আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্‌ ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ ও শোথ নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ,—বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে সদ্যঃ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

অটরূষকাদি কাথ,—বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

এলাচাদিগুড়িকা,—এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড,—বস্ত্রনিষ্পীড়িত ও রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডশস্য ১০০ পল /৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া মধুবর্ণ হইলে, তাহাতে কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের, চিনি /১২॥০ সের, গুলিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া, শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকের ২ পল, গুড়ত্বক, এলাচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে, প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগ-দুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষ নিবারক। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষয়াদি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড,—বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল, /৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া পরে ১০০ পল চিনি, বাসকের কাথ ও কুষ্মাণ্ডশস্য এই তিন দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এল্‌বালুক, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল ও পিপুল ৪ পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়।

খণ্ডকাদ্যলৌহ,—শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, মুস্তিরী, বেড়েলা, তাল-

মূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামুনহাটী ও কুড় প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথের সহিত মনঃশিলার সহিত জারিত কান্ত লৌহ অথবা স্বর্ণমাক্ষিক ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, শিলাজতু, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ ও জায়ফল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, এবং ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা তাহাতে মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে /২ সের মধু তাহার সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে। ৵০ আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে দুর্নিবার রক্তবমন, রক্তস্রাব এবং অম্লপিত্ত, শূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কাস, বমি প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা পুষ্টিকারক, বল বর্দ্ধক, কান্তি ও প্রীতি জনক এবং চক্ষুর হিতকর।

রক্তপিত্তান্তকলৌহ,—জারিত অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, রসতাল ও গন্ধক সমভাগে ইহাদিগকে যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়। (পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারমোচ বিষ, একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে যে পীতাভ পদার্থ জন্মে তাহাকে রসতালক কহে)।

বাসাঘৃত,—বাসকের শাখা পত্র ও মূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ বাসকপুষ্প ৪ পল, ঘৃত /৪ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

সপ্তপ্রস্থঘৃত,—শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ সের; ঘৃত /৪ সের; যথাবিধি পাক করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ শর্করা মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বল, শুক্র ও ওজঃ বৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের; কল্কার্থ বালা, বেণামূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ,

বহেড়াছাল, আমের আঁটি, জামের আঁটি ও রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেক ২ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

রাজযক্ষ্মা।

লবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, কাঁকলা, বেণামূল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, জীরা, ছোটএলাচ, পিপ্পলী, অগুরু, গুড়ত্বক, নাগকেশর, জীরা, শুঁট, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, জায়ফল ও বংশলোচন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ এবং চিনি ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণ্যাদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিকর, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক।

সিতোপলাদি লৌহ—গুড়ত্বক ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ, একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা ঐ চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, কর্ণশূল ও ক্ষয়াদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা হস্তপদস্কন্ধদাহে এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে প্রশস্ত।

বৃহদ্বাসাবলেহ—বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চৈ, কট্‌কী, হরীতকী তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

চ্যবনপ্রাশ—বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা

ইহাদের প্রত্যেক ১ পল, আল্গাপ্টুলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০ টি অথবা /৭৮/০ ছটাক; এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তৈলে একত্র ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরি ৫০ পল, উক্ত ক্বাথজল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্ব্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মরোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধেরও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রাক্ষারিষ্ট—দ্রাক্ষা /৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিটলবণ প্রত্যেক ১পল পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্টপানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত ও মন বিশুদ্ধ হয়।

বৃহৎচন্দ্রামৃত—পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বিজতারকবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া, বেড়েলামূল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধুনা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য মধুদিয়া মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

ক্ষয়কেশরী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

মৃগাঙ্করস—পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ মাষা, এই সমুদায় কাঁজিতে পেষণ করিয়া গোলক করিবে। পশ্চাৎ উহা শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ১০টি মরিচ বা ১০টি পিপুলের সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

মহামৃগাঙ্করস—স্বর্ণভস্ম ১ এক ভাগ, ভস্মপারদ ২ দুই ভাগ, মুক্তাভস্ম তিন ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খই ৪, ভাগ, এই সমুদায় টাবালেবুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিয়া, শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। তাহার সহিত হীরক (অভাবে বৈক্রান্ত) ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মরিচ ও ঘৃত কিম্বা পিপুলচূর্ণের সহিত মরিচ ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, জ্বর, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা ও স্বরভেদ, এবং কাসাদি নানারোগ উপশমিত হয়।

রাজমৃগাঙ্করস—পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ীর মধ্যে পুরিবে এবং ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দারা ঐ কড়ীর মুখ রুদ্ধ করিয়া দিবে। পরে একটি মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত করিয়া ভাণ্ডের মুখ বদ্ধ করিয়া লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে গজপুট পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান ঘৃত, মধু এবং ১০টি পিপুল বা ১৯টি মরিচের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় রোগ নিবারণ হয়।

কাঞ্চনাভ্র রস—স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, রৌপ্য, হরীতকী, মৃগনাভি ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমান বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, প্রমেহ, কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া বল এবং বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস—স্বর্ণ, রসসিন্দুর মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত,

তাম্র, রৌপ্য, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগদুগ্ধে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

রসেন্দ্রগুড়িকা—শোধিত পারদ ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচির রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিবে; পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবিত গন্ধকচূর্ণ ১ পল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে; অনন্তর ছাগদুগ্ধ ২ পল ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধকলায়ের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ কিম্বা বাসকপত্রের রস ও মধু। ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা—৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলা চূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা চূর্ণ ইষ্টক চূর্ণ, বোহ্লাপত্রের রস ও আদার রস এই সকলের দ্বারা পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া স্থূলবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কানছিঁড়া ও কাকমাচির রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সমুদায় তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিকে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হেমগর্ভপোট্টলী রস—রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, শোধিত তাম্র ১ ভাগ, গন্ধক ১ তোলা, এই দ্রব্য গুলি চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ প্রহর অতীত হইলে উত্তোলন করিবে। পরে কড়ীর মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করতঃ ভাণ্ডে পুরিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল

হইলে চূর্ণ করিয়া ২ রতি প্রমাণে সেবন করিবে। ইহাতে রাজযক্ষ্মা নষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোট্টলী রস—রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম, সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ীর ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আটায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ ঔষধপূর্ণ কড়ীগুলির মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া ভাণ্ডের মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উত্তোলন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। মধু ও পিপুলচূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবনে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহা-রোগ ও জরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। (বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটী পীড়াকে মহারোগ বলে)।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, (সোহাগার চূর্ণ উত্তম রূপে ছাঁকিয়া লইবে) মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণভস্ম অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য কাগজিলেবুর রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া গোলাকার করিয়া, পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া লৌহ অর্দ্ধভাগ ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিপ্পলীচূর্ণ, মধু, ঘৃত, পানের রস, চিনি, অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাত, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, ভগন্দর ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

অজাপঞ্চক ঘৃত,—ছাগঘৃত /৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪ সের, ছাগমূত্র /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও ছাগদধি /৪ সের একত্র পাক করিয়া যবক্ষার চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস রোগ উপশমিত হয়।

বলাগর্ভঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ /৮ সের, ছাগমাংসের কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত বেড়েলা /১ সের। যথানিয়মে পাক

করিয়া, সেই পক্বঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শূল, ক্ষত, ক্ষয় ও উৎকটকাস রোগ নষ্ট হয়।

জীবন্ত্যাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভুঁই-আমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত /১ সের, এই ঘৃত পান করিলে একাদশবিধরূপসহিত উগ্র যক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয়।

মহাচন্দনাদিতৈল,—তিলতৈল ১৬ সের, কাথার্থ রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানি, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলকী, শিরীশছাল পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, মৃণাল ও শালূক মিলিত ৪০ পল, শ্বেত বেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার কাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের। হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, (পৃথক্ পৃথক্ কাথ করিয়া লইবে)। কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষফল, মূর্ব্বামূল, গেঠেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জৈত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকশেষে এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খটাশী, কক্কোল, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি এই সকল গন্ধদ্রব্যের দ্বারা পাক করিবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারণ হয়।

কাসরোগ।

কট্‌ফলাদিপাচন,—কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ, দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের কাথ মধু ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক কাস ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

মরিচাদি চূর্ণ,—মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতনগুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূযাদি পর্য্যন্ত নির্গত হইতে থাকে তাহাও প্রশমিত হয়।

সমশর্করচূর্ণ—লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া লইবে। ইহা সেবনে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বাসাবলেহ—বাসকের ছাল ‌/২ সের, পাকার্থজল ১৬ সের, শেষ ‌/৪ সের, চিনি ‌/১ সের, ঘৃত ‌/।০ পোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে; লেহবৎ হইলে পিপুলচূর্ণ ‌/।০ পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ‌/১ সের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

তালীশাদি মোদক—তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, তেজপত্র ও এলাচ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, চিনি ‌/৷৷০ সের একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও অরুচি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহাতে চিনির সমান জল দিয়া যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিলে তাহা চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, অতিসার,

বমি ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (কেহ কেহ ইহার সহিত বংশলোচন দিয়া থাকেন, পৈত্তিককাসে বংশলোচন দেওয়াই উচিত।)

চন্দ্রামৃত রস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক ১ তোলা, পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান রক্তোৎপল, নীলোৎপল কুলথকলাই ও আদা; ইহাদের কাহারও রস, অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কাস, রক্তবমন, শ্বাসসহিত জ্বর, দাহ, ভ্রম, গুল্ম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বর্ণকারক। এই ঔষধ সেবন করিয়া বাসক, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা; অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কাসকুঠার রস—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে সন্নিপাত ও সর্ব্বপ্রকার কাস রোগ নষ্ট হয়।

শৃঙ্গারাভ্র—অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ত্রিকটু প্রত্যেক।০ আনা, এলাইচ, ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিলে সিদ্ধচণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পানের রসের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগকেশর, কর্পূর, জাতিফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরার বীজ (কাহার ও মতে স্বর্ণভস্ম,) প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, গুড়ত্বক, ধাইফুল, এলাইচ ত্রিকটু, ত্রিফলা ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমিত; একত্রিত করিয়া পিপুলের কাথে মর্দ্দন করিবে; ১ রতি প্রমাণ বটিকা

করিয়া দারুচিনিচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, জ্বর, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বভৌমরস—শৃঙ্গারাভ্রে স্বর্ণ বা লৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে তাহাকেই সার্ব্বভৌমরস কহে।

কাসলক্ষ্মীবিলাস—বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর প্রত্যেক ১ পল। একত্র মাড়িয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলথকলায়ের কাথে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রসে ও কুলথকলাইয়ের কাথে মাড়িয়া চনকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ রাজযক্ষ্মা, রক্তকাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক এবং অগ্নিকারক ও বলবর্দ্ধক।

সমশর্করলৌহ,—লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কাঁকলা, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি; সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস, ও শ্বাসরোগনাশক এবং বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। মাত্রা ৪ মাষা।

বসন্ততিলক রস—স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা; এই সকলদ্রব্য বাসক, গোক্ষুর ও ইক্ষুরসে মর্দ্দন করিয়া বদ্ধমূষায় বিলঘুঁটিয়ার অগ্নিতে বালুকাযন্ত্রে ৭ প্রহর পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি ৪ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহা কাস ও ক্ষয়রোগের মহৌষধ। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎকণ্টকারীঘৃত—মূল, পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর কাথ ১৬ সের, ঘৃত ৴৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শঠী, চিতা, সচললবণ,

যবক্ষার, বেলছাল, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস্, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ইহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। এইঘৃতে সর্ব্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগনাশক হয়।

দশমূলাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ কুড়, শটী, বিল্বমূল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ কাস ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস নিবারণ হয়।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের; কল্কদ্রব্য যথা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও হিক্কা নিবারক।

চন্দনাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৮ সের। কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শঠী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। কাথার্থ বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, মিলিত /১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই কাথেই কল্ক পাক করিতে হয়, কল্কপাকের নিমিত্ত অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। তৈল পাকান্তে গন্ধদ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, মধু, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য তৈল নামাইয়া প্রদান করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা ও কাসরোগ প্রশমিত এবং বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎচন্দনাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলারস, মুরামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, [illegible], রেণুক ও নালুকা, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া ১৬ সের জলসহ পাক করিবে। পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া পাক শেষ

করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস ও কাস আরোগ্য হয়।

হিক্কা ও শ্বাস।

ভার্গীগুড়,—বামুনহাটীর মূল ১২॥০ সের, দশমূল প্রত্যেক ৴১।০ সের, হরীতকী ১০০টি বস্ত্রে শিথিলভাবে বাঁধিয়া ১১৬ সের জলে কাথ করিয়া ২৯ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকী সকল এবং ৴১২॥০ সের পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে মধু ৴৷০ পোয়া দিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা এবং হরীতকী ১টী একত্রে সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্বাস ও পঞ্চকাসাদি নিবারিত হয়।

ভার্গীশর্করা—বামুনহাটীর মূল ৴৬।০ সের, বাসকমূলের ছাল ৴৬।০ সের, কণ্টকারী ৴৬।০ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। ৪টি বাদুড়ের মাংস, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, ছাঁকিয়া উভয় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে চিনি ৴২ সের দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুর, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলত্থকবাই, কট্‌ফল, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগ বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানসহ ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে প্রবল শ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, হিক্কা, যক্ষ্মা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নিবারণ ও শরীরের পুষ্টি সাধন হয়।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত—কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলেরছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ॥৶০ ছটাক, শতমূলী ৴১৸৶ ছটাক, বামুনহাটী ৴১।০ পোয়া, গোক্ষুর, পিপুলমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, পাকলছাল ২৪ তোলা, এই সমস্ত কুটিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴৮সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৴১।০পোয়া,ঘৃতে

॥৶৹ ছটাক ও দুগ্ধ /১।০ দিয়া একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৮ তোলা দিবে। ॥০ তোলা মাত্রায় সেবনে প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চপ্রকার কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ—পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অনুপান সহ সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং মহাকাস বিনষ্ট হয়। ইহা হিক্কারই মহৌষধ।

মহাশ্বাসারি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলবীজের শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে ২ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা। মধুসহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস ও রক্তপিত্তাদি রোগ নিশ্চয় নিবারিত হয়।

শ্বাসকুঠার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ এবং ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের সমান ভাগ, জলে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাস, কাস এবং স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়।

শ্বাসভৈরব রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই এবং চিতামূল, এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। জল সহ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রশমিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণি—লৌহভস্ম ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা, এই

সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও বহেড়া-চূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা রোগে ইহা প্রযোজ্য।

কনকাসব—শাখা, মূল, পত্র ও ফলসহ কুট্টিত ধুতুরা ৩২ তোলা, বাসকমূলের ছাল ৩২ তোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটী ও তালীশপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১৬ তোলা। ধাইফুল /২ সের, দ্রাক্ষা /২॥০ সের, জল ১২৮ সের চিনি /২॥০ সের, মধু /৬।০ সের, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবৃতপাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

হিংস্রাদ্য ঘৃত,——ঘৃত /৪ সের দুগ্ধ /৮ সের, জল ১৬ সের ; কল্কার্থ চৈ, হরীতকী, কুড়, পিপুল, কটুকী, গন্ধতৃণ, কুড, পলাশ, চিতামূল, শঠী, শচল লবণ, ভুঁইআমলী, সৈন্ধবলবণ, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা ; হিং ৷৷০ অর্দ্ধতোলা ; যথা নিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতজঅর্শঃ, গ্রহণী, এবং হৃদয় ও পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হয়।

স্বরভঙ্গ।

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ—মৃগনাভি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে বাক্‌স্তম্ভ ও স্বরভঙ্গের শান্তি হয়।

চব্যাদিচূর্ণ—চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তিন্তিড়ী, তালিশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র ও এলাইচ, এই সকলদ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহ—কণ্টকারী ১২৸৹ সের, পিপুল মূল /৬৷৹ সের, চিতা ৩৶৹ ছটাক এবং দশমূল মিলিত ৩৶৹ ছটাক, এই সমস্ত একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ৩২ সের থাকিতে নামইবে। তদন্তর ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতনগুড় /৮ সের মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিপুলচূর্ণ /১ সের, ত্রিজাতক (গুড়ত্বক্ তেজপত্র এলাচ) মিলিত /১ সের, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /৷৹ সের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্বরভেদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ত্র্যম্বকাভ্র—জারিত অভ্র ৮ তোলা লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ, শ্বাস, কাস, হিক্কা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সারস্বতঘৃত—মূল ও পত্রের সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা পান করিলে স্বরবিকৃতি, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গুল্ম ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহাকে ব্রাহ্মীঘৃত নামেও অভিহিত করা হয়।

ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের; ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসকমূল, দশমূল ও কালকাসুন্দে, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ ১৬ সের; পিপুলের কল্ক /১ সের; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে /১ সের মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

অরোচক।

যমানীষাড়ব—যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল প্রত্যেক ২ তোলা; ধনে, সচললবণ, জীরা ও দারুচিনি প্রত্যেক ১ তোলা; পিপুল ১০০টী, মরিচ ২০০টী, চিনি ৩২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অরোচকরোগে সেবন করিবে।

কলহংস—সজনাবীজ ১৮টী, মরিচ ১০টী, পিপুল ২০টী, আদা ৮ তোলা, গুড় ৮ তোলা, কাঁজি /৮ সের ও বিট্‌লবণ ৮ তোলা একত্র আলোড়িত করিয়া, তাহার সহিত চাতুর্জাতক চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে স্বরভঙ্গেরও উপকার হয়।

তিন্তিড়ীপানক—বীজশূন্য পকতেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, ধনেবাটা ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, এলাইচ ১ তোলা, নাগেশ্বর ১ তোলা ও জল /৬।৸৵০ সের একত্র আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে পরে কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া যথাকালে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

রসালা—অম্লদধি /৮ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা ও চাতুর্জাতক প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সুলোচনাভ্র——অভ্রভস্ম ১ তোলা, হীরকভস্ম ১ তোলা, চৈ, কুল, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ছোলঙ্গলেবু প্রত্যেক ১০ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে উপযুক্ত অনুপান সহ ইহা সেবন করিলে অরুচি, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত, শূল, বমি, দাহ, অশ্মরী, অর্শঃ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বমন।

এলাদিচূর্ণ—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শস্য, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিবে।

রসেন্দ্র—জীরা ধনে, পিপুল, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দুর সমভাগে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

বৃষধ্বজ রস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী সমভাগে শালপানি ও ইক্ষুর রসে পৃথক পৃথক্ ৭ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমান বটিকা করিয়া শালপানির রস সহ প্রযোজ্য।

পদ্মকাদ্যঘৃত—পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে ও চন্দন; এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধ /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা বমন, অরুচি, তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি রোগ নাশক।

তৃষ্ণারোগ।

কুমুদেশ্বররস—তাম্র ২ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ একত্র যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান যথা চন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোট এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান খৈ একত্র ১৬ গুণ জলসহ পাক করিয়া অর্দ্ধভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিবে। এই কাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে তৃষ্ণা ও বমন রোগ প্রশমিত হয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।

সুধানিধিরস—রসসিন্দুর, ও পিপুলচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ প্রয়োগ করিবে।

মূর্চ্ছান্তক রস—রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণভস্ম, শিলাজতু ও লৌহভস্ম, সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শতমূলীর রস ও ত্রিফলার জল প্রভৃতি বায়ু-নাশক অনুপান সহ প্রযোজ্য।

অশ্বগন্ধারিষ্ট,—অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুথা ও তেউড়ি প্রত্যেক ১০ পল; অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ পল; এই সমস্ত দ্রব্য ১২৮২ বারমোণ বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাই-ফুল ১৬ পল, মধু ৩৭৷৷০ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল; দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল ও নাগেশ্বর ২ পল; এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া একটি আবৃতপাত্রে ১ মাস রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

মদাত্যয়।

ফলত্রিকাদ্যচূর্ণ—ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুকা প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অবস্থানুসারে দুই আনা হইতে ৷৷০ তোলা মাত্রায় জলসহ প্রযোজ্য।

এলাদ্য মোদক—এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, তেউড়ী ও শতমূলী, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনির রসসহ মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও মুদ্গযূষ অনুপানের সহিত প্রযোজ্য।

মহাকল্যাণবটী,—স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১০ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মাখন ও চিনি অথবা তিলচূর্ণ ও মধু অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পুনর্নবাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, পুনর্নবার কাথ ১২ সের ও যষ্টিমধুর কল্ক /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত মদাত্যয় পীড়িত ব্যক্তির পুষ্টিকারক ও ওজোবর্দ্ধক।

বৃহৎধাত্রীতৈল—তিলতৈল /৪ সের; আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস /৪ সের; ছাগদুগ্ধ /৪ সের; বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথকলাই, যব ও মাষকলাই প্রত্যেকের কাথ /৪ সের; কল্কার্থ, জীবনীয়গণ, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মমূল, মোচা, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী মিলিত /১ সের; যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনের জন্য প্রয়োগ করিবে।

শ্রীখণ্ডাসব—শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুথা, বেণামূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকনাদী, আমলকী, পিপুল, চই, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা একত্র কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জলে ভিজাইবে এবং তাহার সহিত দ্রাক্ষা ৬০ পল, গুড় ৩৭।৷০ সের ও ধাইফুল ১২ পল সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক মাস রাখিয়া দিবে। তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া ১ তোলা হইতে ৪ তোলা মাত্রায় অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে।

দাহরোগ।

চন্দনাদিপাচন—চন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, বালা, মুথা, পদ্মমূল, মৃণাল, গৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া রাখিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

ত্রিফলাদ্য—ত্রিফলা ও সোঁদালমজ্জার কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল প্রশমিত হয়।

পর্পটাদি—ক্ষেৎপাপড়া, মুথা ও বেণামূল ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে দাহ ও পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

দাহান্তকরস—পারদ ৫ তোলা ও গন্ধক ৫ তোলা, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে পানের রসের ভাবনা দিবে। পরে সেই কজ্জলী দ্বারা তাম্র-পত্র ১ তোলা লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে তাহার পুটপাক দিবে। ভস্মী-ভূত হইলে ২ রতি মাত্রায় আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণ সহ সেবন করিলে দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজ্বমূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

সুধাকর রস—রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ ত্রিফলার জল ও শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া, ১ রতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দাহ, বান্তরক্ত ও প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়।

কাঞ্জিকতৈল—তিলতৈল /৪ সের, ৬৪ সের কাঁজির সহিত পাক করিয়া, মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

উন্মাদ।

সারস্বতচূর্ণ—কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বচচূর্ণ একত্র

ব্রহ্মীশাকের রস দ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদ গজাঙ্কুশ—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পুটপাক দিতে হইবে; তৎপরে তাহার সহিত ধুতুরাবীজ ২ তোলা অভ্র ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও মিঠাবিষ ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া জলসহ ৩ দিন মর্দ্দন করিবে। ১ রতি মাত্রায় বায়ুনাশক দ্রব্যের অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদভঞ্জন রস,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কট্‌কী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, রেড়েলা, পিপুলমূল, বেণামূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র ও প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে।

ভূতাঙ্কুশ রস,—পারদ, লৌহ, রৌপ্য, তাম্র ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা; হীরক ২ মাষা হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, তিলাঞ্জন, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ ও দন্তীর রস এবং সীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে দুই খানি কটোরায় করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। ২ রতি মাত্রায় আদার রস সহ সেবন করাইয়া, দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। তৎপরে গাত্রে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিয়া তিন্তিড়ীর স্বেদ দেওয়া আবশ্যক।

চতুর্ভুজরস,—রসসিন্দুর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ ও হরিতাল ১ ভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলকটি এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় মধু ও ত্রিফলাচূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পানীয়কল্যাণক ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ রাখালশশার মূল, ত্রিফলা, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলশুঁদী, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল,

দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রযোজ্য। এই ঘৃতই দ্বিগুণ জল এবং চারিগুণ দুগ্ধ সহ পাক করিলে, তাহাকে ক্ষীর-কল্যাণ ঘৃত কহে।

চৈতসঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ গাম্ভারীবর্জ্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী; প্রত্যেক দুই পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই কাথ, চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং পানীয়-কল্যাণকের কল্কদ্রব্যসমূহের সহিত যথাবিধানে পাক করিবে।

শিবাঘৃত, ঘৃত /৪ সের; কাথার্থ শৃগালের মাংস /৬৷০ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের এবং দশমূল মিলিত /৬৷০ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের; ছাগদুগ্ধ /৪ সের; কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশপত্র,নাগেশ্বর, শ্যামলতা, রাখালশশার মূল, শালপানি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, নীলপদ্ম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ বায়ুবিকারে প্রয়োগ করিবে।

মহাপৈশাচিকঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম বা ব্রহ্মীশাক, আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, চোরকাঁচকী, কটুকী, ছোটএলাইচ, চামরআলু, মউরী, শুলফা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী, আমলকী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটী ও শাল-পানি, মিলিত /১ সের; পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সর্ব্ববিধ উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি রোগে প্রয়োগে করিবে।

অপস্মার।

কল্যানচূর্ণ,—পঞ্চকোল, মরিচ ত্রিফলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা প্রত্যেক সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৷৷৵ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে।

বাতকুলান্তক,—মৃগনাভি, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ, প্রত্যেক ২ তোলা একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বায়ুনাশক দ্রব্যের অনুপান সহ প্রযোজ্য।

চণ্ডভৈরব,—পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন; সমভাগে গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া, পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকসহ মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। তৎপরে ২ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য। অনুপান হিং, সচল লবণ ও কুড়চূর্ণ মিশ্রিত ২ তোলা এবং গোমূত্র ও ঘৃত।

স্বল্পপঞ্চগব্যঘৃত,—গব্যঘৃত /৪ সের, গোময়রস /৪ সের, অম্লগব্যদধি /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের; যথা-বিধানে পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

বৃহৎপঞ্চগব্যঘৃত,—কাথার্থ দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চী-ছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গেরমূল, নীলবৃক্ষ, কটকী সোঁদালফল, ডুমুরমূল, কুড় ও দুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ বামুন-হাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হরফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিবাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রোহিতক, গন্ধতৃন ও মদনফল প্রত্যেক ২ তোলা। গোময়রস /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের ও গব্যঅম্লদধি /৪ সের সহ গব্যঘৃত /৭ সের যথাবিধানে পাক করিবে।

মহাচৈতসঘৃত,—কাথার্থ, শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল ও সজিনামূল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতি বা পিণ্ডখর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং

স্বল্পচৈতসঘৃতের কল্কদ্রব্যসমূহ, সমুদায়ে মিলিত /১ সের; একত্র যথাবিধানে পাক করিবে।

ব্রহ্মীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, ব্রহ্মীশাকের রস ১৬ সের; কল্কার্থ, বচ, কুড় ও চোরপুষ্পী মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিবে।

পলঙ্কষাদ্যতৈল,—কল্কার্থ গুগ্‌গুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈশলাঙ্গলা, চোরপুষ্পী, রসুন, অতইচ, দন্তী, কুড, ও গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী পক্ষীর বিষ্ঠা, সমুদায়ে /১ সের এবং ছাগমূত্র ১৬ সেরসহ /৪ সের তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দনার্থে প্রয়োগ করিবে।

বাতব্যাধি।

রাস্নাদিপাচন,—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ইহাদের কাথ শুঁটচূর্ণের সহিত পান করিবে।

মাষবলাদি,—মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসিকাদ্বারা পান করাইবে। অসমর্থ রোগীকে মুখ দিয়া পান করান যায়।

কল্যাণলেহ,—হরিদ্রা, বচ, কুড, পিপুল, শুঁঠ, জীরা, বনযমানি, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ এই সমস্তের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রযোজ্য।

স্বল্পরসোনপিণ্ড,—খোষাশূন্য পিষ্ট রসুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাষা; সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এরণ্ডমূলের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু,—বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়কবীজ, রাস্না, শুলফা, শঠী, যমানী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা; গুগ্‌গুলু ১২ তোলা ও ঘৃত ৬ তোলা। প্রথমে ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মাড়িয়া তৎপরে অন্যান্য চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

দশমূলাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ জীবনীয়গণ মিলিত /১ সের, একত্র যথানিয়মে পাক করিবে।

ছাগলাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূলের ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের; কল্কার্থ জীবনীয় গণ মিলিত /১ সের; যথানিয়মে পাক করিতে হইবে।

বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত,—ঘৃত ১৬ সের; কাথার্থ ছাগমাংস, দশমূল, বেড়েলা ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক দ্রব্য ১০০ পল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে এবং যথাক্রমে এক একটি কাথের সহিত এক একবার পাক করিবে। তৎপরে দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের সহ পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া কল্কপাক করিতে হইবে। কল্কদ্রব্য যথা-জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদী, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুক, বিডঙ্গ ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকশেষে শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত /২ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত তাম্রপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হয়।

চতুর্ম্মুখ রস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাষা, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে, পরে এরণ্ডপত্র দ্বারা গোলকটি বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিনের পর বাহির করিয়া ২ রতি প্রমান বটিকা করিবে। মধু ও ত্রিফলার জল অনুপানের সহ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ,—রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ গোলক করিবে ও এরণ্ডপত্রবেষ্টিত করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশিমধ্যে রাখিবে। তৎপরে ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান পূর্ব্ববৎ।

বাতগজাঙ্কুশ,—পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী ও সোহাগার খৈ, একত্র মুণ্ডিরীর

ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও জিরার কাথ সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ,—পারদ, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁট, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ২ ভাগ, মিঠাবিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খৈ সমভাগে মুণ্ডিরী ও নিসিন্দাপত্রের রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বায়ুনাশক দ্রব্যের অনুপান সহ প্রযোজ্য।

যোগেন্দ্ররস,—রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥৹ অর্দ্ধতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া, পূর্ব্ববৎ ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল ও চিনি অনুপান সহ সেবনীয়।

রসরাজ রস,—রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ॥৹ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে। পরে কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধ বা চিনির জল অনুপানের সহ সেবনীয়।

চিন্তামণিরস,—রসসিন্দূর ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। বায়ুনাশক বিবিধ অনুপান সহ অবস্থাবিশেষে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্রমেহ, প্রদর, সূতিকা প্রভৃতি রোগেরও উপকার হইয়া থাকে।

বৃহৎবাতচিন্তামণি,—স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দূর ৭ ভাগ একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিবে।

অমৃতবিষ্ণুতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও কাঁটামূল প্রত্যেক ১ পল; যথাবিধানে পাক করিয়া যাবতীয় বাতজ রোগে প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎবিষ্ণুতৈল,—তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৩২ সের, কল্কার্থ মূর্বা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরখোটী, গেঁটেলা, ও নখী প্রত্যেক ১ পল, যথাবিধি পাক করিয়া সর্ব্ববিধ বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে।

নারায়ণতৈল,—তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, কল্কার্থ বিল্ব, গণিয়ারী, শোনা, পারুল ও পালিধা, ইহাদের মূলের ছাল এবং গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা প্রত্যেক ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের; কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল প্রত্যেক ২ পল; গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, যথানিয়মে পাক করিবে।

মধ্যমনারায়ণ,—তিলতৈল ৩২ সের, কাথার্থ বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাদুলে ও পারুল, ইহাদের মূল প্রত্যেক /২॥০ আড়াই সের একত্র ১২৸২ বারমোণ বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া ৩/৮ তিন মোণ আটসের অবশিষ্ট রাখিবে। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের; কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁটেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাঁচকী, প্রত্যেক ২ পল, যথানিয়মে পাক করিয়া, সুগন্ধজন্য কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি, প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিবে।

মহানারায়ণ—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ শতমূলী, শালপানী, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটিমূল,

প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৸৮ সের, শতমূলীররস ২৪ সের, কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শালপানি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা; যথানিয়মে পাক করিবে।

সিদ্ধার্থক তৈল,—তিলতৈল /৪ সের শতমূলীর রস /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদার রস /৪ সের; কল্কার্থ, শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, শালপানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুন্দে, বচ, গন্ধতৃণ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁট মিলিত /১ সের; যথানিয়মে পাক করিবে।

হিমসাগরতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমলকী, শিমুলমূল, গোক্ষুর ও কদলীমূল প্রত্যেকের রস /৪ সের, নারিকেলের জল /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খটাশী, পিড়িংশাক, কুন্দুরখোটী, নালুকা, শতমূলী লোধ, মুথা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, মৌরী, শঠী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বায়ুরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; কাথার্থ বেড়েলা ১২৸০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২৸০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, শুলফ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুল্ফা ও পুনর্নবা প্রত্যেক ২ তোলা; যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বিবিধ বায়ুরোগ নাশক এবং ক্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্ত্তবা স্ত্রীদিগের বিশেষ উপকারী।

মাষবলাদিতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, যবক্ষারাদনে ও শুল্ফা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কাথ ক্কাথি /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কাঞ্জিক /৪ সের, কাঁজি /৪ সের; শতমূলী ও ভূমি-

কুষ্মাণ্ডের রস প্রত্যেক /২ সের; কল্কার্থ শুল্ফা, মৌরী, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুথা, অশ্বগন্ধা, বেণামূল, যষ্টিমধু, শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁই আমলা প্রত্যেক ২ পল; যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

সৈন্ধবাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাঁজি ৩২ সের, কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ ২ পল, শুঁট ৫ পল, পিপ্পলীমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল ও ভেলার মুটী ২০ টি, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগ নাশক।

পুষ্পরাজ প্রসারণীতৈল,—তিলতৈল /৪ সের,ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্য বা মহিষ দুগ্ধ ১৬ সের; পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /৪ সের, কল্কার্থ শুল্ফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপানি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, কুড়, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা, যথানিয়মে পাক করিবে।

কুব্জপ্রসারণীতৈল,—তিলতৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের; কল্কার্থ চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটী প্রত্যেক ২ পল; যথাবিধি পাক করিবে। ইহা দ্বারা কুব্জ, পঙ্গু, গৃধ্রসী, ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বায়ু, রোগ এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগসমূহ নিবারিত হয়।

মহামাষতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ মাষকলাই /৪ সের, দশমূল /৬।০ সের, ছাগমাংস ৩০ পল, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে। মাষকলাই ও ছাগমাংস ঢিল করিয়া পোট্‌লী বাঁধিয়া সিদ্ধ করা আবশ্যক। দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্ফা, সৈন্ধব, বিট্‌, সচল লবণ, জীবনীয় গণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, শুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী প্রত্যেক ২ তোলা; যথানিয়মে পাক করিয়া পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কম্প, গৃধ্রসী ও অববাহুক প্রভৃতি বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে।

বাতরক্ত।

অমৃতাদিপাচন,—গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা; ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ গুণ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং ৮ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে।

বাসাদি,—বাসক, গুলঞ্চ ও সোন্দালফল, ইহাদের কাথে ॥০ অৰ্দ্ধতোল এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

নবকার্ষিক,—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক '৫ রতিতে ১ মাষা' এই পরিমাণ অনুসারে ১কর্ষ অর্থাৎ তেরআনা ২ রতি, একত্র ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ গুণ অবশিষ্ট রাখিয়া ৮ তোলা মাত্রায় বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

পটোলাদি,—পটোলপত্র, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বাতরক্ত এবং তজ্জনিত দাহ নিবারক।

নিম্বাদি চূর্ণ,—নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজ প্রত্যেক ১ পল; শুঁট, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটুকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা; সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া চারিআনা মাত্রায় গুলঞ্চের কাথ অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত জন্ম শোথ, প্লীহা এবং গুল্ম প্রভৃতি রোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

কৈশোর গুগ্‌গুলু,—শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু /২ সের, ত্রিফলা /২ সের, গুলঞ্চ /৪ সের, একত্র ৯৬ সের জলে পাক করিয়া ৪৮ সের অবশিষ্ট রাখিবে। পাককালে বারম্বার নাড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলু ঘৃতে মাড়িয়া ঐ কাথের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পর কোনও লৌহপাত্রে করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া তাহার সহিত ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১২ তোলা বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল ২ তোলা, দন্তীমূল ২ তোলা ও গুলঞ্চ

৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া /১ সের ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ছোলাভিজা জল গুলঞ্চের ক্বাথ বা দুগ্ধ অনুপানের সহিত ১ তোলা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু,—ক্বাথার্থ গুলঞ্চ /২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪সের, ত্রিফলা মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; এই দুই ক্বাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত গুগ্‌গুলু /১ সের, পারদ, গন্ধক ও লৌহভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা ও অভ্রভস্ম ৮ তোলা পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এক তোলা মাত্রায় গুলঞ্চের ক্বাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতরক্তান্তকরস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, মুথা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া মাষকলাইয়ের ন্যায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ ঘৃত এবং নিমের পত্র পুষ্প ও ছালের ক্বাথ অনুপানের সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

গুড়ূচাদিলৌহ,—গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ত্রিমদ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা; একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গুলঞ্চের ক্বাথ বা ধনে ও পল্‌তার ক্বাথ সহ ইহা সেবনীয়।

মহাতালেশ্বররস,—হরিতাল ভস্ম ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উভয় দ্রব্যের সম পরিমিত তাম্র ভস্ম মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে তাহা একখানি কটোরায় রাখিয়া অপর একখানি কটোরা দ্বারা ঢাকিয়া মৃত্তিকার লেপ দিতে হইবে এবং যথানিয়মে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ও শ্বিত্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। হরিতাল ভস্ম করিবার নিয়ম,—হরিতাল ৮ তোলা, মিঠাবিষ ২ তোলা একত্র শ্বেত আঁকড়ার রস সহ মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। পরে একটি হাঁড়ীতে ১৬ তোলা পলাশের ক্ষার দিয়া তাহার উপরে ঐ গোলকটি রাখিয়া, ২৪ তোলা অপামার্গের

ক্ষার তাহার উপর দিবে। হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা আচ্ছাদন দিয়া মৃত্তিকার লেপ দ্বারা সংযোগস্থল বন্ধ করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে একটি চুল্লীতে বসাইয়া একদিন রাত্রি অগ্নিজ্বাল দিবে। তাহা হইলেই কর্পূরের ন্যায় হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২ রতি বা ৩ রতি মাত্রায় এই হরিতাল ভস্ম ও উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, বিচর্চ্চিকা; শোথ, হলীমক, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

বিশ্বেশ্বর রস,—পারদ ১০ তোলা, গন্ধক ১০ তোলা, তুঁতে ১০ তোলা, মিঠাবিষ ৫ তোলা, পলাশ বীজ ৫ তোলা এবং কণ্টকারী, করবীরমূল, ধুতূরা, হাতযুড়ীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, নূতন কুটিলা ও ভেলা প্রত্যেক ১০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি বা ৩ রতি মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য; অরুচি এবং বিষজ সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

গুড়ূচীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং গুলঞ্চের কল্ক /১ সের সহ যথানিয়মে পাক করিবে।

অমৃতাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, জল ১২ সের; কল্কার্থ গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেত-পুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেকাঁটা, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মুথা ও নীলশুঁদী মিলিত /১ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় অন্নাদি ভোজ্যবস্তুর সহিত সেবন করিবে।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৯৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, গেঁঠেলা, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশশার মূল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুল্‌কা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, নস্ত ও অভ্যঙ্গের জন্য প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, বিসর্প ও হস্তপদাদির দাহ নিবারিত হয়।

মহারুদ্রগুড়ূচীতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র /৪ সের, কল্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দন্তীমূল, করবীরমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ, নিমবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

রুদ্রতৈল,—কটুতৈল /৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের ; দুগ্ধ /৪ সের, বাসকের রস /৪ সের ; কল্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, অপামার্গ, পটোল পত্র, ধূতুরা, দারিম ফলের খোষা, জয়ন্তী মূল, দন্তীমূল ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা ; যথানিয়মে পাক করিয়া কৃষ্ণগুরু, শঠী, কাকোলী, চন্দন, গেঁটেলা, নখী, খাটাশী, নাগেশ্বর ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথা-নিয়মে গন্ধ পাক দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অস্থি ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, মসূরিকা, দদ্রু ও গাত্রবৈবর্ণ্য প্রভৃতি বিবিধ রক্ত ও ত্বক্ দোষ জনিত পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

মহারুদ্রতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, বাসকপত্রের রস /৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; কল্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বার্ত্তাকু, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধূতুরা, আপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দন্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, মিঠাবিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল, /৪ সের জলসহ যথাবিধি পাক করিবে। ইহাও বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগ-নাশক।

মহাপিণ্ডতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী ও গন্ধ-ভাদুলে, প্রত্যেক ১২৷৷০ সের পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬সের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। কল্কার্থ শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাকোলী, পুনর্নবা, চিতামূল, পিপুল মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খাটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ,

চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনেও বাতরক্তাদি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

উরুস্তম্ভ।

ভল্লাতকাদিপাচন,—ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল, যথাবিধি ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া উরুস্তম্ভে সেবন করিবে।

পিপ্পল্যাদি,—পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এই তিন দ্রব্যের কল্কও মধুসহ সেবন করান যায়।

গুঞ্জাভদ্ররস,—পারদ ১৷৷০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পালবীজ ৷৷০ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তীপত্র জাম্বীর, ধুতুরাপত্র ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং, সৈন্ধবলবণ ও মধু অনুপানের সহিত প্রযোজ্য।

অষ্টকট্বরতৈল —সর্ষপতৈল ⁄৪ সের, দধির মাত ⁄৪ সের, কট্বর অর্থাৎ দধির ঘোল ৩২ সের; কল্কার্থ পিপুলমূল ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ পল, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে উরুস্তম্ভ ও গৃধ্রসীরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠাদ্যতৈল,—সর্ষপতৈল ⁄৪ সের কল্কার্থ কুড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত ⁄১ সের, জল ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিয়া, মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল,—তিলতৈল, ⁄৪ সের; কল্কার্থ সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপানি, জায়ফল, দেবদারু, শুঁট, শঠী, ধনে, পিপুল, কট্ফল, কুড়, যমানী, আতইচ এরণ্ডমূল, নীলবৃক্ষ ও নীলশুঁদী সমুদায়ে

মিলিত /১ সের ; কাঁজি ১৬ সের ; যথাবিধানে পাক করিয়া, পান, নস্ত ও মর্দ্দনে ব্যবহার করিলে উরুস্তম্ভ, আমবাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

আমবাত।

রাস্নাপঞ্চক,—রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ এই পাঁচটি পদার্থের কাথকে রাস্নাপঞ্চক কহে। ইহা সর্ব্ববিধ আমবাতনাশক।

রাস্নাসপ্তক,—রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, এই সাতটি পদার্থকে রাস্নাসপ্তক কহে। ইহার কাথ শুঁটচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক ও পৃষ্ঠের শূল প্রশমিত হয়।

রসোনাদিকষায়,—রস্থন, শুঁঠ ও নিসিন্দা ইহাদের কাথ আমবাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মহারাস্নাদি কাথ,—রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুথা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্যের মধ্যে রাস্নাব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য সমভাগ, রাস্না ২ ভাগ ; ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শুঁঠচূর্ণের সহিত পান করিবে। অজমোদাদি বটক ও অলম্বুষাদ্য-চূর্ণের অনুপানস্বরূপও এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। আমবাত প্রভৃতি যাবতীয় বাতবেদনা ইহাদ্বারা প্রশমিত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ,—হিং ১ ভাগ, চই ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, জীরা ৬ ভাগ ও কুড় ৭ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল বা পূর্ব্বোক্ত কোন কাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ,—মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারকবীজ, পিপুল, তেউড়ী, মুথা, বরুণমূল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় দধির মাত, ঘোল বা কাঁজি অনুপানের সহিত পান করিবে।

ইহাদ্বারা প্লীহা, গুল্ম, আমাহ, অর্শঃ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়ারও উপশম হইয়া থাকে।

বৈশ্বানরচূর্ণ,—সৈন্ধব ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজল বা পূর্ব্বোক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাও অলম্বুষাদির ন্যায় বিবিধ রোগ নাশক।

অজমোদাদি বটক,—বনযমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধরকবীজ ১০ পল, হরীতকী ৫ পল, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুড়। প্রথমতঃ গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ঐ সমস্ত চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটক প্রস্তুত করিবে। উষ্ণজলের সহিত এক একটি বটক প্রয়োগ করিতে হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুথা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু। প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মাড়িয়া, তাহার সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা পূর্ব্বোক্ত পাচন অনুপানের সহিত ইহা প্রযোজ্য।

বৃহৎযোগরাজ গুগ্‌গুলু,—ত্রিকটু ত্রিফলা, আকনাদি, শুল্‌ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপ্পলী, ছোটএলাচ, শটী, ধনে, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, সমুদ্রফেন, লৌহ, ধুনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চই মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলগুঁট, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বামূল, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বৃদ্ধদারু, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র, প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রস্তুত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু,—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক /৪ সের, সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দিত পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের, একত্র ৯৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, ঐ ক্বাথের সহিত ঐ গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, বিছাটীমূল, গুলঞ্চ; চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মাণ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা; জয়পালবীজ ১০০০ এক হাজারটা; উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিবে। ইহা চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল বা উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া আমবাত নিরারিত হইয়া থাকে।

রসোনপিণ্ড,—রসুন ১২॥০ সের, খোষাশূন্য তিল /॥০ অর্দ্ধসের; হিং, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল; কোনও পাত্রে করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য এবং তিলতৈল /২ সেব ও কাঁজি /২ সের, একত্র ধান্যরাশির মধ্যে ১৬ দিন রাখিয়া দিবে। পরে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস এবং শূল প্রভৃতি পীড়ারও উপশম হইয়া থাকে।

মহারসোনপিণ্ড,—রসুন ১০০ পল, খোষাশূন্য তিল ৫০ পল, গব্য ঘোল ১৬ সের; ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, দারুচিনি, এলাচ ও পিপুলমূল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল; চিনি ৮ পল, মরিচ ১ পল, কুড ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু /॥০ সের, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, কাঁজি ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা, পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমস্তদ্রব্য একত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন রাখিয়া দিবে। পরে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

আমবাতারি বটিকা,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, তুঁতে, সোহাগা ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ; সমুদায়ের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু, চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ; ও চিতামূলচূর্ণ; এই সমস্তদ্রব্য একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারি আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। ত্রিফলাভিজা জল অনুপানের সহিত ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ পাচক ও বিরেচক।

বাত গজেন্দ্রসিংহ,—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, মিঠাবিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিং ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা; দারুচিনি, তেজপত্র, বড়এলাচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক ৷৷০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ ইহা সেবন করিলে আমবাত এবং অন্যান্য বায়ুবিকার প্রশমিত হয়।

বৃহৎসৈন্ধবাদ্য তৈল,—এরণ্ডতৈল /৪ সের, শুল্‌ফার কাথ /৪ সের, কাঁজি /৮ সের, দধির মাত /৮ সের; কল্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, শ্বেতধুনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা; যথানিয়মে পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

প্রসারণীতৈল,—এরণ্ডতৈল /৪ সের, ১৬ সের গন্ধভাদুলের রসের সহিত পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে আমবাত এবং সর্ব্ববিধ শ্লৈষ্মিক রোগের শান্তি হয়।

বিজয়ভৈরবতৈল,—পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া একখণ্ড পাতলা কাপড়ে তাহা মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক হইলে সেই বস্ত্রখণ্ডের মোটা বাতি প্রস্তুত করিয়া অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া প্রজ্বলিত করিবে। সেই জলন্ত বাতির উপরে অল্পে অল্পে সর্ষপতৈল ঢালিতে থাকিবে, তাহাহইতে নিম্নস্থ পাত্রে যে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহারই নাম বিজয়ভৈরব তৈল। ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত অহিফেন ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে, তাহাকে মহাবিজয়ভৈরব কহে। এই তৈল-মর্দ্দনে যাবতীয় বাতরোগ প্রশমিত হয়।

শূলরোগ।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ,—করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভারি, বিট্লবণ, দন্তীমূল, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, তেউড়ীমূল ও ওল, প্রত্যেক সমভাগ; মিলিত সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ পরিমিত দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র (প্রত্যেক সমভাগ) সহ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইয়া ৵০ আনা বা চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিবে। ইহা যাবতীয় শূল নাশক।

শম্বূকাদি গুড়িকা,—শম্বূকভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, বিট্, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ্লবণ প্রত্যেক সমভাগ, কলমীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে বা ভোজন সময়ে এই বটিকা সেবন করিলে পরিণাম শূলের আশু উপকার হইয়া থাকে। রোগ ও রোগীর বলানুসারে মাত্রা কম বেশি করা আবশ্যক।

নারিকেলক্ষার,—জল সংযুক্ত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পূরণ করিয়া, তাহার উপরে উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে বিলঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে নারিকেল মধ্যস্থ সৈন্ধব ও নারিকেল শস্য এবং তাহার সম পরিমিত পিপুল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায় জল সহ সেবন করিলে পরিণাম শূল নিবারিত হয়।

তারামণ্ডূর গুড়,—শোধিত মণ্ডুর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, উপযুক্ত জলসহ পাক করিয়া, পাকশেষে বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া, মৃদু অগ্নিজ্বাল দিবে। পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ১ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে সেবন করিবে।

শতাবরীমণ্ডূর—শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৮ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, পিণ্ডবৎ হইলে নামাইয়া রাখিবে। ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও শেষে প্রত্যেক বারে এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর,—প্রথমতঃ মণ্ডুর গরম করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ফেলিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই মণ্ডুর ৮ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল ও ঘৃত ৪ পল; যথা-নিয়মে একত্র পাক করিবে। পাক শেষে জীরা, ধনে, মুথা, দারুচিনি, তেজ-পত্র, এলাচ, পিপুল ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৷০ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শতাবরীমণ্ডূরের নিয়মানুসারে ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শূল ও অম্লপিত্ত নিরাকৃত হয়।

ধাত্রীলৌহ,—আমলকীচূর্ণ ৮ পল, লৌহভস্ম ৪ পল, যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল, একত্র আমলকীর ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে সেবন করিবে।

পাকের ধাত্রীলৌহ,—কুট্টিত যবতণ্ডুল ৪ পল, পাকার্থ জল ১৬ পল, শেষ ৪ পল; শতমূলীর রস, আমলকীর রস বা ক্বাথ, দধি ও দুগ্ধ প্রত্যেক ৮ পল; ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, ঘৃত ও ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল; এবং শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৬ পল একত্র পাক করিবে। পাকশেষে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, গজপিপ্পলী, মুথা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও চন্দন প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। চারি আনা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে অন্নের সহিত বা দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

আমলকীখণ্ড,—প্রথমতঃ সিদ্ধ ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল /২ সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে আমলকীর রস /৪ সের, কুষ্মাণ্ডের জল /৪ সের ও চিনি ৫০ পল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসের সহিত ঐ ঘৃতভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড পাক করিবে। পাককালে হাতাদ্বারা বারম্বার নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। পাকশেষে নামাইয়া তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুঁঠ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুথা প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু /১ সের তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ-দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, যাবতীয় শূল এবং অম্লপিত্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

নারিকেলখণ্ড,—পিষ্ট ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেল শস্য ৮ পল অর্দ্ধ-পোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ডাবের জল ৷/৪ সের ও চিনি ৷/৷৷০ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত ঐ ঘৃত-ভৃষ্ট নারিকেলশস্য পাক করিবে। পাকশেষ হইলে নামাইয়া তাহার সহিত ধনে, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ৷৷০ তোলা দারু-চিনি, তেজপত্র, এলাচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ মাষা মিশ্রিত করিবে। ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সেবন করিবে।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড,—শিলাপিষ্ট ও নিষ্কাশিত রস সুপক্ক নারিকেল শস্য ৮ পল ৫ পল ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে ১৬ সের ডাবের জলে ৷/২ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার ঐ নারিকেল শস্য ৮ পল এবং শুঁঠচূর্ণ ৪পল ও দুগ্ধ ৷/২ সের মিশ্রিত করিয়া, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে বংশলোচন ত্রিকটু, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপ্পলী ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হইবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, বল শুক্র প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

নারিকেলামৃত,—পিষ্ট ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেল শস্য ৷/৪ সের, ৷/৪ চারিসের ঘৃতে ভাজিবে। পরে ডাবের জল ৩২ সের, গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৷/৪ সের, চিনি ১২৷৷০ সের এবং শুঁঠচূর্ণ ৷/২ সেরের সহিত একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকচূর্ণ ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁটেলা, বংশলোচন ও মুথা প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ৷/৷৷০ মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা পরিণামশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরীতকীখণ্ড,—ত্রিফলা, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুলফা ও লবঙ্গ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; তেউড়ী ও সোনামুখীচূর্ণ প্রত্যেক ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল; যথা-বিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিবে।

শূলগজ কেশরী,—পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া, গোঁড়ালেবুর রস সহ মর্দ্দন করিবে। পরে একখানি ৬ তোলা পরিমিত

তাম্র পুটের মধ্যভাগে ঐ কজ্জলী লেপন করিবে। তৎপরে একটি হাঁড়ীর মধ্যে প্রথমতঃ কিছু সৈন্ধবলবণ রাখিয়া তাহার উপরে ঐ তাম্রপুট এবং তাম্রপুটের উপরি ভাগেও কিছু সৈন্ধবলবণ দিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে। গজপুটে ঐ হাঁড়ী সহ ঔষধ দগ্ধ করিয়া, পর দিবস তাম্রপুট খানি চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে কষ্টসাধ্য শূলও প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর হিং, শুঁঠ, জীরা, বচ ও মরিচ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ॥০ তোলা গরম জলের সহিত সেবন করা আবশ্যক।

শূলবজ্রিনী বটিকা,—পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা; সোহাগা, হিং, শুঁঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, ১ মাষাপরিমাণে বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ বা শীতলজল অনুপানসহ ইহা সেবন করাইবে।

শূলগজেন্দ্রতৈল,—তিলতৈল ৴৮ সের; কাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৸০ সের; যব ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল; যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দনার্থে প্রয়োগ করিবে।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ

নারাচচূর্ণ,—চিনি ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত সেবন করিবে।

গুড়াষ্টক,—ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ী, দন্তী ও চিতামূল প্রত্যেক, সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে।

বৈদ্যনাথবটী,—হরীতকী, ত্রিকটু ও পারদ প্রত্যেক এক ভাগ ও জয়-পাল ২ ভাগ, একত্র থানকুনি ও আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তিপ্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অনুপানের সহিত প্রযোজ্য।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস,—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ ও তেউড়ী প্রত্যেক সমভাগ, আতইচ পারদের দ্বিগুণ এবং জয়পালবীজ পারদের ৯ গুণ, একত্র আকন্দপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া, বিলঘুঁটের মৃদু অগ্নিতে এক বার পাক করিয়া লইবে। পরে ১ রত্তি পরিমাণে বটিকা করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। এই ঔষধে উষ্ণজল পান না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইতে থাকে এবং উষ্ণজল পান করিলেই দাস্ত বন্ধ হয়। পথ্য দধি ও অন্ন।

শুষ্কমূলকাদ্যঘৃত,—শুষ্কমূলা, আদা, পুনর্নবা, স্বল্প অথবা বৃহৎপঞ্চমূল ও সোন্দালফল প্রত্যেক সমভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথসহ /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ ও চিনি অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

স্থিরাদ্যঘৃত,—স্বল্প পঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাটাকরঞ্জ প্রত্যেক ২ পল চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহাও পূর্ব্ববৎ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে উদাবর্ত্ত পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুল্মরোগ।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ,—হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁট ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও কুড় ১৫ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে।

বচাদিচূর্ণ,—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী প্রত্যেক সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

বজ্রক্ষার,—সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার খৈ ও সাচিক্ষার, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, মনসাসীজের আঠা ও আকন্দের আঠা প্রত্যেকের ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে আকন্দপত্র দ্বারা তাহা বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, শরাদ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ীতে জাল দিয়া সমুদয় দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। ঐ ক্ষার ৫ পল এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বাতাধিক্য গুল্মে উষ্ণজল, পিত্তাধিক্যে ঘৃতে, শ্লেষ্মাধিক্যে গোমূত্র, ত্রিদোষপ্রকোপে কাঁজি এবং উদাবর্ত্ত, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য ও শোথাদিরোগে শীতলজল অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

দন্তীহরীতকী,—শ্লথপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথের সহিত পুরাতন গুড় ২৫ পল গুলিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টি দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, তিলতৈল ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, মধু ৪ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। একটী হরীতকী ও অর্দ্ধতোলা গুড় সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা,—শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁট, বচ ও শ্বেতউড়ীমূল প্রত্যেক ১ পল, হিং ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল; যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, এবং কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা একত্র টাবালেবুর রসে মাড়িয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সাধারণতঃ উষ্ণজল অনুপানের সহিত ইহা সেব্য। কফজ-গুল্মে গোমূত্রের সহিত, পিত্তগুল্মে দুগ্ধের সহিত, বাতগুল্মে কাঁজির সহিত এবং রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সমধিক উপকার দর্শে।

পঞ্চানন রস,—পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পালবীজ, পিপুল ও সোন্দাল-ফলের মজ্জা; সমপরিমিত এই সমস্ত দ্রব্য সিজের আঠার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমান বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা তেঁতুলপত্রের রস অনুপানসহ সেবনে রক্তগুল্ম নিবারিত হয়।

গুল্মকালানল রস,—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র সোহাগা ও যবক্ষার প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, মুথা, পিপুল, শুঁট, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, আপাং ও আকনাদির কাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। ৪ রতি মাত্রায় হরীতকীভিজা জলসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ গুল্ম প্রশমিত হয়। ইহা বাতগুল্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ গুল্মকালানল রস,—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটুকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি ও খদির, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়ার পাতার রসে ভাবনা দিবে। ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া জল বা দুগ্ধ সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে পঞ্চবিধ গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ত্র্যূষনাদ্যঘৃত,—ঘৃত ৴৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও চিতামূল; যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ বাতগুল্মে প্রয়োগ করিবে।

নারাচঘৃত,—ঘৃত ৴১ সের, কল্কার্থ চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ী-

মূল, কণ্টকারী, সিজের আঠা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা ; পাকার্থ জল /৪ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। উষ্ণজল বা জাঙ্গলমাংসের রসসহ সেবন করিলে বাতগুল্ম ও উদাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত,—ঘৃত /১ সের, কাথার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল, শেষ ৮ পল ; আমলকীর রস /১ সের, দুগ্ধ /১ সের ; কল্কার্থ কটুকী, মুথা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভুঁইআমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলশুঁদী প্রত্যেক ২ তোলা ; যথানিয়মে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বিসর্প, পিত্তজ্বর, হৃদ্রোগ ও কামলা, প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

হৃদ্রোগ।

ককুভাদিচূর্ণ,—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁট প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিবে।

কল্যাণসুন্দর রস,—রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ, একদিন চিতার রসে ও ৭ দিন হাতীশুঁড়ার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণদুগ্ধ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে হৃদ্গত সমুদায় রোগ প্রশমিত হয়।

চিন্তামণি রস,—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা ; স্বর্ণ ।০ আনা ও রৌপ্য ॥০ তোলা ; একত্র চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজের রসে এবং অর্জ্জুনছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। গোধূমের কাথের সহিত ইহা সেবন করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ ও প্রমেহ প্রশমিত হয়।

হৃদয়ার্ণব রস,—পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ত্রিফলার কাথ এবং কাকমাচীর রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। অর্জ্জুন ছালের রস বা কাথ সহ ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

বিশ্বেশ্বর রস,—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা, একত্র কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ ইহা সেবন করিলে, হৃদয় এবং ফুস্ফুস্জাত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; কাথার্থ গোক্ষুর, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপানি প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, জীরা, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ, উরঃক্ষত, ক্ষয়, ক্ষীণ, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অর্জ্জুনঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; কাথার্থ অর্জ্জুনছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ অর্জ্জুনছাল /১ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত

এলাদিপাচন,—এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচা, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়।

ধাত্র্যাদিপাচন,—আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে অৰ্দ্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেবন করিবে।

বৃহৎধাত্র্যাদি,—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কুশইক্ষুমূল ও হরীতকী, ইহাদের কাথেও পূর্ব্ববৎ অৰ্দ্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস,—পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও ঘোলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

তারকেশ্বর,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর-বীজ ও হরীতকী, সমভাগে লইয়া কুমড়ারজল,তৃণপঞ্চমূলের কাথ ও গোক্ষুররসে এক একবার ভাবনা দিবে। ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া মধু ও যজ্ঞডুমুরের-বীজচূর্ণ এক আনার সহিত প্রযোজ্য।

বরুণাদ্যলৌহ,—বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা পরিমাণে উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রদোষনিবারক এবং বলকারক ও পুষ্টিকর।

কুশাবলেহ,—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণইক্ষু ও খাগড়া, ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের ; এই কাথের সহিত /২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া তাহার সহিত যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমড়াবীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এক তোলা মাত্রায় জলসহ এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

সুকুমার কুমারক ঘৃত,—পুনর্নবা ১০০ পল এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপানি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত বেড়েলা প্রত্যেক ১০ পল ; একত্র ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের অবশিষ্ট রাখিবে। পরে ঐ কাথ ৩২ সের, গুড় /৩৮ সের, এরণ্ডতৈল /৪ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল প্রত্যেক ১৬ তোলা এবং যমানী /॥০ অর্দ্ধসেরের সহিত ঘৃত /৮ সের যথাবিধানে পাক করিয়া, আহারের প্রথম সময়ে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রা-ঘাত, কটীস্তম্ভ, মল কাঠিন্য ; লিঙ্গ, কুঁচকি ও যোনি দেশজ শূল, গুল্ম, বায়ু ও মূত্রকৃচ্ছ্র জন্য পীড়া প্রভৃতি নিবারিত হইয়া বল বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ গোক্ষুর /২ সের, এরণ্ডমূল /২ সের ও তৃণপঞ্চমূল মিলিত /২ সের ; প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ পাক করিবে। তৎপরে শতমূলীর রস /৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস /৪ সের ও ইক্ষুরস /৪ সের সহ এক এক বার পাক করিবে। পাক শেষ হইলে উষ্ণ অবস্থায় ছাঁকিয়া তাহার সহিত /২ সের গুড় মিশ্রিত করিবে। উষ্ণদুগ্ধ সহ ১ তোলা মাত্রায় ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়।

চিত্রকাদ্যঘৃত,—ঘৃত ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, জল ৬৪ সের ; কল্কার্থ চিতামূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষ চাকুলে বিশেষ), যষ্টিমধু ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত চিনি /২ সের ও বংশলোচন /২ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রদোষ, শুক্রদোষ, যোনিদোষ ও রক্তদোষ নিবারিত হইয়া, শুক্র ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ধান্যগোক্ষুরক ঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত /৮সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ; কল্কার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত /১ সের ; যথাবিধি পাক করিয়া মূত্রাঘাতাদি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

বিদারীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যুঁইমূল, টাবালেবু, গন্ধতৃণ, পাথরকুচী, লতাকস্তুরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভুঁইআমলা, শালপানি এবং শর, ইক্ষু, দর্ভ, কুশ ও কাশের মূল প্রত্যেক ২ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শতমূলীর রস /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের দুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ চিনি ৬ পল ; যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, ফল্‌সাফল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয়গণ প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, শুক্রদোষ, রক্তদোষ, যোনিদোষ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

শিলোদ্ভিদাদিতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, পুনর্নবা ও শতমূলীর রস ১৬ সের ; কল্কার্থ পাথরকুচা, এরণ্ডমূল ও শালপানি মিলিত /১ সের ; যথাবিধি

পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

উশীরাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; কাথার্থ পত্র ফল ও মূলসহ গোক্ষুর ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, রেণামূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তক্র (ঘোল) /৪ সের, কল্কার্থ বেণামূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলশুঁদী, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, শুলফ, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, শুল্ফা, শ্বেতবেড়েলা ও মৌরী প্রত্যেক ২ তোলা। যথা-বিধি পাক করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে মর্দ্দন করিবে।

অশ্মরী।

শুণ্ঠ্যাদি পাচন,—শুঁঠ, গণিয়ারী, পাথরকুচা, শজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোন্দালফল, ইহাদের কাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক।

বৃহৎবরুণাদি,—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই ও তৃণপঞ্চমূল, ইহাদের কাথে চারি আনা চিনি ও চারি আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, লিঙ্গশূল ও বস্তিশূল নিবারিত হয়।

পাষাণবজ্র রস,—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ শ্বেতপুনর্নবার রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া একটি হাঁড়ীতে রাখিবে এবং অপর একটি হাঁড়ী, উবুড় করিয়া তাহার উপর চাকাদিয়া সন্ধিস্থলে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে, তৎপরে তাহা একটি গর্ত্তে বসাইয়া উপরে বিলঘুঁটের আগুন দিয়া পাক করিবে। পাকশেষে বাহির করিয়া গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা রাখালশশার মূলের কাথ অথবা কুলথ-কলাইয়ের কাথ অনুপান সহ অশ্মরী ও বস্তিশূল রোগে প্রয়োগ করিবে।

পাষাণভিন্ন,—পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল ও শিলাজতু ১ পল একত্র যথা-

ক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক একদিন মর্দ্দন করিয়া, শুষ্ক হইলে একটি ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অপর একটি হাঁড়ীতে জল দিয়া সেই হাঁড়ীর মধ্যে ভাণ্ডটী ঝুলাইয়া অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। তৎপরে বাহির করিয়া ভুঁইআমলার ফল, রাখালশশার মূল ও ক্রমের সহিত এক এক বার মর্দ্দন করিয়া, ২ রতি পরিমাণে দুগ্ধ বা কুলথ-কলাইয়ের কাথের সহিত সেবন করাইবে।

ত্রিবিক্রমরস,—শোধিত তাম্র ও ছাগদুগ্ধ সমভাগ একত্র পাক করিবে, দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে, তাহার সহিত তাম্রের সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া মিশ্রিত করিবে; পরে নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং এক প্রহর বালুকা যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। ২ রতি মাত্রায় ইহা টাবালেবুর মূলের রস ও জল অনুপান সহ সেবন করিলে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ নিবারিত হয়।

কুলথাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; কাথার্থ বরুণছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ কুলথকলাই, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলীছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ পল; যথাবিধি পাক করিয়া, ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত পীড়া প্রশমিত হয়।

বরুণঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; কাথার্থ বরুণছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বেলছাল, পঞ্চতৃণমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকুড়বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও যুঁইমূল, প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া নিবারিত হয়।

বরুণাদ্যতৈল,—বরুণের ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল ইহাদের যথালাভ এবং গোক্ষুর, এই উভয় দ্রব্যের কাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া বস্তিদেশে ও অণ্ডদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

প্রমেহ।

এলাদিচূর্ণ,—এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাথরকুচা ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে, প্রমেহের আশু উপশম হইয়া থাকে।

মেহকুলান্তকরস,—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঁট, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা; একত্র বনকাঁকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ, আমলকীর রস ও কুলথ-কলাইয়ের কাথ প্রভৃতি অনুপানের সহিত প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রয়োগ করিবে।

মেহমুদ্গরবটিকা,—রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁট, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম, চিরতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহচূর্ণ ১১ তোলা ও গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, একত্র ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া ৵৹আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশক।

বঙ্গেশ্বর,—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে জলসহ মর্দ্দন করিয়া এক আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ সর্ব্ববিধ প্রমেহ, রোগে প্রযোজ্য।

বৃহৎবঙ্গেশ্বর,—বঙ্গ, পারদ গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ।৹ তোলা, একত্র কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বারা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

সোমনাথরস,—পালিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও ইন্দুরকানিপানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত লৌহ ৴ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে

তাহাতে অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিবে। ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপান সহ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও বহুমূত্ররোগে প্রয়োগ করিবে।

ইন্দ্রবটী,—রসসিন্দূর, বঙ্গ ও অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক সমভাগ, একত্র শিমুলমূলের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু ও শিমুলমূলচূর্ণ অনুপান সহ সেবন করিলে, প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারিত হয়।

স্বর্ণবঙ্গ,—বঙ্গ, পারদ, নিষাদল ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে, উভয়ে মিশ্রিত হইলে নিষাদল ও গন্ধকচূর্ণ তাহাতে দিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে একটি কাচের শিশিতে তাহা পুরিয়া, শিশির উপরে বস্ত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে মকরধ্বজপাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। স্বর্ণকণার ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ প্রস্তুত হইলেই স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উপযুক্ত অনুপান সহ ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া বলবর্ণাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বসন্তকুসুমাকর রস,—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ; বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ; অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস ও মৃগনাভি এই সমস্ত দ্রব্যের ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা পুরাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবনে অম্লপিত্তাদি রোগেরও শান্তি হয়।

প্রমেহমিহিরতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; কাথার্থ লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের; কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না দারুচিনি, এলাইচ, বামুনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, বালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ,

মৌরী, বচ, জীরা, বেণামূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া প্রমেহ, বিষমজ্বর ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় মর্দ্দনার্থে প্রয়োগ করিবে।

সোমরোগ।

তারকেশ্বর রস,—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর-সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধু ও যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ এক আনার সহিত ইহা সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ নিবারিত হয়।

হেমনাথ রস,—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ, প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, একত্র অহিফেনের কাথে, মোচার রসে ও যজ্ঞডুমুরের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎধাত্রীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের (অভাবে /২ সের আমলকী ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ লইবে।) ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের কাথ /৪ সের; কল্কার্থ এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও শুঁদীমূল প্রত্যেক ৬ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া কল্কদ্রব্য ছাঁকার পর যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কমূল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল এবং চিনি ৮ পল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও তৃষ্ণা দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

কদল্যাদিঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ কদলীপুষ্প (মোচা) ১২॥০ সের, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ রক্তচন্দন, সরল-কাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

কয়েৎবেলের শস্য, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলমূল, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, পিয়াল, বয়সা, আম, জাম, কুল, শেয়াকুল, মউল, লোধ, অর্জ্জুন, কৈঁহু, কট্‌কী, কদম্ব, শিরীষ ও পলাশ প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বহুমূত্রাদি যাবতীয় মূত্রদোষ নিবারিত হয়।

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ।

শুক্রমাতৃকাবটী,—গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা একত্র দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি মাত্রায় দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল অনুপানের সহিত সেবন করিলে, শুক্রস্রাব, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ,—জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি ৵০ আনা ও রসসিন্দূর ৪।০ তোলা; একত্র মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। মাখন মিছরী বা পানের রস প্রভৃতি অনুপান সহ এই ঔষধ সেবন করিলে বিবিধ পীড়ার শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্র রস,—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র ও কাংস্য প্রত্যেক ১ তোলা; জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ত্রিফলার কাথ এবং এরণ্ডমূলের রসে ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহা এরণ্ড পত্রে জড়াইয়া ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিনের পর বুট পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে শুক্র, বল ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় এবং প্রমেহ বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, অজীর্ণ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অরুচি, জীর্ণজ্বর, হৃৎশূল ও বিবিধ বায়ুবিকার প্রশমিত হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাস,—অভ্র, ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, পারদ ৪ তোলা, বঙ্গ, ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ॥০ অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জয়ত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়কবীজ ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা ; একত্র পানের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের রসে অথবা উপযুক্ত অনুপান সহ এই ঔষধ সেবনে প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, লিঙ্গ শৈথিল্য, সন্নিপাত জ্বর এবং যাবতীয় কফজ ব্যাধি নিরাকৃত হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় শরীর শীতল হইয়া গেলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অষ্টাবক্র রস,—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ॥০ অর্দ্ধতোলা, সীসা, তামা, খর্পর ও বঙ্গ প্রত্যেক ।০ চারি আনা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র বটাঙ্কুরের রসে ১ প্রহর ও ঘৃত কুমারীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া, মকরধ্বজের ন্যায় পাক করিবে। পাক শেষে দাড়িম ফুলের ন্যায় ইহার বর্ণ হইয়া থাকে। ২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, শুক্র, বল, পুষ্টি, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বলী পলিত প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

মন্মথাভ্ররস,—পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র, ॥০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ তোলা এবং বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জায়ত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা ও যমানী প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া নিবারিত হয়।

মকরধ্বজরস,—শোধিত স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত ১ পল, পারদ ১ পল ও গন্ধক ২৪ পল একত্র রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মকরধ্বজপাকের ন্যায় পাক করিবে। সেই মকরধ্বজ ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ৬ মাষা একত্র মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃতপ্রাশঘৃত,—ঘৃত /৪ সের ; কাথার্থ ছাগমাংস ১২॥০ সের ও অশ্ব-

গন্ধা ১২॥০ সের পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ বেড়েলামূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালিশপত্র, এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জয়িত্রী ছোট এলাচ নীলশুঁদী, অনন্তমূল, তেলাকুচারমূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও ডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত /১ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রহীনতা, আর্ত্তবহীনতা ও ক্ষীণরোগাদি নিবারিত হয়।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক্, আলকুশীবীজ, এলাচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানি, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত /১ সের; পাকশেষ হইবার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে চিনি /॥০ সের ও মধু /॥০ সের মিশ্রিত করিবে পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ করা যায়।

কামেশ্বর মোদক,—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, তিলতণ্ডুল, মৌরী, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কট্‌ফল, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমষ্টির চারিভাগের ১ ভাগ অভ্রভস্ম, সমষ্টির দুই ভাগের ১ ভাগ সিদ্ধি চূর্ণ, সমষ্টির আট ভাগের একভাগ গন্ধক এবং সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; একত্র এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমিত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই মোদক সেবন করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভ হইয়া থাকে।

কামাগ্নি সন্দীপন মোদক,—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র প্রত্যেক ২ তোলা; জীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বিদ্ধড়কবীজ ও ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা; ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর প্রত্যেক ৮ তোলা; শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ পলাশের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১০ তোলা; সর্ব্বসমষ্টির সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমান চিনি; উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে, অপরিমিত শুক্র ও মৈথুনশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং মেহ, গ্রহণী, কাস, অম্লপিত্ত, শূল, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মদন মোদক,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধনে, শঠী, তালীশপত্র, কট্ফল, নাগেশ্বর, মেথী, ঈষৎ ভর্জ্জিত জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমান ঘৃত ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ; একত্র উপযুক্ত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর কিঞ্চিৎ মিশাইয়া সুগন্ধি করিয়া লইবে। এই মোদক চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি এবং কাস, শূল, সংগ্রহ গ্রহণী ও বাতশ্লেষ্মজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

মদনানন্দ মোদক,—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁট, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জায়ফল, তেজপত্র লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুথা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়কবীজ ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকচূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে পরে ঐ চূর্ণ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ, শিমুলমূলচূর্ণ-

সহ সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। প্রথমতঃ ঐ চিনি উপযুক্ত ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে চূর্ণসমূহ প্রক্ষেপ দিবে। পাকশেষে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব ও ত্রিকটুচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহা দ্বারা শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং ইহা সূতিকা, অগ্নিমান্দ্য ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারক।

রতিবল্লভমোদক,—চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, সিদ্ধির কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ঘৃত ৫ পল ; প্রক্ষেপার্থ সিদ্ধিচূর্ণ ৫ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, গুড়ত্বক, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আল-কুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডখর্জ্জুর, কুলেখাড়াবীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ২ পল এবং কিঞ্চিৎ মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। পূর্ব্ববৎ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ করা যায়।

নাগবল্ল্যাদি চূর্ণ,—পানের মূল, বেড়েলামূল, মূর্ব্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কঙ্কোল, বেণামূল, যষ্টিমধু ও বচ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় শয়নের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

অর্জ্জকাদি বটিকা,—বাবুইতুলসীর মূল, চোরকাঁচকী মূল, নিসিন্দা-মূল, কেশুরের মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে বাবলার আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। দুগ্ধ অথবা সুরামণ্ড অনুপানের সহিত সেবন করিলে বীর্য্যস্তম্ভ ও শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শক্রবল্লভ রস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা, সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা ;

একত্র সিদ্ধির কাথে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। দুগ্ধ অনুপানের সহিত সেবনে বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

কামিনীবিদ্রাবণ রস,—আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা; হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেক ।৷০ অর্দ্ধ তোলা এবং অহিফেন ৮ তোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ৩ রত্তি পরিমাণে বটিকা করিবে। অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত ১ বটি শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পল্লবসার তৈল,—তিলতৈল, ত্রিফলার কাথ, লাক্ষার কাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, শতমূলীর রস, কুষ্মাণ্ডের জল, দুগ্ধ ও কাঁজি প্রত্যেক /৪ সের; কল্কার্থ পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলসুঁদী, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া কর্পূর, নখী, মৃগনাভী, গন্ধবীরজা, জয়িত্রি ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহা বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ রোগ এবং শূল, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া নাশক।

শ্রীগোপাল তৈল,—তিলতৈল ১৬ সের; শতমূলীর রস, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস বা কাথ প্রত্যেক ১৬ সের; কাথার্থ অশ্বগন্ধা, পীতঝাঁটী ও বেড়েলা প্রত্যেক ১০০ পল, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। বৃহৎপঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেয়ার মূল, নাটাকরঞ্জমূল ও পালিধাছাল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, চোরকাঁচকী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুথা, খাটাশী, শিলারস, অগুরু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, খাটাশী, কুঙ্কুম, কস্তুরী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুথা, মৃণাল, নীলসুঁদী, বেণামূল, জটামাংসী, মুরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমবীজ, ধনে, ঋদ্ধি, দনা ও ছোটএলাচ প্রত্যেক ৪ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে যাবতীয় বায়ুরোগ, প্রমেহ, শূল ও ধ্বজভঙ্গ পীড়া নিবারিত হয়।

মেদোরোগ।

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু,—গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোটএলাচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়চি ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে মেদোরোগ ও ভগন্দরাদি পীড়ার উপশম হয়।

নবক গুগ্‌গুলু,—ত্রিকটু, চিতামূল, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও গুগ্‌গুলু সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মেদো-রোগ, শ্লেষ্মদোষ ও আমবাত প্রশমিত হয়।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ,—ত্রিকটু, সিদ্ধি, চৈ, চিতামূল, বিট্‌লবণ ঔদ্ভিদ্‌ লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ-ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু অনুপানের সহিত সেবন করিলে মেদোরোগ ও মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল,—তিলতৈল /৪ সের; তুলসী ও কৃষ্ণতুলসীর রস ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোন্দালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ, মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ নস্য ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিলে, দেহের স্থূলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

উদররোগ।

পুনর্নবাদি কাথ,—পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুথা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ; ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উদররোগ, শোথ, কাস, শ্বাস, শূল ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ,—করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতমিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে, বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

নারায়ণ চূর্ণ,—যমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, পিপ্পলীমূল, বনযমানী, শঠী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরা, চিতামূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ ও বিডঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, কুড় ২ ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, দন্তীমূল ৩ ভাগ, রাখালশশা ২ ভাগ, চর্ম্মকষা ৪ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা মাত্রায় উদররোগে ঘোলের সহিত, গুল্মরোগে কুলের কাথসহ, মলভেদে দধির মাতসহ, অর্শরোগে দাড়িমের রসসহ, উদরে ও গুহ্যদ্বারে বেদনা থাকিলে থৈকলভিজা জলসহ এবং অজীর্ণ, আনাহ প্রভৃতি পীড়ায় উষ্ণজলসহ সেবন করিবে।

ইচ্ছাভেদীরস,—শুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। চিনির জল অনুপান সহ প্রযোজ্য, পরে যত গণ্ডুষ চিনির জল পান করিবে, ততবার দাস্ত হইবে। পথ্য ঘোল ও অন্ন।

নারাচ রস,—পারদ, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা, জয়পালবীজ ৯ তোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আতপ চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিলে উদর ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ,—পিপ্পলীমূল, চিতামূল, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ; একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ সর্ব্ববিধ উদর-রোগে প্রযোজ্য।

শোথোদরারি লৌহ,—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষচাকুলে, মাণ, সজিনামূল, হুড়হুড়েমূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই কাথের সহিত লৌহ ভস্ম /১ সের, ঘৃত /১ সের, আকন্দের আঠা /।০ পোয়া, শিজের আঠা /॥০ সের, গুগ্‌গুলু /।০ পোয়া এবং পারদ

৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলায় প্রস্তুত কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক শেষে জয়পালবীজ, তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, কস্তুষ্ঠ, চিতামূল, বনওল, শরপুঙ্খ, ঘেঁটকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরুই, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষচাকুলের মূল, পুনর্নবা ও হাড়যোড়া সমুদায়ের মিলিত চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিবে। রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা ও অনুপান বিবেচনা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে, শোথ, উদর, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শঃ, ভগন্দর ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

মহাবিন্দু ঘৃত,—ঘৃত /২ সের, কল্কার্থ সিজের আঠা ১ পল, কমলাগুঁড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস /॥০ সের ও জল /৪ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া, কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

চিত্রকঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের, গোমূত্র /৮ সের; কল্কার্থ চিতামূল ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, উদররোগ নিবারিত হয়।

রসোনতৈল,—তৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ রসুন ১২॥০ সারে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তসজিনা, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৬ পল; যথানিয়মে পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর পার্শ্বশূল, বাতবেদনা, ক্রিমি, অন্ত্রবৃদ্ধি, উদাবর্ত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

শোথ।

পথ্যাদি ক্বাথ,—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাষ্টক,—পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ,

দারুহরিদ্রা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পানেও সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদররোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

সিংহাস্যাদি পাচন,—বাসকছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

শোথারিচূর্ণ—শুষ্কমূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুথা, প্রত্যেক সমভাগ, চারি আনা মাত্রায় বিল্বপত্রের রসের সহিত সেবনে শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

শোথারি মণ্ডুর,—গোমূত্রে ৭ বার শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বনওলের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া /৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে; হাতায় লাগার মত গাঢ় হইলে, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চই প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় গরম জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বদোষজ এবং সর্ব্বাঙ্গগত শোথ নিবারিত হয়।

কংসহরীতকী,—মিলিত দশমূল /৮ সের, পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বার সের গুলিয়া, পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া, পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ১০০টির সহিত পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, ত্রিকটু ৩০ তোলা, যবক্ষার, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ২ তোলা তাহাকে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। ঐ হরীতকী ১টি এবং ১ তোলা পরিমাণে লেহ প্রত্যহ উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, শোথ, উদর, প্লীহা, গুল্ম ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিকট্বাদিলৌহ,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ; একত্র দুগ্ধসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধ অনুপানসহ সেবনে শোথ বিনষ্ট হয়।

শোথকালানল রস,—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, শিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা; একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান

কুকেশাড়ার রস, ইহা সেবনে জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, প্লীহা ও মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত রস,—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা সোহাগার খই ৩ তোলা, মিঠাবিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা, একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ ইহা সেবন করিলে, শোথ, জলোদর, শিরঃশূল, পীনস, জ্বরাতিসার সংযুক্ত শোথ, গলগ্রহ এবং বিবিধ শ্লৈষ্মিক পীড়ার শান্তি হয়।

দুগ্ধবটি,—মিঠাবিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অভ্র ৬০ রতি একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। দুগ্ধ অনুপানের সহিত সেবন করিয়া কেবল দুগ্ধান্ন পথ্য ভোজন করিয়া থাকিলে শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়। লবণ ও জল আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন নিষিদ্ধ।

আরও একপ্রকার দুগ্ধবটি প্রস্তুতের নিয়ম দেখা যায়,—মিঠাবিষ, ধুতুরা-বীজ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ একত্র ধুতুরা পত্রের রসের সহিত এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিতে হয়। ইহারও অনুপান এবং পথ্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

তক্রমণ্ডুর,—সিদ্ধিচূর্ণ ৪ তোলা, লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিষতাড়ক মূল ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক ২ তোলা; তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুল্‌ফা, মৌরী মরিচ, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা; সমুদায় একত্র শ্বেত পুনর্নবার রসে ভাবনা দিয়া, কুলের আঁটীর মত বটিকা করিবে। কেশুরিয়ার রস ও ঘোল অনুপানের সহিত সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়। ইহা সেবন কালে ঘোল ও অন্ন পথ্য ভোজন করিতে হয়। লবণ ও জল নিষিদ্ধ।

সুধানিধিরস,—ধনে, বালা, মুথা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, মণ্ডুর ১০ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া, গোমূত্র, কেশুরিয়ার রস, শ্বেত পুনর্নবার রস, ভীমরাজের রস, নিসিন্দার রস এবং থুলকুড়ীর রসে যথাক্রমে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিবে। ৪ মাষা মাত্রায় ঘোল বা কেশুরিয়ার রস অনুপান সহ সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য

ঘোল ও অম্ল। লবণ ও জল নিষিদ্ধ। পিপাসার সময়ে ঘোল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

চিত্রকাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ চিতামূল, ধনে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল ও চই প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ দূর হয়।

পুনর্নবাদিতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ পুনর্নবা ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে শোথ, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, প্লীহা ও উদররোগ প্রভৃতির উপশম হয়।

বৃহৎশুষ্কমূলকাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; শুষ্কমূলার কাথ /৪ সের; সজিনাছাল, ধুতুরাপত্র, পালিধারছাল, পুনর্নবা, করঞ্জ ও বরুণছাল প্রত্যেকের রস /৪ সের; কল্কার্থ শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাকমাচী, চালতেছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধ শোথ, ব্রণশোথ, অক্ষিশূল, শ্বাস, কামলা ও যাবতীয় শ্লৈষ্মিকরোগ প্রশমিত হয়।

কোষবৃদ্ধি।

ভক্তোত্তরীয়,—অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিং, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুথা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিল্বকবীজ, প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত ধুতুরাবীজ ১০০ টা,

একত্র চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় আহারের পর সেবন করিলে, যাবতীয় বৃদ্ধি, শ্লীপদ ও আমবাত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বৃদ্ধিবাধিকা বটী,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, চই, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদী, হবুষ, বচ, এলাইচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেক সমভাগ, হরীতকীর ক্বাথ সহ মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। জল বা হরীতকীভিজাজল সহ ইহা সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধিরও উপশম হয়।

বাতারি,—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ ও গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ, একত্র এরণ্ডতৈল সহ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। আদার রস ও তিলতৈলের সহিত সেবন করিয়া, শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপযুক্ত এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান করিবে। সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শতপুষ্পাদ্য ঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ডমূল, বিল্বপত্র ও কণ্টকারী প্রত্যেকের রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের; কল্কার্থ শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, জীরা কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়চিছাল ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি ও শ্লীপদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

গন্ধর্ব্ব হস্ত তৈল,—এরণ্ড তৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ১২॥০ সাড়েবার সের শুঁঠ ৮ তোলা, যব /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ এরণ্ডমূল ৩২ তোলা, আদা ২৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন।

সৈন্ধবাদ্যঘৃত,—সদ্য শম্বুকের ভিতরকার মাংসাদি ত্যাগ করিয়া সেই খোলের মধ্যে গব্যঘৃত ও তাহার চারি ভাগের ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ পূর্ণ

করিয়া, সাত দিন রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে কোষবৃদ্ধির উপশম হইয়া থাকে।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।

কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু,—কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, বরুণছাল ২ তোলা, তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও গ্রন্থি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। অনুপান ঈষদুষ্ণ মুণ্ডিরীর কাথ, খদিরের কাথ অথবা হরীতকীর কাথ।

অমৃতাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, থুলকুড়ী, কুড়চিছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা ও দেবদারু মিলিত /১ সের এবং এই সকল দ্রব্যেরই কাথসহ যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে গলগণ্ডরোগ নিবারিত হয়।

তুম্বীতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, পক্ক তিতলাউয়ের রস ১৬ সের; কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, চিতামূল ত্রিকটু ও হিং মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈলের নস্য লইলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

ছুছুন্দরীতৈল,—তিলতৈল সর্ষপতৈল /৪ সের; কল্কার্থ ছুঁচার মাংস /১সের, পাকার্থ জল্ ১৬ সের এবং ছুঁচার মাংসের কাথ /৪ সেরের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়।

সিন্দূরাদিতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের, কল্কার্থ চাকুন্দে মূল /॥০ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাক শেষে মেটেসিন্দূর /॥০ সের প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনেও গণ্ডমালার শান্তি হয়।

বিম্বাদিতৈল,—তেলাকুচার মূল, করবীরমূল ও নিসিন্দা, ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, নিসিন্দার রস ১৬ সের, কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈলের নস্য লইলেও গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

গুঞ্জাদ্যতৈল,—কুঁচমূল করবীরমূল, বিদ্ধড়কবীজ, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ এই সমস্ত কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত ক্রমশঃ ১০ বার তৈল পাক করিয়া, তাহাতে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অপচী ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

চন্দনাদিতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌কী মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

শ্লীপদ।

মদনাদি লেপ,—ময়না ফল, নীলগাছ ও সামুদ্রলবণ এই সমস্ত দ্রব্য মাহিষ নবনীতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাহযুক্ত শ্লীপদ আশু প্রশমিত হয়।

কণাদিচূর্ণ,—পিপুল, বচ, দেবদারু ও বেলছাল প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বৃদ্ধদারকবীজ, একত্র চূর্ণ করিয়া, ৩ রতি মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ,—পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা, প্রত্যেক ২ পল, বিদ্ধড়কবীজ ১৪ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদ, বাতরোগ এবং অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

কৃষ্ণাদিমোদক,—পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, চিতামূলচূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ তোল, হরীতকী ২০টী ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদাদি পীড়ার শান্তি হয়।

নিত্যানন্দরস,—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষ, বচ, শঠী, আকনাদী, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী,

চিতামূল ও দন্তীমূল সমুদায় সমভাগ, হরীতকীর ক্বাথ সহ মর্দ্দন করিয়া ১০ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। শীতল জল অথবা হরীতকীভিজা জল সহ সেবন করিলে শ্লীপদ, গলগণ্ড এবং যাবতীয় বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়।

শ্লীপদগজকেশরী,—ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ, যথাক্রমে ভীমরাজ, গোক্ষুর, জামীর ও আদারসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অনুপানের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয়।

সৌরেশ্বরঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; দশমূলের ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক /৪ সের; কল্কার্থ কৃষ্ণতুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, হবুষ, বচ, যবক্ষার, আকনাদী, শঠী, এলাইচ ও বিল্বড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, শ্লীপদ ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গাদিতৈল—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, চোগল বা এলবালুক ও পঞ্চলবণ, মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান এবং শোথ স্থানে মর্দ্দন করিলে, শ্লীপদাদি পীড়ার শান্তি হয়।

বিদ্রধি ও ব্রণ।

বরুনাদিঘৃত,—বরুণছাল, ঝিণ্টী, শজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, পূতিকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্ব্বা, গনিয়ারী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, শতমূলী বেলশুঁঠ, মেড়াশৃঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী; এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, প্রাতঃকালে, ভোজন সময়ে ও সায়ংকালে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও উৎকট শিরঃশূল নিবারিত হয়।

করঞ্জাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ ডহর করঞ্জার কচি পত্র ও বীজ, মালতীপত্র, পটোলপত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণামূল, নীলশুঁদী, অনন্তমূল, ও শ্যামালতা প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে।

জাত্যাদ্যঘৃত ও তৈল,—জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, কটুকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ মিলিত /১ সের; এই সমস্ত কল্ক ও ১৬ সের জল সহ /৪ সের ঘৃত বা তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে ব্রণ হইতে পূযাদি নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়।

বিপরীতমল্লতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের; কল্কার্থ সিন্দুর, কুড়, মিঠাবিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালামূল ও ঈশলাঙ্গলা প্রত্যেক ১ পল; পাকার্থ জল ১৬ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া যাবতীয় ক্ষতরোগে প্রয়োগ করিবে।

ব্রণরাক্ষসতৈল,—সর্ষপতৈল /৷৷০ অর্দ্ধসের, কল্কার্থ পারদ, গন্ধক (কজ্জলী করিয়া লইবে), হরিতাল, মেটেসিন্দুর, মনছাল, রসুন, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এইতৈল ব্যবহারে নালী ঘা, বিস্ফোট, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

সর্জ্জিকাদ্যতৈল,—তৈল /৪ সের, কল্কার্থ সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, ভেলারমুটী, নীলকাষ্ঠ ও আপাঙ্গবীজ, মিলিত /১ সের; গোমূত্র ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিয়া নালীঘা ও দুষ্টব্রণে প্রয়োগ করিবে।

নির্গুণ্ডীতৈল,—তৈল /৪ সের এবং নিসিন্দার মূল, পত্র ও শাখার রস /৪ সের একত্র পাক করিয়া পান, মর্দ্দন ও নস্য কার্য্যে প্রয়োগ করিলে, যাবতীয় ব্রণরোগ এবং পামা ও অপচী প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলু,—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে যাবতীয় দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ ও কুষ্ঠাদি পীড়ার উপশম হয়।

ভগন্দর।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষ, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখালশশারমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচল লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ তোলা ; সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু, একত্র ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা, মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, শোথ ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু,—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ১০ তোলা, একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে ভগন্দর, অর্শঃ, শোথ ও গুল্মাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

ব্রণগজাঙ্কুশ রস,—হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, মনছাল, পুন্নাগ পুষ্প, পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, উপযুক্ত পরিমিত সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধু অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে ভগন্দর ও বিবিধ দুঃসাধ্য ব্রণরোগ নিবারিত হয়

উপদংশ।

বরাদি গুগ্‌গুলু,—ত্রিফলা, নিমছাল, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, পোয়শাল ও বাসক ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, উপদংশ, রক্তদুষ্টি ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

রসশেখর,—পারদ ২ রতি ও অহিফেন ১২ রতি একত্র লৌহ পাত্রে নিম্ব-দণ্ডদ্বারা তুলসীপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে হিঙ্গুল ২ রতি দিয়া পুনর্ব্বার তুলসীপত্রের রস সহ মাড়িবে। পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল, খোরাসানি যমানী, যমানী ও আকরকরা প্রত্যেক ৩২ রতি এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ খদির তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, তুলসীপত্রের রস সহ মর্দ্দন করিবে। বুটকলাইয়ের ন্যায় বটিকা করিয়া প্রত্যহ সায়ংকালে এক একটি সেবন করিলে, উপদংশ, গলৎকুষ্ঠ ও সর্ব্ববিধ স্ফোটক নিবারিত হয়।

করঞ্জাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ ডহর করঞ্জবীজ, নিমপত্র, অর্জ্জুনছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুর ও বেতসের ছাল, সমুদায়ে মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উপদংশের দাহ, পাক, পূযাদিস্রাব ও রক্তবর্ণতা দূরীভূত হয়।

ভূনিম্বাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ চিরাতা, নিমপত্র, ত্রিফলা, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অশনছাল প্রত্যেক /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যই মিলিত /১ সের যথাবিধি পাক করিয়া উপদংশে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্ববৎ উপকার পাওয় যায়।

গোজীতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ গোজিয়া, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কক্কোলফল, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিয়া, প্রয়োগ করিলে উপদংশ নিবারিত হয়।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র।

মঞ্জিষ্ঠাদি পাচন,—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়াবীজ, পটোললতা, বেণামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ কুষ্ঠ নাশক।

অমৃতাদি,—গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক।

পঞ্চনিম্ব,—নিমের পত্র, পুষ্প, ত্বক্, মূল ও ফল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ গোমূত্র অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বীসর্প, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ ও অর্শঃ নিবারিত হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু,—ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, পটোল পত্র ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১০ পল, পোট্টলি বদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ঐ গুগ্‌গুলু গুলিয়া লইবে এবং ঘৃতের সহিত একত্র পাক করিবে। কল্ক পাক জন্য আকনাদী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, সতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলার সহিত যথাবিধি পাক করিবে। অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ ও বিষদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অমৃত ভল্লাতক,—শোধিত সুপক্ক ভেলা /৮ সের দুই খণ্ড করিয়া, ৭২ সের জলে পাক করিবে, /৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া /৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক শেষে /৪ সের চিনি তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ৭ দিন রাখিয়া দিবে। চারি আনা হইতে অৰ্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ,—পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল, কজ্জলী করিয়া একটি প্রস্তর পাত্রে রাখিবে এবং তাহার উপর উত্তপ্ত তাম্র পাত্রের চাপ দিয়া পর্প্পটীর ন্যায় করিয়া লইবে। পরে ঐ কজ্জলী এবং লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলার আটা ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্‌গুলু ১ পল ও ঘৃত ১৬ পল একত্র /৪ সের ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পাক করিবে। পাকশেষে হরীতকী-চূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ৪ তোলা ও আমলকীচূর্ণ ১৩ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রথমতঃ ১ রতি মাত্রার পরে সহ্যানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া অগ্নি, বল, বীর্য্য ও

আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। অনুপান,—ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া নারিকেল জল অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ঔষধ লৌহ পাত্র ও লৌহদণ্ড দ্বারা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

তালকেশ্বর,—হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রসে, ত্রিফলার জলে, তিলতৈলে, ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ২ মাষা কজ্জলী করিয়া ঐ হরিতালের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে ছাগদুগ্ধ, লেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ছোট ছোট চাকৃতি করিবে। শুষ্ক হইলে একটি হাঁড়ীর মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর রাখিয়া, ১২ প্রহর অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপান সহ কুষ্ঠাদি রোগে প্রয়োগ করিবে।

রসমাণিক্য,—বংশপত্র হরিতাল যথাক্রমে কুমড়ার জল ও অম্লদধিতে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া লইবে, সেই খণ্ডগুলি একখানি শরায় রাখিয়া অপর একখানি শরা উবুড় করিয়া ঢাকা দিয়া, সন্ধি-স্থলে কুলপাতার প্রলেপ দিবে। পরে একটি শূন্য হাঁড়ীর মুখে ঐ শরা রাখিয়া হাঁড়ীর নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। হাঁড়ীটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হয়। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন আরম্ভ করা উচিত।

পঞ্চতিক্তঘৃত,— ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ নিমছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ ও ক্রিমি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

মহাসিন্দূরাদ্য তৈল,—সর্ষপ তৈল /৪ সের, কল্কার্থ মেটে সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদির কাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরঞ্জবীজ, মিঠাবিষ কালিয়াকড়া, লোধ ও চাকুন্দেবীজ, মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

সোমরাজীতৈল,—সর্ষপতৈল /১ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোন্দাল পত্র মিলিত /১ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পিড়কা ও নালিঘা নিবারিত হয়।

বৃহৎ সোমরাজী,—সর্ষপতৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ সোমরাজী ও চাকুন্দেবীজ পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে, গোমূত্র ১৬ সের; কল্কার্থ চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীরমূল, ছাতিমমূল, গোময় রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া কুষ্ঠাদি রোগে মর্দ্দন করিবে।

মরিচাদ্যতৈল,—সর্ষপ তৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুথা, আকন্দের আঠা, করবীর মূল, তেউড়ীমূল, গোময় রস, রাখাল শশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, মিঠাবিষ ৮ তোলা, যথাবিধানে পাক করিয়া কুষ্ঠ ও শ্বিত্র প্রভৃতি পীড়ায় মর্দ্দন করিবে।

কন্দর্পসারতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, ক্বাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়া কড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, ঘোড়া নিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, রাখালশশা ও হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোমূত্র ১৬ সের, সোন্দাল পত্র, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধি পত্র, চিতার পত্র, খেজুর পত্র, আকন্দপত্র ও সিজপত্র প্রত্যেকের রস /৪ সের; গোময় রস /৪ সের; কল্কার্থ, মাকাল, বচ, ব্রহ্মীশাক, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোন্দালফলের মজ্জা আকন্দের আঠা, কালকাসন্দামূল, ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা রাখালশশার মূল, বিছাটীপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজী, (২ ভাগ), চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনওল, কটুকী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা;

যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও গলগণ্ডাদি রোগ নিবারিত হয়।

—০—

শিতপিত্ত।

হরিদ্রাখণ্ড,—হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, চিনি /৬।০ সের, একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা জলসহ সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎহরিদ্রাখণ্ড,—হরিদ্রা চূর্ণ /॥০ সের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি /৫ সের; দারুহরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী, চিতামূল, কটকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলেরছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা; একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে শীতপিত্তাদি পীড়া এবং দদ্রু রোগ প্রশমিত হয়।

আর্দ্রকখণ্ড,—আদার রস /৪ সের, গব্যঘৃত /২ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, চিনি /২ সের; পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুথা, নাগকেশর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শঠী প্রত্যেক ১ পল; যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে শীতপিত্তাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত রোগেও উপকারক।

———

অম্লপিত্ত।

অবিপত্তিকরচূর্ণ,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৪৪ তোলা এবং চিনি ৬৬ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মলমূত্ররোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎপিপ্পলীখণ্ড,—পিপুলচূর্ণ ৴৷৷৹ সের, ঘৃত ৴১ সের, চিনি ৴২ সের, শতমূলীর রস ৴১ সের, আমলকীর রস ৴২ সের, দুগ্ধ ৴৮ সের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুথা, বংশলোচন ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, জীরা, কুড়, শুঁঠ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে জায়ফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু প্রত্যেক ৩ পল মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ এই ঔষধ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বমনবেগ, বমি, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

শুণ্ঠীখণ্ড,—শুঁঠচূর্ণ ৴৷৷৹ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, একত্র যথাবিধানে পাক করিয়া, আমলকী, ধনে, মুথা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী প্রত্যেক ১৷৷৹ তোলা, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৷৵৹ আনা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল ও বমি নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শুঁঠচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ও সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ; যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ বা জল সহ ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও দৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়।

সিতামণ্ডুর,—প্রথমতঃ মণ্ডুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ৭ বার গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া শোধন করিয়া লইবে। সেই শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ১ পল, চিনি ৫ পল, পুরাতন ঘৃত ৮ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ পল; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে দুগ্ধসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, বমি, আনাহ ও প্রমেহ পীড়া প্রশমিত হয়।

পানীয়ভক্তবটী,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা, একত্র ত্রিফলার কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কাঁজি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে শূল, শ্বাস, কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, শুলফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, ঘেঁটকোল মূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুল মূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনি মূল, তেউড়ীমূল, জয়ন্তীমূল, হুড়হুড়ে মূল রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পল্‌তা ও থুলকুড়ী প্রত্যেক ৪ তোলা, একত্র আদার রসে মাড়িয়া কুল আঁটির স্থায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। কাঁজি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

লীলাবিলাস রস,—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ সমুদায় সমভাগ, একত্র আমলকীরস ও বহেড়ার কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পুরাতন কুমড়ার জল, আমলকীর রস বা দুগ্ধের সহিত সেবন, করিলে অম্লপিত্ত, শূল, বমি ও বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ,—রসসিন্দুর, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা অর্থাৎ ৵০ আনা পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র লৌহ,—লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ৮ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু

৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা; বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুথা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ মাষা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, এক আনা পরিমাণে জলসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা উপদ্রব-যুক্ত অম্লপিত্ত, শূল, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাতরক্ত, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পিপ্পলীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, পিপ্পলীর কাথ /৮ সের এবং পিপুলের কল্ক /১ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত,—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, বেণামূল, আমলকী, মুথা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনে মিলিত /১ সের; এই কল্ক ও ১৬ সের জল সহ যথাবিধানে /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা, মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শ্রীবিল্বতৈল,—তিল তৈল /৪ সের, কাথার্থ বেলশুঁঠ ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; আমলকীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের; কল্কার্থ আমলকী, লাক্ষা, হরীতকী, মুথা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলুফা ও পুনর্নবা মিলিত /১ সের; যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, হস্তপদাদির জ্বালা ও সূতিকারোগের উপশম হইয়া থাকে।

বিসর্প ও বিস্ফোট।

অমৃতাদি কষায়,—গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, পটোলপত্র, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেতের মূল, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ পান করিলে বিবিধ বিষদোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও মসূরিকা নিবারিত হয়।

নবকষায় গুগ্‌গুলু,—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, নিমপত্র, ত্রিফলা, খদিরসার ও সোন্দাল ইহাদের কাথে গুগ্‌গুলু ৷৷০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসর্প ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

কালাগ্নিরুদ্ররস,—পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ভস্ম, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক সমুদায় সমভাগ, একত্র বনকাঁকরোলের রস সহ একদিন মর্দ্দন করিয়া, বনকাঁরোলের কন্দ মধ্যে পুরিবে। পরে ঐ কন্দ মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া শুষ্ক হইলে পুটদগ্ধ করিবে। শীতল হইলে তাহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহার ১০ ভাগের ১ ভাগ মিঠাবিষচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ২ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে বিসর্পরোগ নিবারিত হয়। অবস্থানুসারে মাত্রাবৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

বৃষাদ্যঘৃত,—বাসকছাল, খদিরকাষ্ঠ, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী ইহাদের কাথ ৴৮ সের এবং কল্ক ৴১ সের সহ যথাবিধি ৴৪ সের ঘৃত পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিসর্প, কুষ্ঠ ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

পঞ্চতিক্তকঘৃত,—পটোলপত্র, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ ৴৮ সের এবং ত্রিফলার কল্ক ৴১ সের সহ ৴৪ সের ঘৃত পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে বিস্ফোট, বিসর্প ও কণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

করঞ্জতৈল,—সর্ষপতৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, বিষলাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আটা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও মিঠাবিষ

মিলিত /১ সের, গোমূত্র ১৬ সের ; যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকারোগ নিবারিত হয়।

মসূরিকা।

নিম্বাদি,—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদী, পটোলপত্র, কটুকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর ও মসূরিকা নষ্ট হয় এবং যে সকল মসূরিকা একবার বহির্গত হইয়া বসিয়া যায়, তাহা পুনর্ব্বার উদ্গত হইয়া থাকে।

উষণাদিচূর্ণ,—মরিচ, পিপুলমূল, কুড, গজপিপ্পলী, মুথা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় জল সহ সেবন করিলে মসূরিকা রোমান্তী, বিস্ফোট ও জ্বর নিবারিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র রস,—সিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল, প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্গুলু, একত্র জল সহ মাড়িয়া ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

ইন্দুকলাবটিকা,—শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, বাবুই তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাও মসূরিকা নাশক।

এলাদ্যরিষ্ট,—এলাইচ ৫০ পল, বাসকছাল ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চিছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বেণামূল, যষ্টিমধু, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, চিরতা, নিমছাল, চিতামূল, কুড় ও মৌরী প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের ; কাথ শীতল হইলে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭॥০ সের, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে রোমান্তী,

মসূরিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, ভগন্দর, উপদংশ ও প্রমেহ পিড়কা প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

ক্ষুদ্ররোগ।

চাঙ্গেরীঘৃত,—ঘৃত /১ সের, আমরুলের রস, শুষ্ক কুলের কাথ ও অম্লদধি মিলিত ১৬ সের; কল্কার্থ শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত /।০ পোয়া, যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে গুদভ্রংশের বেদনা নিবারিত হয়।

হরিদ্রাদ্যতৈল,—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কাণাকড়া, রক্তচন্দন, পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম এবং কয়েতবেল, গাব, পাকুড় ও বট ইহাদের পত্র; এই সমস্ত কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে যুবানপিড়কা, ব্যঙ্গ, নীলিকা ও তিলকালক প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কুঙ্কুমাদ্যতৈল,—তিলতৈল /॥০ সের, কাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়া কাষ্ঠ, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড়ের শুঙ্গা, পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা; ছাগ দুগ্ধ /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া পাকশেষে কুঙ্কুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মর্দ্দন করিলে, পিড়কা, নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি পীড়া বিদূরিত হইয়া মুখজ্যোতিঃ বৰ্দ্ধিত হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যতৈল,—কটুতৈল /৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল; জল ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিয়া মস্তকে লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলাদ্যতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলাচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, অনন্তমূল ও সৈন্ধবলবণ মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কফি নিবারিত হয়।

বহ্নিতৈল,—চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষালতা এই তিন দ্রব্যের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া কেশদক্রতে প্রয়োগ করিবে।

মালত্যাদ্যতৈল,—তিলতৈল /১ সের, কল্কার্থ মালতীপত্র, করবীর মূল, চিতামূল ও ডহর করঞ্জবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ জল /৪ সের; যথাবিধি পাক করিয়া টাক ও দারুণকরোগে মর্দ্দন করিবে।

স্নুহ্যাদ্যতৈল,—সর্ষপতৈল /৪ সের, ছাগমূত্র /৮ সের, গোমূত্র /৮ সের; কল্কার্থ সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখাল শশার মূল ও শ্বেত সর্ষপ প্রত্যেক ১ পল যথাবিধি পাক করিয়া টাক স্থানে মর্দ্দন করিলে, অতি দুঃসাধ্য টাকও নিবারিত হয়।

যষ্টিমধ্বাদ্যতৈল,—তিলতৈল /১ সের, দুগ্ধ /৪ সের কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ তোলা ও আমলকী ৮ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া ইহার নস্য লইলে এবং মর্দ্দন করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

মহানীলতৈল,—তিলতৈল ১৬ সের, বহেড়ার ক্বাথ ৬৪ সের, আমলকীর রস ৬৪ সের, কল্কার্থ হুড়হুড়ে মূল, কালঝাঁটীর মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের মূল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল; পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, পৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাফুল, সোমরাজী, অশনছাল, লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, মদনছাল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেক ৫ পল, যথাবিধানে পাক করিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই তৈল নস্য, পান ও মর্দ্দনার্থে প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ ও কেশের অকাল পক্বতা নিবারিত হয়।

সপ্তচ্ছদাদি তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, ছাতিমছাল, বাসকছাল ও নিমছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১৬ সের; কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, খদির কাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের; গোমূত্র ১৬ সের; যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পদ্মিনী কণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যাঙ্গ, নীলিকা ও [illegible] প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

কুঙ্কুমাদিঘৃত,—ঘৃত /১ সের, চিতামূলের ক্বাথ /৪ সের; কল্কার্থ কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা, যথানিয়মে পাক করিয়া বিবেচনা মত পান, অভ্যঙ্গ ও নস্য কর্ম্মে প্রয়োগ করিলে নীলিকা, যুবান-পিড়কা, সিধ্ম ও শিরোরোগের শান্তি হয়।

সহচরঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ পীতঝাঁটী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শিরীষছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটেসিন্দূর ও গিরিমাটী মিলিত /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দ্দন করিলে ন্যচ্ছ, নীলিকা, তিল, অঙ্গুলিবেষ্টক, পাদদারী ও যুবানপিড়কা নিবারিত হয়।

মুখরোগ।

দন্তরোগাশনিচূর্ণ,—জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটীপত্র, মুথা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী, সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ, ঘৃতমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়।

দশনসংস্কার চূর্ণ,—শুঁঠ, হরীতকী, মুথা, খদির, কর্পূর, সুপারিভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান ফুলখড়িচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাদ্বারা দন্তাদি মার্জ্জন করিলে, দন্ত ও মুখরোগ উপশমিত হয়।

কালকচূর্ণ,—ঝুল, যবক্ষার, আকনাদী, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চৈ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ ও চিতামূল একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে গলরোগ এবং দন্ত, জিহ্বা ও মুখরোগ নিবারিত হয়।

পীতকচূর্ণ,—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং ঘৃতমণ্ডে আলোড়িত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্ষার গুড়িকা,—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র

এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি, পলাশের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার ও যবক্ষার এই সমস্ত. দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমিত পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া, কুলপ্রমাণ গুড়িকা করিবে। ঐ সমস্ত গুড়িকা ৭ দিন ঘণ্টাপারুলির ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া, পরে মুখে ধারণ করিলে যাবতীয় কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

যবক্ষারাদি গুটী,—যবক্ষার, লতাফট্‌কী বা চৈ, আকনাদী, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল,- এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে গলরোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তচ্ছদাদি কাথ,—ছাতিমছাল, বেণামূল, পটোলপত্র, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোঁদাল ও রক্তচন্দন; ইহাদের কাথ পান করিলে মুখের পাক নিবারিত হয়।

পটোলাদি কাথ,—পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাথালশশার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান অথবা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ প্রশমিত হয়।

খদির বটিকা,—খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; এই কাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, বাবলাপত্র ও জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও মুখরোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ খদির বটিকা,—খদির ১২॥০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৩১।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, অগুরু, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পুণ্ডরিয়া, গিরিমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের ঝুরি, ছুরালতা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না ও দারুচিনি প্রত্যেক ২ তোলা; কঙ্কোলফল, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে কর্পূর /॥০ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া, মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে ওষ্ঠ জিহ্বা, দন্ত ও তালুগত রোগ দূরীভূত হয় এবং মুখ সুরস ও সুগন্ধ, দন্ত দৃঢ় ও জিহ্বা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বকুলাদ্য তৈল,—তিলতৈল /৪ সের ; কাথার্থ বকুলফল, লোধ, হাড়-যোড়া, নীলঝাঁটী, সোন্দালপত্র, বাবুই তুলসী এবং শাল, গুয়েবাবলা ও অশনের ছাল ১২॥০ সের ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; কল্কার্থ ঐ সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ সের ; যথানিয়মে পাক করিয়া মুখে ধারণ ও নস্য গ্রহণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

কর্ণরোগ।

ভৈরব রস,—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ আদার রসে ভাবনা দিয়া ২রতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, আদার রস সহ সেবন করিলে কর্ণরোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়।

ইন্দুবটী,—শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং স্বর্ণভস্ম ।০ সিকি ভাগ একত্র কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা কাথের সহিত ইহা সেবন করিলে কর্ণনাদাদি বাতজ পীড়া ও প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়।

সারিবাদি বটী,—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ ; একত্র কেশুরিয়ার রস, অর্জ্জুনছালের কাথ, যবের কাথ, কাকমাচীর রস ও কুঁচ-মূলের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ শতমূলীর রস অথবা চন্দনের জল সহ সেবন করিলে বাতজ কর্ণরোগ, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

দীপিকাতৈল,—মহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠে অথবা দেবদারু কুড় ও সরল কাষ্ঠে তৈলসিক্ত পট্টবস্ত্র জড়াইয়া প্রজ্বলিত করিবে। তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহাকেই দীপিকা তৈল কহে ঐ তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, সদ্যঃ বেদনার শান্তি হয়।

দশমূলীতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ দশমূল /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হয়।

জম্বাদ্যতৈল,—নিম, করঞ্জ অথবা সর্ষপের তৈল /১ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ রসুন, আমলকী ও হরিতাল মিলিত ২ পল, যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

শম্বুকতৈল,—সর্ষপতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া, সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়।

নিশাতৈল,—সর্ষপতৈল /১ সের, ধুতূরাপাতার রস /৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা; যথানিয়মে পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদ্যতৈল,—তিলতৈল /১ সের, ছাগমূত্র /৪ সের; কল্কার্থ কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ নিবারিত হয়।

নাসারোগ।

ব্যোষাদ্যচূর্ণ,—ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা মিলিত ২ পল, এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি মিলিত ৪ তোলা, পুরাতন গুড় ৫০ পল একত্র পাক করিয়া চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পীনষ, শ্বাস কাস, অরুচি ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

শিগ্রুতৈল,—সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রস সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে পূতিনস্য রোগ নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীতৈল,—সর্ষপতৈল /১ সের, জল /৪ সের; কল্কার্থ কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য নিবারিত হয়।

চিত্রক হরীতকী,—পুরাতন গুড় ১২॥০ সের; কাথার্থ চিতামূল /৬।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০; গুলঞ্চ /৬।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের; দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের; এই সমস্ত কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত ঐ গুড় গুলিয়া হরীতকী চূর্ণ /৮ সের তাহাতে দিয়া পাক করিবে। পাক শেষে শুঁঠ পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিন /২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পীনস, নাসা, কাস, ক্ষয় ও অগ্নিমান্দ্যের শান্তি হয়।

লক্ষ্মীবিলাস,—অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জয়িত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড মূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলাবীজ প্রত্যেক ২ তোলা; একত্র পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু এবং পান বা আদার রস সহ যাবতীয় শ্লেষ্মবিকারে প্রয়োগ করিবে।

করবীরাদ্যতৈল,—তিলতৈল /১ সের, কল্কার্থ লালকরবীর পুষ্প, জাতীপুষ্প, অশনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা, জল /৪ সের; যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে নাসার্শঃ প্রশমিত হয়।

চিত্রকতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দের আঠা মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে নাসার্শঃ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যতৈল,—চতুর্গুণ দূর্ব্বাঘাসের রস সহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে নাসা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

———

নেত্ররোগ।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি,—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার আঁটির শস্য, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত মাড়িয়া ইহার অঞ্জন লইলে চক্ষুর কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, কুসুম ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি,—রসাঞ্জন, এলাইচ, কুঙ্কুম মনছাল, শঙ্খনাভি, সজ্জিনাবীজ ও চিনি একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্ববৎ ইহারও অঞ্জন দিলে পূর্ব্বোক্ত পীড়ার উপশম হয়।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি,—রসাঞ্জন, সজ্জিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার আঁটির শস্য, নাভিশঙ্খ ও মনছাল; এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তির অঞ্জন লইলে যাবতীয় চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জ্জুনাঞ্জন—ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র, একত্র শিশিরজলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন লইলে তিমিররোগ, কিংশুকফুলের রসে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে চক্ষুতে ফুলপড়া এবং ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে ছানিপড়া নিবারিত হয়।

বিভীতকাদিকাথ,—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল; ইহাদের কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চক্ষুর শূল, শোথ ও রক্তবর্ণতাদি বিনষ্ট হয়।

বৃহৎবাসাদি,—বাসকছাল, মুথা, নিমছাল, পটোলপত্র, কটুকী, গুলঞ্চ রক্তচন্দন, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও যব মিলিত ৪ তোলা, জল /২ সের, শেষ /।০ পোয়া; প্রাতঃকালে এই কাথ সেবন করিলে তিমির, কণ্ডু, পটোল ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

নয়নচন্দ্র লৌহ,—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর একত্র ত্রিফলার কাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলার জল সহ এই ঔষধ সেবনে যাবতীয় নেত্ররোগের শান্তি হয়।

মহাত্রিফলাদ্যঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; ভৃঙ্গরাজ রস /৪ সের, বাসকপাতার রস /৪ সের, অথবা বাসকমূলের কাথ /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের; গুলঞ্চ রস অথবা কাথ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের; কল্কার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবনে করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিরোরোগ।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্র রস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল, গুগ্‌গুলু ৪ পল, ত্রিফলাচূর্ণ ২ পল; কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা একত্র দশমূলের কাথে ভাবনা দিয়া, পরিশেষে ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনাড়ী নাটকেশ্বর,—কড়িভস্ম ২॥০ তোলা, সোহাগার খই ২॥০ তোলা, মরিচ ৪॥০ তোলা, মিঠাবিষ ১॥০ তোলা, একত্র স্তন দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ইহার নস্য লইলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

চন্দ্রকান্তরস,—রসসিন্দূর, অভ্র, তাম্র, লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ একত্র সীজের আঠায় একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরাদ্যঘৃত,—ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ ১টি ময়ূরের মাংস অথবা ৩ পল, দশমূল প্রত্যেক ৩ পল এবং বেড়েলা, রাস্না, ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট রাখিবে। দুগ্ধ /৪ সের ; কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষানী প্রত্যেক ২ তোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে শিরোরোগ প্রভৃতি ঊর্দ্ধজক্রগত রোগ সমূহ এবং অর্দ্দিত প্রশমিত হয়।

ষড়বিন্দুতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের : কল্কার্থ এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ প্রত্যেক ৬ তোলা ৩ মাষা ২ রতি ; যথানিয়মে পাক করিয়া ইহার নস্য লইলে, শিরোরোগের শান্তি, শিথিল কেশ দন্তাদির দৃঢ়তা ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহাদশমূলতৈল,—সর্ষপতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোড়া লেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের ; কল্কার্থ পিপুল, শুলফ, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, সজিনাছাল, পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত সর্ষপ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গিরিমাটী, পিপুলমূল, শুকমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিজড়ক মূল প্রত্যেক ১ পল, যথাবিধি পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে কফজন্য শিরোরোগ এবং অঙ্গে মর্দ্দন করিলে কফজন্য বেদনা ও শোথ দূরীভূত হয়।

বৃহৎ দশমূলতৈল,—সর্ষপতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল, ধুতুরা পত্র, পুনর্ণবা ও নিসিন্দা পত্র প্রত্যেক ১২॥০ সের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। কল্কার্থ বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, ধনশিম ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, শিরাশূল, কর্ণশূল ও নেত্রশূল নিবারিত হয়।

অপমার্গ তৈল,—অপমার্গবীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হাক্রিয়া পত্র, হিং ও বিড়ঙ্গ,

মিশ্রিত /১ সের এবং ১৬ সের গোমূত্র সহ যথাবিধি /৪ সের তিল তৈল পাক করিয়া তাহার নস্ত লইলে শিরঃস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

স্ত্রীরোগ।

দার্ব্ব্যাদি কাথ,—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকমূলের ছাল, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও ভেলার মুটী, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়।

উৎপলাদি কল্ক,—রক্তোৎপলের মূল, লাল কাপাসের মূল, করবীর মূল, লাল ওল, বকুলমূল, গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন ; এই সমস্ত দ্রব্য অর্দ্ধতোলা মাত্রায় আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটীশূল ও কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

চন্দনাদিচূর্ণ,—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণামূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, ভদ্রমুস্তক, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চি ছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাক্রান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িম ফলের ছাল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধু ও আতপচাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পুষ্যানুগচূর্ণ,—আকনাদি, জামের আঁটির শস্ত, আমের আঁটির শস্ত, পাথর কুচা, রসাঞ্জন, আকনাদি, মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গিরিমাটী, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোনাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধু ও আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে প্রদর, যোনিদোষ, অতিসার ও অর্শরোগ প্রশমিত হয়। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা উচিত।

প্রদরারি লৌহ,—কুড়চিছাল, ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ

/৮ সের, এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদী, বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্রভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র ঐ কাথ সহ মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় কুশমূল বাঁটিয়া জলে গুলিয়া সেই অনুপান সহ সেবন করিলে প্রদর ও কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

প্রদরান্তক লৌহ,—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, লৌহ তোলা, একত্র ঘৃতকুমারীর রস সহ একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

অশোকঘৃত,—গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ অশোকমূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, আতপচাউল ধৌত জল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের কেশুরিয়ার রস /৪ সের; কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়াল সার অথবা পিয়াল বীজ, ফলসাফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও কুদে নটের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া শীতল হইলে চিনি /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব নিবারিত হয়।

সিতকল্যাণঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ কুমুদ পুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানী, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলসুঁদী, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, ত্রিফলা, শশার বীজ ও মোচা প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ জল /৮ সের, যথাবিধি পাক করিয়া শ্বেত প্রদরাদি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

ফলকল্যাণঘৃত,—গব্যঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৮ সের, দুগ্ধ /৮ সের; কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে যোনিদোষ গর্ভদোষ ও প্রদ-

য়াদি পীড়া প্রশমিত হয়। কল্ক দ্রব্য মধ্যে চিকিৎসকগণ এক ভাগ লক্ষ্মণামূল দিবার উপদেশ দেন।

ফলঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, শর্করা, বেড়েলা, মেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, অশ্বগন্ধা, যমানী, হরিদ্রা, হিং, কট্‌কী, নীলসুঁদী, কুমুদফুল, দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, চন্দন ও শ্বেতচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে বন্ধ্যাদোষ, মৃতবৎসা, যোনিদোষ ও যোনিস্রাব প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কুমার কল্পদ্রুম ঘৃত,—ঘৃত /৮ সের, কাথার্থ ছাগমাংস /৬।॰ সের ও দশমূল /৬।॰ সের, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের; দুগ্ধ /৮ সের, শতমূলীর রস /৮ সের, কল্কার্থ কুড়, শঠী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুথা, নীলসুঁদী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেত-বেড়েলামূল, শরপুঙ্খামূল, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, শালপানি, চাকুলে, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফট্‌কীমূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, গুড়ত্বক্, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা, যথাবিধি তাম্রপাত্রে বা মৃৎপাত্রে পাক করিয়া, শীতল হইলে পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে বিবিধ স্ত্রীরোগ ও গর্ভদোষ নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিতৈল,—তিলতৈল /৪ সের; ছাগদুগ্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার কাথ প্রত্যেক /৪ সের; কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, সুঁদীমূল, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসোত, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, গুল্‌ফা, ধুনা, সৈন্ধব, মুথা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিপ্পলী, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া পরিশেষে গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দনে প্রদর, যোনিব্যাপদ্, গ্রহণী ও অতিসার রোগের শান্তি হয়। ইহা উত্তম গর্ভস্থাপক।

———

গর্ব্ভিণীরোগ।

এরণ্ডাদি কাথ,—এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের কাথ পানে গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি,—বালা, শোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুথা, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ ইহাদের কাথ পানে অতিসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণ, লবঙ্গ, সোহাগার থই, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুঁদী রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও আমরক্ত প্রশমিত হয়।

গর্ভচিন্তামণিরস,—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলা প্রত্যেক ১ তোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বর, দাহ ও প্রদর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

গর্ভবিলাস রস,—পারদ, গন্ধক ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগ একত্র গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে। পরে ২ রতি, প্রমাণ বটিকা করিয়া গর্ভিণীর জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে।

গর্ভপীযূষবল্লী রস,—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাপড়া ও দশমূল ইহাদের রস বা কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বরাদি প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দুশেখর রস,—শিলাজতু অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে।

ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হয়।

গর্ভবিলাসতৈল,—তিলতৈল /১ সের, কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িম্বপত্র, কাঁচাহরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফল পত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলসুঁদী, ও পদ্ম মিলিত ১৬ তোলা, যথাবিধি পাক করিয়া মর্দন করিলে, গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারিত হইয়া পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

সূতিকারোগ।

সূতিকাদশমূল পাচন,—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটীমূল, গন্ধভাদুলে মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুথা ইহাদের কাথ পান করিলে সূতিকাজ্বর ও দাহ নিবারিত হয়।

সহচরাদি,—ঝাঁটীমূল, মুথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সূতিকাজ্বর ও বেদনা প্রভৃতির উপশম হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক,—কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ, মুথা, জীরা কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শঠী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্ফা, ধনে, গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ /১ সের, মিছরী ৩০ পল, ঘৃত /১ সের ও দুগ্ধ /৮ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে সূতিকাজন্য অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

জীরকাদ্যমোদক,—জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনে ৩ পল, শুল্ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১পল, দুগ্ধ /৮ সের, চিনি /৬।০ সের, ঘৃত ৮পল যথানিয়মে পাক করিয়া ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুথা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহাসেবনে সূতিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

সূতিকারি রস,—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ; একত্র

খুলকুড়ীর রসে মর্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ ইহা সেবন করিলে সূতিকাবস্থার জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও শোথ নষ্ট হয়।

বৃহৎসূতিকাবিনোদ,—শুঁঠ ১ভাগ, মরিচ ২ভাগ, পিপুল ৩ভাগ, সৈন্ধব অর্দ্ধভাগ, জয়িত্রী ২ভাগ ও তুঁতে ২ ভাগ একত্র নিসিন্দার রসে ১ প্রহর মর্দন করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বিবিধ সূতিকা রোগ নিবারিত হয়।

সূতিকান্তক রস,—পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪রতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে সূতিকাজন্য গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, কাস ও শ্বাস রোগ প্রশমিত হয়।

বালরোগ।

ভদ্রমুস্তাদি কাথ।—নাগরমুতা, হরীতকী, নিম্ব, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে বালকদের জ্বর নিঃশেষ দূর হয়।

রামেশ্বর,—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক ১ তোলা যথাক্রমে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, গুড়কাউনি, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ীর রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মরিচচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে। সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিয়া বালকের জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে।

বালরোগান্তক রস,—পারদ, গন্ধক, প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২মাষা একত্র লৌহ পাত্রে মর্দন করিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ীর রসে এক একদিন ভাবনা দিবে। পরে শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিবে। বালকের জ্বর ও কাস প্রভৃতি রোগে উপযুক্ত অনুপান সহ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

কুমার কল্যাণরস,—রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে।

বালকের বয়স বিবেচনায় ইহা এক বা অর্দ্ধ বটিকা মাত্রায় দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইলে জ্বর, শ্বাস, বমন, ত্রঁড়েলাগা, গ্রহদোষ, স্তন পান না করা, কামলা, অতিসার ও অগ্নি বিকৃতি নিরাকৃত হয়।

দন্তোদ্ভেদ গদান্তক,—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, বড় এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিট্‌লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ জল সহ মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা জলে ঘষিয়া দন্তে লাগাইলে এবং উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করাইলে, দন্তোদ্গম কালীন জ্বর, অতিসার ও আক্ষেপ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া শীঘ্র দন্ত উদ্গত হয়।

লবঙ্গ চতুঃসম,—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়।

দাড়িম্ব চতুঃসম,—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ একত্র দাড়িমফলের মধ্যে পুরিয়া পুটপক্ক করিবে। পরে তাহা অর্দ্ধরতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ছাগদুগ্ধ বা জল সহ সেবন করাইলে, বালকদিগের উদরাময় নিবারিত হয়।

ধাতক্যাদি চূর্ণ,—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকাচূর্ণ,—মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি প্রশমিত হয়।

বালকুটজাবলেহ,—কুড়চি মূলের ছাল ৮ তোলা, জল ⁄১ সের, শেষ ⁄।০ পোয়া, এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শস্য, শুল্‌ফা, ধাইফুল, মুথা ও জায়ফল প্রত্যেকের চূর্ণ ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিবে। ইহা এক আনা মাত্রায় লেহন করাইলে বালকের আমশূল ও রক্তভেদ সত্বর নিবারিত হয়।

বালচাঙ্গেরীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, আমরুলের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪সের; কল্কার্থ কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ ধাইফুল ও মোচরস মিলিত /১ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া এক আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করাইলে বালকের অতিসার ও গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়।

কণ্টকারীঘৃত,—ঘৃত /৪ সের; কণ্টকারী, বৃহতী, বামুনহাটী ও বাসকছাল, ইহাদের রস বা কাথ প্রত্যেক /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের; কল্কার্থ গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুথা, শুলফ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমফলের ছাল ও দেবদারু মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া এক আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধাঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, কল্কার্থ অশ্বগন্ধা /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে বালকের দেহ পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হয়।

কুমারকল্যাণঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীবক বেড়ালা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপানি, মুথা, কুড় ছোটএলাইচ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকের দেহপুষ্টি, অগ্নিবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। আরও ইহাদ্বারা বালকের দন্তোদ্গমকালীন বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

অষ্টমঙ্গলঘৃত,—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের যথানিয়মে পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, গ্রহাবেশ জনিত পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

কবিরাজি-শিক্ষা।

চতুর্থ খণ্ড।

বিষ-চিকিৎসা।

সাধারণতঃ বিষ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। উদ্ভিদ বিশেষের মূল, কন্দ, পত্র, পুষ্প, ফল, বল্কল, ক্ষীর নির্য্যাস ও সার এবং দরমুজ ও সেঁকোবিষ প্রভৃতি ধাতুবিষকে স্থাবর বিষ, আর প্রাণিবিষকে জঙ্গমবিষ কহিয়া থাকে।

স্থাবর বিষ মধ্যে মূলবিষ অযথা নিয়মে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, শরীরে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নের ন্যায় ব্যাথা প্রলাপ ও মোহ উৎপন্ন হয়। পত্রবিষে শরীরের কম্প ও শ্বাস হইয়া থাকে। ফলবিষে অণ্ডকোষে শোথ, শরীরে জ্বালা ও আহারে অরুচি জন্মে। পুষ্পবিষে বমি, আধ্মান ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ত্বক্, নির্য্যাস ও সার বিষ সেবনে মুখে দুর্গন্ধ, চর্ম্মের কর্কশতা, মস্তক বেদনা ও কফস্রাব হয়। ক্ষীরবিষে মুখ হইতে ফেননির্গম, শরীরে ভারবোধ ও দাস্ত হইতে থাকে। ধাতুবিষে হৃদয়ে ব্যাথা, মূর্চ্ছা ও তালুদেশে জ্বালা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত বিষ প্রায়ই সদ্যোমারক নহে; ক্রমশঃ বিবিধ অসুস্থতা উৎপাদন করিয়া, কালান্তরে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

জঙ্গমবিষমধ্যে ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দষ্টব্যক্তি বাতজনিত বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে। মণ্ডলী সর্প অর্থাৎ যে সকল সর্পের গাত্রে চাকা চাকা দাগ থাকে, তাহাদের দংশনে দষ্টস্থানে পীত বর্ণ ও কোমল শোথ জন্মে এবং পিত্তজনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। রাজিল অর্থাৎ রঞ্জিত ও লম্বা রেখা যাহাদের শরীরে থাকে; সেই সকল সর্পের

দংশনে দষ্টস্থানে কঠিন, পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ শোথ জন্মে এবং ক্ষতস্থান হইতে স্নিগ্ধ ও গাঢ় রক্তস্রাব হইতে থাকে। আর নানা প্রকার কফ জনিত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

অজীর্ণরোগী, পিত্তবিকারী, আতপার্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষীণক্ষত রোগী, প্রমেহ ও কুষ্ঠ রোগার্ত্ত, গর্ভিণী, রুক্ষ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ সর্পদষ্ট হইলে অল্প কাল মধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়ে।

অশ্বথ বৃক্ষের তলে, শ্মসান ভূমিতে, উইঢিপির উপরে, বা চতুষ্পথ স্থানে সর্পে দংশন করিলে সে রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। এইরূপে প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা নক্ষত্রে দংশন করিলেও রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহার মর্ম্মস্থানে দংশন করে, অথবা যে রোগীর শরীরে অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিলে রক্ত নির্গত হয় না, অথবা লতা প্রভৃতি দ্বারা সবলে আঘাত করিলেও দাগ উদ্‌গত না হয় কিম্বা শীতল জলের ছাটদিলে রোমাঞ্চ না হয়, যাহার মুখ বক্র হইয়া যায়, চুল ধরিয়া টানিলে চুল উঠিয়া যায়, গ্রীবা অবনত হয়, হনু অর্থাৎ চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, দষ্টস্থানে রক্তবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ শোথ হয়, মুখ হইতে বাতির ন্যায় লালা নির্গত হয় অথবা মলদ্বার ও মুখ উভয় পথ দিয়া লালা বা রক্ত নির্গত হয়, সে রোগীর চিকিৎসা বিফল। দষ্টস্থানে চারিটি দন্তপাতের চিহ্ন লক্ষিত হইলে তাহাও অসাধ্য।

বৃশ্চিকে দংশন করিলে দষ্ট স্থানে অত্যন্ত জ্বালা ও ভেদনবৎ যাতনা হয় এবং বিষ অতি শীঘ্র উর্দ্ধ শরীরে গমন করিয়া অবশেষে দষ্ট স্থানে আসিয়া অবস্থিত থাকে। হৃদয়, নাসিকা, চক্ষু ও জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে দংশন করিলে ক্রমশঃ দষ্টস্থানে ক্ষত হইয়া মাংস সকল খসিয়া পড়ে এবং রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ভেক একটী দন্ত দ্বারা দংশন করে, তাহাদের দংশনে রোগীর পিপাসা, নিদ্রা, বমন, বেদনাযুক্ত শোথ ও পিড়কা জন্মে। মূষিকের শুক্রে বিষ, এজন্য তাহাদের শুক্রস্পর্শে শরীরে বিষের কার্য্য প্রকাশিত হয়; তদ্ভিন্ন অন্যজাতীয় মূষিকের দংশনেও বিষের কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূষিকে দংশন করিলে, দষ্ট স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, শরীরের স্থানে স্থানে গোলাকার শোথ জন্মে এবং অরুচি,

চিত্ত চাঞ্চল্য, রোম হর্ষ ও গাত্রে জ্বালা উপস্থিত হয়। কোন কোন মূষিকের দংশনে মূর্চ্ছা, শরীরে মূষিকের আকৃতির ন্যায় শোথ, বধিরতা, জ্বর, মস্তকে ভারবোধ, শরীরে বিবর্ণতা, মুখ দিয়া লালা ও রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। এইরূপ মূষিক দংশনে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। লূতা অর্থাৎ মাকড়সার বিষে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, ক্ষতস্থান ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে এবং ত্রিদোষ জনিত জ্বর, অতিসার, দাহ, পিড়কা, গাত্রে চাকা চাকা দাগ এবং নীল পীতবর্ণ, কোমলস্পর্শ ও গতিশীল শোথ জন্মে। অন্যান্য জীবের দংশনাদি কারণে দষ্ট স্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উন্মত্ত শৃগাল বা কুকুর প্রভৃতি জীবে দংশন করিলে, দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব এবং সেই স্থানে স্পর্শশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে। শরীরে সেই বিষ বেশিদিন অবস্থিত থাকিলে ক্রমে জ্বর হয় এবং পরিশেষে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া দংশক জীবের ন্যায় রব ও তাহার কার্য্যাদিব অনুকরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ রোগী জলে বা দর্পণে দংশক জীবের রূপ দেখিতে পাইলে কিম্বা জল দেখিয়া অথবা জলের নাম শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়াও সহসা প্রকুপিত হইয়া সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে, দংশনের একবৎসর বা দুই বৎসব পরেও অনেকের উন্মাদ ও জলত্রাসাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া, মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

হীনবীর্য্য বিষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা তাহাতে প্রাণনাশ হয় না কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত থাকে এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরে বিবর্ণতা, মুখের দৌর্গন্ধ্য ও বিরসতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমি ও স্বরের বিকৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বিষ আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে কফ ও বাতজনিত নানা প্রকার রোগ জন্মে। পক্বাশয়ে থাকিলে বায়ু ও পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয় এবং কেশ ও শরীরের লোম সকল উঠিয়া যায়। রস ধাতুগত হইলে আহারে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য শরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শারীরিক ভারবোধ, রোমকূপরোধ, মুখের বিরসতা এবং অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের শুভ্রতা প্রকাশ পায়।

রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, প্লীহা, রক্তপিত্ত ও তুচ্ছ ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। মাংসগত বিষে অধিমাংস, মাংসার্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি পীড়া জন্মে। মেদোগত বিষে গ্রন্থি, কোষবৃদ্ধি, মধুমেহ, স্থৌল্য ও অতিশয় ঘর্ম্ম প্রকাশিত হয়। অস্থিগত হইলে অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ প্রভৃতি পীড়া জন্মে। মজ্জগত বিষে অন্ধকার দর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে ভারবোধ, এবং নেত্রাভিষ্যন্দ জন্মিয়া থাকে। শুক্রগত হইলে ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ ঐরূপ বিষ সেবনে উন্মাদও হইয়া থাকে।

শরীরস্থিত দূষীবিষ শীতল বায়ু প্রবাহ সময়ে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রায়ই প্রকুপিত হইয়া উঠে, তৎকালে প্রথমতঃ নিদ্রাধিক্য শারীরিক গুরুতা, শিথিলতা, জৃম্ভা, লোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া, পরে সুপারি ভক্ষণ জনিত মত্ততার ন্যায় মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা পিড়কার উদ্গম, মাংসক্ষয়, হস্তপদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, সর্ব্বাঙ্গে অসহনীয় তীব্র জ্বালা, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা, সর্ব্বাঙ্গে চিমি চিমি যাতনা, উদরাধ্মান, মোহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা,—হস্তে বা পদে সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ় রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে তাগা বান্ধিবে। তাহা হইলে রক্ত-সঞ্চালন রুদ্ধ হওয়ায় জন্য বিষও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তৎপরে দষ্টস্থান চিরিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। মুখের কোনস্থানে কোনরূপ ক্ষত না থাকিলে, চুষিয়া রক্ত নির্গত করা যাইতে পারে। তাহাতে অসুবিধা হইলে শৃঙ্গ বসাইয়া বা একটি ছোট বাটী কিম্বা ছোট গেলাসের মধ্যে স্পিরিট্ জ্বালিয়া সেই গেলাসটি ক্ষতমুখে চাপিয়া ধরিবে, তাহা হইলেই তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া যায়। তৎপরে অগ্নি বা অগ্নিসন্তাপে রক্তবর্ণ লৌহখণ্ড-দ্বারা সেই ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। হস্তপদ ব্যতীত অন্য যে স্থানে বান্ধিবার সুবিধা নাই, সেইরূপ স্থানে দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ রক্ত নিঃসারণ ও দাহ করান আবশ্যক, তাহাতেও যথেষ্ট উপকারের আশা করা যায়। বিষ সর্প-

দেহে ব্যাপ্ত হইলে, বমন করান উচিত। কালিয়া কড়ার মূলের নস্য দেওয়া বিশেষ উপকারক। ইষলাঙ্গলার মূল জলে বাটিয়া তাহার নস্য দিবে। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠরোধ হইলে, বার্ত্তাকু, ছোলঙ্গলেবু এবং লতাফট্‌কী প্রভৃতি পেষণ করিয়া, নস্য লওয়াইবে। দৃষ্টিরোধ হইলে দারুহরিদ্রা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরিদ্রা, করবীর, করঞ্জ ও তুলসী ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। জয়পাল বীজের মজ্জা লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিয়া রাখিবে, সেই বর্ত্তি মনুষ্য লালায় ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি ঢলিয়া পড়িলেও আরোগ্য-লাভ করে। সজিনাবীজ শিরীষফুলের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া তাহা নস্য, অঞ্জন ও পান জন্য প্রয়োগ করিলে সর্প বিষের উপশম হয়। তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিন গোশৃঙ্গ মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে বাহির করিয়া চারি আনা বা ততো-ধিক মাত্রায় দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহার প্রলেপ ও নস্য লইলেও বিশেষ উপকার হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে নিসিন্দার মূল, অপরাজিতা ও হাপর মালীর কাথ পান করাইবে। মণ্ডলী সর্পের দংশনে মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের শুঙ্গার কাথ পান করাইবে। রাজিল সর্পের দংশনে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আতইচ, কুড়, বালা, রেণুকা, তগরপাদুকা ও কট্‌কী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বালা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও কাঁটানটের মূল, ইহাদের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে সমুদায় সর্পবিষই বিনষ্ট হয়। হুড়হুড়ের মূল, ৮।১০ টি গোলমরিচের সহিত জলে বাটিয়া সেবন করাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরির জল পান করান আবশ্যক, তাহাতে বমি হইলে বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে এবং পুনর্ব্বার ঐ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। হাতীশুঁড়ার মূল এবং ভুঁইচাঁপার মূল সেবনেও সর্পবিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকদংশনে দষ্টস্থানে বারম্বার তার্পিণ তৈল মালিশ করিবে। কিম্বা পাথরিয়া কয়লা ঘষিয়া প্রলেপ দিবে। গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্র উষ্ণ

করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা গোময় উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়। কালকচুর আঠা মর্দ্দনেও বৃশ্চিক বিষ নিবারিত হয়। চিটেগুড় লাগাইলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে। ভেকের বিষে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া, শিরীষের বীজ মনসাসীজের আঠায় পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। মূষিক বিষেও প্রথমতঃ রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক, তৎপরে কুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ একত্র বাঁটিয়া, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা আকন্দের মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। দারুচিনি ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। মাকড়সার বিষে রক্ত-চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরী, তগরপাদুকা, শিরীষ, বালা ও অনন্তমূল প্রত্যেক সমভাগ, কুড় ২ ভাগ একত্র শেলু বৃক্ষের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অপরাজিতা, অর্জ্জুনছাল, কুড়, শেলু, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসছাল; ইহাদের কাথ পান করিলে মাকড়সা ও কীট বিষ প্রশমিত হয়। কাঁচা কলার আঠা প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া লাগাইলে মাকড়সা বিষ প্রশমিত হয়। কাঁচা হরিদ্রা দুগ্ধে বাটিয়া মর্দ্দন করিলেও গরল নিবারিত হইয়া থাকে। বচ, হিং বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, আকনাদী, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে যাবতীয় কীটের বিষ নিবারিত হয়।

উন্মত্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে দষ্টস্থান চিরিয়া, তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে। পরে সেই স্থান অগ্নি, ক্ষার বা উষ্ণ ঘৃত দ্বারা দগ্ধ করিবে। পুরাতন ঘৃত পান অথবা ধুতূরার মূল কিম্বা কুঁচিলা এক বা দুই রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সিদ্ধি সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। শ্বেত পুনর্নবা ও ধুতূরার মূল একত্র সেবন করান উপকারক। পারদ, গন্ধক, কান্তলৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, একত্র যথাক্রমে রাখালশসা, বৃহতী, ব্রহ্মী, নীলশুঁদা, শতমূলী ও আলকুশীর রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া শীতল জল সহ সেবন করাইবে। ঘুঁটিয়ার ছাই আকন্দের আঠায় ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার নস্য লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কুকুরে কামড়াইলে

শিজের আঠায় শিরীষ বীজ ঘষিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিবে। এবং তণ্ডুল বাঁটিয়া তাহার মধ্যে মেষ লোম পুরিয়া সেবন করাইবে।

বিষ, বিষাক্ত দ্রব্য বা অহিফেন উদরস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। ভূঁতে ভিজা জল বেশ বমন কারক। বিষ কণ্ঠগত হইলে কাঁচা কয়েত বেল, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। আমাশয় গত হইলে তগর পাদুকার চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। পক্কাশয়গত বিষে পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্ত-গত বিষে শেলু বৃক্ষের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ বা কুলের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ, কিম্বা যজ্ঞডুমুরেরমূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ অথবা অপরাজিতার মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগের কাথ সেবন করাইবে। মাংসগত বিষে খদিরারিষ্ট মধুর সহিত এবং কুড়চীর মূল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। বিষ সর্ব্বদেহগত হইলে এবং কফের বেগের আধিক্য প্রকাশিত হইলে, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু, মৌলফুল, তগরপাদুকা, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সমস্ত দ্রব্য নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

দূষীবিষার্ত্ত রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইয়া বমন বিরেচন শোধন করা আবশ্যক। পিপুল, বেণামূল, জটামাংসী, লোধ, ছোট এলাচ, সৌবর্চ্চল, মরিচ, বালা, বড় এলাচ ও স্বর্ণ গৈরিক এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে দূষীবিষের শান্তি হয়।

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমোচ, হিঙ্গুল, অপামার্গমূল, ধুতুরামূল, করবীরমূল ও শিরীষমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার রসে ১০০ শতবার ভাবনা দিয়া মুগের স্থায় বটিকা করিবে. এই বটিকা সেবনে সর্পদংশন বা বিষপান জনিত অচৈতন্য নিবারিত হয়। এই ঔষধের স্থায় ভীমরুদ্র রস। কালিয়া কড়ার মূল, ছাতিম মূলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা দারমুজ ১ মাষা অর্থাৎ ৵০ দুই আনা, এই সমস্ত দ্রব্য আকন্দের মূলের কাথে মাড়িয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। মুলিকাদি নামক এই বটিকা সেবনে বিষে মৃত কল্প ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করে। এই ঔষধ দ্বারা দুরারোগ্য বিষম জ্বরেরও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ঘৃত /০ সের, অপামার্গের রস /৪ সের; কল্কার্থ দাড়িমফলের খোসা, কুড়, ছোট

এলাচ, বড় এলাচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিরীষ মূলের ছাল, মিঠাবিষ, বচ, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, পালিধাছাল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও মুরামাংসী মিলিত /।০ এক পোয়া; জল না দিয়া এই সমস্ত দ্রব্য সহ ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যাবতীয় বিষদোষ নিবারিত হয়। ইহাও বিষমজ্বর নাশক। ইহাকে শিখরী ঘৃত কহে। ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দ পত্র, সুঁদীমূল, বেতস মূল, মিঠাবিষ তুলসীপত্র, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাহক্রান্তা ও পদ্ম-কেশর, মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া, ছাঁকিয়া তাহার সহিত /৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। মৃত্যুপাশচ্ছেদী নামক এই ঘৃতও সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ নিবারক।

শিরীষছাল /৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের শেষ ৩২ সের; এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া, তাহাতে পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড় এলাচ, নীলমূল, নাগেশ্বর হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। একমাস কাল আবৃত পাত্রে রাখিয়া পরে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বিষদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহার নাম শিরীষারিষ্ট।

বিষের চিকিৎসায় যখন বিষরোগীর বাতাদি দোষ এবং রস রক্তাদি ধাতু প্রকৃতিস্থ হয়, অন্নে রুচি জন্মে, স্বাভাবিকভাবে মলমূত্র নিঃসৃত হয়, বর্ণ ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টা প্রভৃতিতে প্রসন্নতা দেখা যায়, তখনই রোগী নির্বিষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য,—বিষ নষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন সুপথ্যে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। বিষের চিকিৎসা কালে অতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। কদাচ নিদ্রা হইতে দিবে না; নিদ্রা নাশ জন্য চা, কাফি প্রভৃতি পান করান মন্দ নহে। বিষ নষ্ট হওয়ার পর পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করাইবে। সহমত স্রোতোজলে স্নান করা অনিষ্ট কর নহে। তৈল, মৎস্য, কুলত্থ কলাই, অম্লদ্রব্য ও বিরুদ্ধদ্রব্যভোজন এবং ক্রোধ, ভয়, পরিশ্রম ও মৈথুন ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট জনক।

দুর্গম অন্ধকারাদি স্থানে কোন দ্রব্য দ্বারা বিদ্ধ হইলে, কোন জন্তুতে দংশন করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে এবং সেই আশঙ্কা হইতে জ্বর, সর্দ্দি,

মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ ও অতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

এইরূপ শঙ্কাবিষে রোগীকে সান্ত্বনা জনক ও আনন্দ জনক বাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবে। পূর্ব্বোক্ত সুপথ্য ভোজন করাইবে এবং কিস্‌মিস্‌ ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধুর চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। ক্ষুদে-নটে, জীবন্তী, বার্ত্তাকু, সুষণী, ইন্দুরকানী, পানা ও পটোল ইহাদের শাক ভোজন শঙ্কাবিষে উপকারক।

জলমজ্জন ও উদ্বন্ধনে মুমূর্ষুর চিকিৎসা।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে অতি শীঘ্র জল হইতে তুলিবে। তখন যদি তাহার শরীর উষ্ণ ও অঙ্গ সকল শিথিল থাকে, তবেই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। নতুবা চিকিৎসা বৃথা। প্রথমেই রোগীর ঊর্দ্ধদেহ অবনমিত করিয়া, মুখ দিয়া সমস্ত জল ও মুখের লালা নিঃসারিত করিবে। তৎপরে শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য রোগীকে পার্শ্বশায়ী করিয়া, নাসিকাতে কোনও তীব্র নস্য প্রদান করিবে, কিম্বা নিষাদল ও চুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাই তাহার নাসিকার নিকট ধরিবে, ইহাতে শ্বাস প্রবর্ত্তিত না হইলে, অঙ্গুলি, পক্ষীর পালক বা অন্য কোন কোমল বস্তু দ্বারা গলমধ্যে খুব সুরি দিবে, তাহাতে হাঁচি কিম্বা বমন বেগ উপস্থিত হইয়া শ্বাস প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া বিফল হইলে, রোগীকে উবুড় করিয়া শয়ন করাইয়া, তাহার বক্ষঃস্থলের নীচে একটি বালিশ দিয়া বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, পরে পুনর্ব্বার পার্শ্বশায়ী করিবে এবং দুই পাঁজরা হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ এক পল সময়ের মধ্যে ৭।৮ বার করিতে হইবে। অথবা রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া, পৃষ্ঠের নীচে একটি বালিশ দিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে, আর এক ব্যক্তি দ্বারা রোগীর জিহ্বা টানিয়া ধরাইয়া নিজে রোগীর মস্তকের দিকে বসিয়া তাহার হস্তদ্বয় ক্রমেধার উপর দিকে তুলিবে ও বক্ষের উপর স্থাপন করিবে। রোগীর জিহ্বা টানিয়া না ধরিয়া [illegible]

দ্বারা তাহার মুখে ফু দেওয়াইয়া নিজে ঐরূপ তাহার হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ উত্তোলন ও অবনমন করিলেও চলিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র বারম্বার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে যদি শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রোগীর হস্ত ও পদ দ্বয় নিম্নভাগ হইতে উপর দিকে বারম্বার চুঁচিয়া দিবে এবং উষ্ণ বালুকা পোট্টলী দ্বারা হস্ত পদে স্বেদ প্রদান করিবে।

এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা রোগী চেতনালাভ করিলে, তাহাকে অতি অল্প মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা বা ব্রাণ্ডি সরাপ জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে এবং যাহাতে উত্তম নিদ্রা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবে। চিকিৎসাকালে রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। যাহাতে রোগীর শরীরে সুন্দররূপে বায়ু লাগিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উপায় করা আবশ্যক। কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া সুস্থ হইলে অল্প অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। তৎপরে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে।

উদ্বন্ধনে মুমূর্ষু ব্যক্তির গলরজ্জু সত্বরে ছেদন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সমূহ দ্বারা তাহার শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবে এবং গলদেশে ঈষদুষ্ণ ঘৃত আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। মুখ ও বক্ষঃস্থলের নিকট তালবৃন্তের বাতাস অনবরত দিতে থাকিবে। চেতনা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ সুরাপান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে।

সর্দ্দি-গরমি চিকিৎসা।

অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্র বা অগ্নির আতপ সেবন করিয়া কিম্বা বহুজনতার মধ্যে থাকিয়া অথবা অধিক পর্য্যটন বা পরিশ্রমদ্বারা ক্লান্ত হইয়া, হঠাৎ জলে অবগাহন, জলপান কিম্বা অন্য কোনরূপ শৈত্য সেবা করিলে, প্রথমে অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে ও বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়, পরে ক্রমশঃ শরীর উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষুর তারাদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে এবং অতি বেগের সহিত বারম্বার হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে। নাড়ীর বেগ প্রথমে অধিক হইয়া ক্রমে বিষম ও দুর্ব্বল হইয়া পরে। শব্দের সহিত ঘন ঘন শ্বাস বহিতে

থাকে, অবশেষে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই পীড়াকে চলিত কথায় "সর্দ্দিগরমি" কহে, ইহা আশু প্রাণনাশক, এই জন্য এই পীড়া উপস্থিত হইবা মাত্র ইহার চিকিৎসা বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

চিকিৎসা,—পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে ছায়া ও বায়ুসঞ্চার-যুক্ত স্থানে উপযুক্ত শয্যায় চিং করিয়া শয়ন করাইবে। রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দিবে না। মস্তকে, মুখে ও বক্ষঃস্থলে শীতল জলের ছাট্ দিবে। শ্বাস রোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বারা শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবে। জয়পাল ঘটিত ঔষধ বা অন্য কোন তীব্র বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইলে ভাল হয়। বমনকারক ঔষধ দেওয়া অনিষ্ট জনক। শীঘ্র চেতনা লাভ না হইলে, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও লঙ্কামরিচ জলের সহিত বাঁটিয়া, গ্রীবাদেশে তাহার পটি বসাইয়া দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর চেতনা লাভ ও শ্বাস প্রবর্ত্তিত হইলে শীতল সরবৎ ও দুগ্ধ পান করাইবে। দুর্ব্বল হইলে জল মিশ্রিত সুরা অল্প মাত্রায় পান করাইয়া নিদ্রা যাইতে দিবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে লঘু আহার ভোজন করিতে দিবে। ৪। ৫ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে।

বৃক্ষ প্রভৃতি কোনও উচ্চস্থানে পতিত হইয়া, অথবা নিকটে বজ্রপাতজন্য তাহার উত্তাপে বা ভয়ে অভিভূত হইয়া, অচেতন হইলে, সর্দ্দিগরমির ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

আতপ ব্যাপদ্ (রোদ্‌লাগা) চিকিৎসা।

অধিকক্ষণ সূর্য্যের প্রখর তাপ শরীরে লাগাইলে, তৃষ্ণা, ত্বকের রুক্ষতা ভ্রম, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মূর্চ্ছা, নাড়ীগতির বিষমতা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, হস্তপদে খিচুনি এবং বমন ও মূত্রবেগ প্রভৃতি অসুখ উপস্থিত হয়; কাহারও কাহারও জ্বর হইতেও দেখাযায়। চলিত কথায় ইহাকে "রোদ্‌লাগা" কহে। এইরোগে যদি রোগী অত্যন্ত হস্তপদ ছুড়িতে থাকে, হস্তপদ নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং নাড়ীর গতি সময়ে সময়ে অনুভব না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র রোগীর গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিয়া, ছায়াযুক্ত, জনতাশূন্য এবং যেখানে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হয় সেইরূপ স্থানে তাহাকে শয়ন করাইয়া তালবৃন্তদ্বারা ব্যজন করিবে। সেই তালবৃন্তে শীতল জলের ছাট্ মধ্যে মধ্যে দেওয়া আবশ্যক তাহা হইলে গুঁড়া গুঁড়া শীতল জল রোগীর শরীরে লাগিয়া অধিক উপকার করে। চন্দন-মিশ্রিত শীতল জল অল্প অল্প বারম্বার পান করিতে দিবে, একবারে অধিক জল কদাচ পান করিতে দিবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একখণ্ড বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া সেই বস্ত্র দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। সুস্থ হইলে সহস্রধারায় বা ঝাঁঝড়ার জলে স্নান করাইবে। ইহাতে মূর্চ্ছা হইলে, একখণ্ড কম্বল বা ফ্লানেল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া, তাহাতে টার্পিন তৈলের বেশ্ করিয়া ছিটা দিয়া, সেই খানি গ্রীবাদেশে জড়াইয়া তাহার উপর একখানি কলার পাত বা অপর কোন শুষ্ক কাপড় দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে রোগীর মূর্চ্ছাত্যাগ হইয়া যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিবে; তখন সেই সমস্ত খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। দেহ শীতল এবং নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটিলে স্বেদ প্রদান ও মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করাইতে হয়।

চিনি ১৬ তোলা, ঘষা শ্বেতচন্দন ১ তোলা, গোঁড়ালেবুর রস ৮ তোলা, শতমূলীর রস ৮ তোলা এবং মৌরীরতৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র /২ সের জলে আলোড়িত করিয়া, বারম্বার সেই জল অল্পে অল্পে পান করাইলে, এই পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ত্রিফলার জল এবং মূর্চ্ছারোগোক্ত তৈল ঔষধ সমূহ এই পীড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শরীর প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষরূপে সাবধানে থাকা আবশ্যক। বল ও পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং সারক অন্নপান ভোজন করা উচিত।

তত্ত্বোন্মাদ (ভাব লাগা) চিকিৎসা।

ধর্ম্মাদি বিষয়ে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে অবিরত চিন্তা করিতে করিতে বায়ু প্রকুপিত হইয়া এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে। সাধারণ কথায় লোকে তাহাকে "ভাব লাগা বা দশাধরা" কহে। এই রোগে মূর্চ্ছা, মৃতব্যক্তির ন্যায় চক্ষুর তারকাদ্বয় অচল, চক্ষুঃ উন্মীলিত, স্পর্শজ্ঞানের হানি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগী মৃতবৎ পতিত হইয়া থাকে। কাহারও বা বক্তৃতা শক্তির প্রকাশ, দাম্ভিকতা, উগ্রতা, আক্ষেপ (হাত পা ছোড়া), হাস্য, নৃত্য, মত্ততা ও রোদন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি চিত্তোন্মাদকর ঘটনাকালে এই পীড়া বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়।

এই পীড়ায় অচেতন হইয়া পড়িলে, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিবে। শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন এবং মূর্চ্ছা, বাতব্যাধি ও উন্মাদ রোগোক্ত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। কেবল তাড়নার দ্বারা অনেকের এই রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তালমূলী, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নীল-শুঁদামূল, নাগেশ্বর, জটামাংসী, কুলেখাড়াবীজ, বালা, বেণামূল, গিরিমাটী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তত্ত্বোন্মাদ রোগের শান্তি হয়। স্বর্ণ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচন ও কর্পূর প্রত্যেক সমভাগ একত্র ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিয়া, এক রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। জল সহ ঘষিয়া ইহার নস্য লইলে চৈতন্য সম্পাদন হইয়া থাকে; নিয়মিতরূপে প্রত্যহ শতমূলীর রস সহ সেবন করিলে ক্রমশঃ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

পুরাতন শালীতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও ছোলার দাইল, যব ও গমের রুটী, তিল, ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, মিছরীরসরবৎ, পাকাপেঁপে, ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং স্রোতোজলে স্নান, তৈল মর্দ্দন, বিলাসিতা, সদ্বৃত্ত প্রিয়-

জনের সহিত এবং বিশ্বস্তা প্রিয়তমা যুবতী কামিনীর সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন প্রভৃতি চিত্তবিনোদক ক্রিয়া উপকারক। ইহার বিপরীত আহার বিহার অনুপকারক।

তাণ্ডব বাতব্যাধি চিকিৎসা।

অতিরিক্ত ভয়, ক্রোধ বা হর্ষ, আশাভঙ্গ, শারীরিক কৃশতাকারক ক্রিয়াসমূহ, নিদ্রাবিঘাত, বলক্ষয়, আঘাতপ্রাপ্তি, ক্রিমিদোষ, মলবদ্ধতা এবং স্ত্রীদিগের ঋতুবিপর্য্যয় প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া এই তাণ্ডবরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথমতঃ প্রায়ই বামবাহু, পরে দক্ষিণ বাহু, তৎপরে পদদ্বয় এবং ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুষ্টিদ্বারা কোন দ্রব্য ভাল করিয়া ধরিতে পারে না, হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সর্ব্বদা অস্থিরভাবে থাকে, বারম্বার অতি বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে থাকে এবং যখন চলিয়া যায়, যেন নাচিতে নাচিতে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই নৃত্যবৎ ক্রিয়ার জন্য এই রোগকে তাণ্ডব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নিদ্রাবস্থায় এই রোগের কোনও লক্ষণ অনুভব করা যায় না।

সাধারণতঃ এই পীড়ায় মল পরিষ্কারক এবং অগ্নি ও বলবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রিমিদোষ হইতে এই রোগ জন্মিলে অগ্রে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রজোরোধ জন্য এই পীড়া ঘটিলে রজঃপ্রবর্ত্তক ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করিয়া রজোদোষ নিরাকৃত করিবে। শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ছোট এলাচ, বড় এলাচ ও আমলকী, ইহাদের কাথ পান করিলে তাণ্ডবরোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাতব্যাধি কথিত বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এবং কুব্জপ্রসারণী ও মহামাষ তৈল প্রভৃতি তৈল ব্যবহার করান একান্ত আবশ্যক।

স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক আহার এই পীড়ায় উপকারক। বাতব্যাধি কথিত যাবতীয় পথ্যই এই রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিশ্রম

ত্যাগ, অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকা এবং স্রোতস্বতী নদী জলে অবগাহন এই পীড়ায় হিতকারক।

স্নায়ুশূল চিকিৎসা।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের নাম স্নায়ু, সেই স্নায়ুসমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে, তাহাকে স্নায়ুশূল কহে। এই রোগ বায়ুজনিত এক প্রকার শূলবেদনা মাত্র। বেদনা ব্যতীত ইহার অন্য কোন লক্ষণ নাই। মস্তক, বাহু, পদ প্রভৃতি অঙ্গাবয়বের ত্বকের নিম্নদেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শরীরের যাবতীয় স্থানেই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। স্থানভেদানুসারে এই স্নায়ুশূলের তিন প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় মুখমণ্ডলে যে স্নায়ুশূল হয়, তাহার নাম ঊর্দ্ধভেদ, মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে, তাহার নাম অর্দ্ধভেদ এবং স্ফিক্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে, তাহাকে অধোভেদ কহে। বলক্ষয়, রক্তক্ষয়, বৃক্কদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ এবং বিবিধ দন্তরোগ হইতে ঊর্দ্ধভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে; ইহাতে ললাটে, নিম্ন অক্ষিপুটে, গণ্ডস্থলে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বা পার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূল এবং দাহবৎ বেদনা হয়। প্রথমতঃ মুখের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, পরে সমুদায় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আর্দ্রস্থানে বাস, শৈত্য সেবন, বলক্ষয় এবং বিকৃত বায়ু ও বিকৃত জল সেবন প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধভেদ উৎপন্ন হয়। তাহাতে মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হয়; অধিকাংশস্থলেই বামপার্শ্ব হইতে দেখা যায়। আরও ইহাতে বোধ হয় যেন মস্তক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিরাম পাইলে এই পীড়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিতে পারে। যৌবন সময়েই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শীতসেবা, দুর্ব্বলতা, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে বাস এবং গর্ভবিকৃতি প্রভৃতি কারণে অধোভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। পাছায়, উরুতে, জানুসন্ধির পশ্চাদ্ভাগে এবং কখন কখন পদে ও জঙ্ঘায় অধোভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রায়ই ইহা এক পদে হইতে দেখা যায়। রাত্রিকালে এবং প্রৌঢ় বয়সে এই পীড়ার প্রকোপ অধিক হয়।

বায়ুর অনুলোমক, বলবর্দ্ধক এবং অগ্নিজনক ঔষধাদিই এই পীড়ায় প্রশস্ত ঔষধ। বাতব্যাধি কথিত কুব্জপ্রসারণী; মহামাষতৈল মর্দ্দন, মাষকলাই সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ প্রদান, বাতব্যাধি কথিত বাতজ বেদনা নিবারক প্রলেপ ব্যবহার এবং এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করাণ এই পীড়ায় হিতকর। বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃতও ইহার বিশেষ উপকারক। ছোট এলাচ, বড় এলাচ, বেণামূল, শ্বেত চন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী; বহেড়া ও যমানী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব-সমান রৌপ্য; সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ রতি মাত্রায় গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্নায়ুশূল ও বাতরোগ নিবারিত হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, লৌহ ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ একত্র চিতার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; প্রত্যহ প্রাতঃকালে ত্রিফলাভিজা জলসহ সেবন করিলেও স্নায়ুশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতব্যাধি কথিত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ভগ্নচিকিৎসা।

উচ্চ স্থান হইতে পতন, পীড়ন এবং অভিঘাত প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। এক সন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্য-বর্ত্তী একখণ্ড অস্থিকে কাণ্ড কহে এবং দুই খানি অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি কহে। ঐরূপ স্থান ভেদানুসারে কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন নামে ভগ্ন-রোগ দুই ভাগে বিভক্ত।

সন্ধিভগ্ন ছয় প্রকার, উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন। সাধারণতঃ এই ছয় প্রকার ভগ্নেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন ও পরিবর্ত্তন সময়ে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং ভগ্নস্থান স্পর্শ করিলেও অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। তন্মধ্যে উৎপিষ্ট নামক সন্ধিভগ্নে উভয় অস্থি উৎপেষিত হইয়া যায়, তজ্জন্য ভগ্নস্থানের উভয়দিকে শোথ হয় এবং রাত্রিতে যাতনার

বৃদ্ধি হয়। বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ্নে সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায়, সর্ব্বদাই অত্যন্ত যাতনা থাকে এবং উৎপিষ্ট ভগ্নের ন্যায় অন্যান্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধিবিবর্ত্তিত অর্থাৎ বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে, উভয় পার্শ্বে তীব্র বেদনা হয়। তির্য্যগ্‌গত অর্থাৎ সন্ধিস্থল বক্রীভূত হইলেও ঐরূপ বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধঃক্ষিপ্ত হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন অর্থাৎ অমিলন হইয়া থাকে। কাণ্ড-ভগ্ন সাধারণতঃ ১২ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, ছল্লিত, কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, বিস্ফুটিত, বক্র ও ছিন্ন। অস্থিবিশ্লিষ্ট হইয়া মধ্যভাগ উচ্চ ও পার্শ্বদ্বয় নিম্ন হইয়া যদি কাঁকড়ার ন্যায় আকার হয়, তবে তাহাকে কর্কটক ভগ্ন কহে। কোন স্থানের বিপুল অস্থি বহির্গত হইয়া, অশ্বকর্ণের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকিলে, তাহাকে অশ্বকর্ণ ভগ্ন কহে। অস্থি চূর্ণিত হইলে তাহার নাম বিচূর্ণিত ভগ্ন; শব্দ এবং স্পর্শদ্বারা অস্থির চূর্ণন অবগত হইতে পারা যায়। অস্থি পেষিত হইলে, তাহার নাম পিচ্চিত; ইহাতে অত্যন্ত শোথ হইয়া থাকে। অস্থির কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ ছলিয়া লওয়ার মত কিঞ্চিৎ অস্থি ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে ছল্লিত ভগ্ন কহে। অস্থি মাংসাদি পদার্থ হইতে সর্ব্বথা পৃথগ্‌ভূত হইয়া ত্বকে অবস্থিত থাকিলে, তাহাকে বিশ্লিষ্ট কাণ্ডভগ্ন কহে। অতিপাতিত ভগ্নে অস্থি ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। অস্থির অবয়ব অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মজ্জা নিঃসবণ করিলে, মজ্জাগত ভগ্ন বলা যায়। বিস্ফুটিত ভগ্নে অস্থি অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। অস্থি বক্র হইয়া গেলে, তাহাকে বক্রভগ্ন কহে। ছিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার; এক প্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া লগ্ন হইয়া থাকে, অপর প্রকারে বিদীর্ণ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই ১২ প্রকার কাণ্ডভগ্নেই অঙ্গের শিথিলতা, প্রবল শোথ, প্রবল বেদনা, ভগ্নস্থান নিপীড়ন করিলে শব্দোৎপত্তি, ঐ স্থান স্পর্শে অত্যন্ত যাতনা, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা এবং শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে।

অস্থিবিশেষে ভগ্নও বিভিন্ন হইয়া থাকে। তরুণাস্থি নত হয়, নলকাস্থি বিদীর্ণ হয়, কপালাস্থি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় কিম্বা ফাটিয়া যায় এবং রুচক বলয়া নামক অস্থিও ফাটিয়া যায়। ইহার প্রত্যেক অবস্থাই ভগ্ন নামে অভি-

হিত হইয়া থাকে। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহ্যদেশের অস্থি তরুণাস্থি; যে সকল অস্থি মধ্যে ছিদ্র আছে তাহার নাম নলকাস্থি; জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও মস্তকের অস্থি কপালাস্থি, দন্তসমূহ রুচকাস্থি এবং হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহ্য ও পদদ্বয়ে যে সকল বক্র অস্থি আছে তাহাকে বলয়াস্থি কহে।

কপালাস্থি ভগ্ন হইলে, তাহা অসাধ্য। সন্ধি ভগ্নের মধ্যে ক্ষিপ্ত এবং উৎপিষ্ট ভগ্ন অসাধ্য। অসংযুক্ত কপালাস্থির ভগ্ন, ললাটাস্থির চূর্ণন এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ ও মস্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্ন হয়, তাহাও অসাধ্য ভগ্নাঙ্গব্যক্তি যদি বায়ুপ্রকৃতিক হয়, রোগ প্রতীকারে যত্নশীল না হয়, আহার করিতে না পারে এবং জ্বর, আধ্মান, মূর্চ্ছা, মূত্রাঘাত ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তবে সেই ভগ্ন কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। অস্থি একবার সম্যক্ যোজিত হইলেও যদি তাহা অযথারূপে স্থাপিত হয়, সুন্যস্ত হইলেও যদি যথানিয়মে বন্ধন করা না হয়, এবং সুবদ্ধ হইলেও যদি তাহা অভিঘাতাদি কারণে পুনর্ব্বার সঞ্চালিত হইয়া বিকৃত হইয়া উঠে, তবে সেই সকল অবস্থা আর নিবারিত হয় না।

ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতল জল সেচন করিয়া, অবনত অস্থি তুলিয়া এবং উন্নত অস্থি চাপিয়া স্বস্থানে অবস্থিত করিয়া দিবে। তৎপরে সমতল দুই খণ্ড কাষ্ঠ অস্থির দুই পার্শ্বে দিয়া বস্ত্র জড়াইয়া নাতি শিথিল নাতি দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়া দিবে। বন্ধন শিথিল হইলে সংযোগ স্থির থাকে না এবং অতি দৃঢ় হইলেও ত্বক্ প্রভৃতি স্থানে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত করে। বন্ধনের পর তদুপরি বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র, পিড়িংশাক, তেজপাতা, বড়জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, লোধ, সাবরলোধ, শল্লকী, ভেলা, পলাশ ও মেড়াশৃঙ্গীর কাথ জল সেচন করিবে। অভাবে নিষাদল ভিজা জল কিম্বা কেবল শীতল জল দ্বারা সেই বন্ধনবস্ত্র ভিজাইয়া রাখিবে। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে স্বল্প পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ সেচন করিবে। রোগের অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে বন্ধন মোচন করিয়া পুনর্ব্বার বন্ধন করিতে হয়। সাধারণতঃ শীতঋতুতে ৭ দিন অন্তরে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই যখন সমান অবস্থায়

থাকে, তখন ৫ দিন অন্তরে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ দিন অন্তরে বন্ধনের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি প্রত্যেক সমভাগ একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অথবা বাবলাছাল চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। কিম্বা পীতবর্ণ কড়ীভস্ম ২।৩ রতি পরিমাণে কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক সমভাগ একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করাইলেও অস্থি সংযোগের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। অস্থি মিলিত হওয়ার পর বন্ধন খুলিয়া দিয়া, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে কিম্বা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, গুগ্‌গুলু ৫ তোলা একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা বাবলা মূলের ছাল চূর্ণ এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু একত্র মর্দ্দন করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় মহামাষ তৈল, কুব্জপ্রসারনী তৈল এবং শূকরের চর্ব্বি মর্দ্দনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগে মাংস, মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, মটর কলাইয়ের যূষ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন উপকারী। অধিক লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন এবং ব্যায়াম, আতপ সেবা ও মৈথুন ভগ্নরোগীর অনিষ্টকারক।

শীর্ষাম্বু রোগ চিকিৎসা।

অধিক শৈত্য সংযোগ, বিরুদ্ধভোজন, অতিরিক্ত মদ্যপান, দূষিত বায়ুসেবন দূষিত জলপান, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি এবং অন্ত্র মধ্যে ক্রিমি সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের আবরণে ক্রমশঃ জল সঞ্চিত হইয়া, শিরোবেদনা, আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণে চকিত হইয়া উঠা, অল্প মূত্র নির্গম, কৃষ্ণবর্ণ কঠিন মল প্রবৃত্তি, নাড়ীর দ্রুত গতি, ত্বকের রুক্ষতা ও উষ্ণতা, বমি, চক্ষুর তারার বিকৃতি, ক্রোধশীলতা, মুখের বিবর্ণতা, নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ওষ্ঠে ও নাসিকায় কণ্ডু, হস্ত পদের আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রলাপ এবং চক্ষু রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ

প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে। ইহাকে শীর্ষাম্বু রোগ কহে। এই পীড়া অধিক বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুদিগেরই অধিক হইয়া থাকে। তাহাদিগের দন্তোদ্গম কালে এই পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা অতি কষ্ট সাধ্য রোগ। পীড়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জিহ্বা কফলিপ্ত, অধিক নিদ্রা, দুর্ব্বলতা, দুর্গন্ধ যুক্ত নিশ্বাস নির্গম ও মলের কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পীড়ায় বিরেচক, মূত্রকারক এবং রক্তপরিষ্কারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা তাহা আবৃত রাখা আবশ্যক। মনসাসীজের পাতার রস অথবা জয়ন্তী পাতার রস সহ কৃষ্ণজীরা, কুড়, গিরিমাটী, ফুলখড়ি, রক্তচন্দন, সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমষ্টির সমান দগ্ধ আতপ চাউল একত্র বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে মস্তকে প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে। দুগ্ধের সহিত নারিকেল তৈল অল্প অল্প পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, শঠী, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, মুথা, ধনে, কটূকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র, ইহাদিগের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পীড়ার শান্তি হয়। গব্যঘৃত /১ সের, কল্কার্থ কুঙ্কুম, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, হরীতকী, বিটলবণ, তেজপত্র, ও পটোলমূল প্রত্যেক ২ তোলা ; পাকার্থ জল /৪ সের ; যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করাইলে এই রোগের এবং অন্যান্য শিরোরোগেরও উপশম হইয়া থাকে। মহাদশমূল তৈল, বৃহৎ শুষ্কমূলকাদি তৈল এবং নিম্নলিখিত তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিবে। /১ সের সর্ষপ তৈলে ধুতুরাবীজ, ধাইফুল, মূর্ব্বামূল, মউলছাল, যষ্টিমধু, বিটলবণ, শুঁঠ, নীলমূল, পিপুল, কটফল, কটূকী ও বালা প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া, একটি আবৃত ভাণ্ডে ৭ দিন রাখিয়া দিবে। পরে সেই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে শীর্ষাম্বু রোগ প্রশমিত হয়।

এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পীড়া নিবারিত না হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা মস্তক বিদ্ধ করান আবশ্যক। কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা বিদ্ধ করাইবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

লঘুপাক, অথচ /রক এবং সারক অন্নপান আহার করিতে দিবে। শীতল দ্রব্য রা/ক দ্রব্য আহার এবং তদ্রূপ বিহার অনিষ্টকারক।

রসায়ন।

"যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।

যে সকল ঔষধ ব্যবহারে স্বস্থব্যক্তির জরা ও যাবতীয় রোগের আক্রমণ /রা নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন সেবনে আয়ুঃ, /তিশক্তি, মেধা, কান্তি, বল, স্বর, প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় এবং সহসা কোনরূপ /রাগ আক্রমণ করিতে পারে না।

প্রত্যূষে জলের নস্য লইলে রসায়ন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের অভ্যুদয়ে যথাশক্তি জল পান করিলে, বাতজ ও পিত্তজ রোগ প্রশমিত হইয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। নাসিকাদ্বারা এই জলপান করিতে পারিলে, আরও অধিক উপকার দর্শে। ইহাকে উষাপান কহে। অজীর্ণরোগে উষাপান বিশেষ উপকারক। অশ্বগন্ধার চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধ সহ, বায়ুপ্রকৃতিতে তৈল সহ, বাতপৈত্তিক প্রকৃতিতে ঘৃত সহ এবং বাতশ্লৈষ্মিক প্রকৃতিতে উষ্ণজল সহ ১৫ দিন কাল সেবন করিলে, রসায়ন হয় এবং শারীরিক কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্ধড়কের মূল-চূর্ণ, শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘৃত সহ ১ মাস সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত এবং বলী পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। হরীতকী বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া উত্তম রসায়ন হয়। ইহার নাম হরীতকী রসায়ন বা ঋতু হরীতকী। প্রথমতঃ হরীতকী চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া, সহ্যানুসারে ক্রমশঃ ২ তোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সৈন্ধব, শুঁঠ ও পিপুল কম পরিমাণে হরীতকীর সহিত সেবন করা উচিত; অন্যান্য অনুপান হরীতকীর সমপরিমিত গ্রহণ করিবে।

ক্রমাগত এক বৎসর কাল প্রত্যহ ৫টি, ৬টি বা [illegible] পিপুল মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে রসায়ন হইয়া থাকে। কতগুলি পিপুল, পলাশের ক্ষার জল দ্বারা ভাবনা দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া, প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে সেই পিপুল ৩টি ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, শোষ, হিক্কা, অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ, বিষমজ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দিনের আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে, প্রাতঃকালে একটি হরীতকী, ভোজনের পূর্ব্বে ২টি বহেড়া ভোজনের পর ৪টি আমলকী মধু ও ঘৃতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করিলে নীরোগশরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। নূতন লৌহপাত্রে ত্রিফলার কল্ক লেপন করিয়া, একদিন একরাত্রি রাখিয়া, পরে সেই কল্ক তুলিয়া লইয়া মধু ও জলের সহিত সেবন করিলে উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে। বিদ্ধড়কের মূলচূর্ণ শতমূলীর রস ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত দীর্ঘকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি ও মেধা বর্দ্ধিত এবং বলীপলিত প্রভৃতি দূরীভূত হয়। হস্তিকর্ণ পলাশের ছালচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়শক্তি ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

এই সমস্ত যোগব্যতীত রাজযক্ষ্মরোগোক্ত "চ্যবনপ্রাশ" এবং বসন্তকুসুমাকর, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মকরধ্বজ ও চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে।

সুপথ্য ভোজন, পরিমিত নিদ্রা, উপযুক্ত পরিশ্রম, নিয়মিত স্ত্রী সহবাস, সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান এবং এই পুস্তকের স্বাস্থ্যবিধি অধিকারোক্ত যাবতীয় কার্য্যের উপদেশ প্রতিপালন করিলে, আজীবন নীরোগ শরীরে অবস্থিত থাকিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। নীরোগ শরীর ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বিবিধ "টোট্‌কা" চিকিৎসা।

ভীমরুল, বোলতা বা মৌমাচীতে কামড়াইলে, ওলের পাতা, পুইশাকের পাতা, কেচুনে ঘাস বা হাতীশুঁড়ার পাতার রস মর্দ্দন করিলে জ্বালার শান্তি হয়। পাথুরে কয়লা জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে। ভীমরুলের দংশনে ঘেঁটফুলের মূল বা ডাঁটার রস মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শুঁয়োপোকা লাগিলে প্রথমতঃ ডুমুর পাতা ঘর্ষণ করিয়া শুঁয়োগুলি তুলিয়া ফেলিবে, পরে সেই স্থানে চুণ লাগাইয়া দিবে। অপরিপুষ্ট চাউল বাঁটিয়া তাহার মোটা করিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। হস্ত পদে চুষীপোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতার রস মর্দ্দন করিলে নিবারিত হয়।

কোন স্থান আগুণে পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে মাৎগুড় লেপন করিলে অথবা ঘৃতকুমারীর রস চুণের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে আশু জ্বালার শান্তি হয় এবং দগ্ধস্থানে ফোস্কা উঠে না। গোল আলু বাঁটিয়া তাহার পাতলা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইলে দন্তীর কচি পাতার রস তাহাতে দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে ক্ষতস্থান যুড়িয়া যায়, রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং সেই স্থান পাকিয়া উঠে না। টাট্‌কা গোবর বান্ধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হইয়া কাটা স্থান যুড়িয়া থাকে। বিষফোড়া হইলে তাহাতে নিমের শুষ্কছাল চন্দনঘষার ন্যায় ঘষিয়া তাহা একটি ধুতুরাপত্রে মাখাইয়া ফোড়ার উপর বাঁন্ধিয়া রাখিবে। ৩ দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে বিষফোড়া আরোগ্য হয়। ফোড়া হইলে, কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া ফোড়ার আকারে ১৫।১৬ পর্দ্দা থাক করিয়া ফোড়ায় চাপ না লাগে এরূপ ভাবে বাঁন্ধিয়া রাখিলে, ফোড়া আরোগ্য হয়। উত্তমরূপে পূয হইয়াছে বুঝিলে, কদমের পাতা ও শিমূলের কাঁটা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেই আরোগ্য হইয়া থাকে। ঘুরঘুরে ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্র বাঁটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিবে, তাহাতে সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা নিবারিত হয়। জাতিফুলের পাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে ও দাঁতের গোড়ার ঘায়ে লাগাইলে নিবারিত হয়।

দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসে) রস, মধু ও তিল একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। টাট্‌কা গোমূত্রে নারিকেল ফুল বাঁটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক তোলা মাত্রায় তুলসীপাতার রস সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, রক্তস্রাব, রক্তামাশয়, আমাশয় ও অজীর্ণদোষের শান্তি হয়। বিছুটীর কচিপাতা টাক স্থানে প্রাতঃকালে ও বৈকালে রগড়াইলে টাক ভাল হয়। চন্দ্রসূর বা হালিম-দানা এক ছটাক অর্দ্ধ সের জলে চট্‌কাইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া সেই জল এক তোলা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরে সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ওকড়ার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া তাহার রস বেদনাস্থানে মর্দ্দন করিলে, জ্বর-কালীন মাথা ধরা ও মাথাবেদনার আশু উপশম হয়। কালজীরা, মনসা-সীজের পাতার রস সহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা কালজীরা ও দারুচিনি সমভাগে জল সহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরকালীন শিরঃপীড়ার বিশেষ উপ-কার হইয়া থাকে। গুল্‌টার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস মর্দ্দন করিলে যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। দারুচিনি, তেজপত্র, মুচুকুন্দের ফুল, গুল্‌টার বীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোলমরিচ, মুসব্বর ও কালজীরা প্রত্যেক সমভাগ গুল্‌টার পাতার রসে বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য শিরোরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। ধুতুরা পাতার রসে রক্তচন্দন ঘষিয়া কর্দ্দমের মত হইলে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া ২।৩ বার প্রলেপ দিলেই আধ্‌কপালে নিবারিত হয়। মলমূত্র বন্ধ হইয়া গেলে মুক্তাবরষী বা মুক্তাঝুরীর পাতা ও সোরা জলে বাঁটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মলমূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন স্থান হইতে পতন বা পীড়নাদি কারণে হাড়ে বেদনা হইলে টাট্‌কা গোবর গরম করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। চূণ, হলুদ একত্র গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। হাড়-যোড়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হঠাৎ কোন স্থানে ফিক্ বেদনা উপস্থিত হইলে গরম জলের ফোমেন্ট্ ও তার্পিন তৈল মর্দ্দন বিশেষ উপকারক। নিমপাতার রস চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গলদেশের বেদনা নিবারিত হয়।

সমাপ্ত।